বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা

(১৮০২ - ১৮৫৬)

আশিস খাস্তগীর

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০০০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৯

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা - ৪

আমার জীবনের নীতিশিক্ষক

বাবা-কে

বিষয়বিন্যাস

সংকেতসূচি

আ. জী. : আমার জীবনী ❑ মীর মশার্‌রফ হোসেন (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) ❑ কলকাতা ❑ ১৩৮৪ ব.।

আ. জী. চ. : আত্মজীবনচরিত ❑ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (মোহিত রায় সম্পাদিত) ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯০।

ঈ. বি. উ. বা. : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ❑ বদরুদ্দীন উমর ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৮।

উ. জ. গ্র. : উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার।

উ. শ. বা. গ. : উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য ঃ ইংরেজি প্রভাব ❑ অপূর্বকুমার রায় ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৯।

ঊ. শ. প্র. বা. : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ❑ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ কলকাতা ❑ ১৯৬৫।

ঊ. শ. বা. জা. : ঊনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ ঃ তর্ক ও বিতর্ক ❑ নরহরি কবিরাজ ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৪।

এ. সো. : এশিয়াটিক সোসাইটি।

গ. অ. দ দে. : গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ❑ নবেন্দু সেন ❑ কলকাতা ❑ ১৯৭১।

গো. রা. : গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস ঃ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য ❑ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯১।

চি. না. ব. : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ❑ ভবতোষ দত্ত ❑ কলকাতা ❑ ১৩৯৪ ব.।

জা. গ্র. : জাতীয় গ্রন্থাগার।

দু. শ. বা. মু. : দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন ❑ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮১।

দ্বা. বি. : দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

ব. যু. : বঙ্কিম যুগ ❑ পূর্ণেন্দু পত্রী ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯৬।

ব. রা. বা. : বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য ❑ আবদুস সামাদ ❑ বর্ধমান ❑ ১৯৯১।

ব. সা. প. : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বা. গ. ক্র. : বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ ❑ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ❑ কলকাতা ❑ ১৩৬৬ ব.।

বা. গ. রী. : বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস ❑ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ❑ কলকাতা ❑ ১৩৭৪ ব.।

বা. গ. সা. ই. : বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস ❑ সজনীকান্ত দাস ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৮।

বা. ন. ই. : বাংলায় নবচেতনাব ইতিহাস ❑ স্বপন বসু ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৫।

বা. ন. উ. কে. : বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন ❑ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ❑ কলকাতা ❑ ১৯৭৪।

বা. মু. গ্র. তা. : বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা (১৭৪৩ - ১৮৫২) ❑ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯০।

বা. শি. সা. : বাংলা শিশুসাহিত্য ঃ তত্ত্ব, তথ্য, রূপ ও বিশ্লেষণ ❑ নবেন্দু সেন ❑ কলকাতা

□ ১৯৯২।

বা. শি. সা. ক্র.: বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ □ আশা গঙ্গোপাধ্যায় □ কলকাতা □ ১৩৬৮ব.।

বা. সা. ই. : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড ('৭৫), ৩য় খণ্ড ('৯৪) □ সুকুমার সেন □ কলকাতা।

বা. সা. ই. বৃ. : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৫ম খণ্ড (১৯৮৫) ৬ষ্ঠ খণ্ড - ১ম পর্ব (১৯৮১) □ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় □ কলকাতা।

বা. সা. ই. লে.: বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক □ সবিতা চট্টোপাধ্যায় □ কলকাতা □ ১৯৯৮।

বা. সা. গ. : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য □ সুকুমার সেন □ কলকাতা □ ১৩৪১ ব. ও ১৯৯৮।

বা সা. প. : বাংলা সাময়িক পত্র-১ (১৩৭৯), ২ (১৩৮৪) □ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় □ কলকাতা।

বি. বা. স. : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ □ বিনয় ঘোষ □ কলকাতা □ ১৯৮৪।

বে. সো. : বেথুন সোসাইটি □ যোগেশচন্দ্র বাগল □ কলকাতা □ ১৪০২ ব.।

ম. ত. : মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

মু. বা. গ্র. প. : মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি (১৮৫৩ ১৮৬৭) □ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি □ কলকাতা □ ১৯৯৩।

য. ছা. এ. : যখন ছাপাখানা এল □ শ্রীপান্থ □ কলকাতা □ ১৯৯৬।

যতীন্দ্রমোহন : বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা (১৭৪৩ - ১৮৫২)।

য. মো. স. : যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা (যাদবপুর)।

রা. দে. : রাধাকান্ত দেব।

রা. বি. : রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

রা. মি. : রামচন্দ্র মিত্র।

রা. লা. : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ □ শিবনাথ শাস্ত্রী □ কলকাতা □ ১৯৮৩।

লো. ক. ঐ. : লোককথার ঐতিহ্য □ দিব্যজ্যোতি মজুমদার □ কলকাতা □ ১৯৮৬।

লো. সা. ঈ. : লোকসাহিত্যে ঈশপ □ সুধীর করণ □ কলকাতা □ ১৯৭০।

শ শি. সা. : শতাব্দীর শিশুসাহিত্য □ খগেন্দ্রনাথ মিত্র □ কলকাতা □ ১৯৬৭।

শি. বি. ব. : শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয় □ বিনয়ভূষণ রায় □ কলকাতা □ ১৯৯১।

শি. শি. ব. : শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় □ প্রবোধচন্দ্র সেন।

স. কা. বি. : সমকালে বিদ্যাসাগর □ স্বপন বসু □ কলকাতা □ ১৯৯৩।

সবিতা চট্টো. : বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক।

স. সে. ক : সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম -২য় খণ্ড (১৩৭৭, ১৩৮৪) □ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

সা. ছো. : সাহিত্যে ছোটগল্প □ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় □ কলকাতা □ ১৪০৫।

সা. বা. স. : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র □ ২য় - ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৭৮, '৮০, '৮০, '৮১,'৮৩) □ বিনয় ঘোষ □ কলকাতা।

সা. সা. চ. : সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ❑ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

সে. কা. : সে কাল আর এ কাল ❑ রাজনারায়ণ বসু ❑ কলকাতা ❑ ১৪০৪।

Annals : *The Annals of the College of Fort Williom, from the period of its Foundation* ❑ Roebuck. Thomas ❑ 1819.

B. M. C. : *Catalogue of Bengali Printed books in the Library of the British Museum (1886)* ❑ Blumhardt, J. F. ❑ London.

B. M. C. (1910) : *Catalogue of Bengali Printed books in the Library of the British Museum. Supplement(1910)* ❑ Blumhardt. J.F. ❑ London.

C. S. B. S. : *Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings (1818 - 1840).*

E. I. C. L. : *East India College Library Catalogue (1843)* ❑ London.

F. O. I. (1820) : *On the effect of the Native Press in India – Friend of India (Qly.) Sept. 1820.*

F. O. I. (1825) : *On the progress and present state of the Native Press in India – Friend of India (Qly. No. XII), May 1825.*

G. R. P. I. : *General Report of Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency (1.10.1849 - 30.9.1850).*

H. E. I. C. : *Hony. East India Company Library Catalogue. 1845* ❑ London.

I. O. L. C. (1905) : *Catalogue of the Library of the India Office – 1905, (Vol- II. Part IV)* ❑ Blumhardt. J. F.

I. O. L. C. (1923) : *Catalogue of the Library of the India Office (Vol - II, Pt. - IV, Supp.) 1906 - 1923* ❑ Blumhardt. J. F.

LONG-'52 : *An Alphabetical Catalogue of 1100 Bengali Printed Works. 1852* ❑ Long J.

LONG-'55/ D. C. : *A Descriptive Catalogue of 1400 Bengali Books and Pamphlets – 1855* ❑ Long. J.

LONG - '57: *Returns Relating to Publications in the Bengali Language, in 1857* ❑ Long. J.

LONG-515 : *A Return of the names and writings of 515 persons connected with Bengalee Literature – 1855* ❑ Long J.

L. R. P : *Returns Relating to Native Printing Presses and Publications in Bengal – 1853-1854* ❑ Long J.

U. P. L. V. : *Unpublished Letters of Vidyasagar* ❑ Edited by Guha, Arabinda ❑ Calcutta ❑ 1971.

ক থা মু খ

মধ্যযুগীয় ধর্মনির্ভর বাংলা সাহিত্য পদ্যের নির্মোক ত্যাগ করে আধুনিক যুগে গদ্য-মাধ্যমে দেখা দিল ব্যবহারিক প্রয়োজনে। সেই স্তর পেরিয়ে বাংলা গদ্যের চলনক্ষম রূপটি প্রকাশিত হয় পাঠ্যপুস্তকের আকারে। নিতান্ত শৈশবাবস্থায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নীতিশিক্ষামূলক গদ্যগ্রন্থের। কলেজের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে ছিল কয়েকটি *হিতোপদেশ* (গোলোকনাথ, মৃত্যুঞ্জয়, রামকিশোর), *বত্রিশ সিংহাসন, তোতা ইতিহাস, পুরুষ পরীক্ষা, বেতাল পঞ্চবিংশতি* ইত্যাদি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মতই নীতিশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিল মিশনারি গোষ্ঠী। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সম্প্রদায় এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ওপর সমীক্ষা করে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেই পুস্তিকায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নীতিশিক্ষাতেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গদ্যের মাধ্যমে নীতিশিক্ষাকে সাধারণ মানুষের, বিশেষত শিশুদের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারিরা বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার পরিকল্পনা করেন। যার মধ্যে অন্যতম নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থাদির প্রকাশ।

শাসকস্বার্থে সংস্কৃত থেকে অনুবাদিত নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থাদির যে ধারা সূচিত হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে স্কুল বুক সোসাইটির হাতে তার লক্ষ্য ও রূপটি পরিবর্তিত হল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশন সংক্রান্ত নীতি ছিল ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ না করা। ধর্ম-নিরপেক্ষ শাশ্বত নীতিবোধ-নির্ভর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে তাঁরা উৎসাহী ছিলেন। যা ছিল মুষ্টিমেয় সিবিলিয়ানদের শিক্ষিত করে তোলার অন্যতম সহায়ক, তা রূপান্তরিত হয় শিশু-কিশোর পাঠ্য হিসেবে। প্রাচ্য সাহিত্যের পর শুরু হল পাশ্চাত্য গল্পকথার উপস্থাপনা। স্কুল বুক সোসাইটির কল্যাণে পাশ্চাত্যের ঈশপ বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। শিক্ষার বহুমুখী প্রয়োজনে অনুবাদমূলক এসব গ্রন্থের সৃষ্টি হলেও সাহিত্যের স্পর্শ থেকে এরা বঞ্চিত নয়। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক কায়ারূপ গঠনে, রূপগত বিবর্তনে, গল্পরস সঞ্চারে এবং সমাজচিত্রণে এইসব গ্রন্থের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এরই মধ্যে ধর্মীয় নীতিশিক্ষা প্রচারে এগিয়ে এসেছে আরও কয়েকটি মিশনারি সোসাইটি। যেমন, ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটি (১৮২৩), ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান স্কুল বুক সোসাইটি (১৮৩৯)। দুটি সংস্থাই খ্রিস্টীয় আদর্শভিত্তিক নীতিশিক্ষার গ্রন্থ প্রকাশ করতে থাকে।

একদিকে বঙ্গভাষীদের মধ্যে মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আগ্রহ, আর অন্যদিকে ত্রি-ধা বিভক্ত হিন্দুসমাজের (রক্ষণশীল, ব্রাহ্ম, উদারমতাবলম্বী) নিজ নিজ মতবাদ প্রচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ— এ দুয়ে মিলে নীতিশিক্ষার অঙ্কুরটিকে মহীরূহে পরিণত করে কিছুদিনের মধ্যেই। স্কুল বুক সোসাইটি নীতিশিক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করে গেলেন, সেই ধারা অনুসৃত হতে থাকল অন্যান্য পাঠশালা এবং কলেজে। তখন নীতিশিক্ষা হয়ে উঠেছে স্কুলে স্কুলে অবশ্যপাঠ্য। নীতিশিক্ষা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে সর্বাত্মক চেহারা নিতে চলেছে তার আরও প্রমাণ হল নীতিচর্চার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত কিছু সভা-সমিতি। সাময়িক পত্রাদিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তখন নীতিশিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের নানা রচনায় ভরে উঠতে লাগল সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা। লোকশিক্ষার কারণে, লোকহিতার্থে, নীতিশিক্ষার্থে সৃষ্টি হতে লাগল নিত্যনতুন সাময়িকপত্রের। নীতিশিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া এবং তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে

গদ্যগ্রন্থের পাশাপাশি সাময়িকপত্রও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। কখনও গল্পের আকারে কখনও বা গুরুগম্ভীর রচনায় উপদেশের আকারে নীতিশিক্ষা দেওয়া হত। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এমন সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যা ২২। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বেশ কিছু নীতিশিক্ষামূলক রচনা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে বা অন্যান্য রচনার সঙ্গে সঙ্কলিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মনেও জেগে উঠেছে নীতিশিক্ষার প্রতি বিপুল আগ্রহ। অথচ ১৮৪০-এ সরকারি আদেশে নীতিশিক্ষাচর্চার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। সেই নীতির তীব্র সমালোচনা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় দেখা যেতে থাকল। হিন্দু কলেজেও নীতিশিক্ষার গুরুত্ব যথাযথ না থাকায় মানুষ ক্ষুব্ধ হল। বেঙ্গল স্পেকটেটর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। এমনকি হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র রাজনারায়ণ বসুও নীতিশিক্ষার অভাবে আক্ষেপ করেছিলেন।

দিন যত এগিয়েছে, নীতিশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থের বিষয়বৈচিত্র্যও তত বেড়েছে। তখনও বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে *হিতোপদেশ, বত্রিশ সিংহাসন, তোতা ইতিহাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি* ইত্যাদি বইয়ের আদর একটুও কমেনি। এ কারণে গদ্যে-পদ্যে অনুবাদিত, সংশোধিত বা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে সেসব বই। আমরা শুধু গদ্যগ্রন্থগুলিকেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি এই সময়ের মধ্যে (১৮০২ - ১৮৫৬) শুধু *হিতোপদেশ* গ্রন্থটিই বাংলা গদ্যে অনুবাদিত হয়েছে অন্তত ১৫টি। এর মধ্যে ৮টি পেয়েছি। *বত্রিশ সিংহাসন* হয়েছে অন্তত ৭টি, দেখেছি ২টি। *তুতিনামা* থেকে অনুবাদিত হয়ে *তোতা ইতিহাস, শুকসপ্ততি* থেকে *শুকেতিহাস*। *বত্রিশ সিংহাসন* সংস্কৃত ও হিন্দি দু'ভাষা থেকেই অনুবাদিত হয়েছে।

॥ ২ ॥

নীতিশিক্ষামূলক বই লিখে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগরের মত মানুষ। আরও আছেন অক্ষয়কুমার দত্ত, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, দ্বারকানাথ রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রামচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রমুখ। আছেন উইলিয়ম কেরি, উইলিয়ম ইয়েটস্, জে. সি. মার্শম্যান, জেমস্ স্টুয়ার্ট, জেমস্ লঙের মত বিদেশীয়। এইসব বিখ্যাত মানুষদের পাশাপাশি রয়েছেন অভয়চরণ দাস, ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, তারাচাঁদ দত্ত, দ্বারকানাথ মল্লিক, নীলকমল ভাদুড়ী, শারদাপ্রসাদ বসু-র মত অল্পখ্যাত লেখক। বিদেশি নীতিশিক্ষকদের প্রায় সকলেই পেশায় ধর্মযাজক। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার। কিন্তু এদেশীয় নীতিশিক্ষকদের 'যত মত তত পথ'। হিন্দুদের মধ্যে অনেক দল উপদল। রক্ষণশীল হিন্দু, সাধারণ হিন্দু, ব্রাহ্ম, উদার মতাবলম্বী— সকলেই নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। সামাজিক বা অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসেও কয়েকটি স্তর লক্ষ করা যায়। ধনী, উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত এই তিনটি স্তরের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই শ্রেণী সেকালের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কেউ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কেউ-বা বিরোধিতায় খ্যাতি পেয়েছেন। এঁরাই সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা ভরিয়েছেন, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও শিক্ষকতার সূত্রে শিক্ষার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছেন, বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন করেছেন। সামাজিক ইতিহাসের সূত্রে এই তথ্যটি আমাদের কাছে উপেক্ষণীয় মনে হয়নি।

সাধারণ মানুষের কাছে নানা রূপে নানা প্রকরণে নীতিশিক্ষাকে পৌঁছে দিতে খ্যাত স্বল্পখ্যাত

অখ্যাত অসংখ্য লেখকের সমবেত প্রচেষ্টায় শুষ্ক নীতি-উপদেশও সাহিত্যরসসিক্ত হয়ে উঠতে শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ের গল্প-আখ্যান মাধ্যমের পর নীতিশিক্ষা চলে এল শিশুদের জন্য লেখা প্রাইমারে। নীতিবাক্যের মাধ্যমে বর্ণযোজনা, বর্ণশিক্ষা, বাক্যরচনা ইত্যাদিতে শিশু অভ্যস্ত হল। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দু'ধরনের নীতিশিক্ষাই বাংলা প্রাইমারে দেখা গেল। এত প্রাইমারের মধ্যে মাত্র কয়েকটির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাকি সব তালিকাভুক্ত হয়েই রয়েছে, অস্তিত্ব বিলুপ্ত।

গল্প-আখ্যান ও প্রাইমারের বাইরে গদ্যরচনা বা প্রবন্ধের আকারেও নীতি-উপদেশ দেখা দিল। বিষয়বস্তুর জন্য লেখকরা হাত বাড়ালেন পাশ্চাত্যের জ্ঞান ভাণ্ডারেব দিকে। নানা স্বাদের, নানা আকারের বা রীতির বই বাঙালি পাঠকের সামনে এসে গেল অনুবাদের মধ্য দিয়ে। গুরুগম্ভীর তত্ত্ব-উপদেশ যেমন আছে, তেমনি সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত উপদেশও বাংলায় প্রচুর অনুবাদিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ অনুবাদের পাশাপাশি আছে পরোক্ষ বা ভাবানুবাদ। তৈরি হল কয়েক প্রকার সঙ্কলনগ্রন্থ। যেমন, প্রবাদ-প্রবচন ও শ্লোক সংগ্রহ, জীবনী সংগ্রহ, গল্প সংগ্রহ, বিভিন্ন রচনা সংগ্রহ, সাময়িকপত্রের রচনা সংগ্রহ, অপরেব অনুবাদ সংগ্রহ ইত্যাদি।

ভাষাগত দিক দিয়ে প্রথম পর্বে নীতিশিক্ষামূলক গদ্যগ্রন্থগুলি ছিল একভাষিক। মূলের উদাহরণ বা উদ্ধৃতি কিছু কিছু দেখা গেলেও স্কুল বুক সোসাইটির *মনোরঞ্জনেতিহাস-ই* (১৮১৯) প্রথম দ্বি-ভাষিক গ্রন্থ। পরের বছর প্রকাশিত হয় স্টুয়ার্টের *উপদেশকথা*-র দ্বি-ভাষিক সংস্করণ। ১৮২২-এ লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় কয়েকজন লেখকের রচনা-সঙ্কলনেব দ্বি ভাষিক সংস্করণ। এছাড়া *মনোহর ইতিহাসমালা, বিদ্যাকল্পদ্রুম, কবিতা রত্নাকর, তোতা ইতিহাস, বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ* গ্রন্থগুলি দ্বি-ভাষিক সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। *হিতোপদেশ*-এর ত্রি-ভাষিক সংস্করণও দেখা গেছে। বহুভাষিক অনুবাদের নিদর্শন *বহুদর্শন*।

নীতিশিক্ষাকে কিভাবে গদ্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, কিভাবে তাকে জনপ্রিয় করে তোলা যায় সে বিষয়ে লেখকদের সচেতনতা ছিল। এই কারণে সংস্করণের পর সংস্করণে গদ্যরীতি পরিবর্তিত হয়েছে, যতিচিহ্ন এবং শব্দসম্ভারের পরিবর্তন ঘটেছে, পদ সংগঠনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিমার্জনা চোখে পড়েছে। নীতিশিক্ষার মত আপাত নীরস শুষ্ক বিষয়কে সরস করে তোলার ঘোষণা তাঁরা তাঁদের গ্রন্থের আখ্যাপত্রে করেছেন। কেউ 'সহজ ভাষায়', কেউ 'অতি সহজ ভাষায়', কেউ-বা 'সরল প্রাঞ্জলভাবে' গদ্যে নীতিশিক্ষা প্রচার করেছেন। পাঠকের পরিতৃপ্তির দিকে লক্ষ রাখা, বোধগম্যতা ও সর্বজনীনতার প্রতি এই সতর্কতার ফলে গদ্যের ক্রমসারল্য আর দুর্লক্ষ থাকেনি।

।। ৩ ।।

নীতিশিক্ষামূলক বই যত বেশি পাঠ্যতালিকায় এসেছে, সেই সব বই যোগান দেওয়ার বিষয়টিও তত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। পাঠ্য বইয়ের লেখক বাড়ল, দেখা দিল নতুন নতুন প্রেস। দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রেসের সংখ্যা বেড়েছে, উন্নত হয়েছে ছাপার গুণগত মান। নীতিশিক্ষামূলক বইয়ের বাজার শুরু হবার পর ব্যবসায়িক কারণেই ছাপাখানাগুলির মধ্যে সেই 'বাজার' ধরার প্রতিযোগিতা বাড়ল। অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে নীতিশিক্ষার বই ছাপানো প্রত্যেক প্রেসের একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়াল।

উনিশ শতকের গোড়ায় মিশনারি প্রেসগুলি (শ্রীরামপুর, কলকাতা, হাওড়া) অবশ্য ধর্মীয় নীতি

প্রচার এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এ ধরনের বই ছাপাতে উৎসাহী হয়েছিল। যেমন, শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারি প্রেসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য নীতিশিক্ষামূলক যেসব বই ছাপা হয়েছে, তার পশ্চাতে কাজ করেছে রাজনৈতিক কারণ। কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপানো বইগুলি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে এরই মধ্যে কোন কোন ব. ভাল ব্যবসা করেছে। যেমন, *মনোরঞ্জনেতিহাস* এবং *সদাচার দীপক*। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের রামকমল সেনের *হিতোপদেশ*, জে. সি. মার্শম্যানের *সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস*-এর প্রচারও ছিল উল্লেখযোগ্য।

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটিও ব্যবসায়িক কারণ থেকে আদর্শগত কারণটিকে বড় করে দেখেছিল। সোসাইটির বইয়ের বিপুল প্রচারের কারণ অবশ্যই স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং সেসব স্কুলে সোসাইটির বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া। এরই মধ্যে ব্যতিক্রমী প্রকাশন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের *শিশুশিক্ষা*-২-র ১ম সংস্করণ। তাঁদের প্রকাশনার বিখ্যাত সিরিজ *নীতিকথা*-র ১ম - ৩য় খণ্ড। বিপুল জনপ্রিয় *নীতিকথা*-র পরবর্তী অনেক সংস্করণ বিভিন্ন প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল। যেমন, *নীতিকথা*-২-এর ১৮৪১র সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল শ্রীরামপুরে চন্দ্রোদয় যন্ত্রে। নীতিশিক্ষামূলক বই ছাপা হত শ্রীরামপুরের নীলমণি হালদারের ছাপাখানা, তমোহর প্রেস, চুঁচুড়াতে জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র থেকেও।

উনিশ শতকে সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য নিজস্ব ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়। সেখান থেকেও নীতিশিক্ষামূলক বহু গদ্যগ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র, শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্র, সংবাদ প্রভাকর প্রেস, জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্র, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস, সম্বাদ গুণাকর প্রেস, সম্বাদ ভাস্কর প্রেস, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র প্রেস নীতিশিক্ষামূলক বই ছাপাতে যথেষ্ট আগ্রহী ছিল।

সে সময় নীতিশিক্ষামূলক বইয়ের কদর যে সাধারণ মানুষের কাছে বেড়ে চলেছে তার একটি প্রমাণ হল বটতলায় এ ধরনের বইয়ের ক্রমবর্ধমান কাটতি। বটতলার প্রেসের পুরোধা বিশ্বনাথ দেবের প্রেস। এই অঞ্চলের রোমানেজিং প্রেস, সারসংগ্রহ যন্ত্রালয়, কবিতা রত্নাকর যন্ত্র, কমলালয়, কমলাসন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস, বিন্দুবাসিনী যন্ত্র, ভবসিন্ধু যন্ত্র, চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র, আহিরীটোলার জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র, বালাখানার জ্ঞানোদয় যন্ত্রের নামও উল্লেখযোগ্য। বই বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের দামও ক্রমশ নিম্নমুখী হল।

শোভাবাজার বটতলার বাইরে এসব বই ছাপানোর ব্যাপারে নামডাক ছিল প্রজ্ঞাযন্ত্র, মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা, বাহির সিমুলিয়ার নিউ প্রেস, চাঁপাতলার বাঙ্গালা যন্ত্র, সংস্কৃত প্রেস, সুচারু যন্ত্র, বউবাজারের বেঙ্গল সুপিরিয়র প্রেস, এন্টালির সত্যার্ণব প্রেস, আলিপুরের জেল প্রেস, শিয়ালদহ অঞ্চলের এশিয়াটিক প্রেস, পিয়র্স সাহেবের ছাপাখানা (মোং ইটালি), জি. পি. রায় কোম্পানির যন্ত্রালয়, কাশীটোলার জি. সি. হে এন্ড কোং, পি. এস. ডি. রোজারিও অ্যান্ড কোং ওরফে রোজারিও এন্ড কোং-এর। শেষোক্ত প্রেসের বিশিষ্ট প্রকাশন অবশ্যই বিদ্যাসাগরের *বেতাল পঞ্চবিংশতি*-র ১ম সংস্করণ (১৮৪৭)। ৫ম সং (১৮৫৫) ছাপিয়েছেন জোড়াসাঁকোর সর্বার্থ প্রকাশিকা যন্ত্র।

কয়েকটি মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থান বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি নি। বেশ কয়েকটি বইয়ের মুদ্রকের নাম পাওয়া যায়নি। নীতিশিক্ষামূলক বইয়েব চাহিদা এতটাই ছিল যে, ভারতবর্ষের বাইরে লন্ডন থেকেও ছাপা হয়েছে কয়েকটি বই। গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও অন্যান্য সূত্র থেকে অর্ধশতাধিক প্রেসের নাম পাওয়া গেছে। দেখা গেছে কোন গ্রন্থের সব সংস্করণ একটি প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে আবার কখনও একটি গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ একাধিক প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে। অন্যদিকে কোন প্রেস একটিমাত্র গ্রন্থ আবার কোন প্রেস একাধিক গ্রন্থ ছাপিয়েছে। বোঝা যায়, নীতিশিক্ষামূলক

গ্রন্থের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে ১৮০২ থেকে ১৮১৫ এই ১৪ বছরে নীতিশিক্ষামূলক বই ছাপা হয়েছে ৮টি। এরপর প্রতি ৫ বছরে (১৮৫০ পর্যন্ত) ছাপা হয়েছে যথাক্রমে ১০টি, ৭টি, ৭টি, ৯টি, ১০টি, ৭টি, ১১টি। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি ৫৩টি। এর মধ্যে অনেক গ্রন্থের একাধিক ভাগ এবং বহু সংস্করণও আছে। নীতিশিক্ষার প্রচারে ও প্রসারে এ কারণে মুদ্রাযন্ত্রের অবদান বিস্মৃত হবার নয়।

॥ ৪ ॥

বাংলা ছোটগল্পের উন্মেষপর্বে নীতিশিক্ষামূলক কাহিনীগুলিই প্রকৃত পটভূমিকা রচনা করেছে। আধুনিক যুগে অনুবাদ সাহিত্যের সূচনাপর্বে নীতিশিক্ষামূলক গদ্যগ্রন্থের অবদান কম নয়। উনিশ শতকের বাংলা গদ্য ও গদ্যশিল্পী সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট মানের বহু আলোচনাগ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য বই ও লেখক, গদ্যরীতি এবং প্রকরণগত দিক স্থান পেয়েছে। কিন্তু নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থাদি যথাযথ গুরুত্বসহ আলোচিত হয়নি। বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষার আবির্ভাবের পটভূমিকা, রাজনৈতিক সামাজিক নৈতিক প্রেক্ষাপটে এসব গ্রন্থের গুরুত্ব, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে তাদের ভূমিকা কতটুকু সেটি-ই আমরা এই আলোচনায় দেখতে চেয়েছি।

নীতিশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা প্রণয়নে আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে ব্যক্তিগত গ্রন্থতালিকা, প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থতালিকা, সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা তালিকা, বিজ্ঞাপন, গ্রন্থাগারের মুদ্রিত তালিকার ওপর। কিন্তু সেসব তালিকায় গ্রন্থনাম লেখকনাম প্রকাশকাল মূল্য মুদ্রাযন্ত্র প্রকাশক ইত্যাদি নানা বিষয়ে পরস্পর অসঙ্গতি দেখা যায়। সেসব ক্ষেত্রে আমরা একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি। উপরন্তু, গ্রন্থগুলির পরিচয় দেবার সময় দেখেছি সহায়ক বহু গ্রন্থে রয়েছে তথ্যগত বিভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতা, অস্পষ্টতা ও ভুল বিশ্বাস। যথাস্থানে তার পরিচয় আছে।

তালিকাভুক্ত গ্রন্থসংখ্যা ১২৬টি। এর মধ্যে পাওয়া গেছে ৮৩টি। বইগুলি দেখতে গিয়ে কয়েকটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথমত, জরাজীর্ণ ও কীটদষ্ট বহু বইয়ের পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়ত, বেশ কয়েকটি বইয়ের আখ্যাপত্র খণ্ডিত, সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাও পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে আখ্যাপত্রটি হাতে লিখে রাখা হয়েছে। সুতরাং বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়। তৃতীয়ত, কয়েকটি বই এদেশে নেই, রয়েছে লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। পাঁচটি বইয়ের ফটোকপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের আলোচনার সময়পরিধি ১৮০২ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত। ১৮০২ সালে গোলোকনাথ শর্মার *হিতোপদেশ* রচনায় যে ধারার সূচনা, আমাদের মতে তার প্রথম পর্বের পূর্ণতা ঘটেছে বিদ্যাসাগরের *কথামালা*-য়। *কথামালা* নীতিশিক্ষার ধারায় একটি মাইলস্টোন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের পর *ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি* প্রকাশিত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের রচনায় নীতিশিক্ষার আর এক পর্বের সূচনা। উপরন্তু, রাজনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়েও ১৮৫৬ সাল পর্বান্তরের সূচক। ১৮৫৬-তে বিধবা বিবাহ, ১৮৫৭-তে সিপাহি বিদ্রোহ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিধবা বিবাহে বিদ্যাসাগরের সামাজিক সিদ্ধি ও প্রবল জনপ্রতিক্রিয়া। এরই দু'বছর আগে (১৮৫৪) কোনক্রমে টিকে থাকা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিলুপ্তি ঘটেছে। একই বছরে পেশ করা হয়েছে উডের বিখ্যাত ডেসপ্যাচ বা শিক্ষার 'মহাসনন্দ' এবং হিন্দু কলেজ রূপান্তরিত হয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজে। সিপাহি বিদ্রোহে নবচেতনায় উত্তরণ আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলল। নীতিশিক্ষার ক্ষেত্র বহুধা

বিস্তৃত হল, প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটও পরিবর্তিত হল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর, নারায়ণ শর্মা থেকে ঈশপ — এই পরিধিটিকেই আমরা ধরতে চেয়েছি।

॥ ৫ ॥

সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র।' দর্শনশাস্ত্রে নীতিবিদ্যার আলোচ্য শুধুই মানবচরিত্র। মানুষের চরিত্রকে সুগঠিত ও সুন্দর করার লক্ষ্যে যাবতীয় দিক ও উপাদান নীতিবিদ্যায় আলোচিত হয়। নীতিশাস্ত্রে মানুষের কর্তব্যকর্মকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক. আত্মকেন্দ্রিক (Self-regarding) খ. পরকেন্দ্রিক (Other regarding) গ. আদর্শকেন্দ্রিক (Ideal regarding)। নীতিবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রটি তাত্ত্বিকতার সুরে বাঁধা। কিন্তু নীতিকথায় থাকে একইসঙ্গে তত্ত্বকথা বিতরণের কর্তব্য, অন্যদিকে সাহিত্যরসসিঞ্চনের অধিকার। নীতিবিদ্যা থেকে নীতিকথা — বৈজ্ঞানিক সূত্রব্যাখ্যা থেকে গল্প-আখ্যানে প্রবেশের চেষ্টা। 'নীতিকথা' শব্দটি 'নীতিশিক্ষামূলক কথা' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিকভাবে এখানে 'কথা' বা আখ্যানের প্রাধান্য। কোন একটি নীতি, গল্পের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র গল্পের সারকথা হল ওই নীতিশিক্ষা। নীতিকথা নীতিবিদ্যার মতই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পরকেন্দ্রিক ও আদর্শকেন্দ্রিক কর্তব্যের কথা বলে, ভালো-মন্দের সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করে দেয়, 'নীতিসম্মত' ও 'নীতিবিগর্হিত' — দুয়ের ব্যবধানটুকু চিনিয়ে দেয়।

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা ছিন্নমূল উদাহরণ নয়। এক নির্দিষ্ট ঐতিহ্যের পথ বেয়ে বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের উদ্ভব ঘটেছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে এমনতর নীতিশিক্ষার ছড়াছড়ি। ঋগ্বেদের নীতিবোধের মূল কথা হল, জীবন অমূল্য এবং মূলত কল্যাণময়, মধুর ও উপভোগ্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রাথমিক পর্যায়ের নীতিবোধের সূচনা। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে একটি পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যে ব্রাহ্মণদের প্রভাবে এসেছে নীতি ও ধর্মের কথা। মহাভারতে ফেবল্, প্যারাবল, মর‍্যাল ন্যারেটিভ জাতীয় কাহিনী প্রচুর আছে। পুরাণ সাহিত্যে বহু আখ্যান ও উপাখ্যানে নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে মিশ্রিত করার প্রবণতাও দেখা গেছে।

সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যে নীতিশিক্ষায় 'অবদান' এবং পশুপাখির গল্পের বিশেষ গুরুত্ব আছে। অবদান কাহিনী এই শিক্ষা প্রচারের জন্য রচিত যে, যেমন কর্ম তেমনি ফল। অবদান সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ *অবদানশতক*। পশুপাখির গল্পগুলি ছোট শিশুদের নীতিশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই রচিত। গল্পগুলির উপস্থাপনা ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা শিশুমনস্তত্ত্ব ও শিশুশিক্ষণে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সংস্কৃতে রচিত এ-জাতীয় গ্রন্থের একমাত্র নিদর্শন *পঞ্চতন্ত্র*। গল্পের মাধ্যমে মনোরঞ্জন ও শিক্ষাদান — উভয় ক্ষেত্রেই *পঞ্চতন্ত্র* সার্থক।

পঞ্চতন্ত্রের প্রভাবে গদ্যে বেশ কিছু জনপ্রিয় উপকথা রচিত হয়। তার মধ্যে মুখ্য *বেতাল পঞ্চবিংশতি*। পঁচিশটি গল্প সমন্বিত এই গ্রন্থটিতে নীতিকথার সঙ্গে খাঁটি লোকসাহিত্যের ছাপ রয়েছে। অপর পরিচিত গ্রন্থ *সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা*। গ্রন্থের বত্রিশটি গল্পই নৈতিক উপদেশে পূর্ণ। অপর গ্রন্থ সত্তরটি কাহিনীর সঙ্কলন *শুকসপ্ততি*। এটি সংস্কৃতে রচিত লোকসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচনা করেছিলেন ৪৪টি আখ্যানের সমষ্টি *পুরুষপরীক্ষা*। রয়েছে পশুপাখি সংক্রান্ত বিখ্যাত উপকথা বঙ্গদেশবাসী নারায়ণ শর্মার চারখণ্ডে সমাপ্ত *হিতোপদেশ*। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে

পঞ্চতন্ত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি, সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা, হিতোপদেশ, পুরুষপরীক্ষা, শুকসপ্ততি ইত্যাদি গ্রন্থের অবদান অসামান্য।

এছাড়া একশত শ্লোকের সমষ্টি শতকজাতীয় কাব্যগুলির নাম করতে পারি। কবি ভর্তৃহরির তিনটি বিখ্যাত শতককাব্য — শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক। আছে জৈন কবিদের লেখা বেশ কিছু 'কথানক'। 'কথানক' হল রূপক নীতিকথা ও রূপকথার সংমিশ্রণ।

বৌদ্ধ জাতক-কে বলা হয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় প্রাচীন লোককথা সংগ্রহ। জাতকে রয়েছে অসংখ্য ফেবল্। এর মধ্যে বেশ কিছু দেখা যায় পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং ঈশপের নীতিকথায়। নীতিশিক্ষার জগতে জাতক যেন কিছুটা উপেক্ষিত থেকে গেছে। একমাত্র ইতিহাসমালা ছাড়া সরাসরি জাতক থেকে কোন গল্প চয়ন করা হয়নি। প্রাকৃত ভাষায় নীতিশিক্ষামূলক গল্প-কাহিনীর মধ্যে বিখ্যাত গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা*। গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে *বৃহৎকথা*-র গুরুত্ব অপরিসীম।

নীতিশিক্ষাদানে ঈশপীয় গল্পের অগ্রগণ্য ভূমিকা। কিংবদন্তীতে পরিণত ঈশপ তাঁর গল্পে যে নীতিশিক্ষা দিয়েছেন তা ধর্মনিরপেক্ষ জীবনরসসম্ভূত। তাঁর গল্পগুলির তাৎপর্য প্রবাদে রূপান্তরিত। বাংলায় ঈশপীয় নীতিকথার অনুবাদ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তারিণীচরণ মিত্র থেকে বিদ্যাসাগর — এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বহু লেখক ঈশপের গল্পের অনুবাদ করেছেন। বঙ্গাক্ষরে ছাড়া রোমানীয় অক্ষরেও ঈশপীয় গল্প অনুবাদিত হয়েছে।

ইংরেজি সাহিত্যে মুখ্য স্থান বাইবেল-প্রভাবিত নীতিশিক্ষার। গদ্য মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক নীতিশিক্ষা মধ্যযুগীয় ইংরেজি সাহিত্যে প্রত্যেক পর্বেই দেখা গেছে। মধ্যযুগে নাটক ছিল তিন শ্রেণীর। Mystery Play, Miracle Play এবং Morality Play। শেষোক্ত শ্রেণীর নাটকের উদ্দেশ্য হল নৈতিক উদ্দেশ্য প্রচার ও নৈতিক শিক্ষাদান। এই নীতি-নাটকের অনুষঙ্গরূপে দেখা দিল Interlude শ্রেণীর প্রহসন। প্রকৃতপক্ষে এও এক ধরণের নীতি-নাটক। রেনেসাঁস এই ধর্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। এলিজাবেথীয় যুগে ইংলন্ডের নৈতিক আদর্শের মান নেমে গিয়েছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় পিউরিট্যান যুগে শুচিতার আদর্শ, নীতিবাদিতার আদর্শ ফিরে আসে। পিউরিট্যান যুগে নীতিবাদের যে প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল রেস্টোরেশন যুগে সাহিত্যের স্রোত তার বিপরীত মুখে বইতে শুরু করেছিল। অগাস্টান যুগে প্রকাশিত সাময়িকপত্র 'The Tattler'-এর আলোচ্যসূচি সুনীতি ও শিষ্টাচার, 'The Spectator'-এর প্রধান বিচার্য বিষয় সৌজন্য, সুরুচি, নীতিতত্ত্ব, 'The Rambler' -এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের নৈতিক উন্নতিবিধান। অগাস্টান যুগের প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় রোমান্টিক যুগ। রোমান্টিক লেখকের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল ব্যক্তিস্বরূপ। ভিক্টোরিয়ান যুগের অন্যতম কবি টেনিসন এবং ম্যাথু আর্নল্ড তাঁদের কাব্যে নীতিশিক্ষা দিয়েছেন।

বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থে চেম্বার্স-এর Moral Class Book, Beauty of History, Principles of Morals, The King's Messengers, The Reward of Honesty – ইত্যাদি গ্রন্থ যেমন সরাসরি অনুবাদিত হয়েছে, তেমনি অনেক লেখক তাঁদের গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে নানা ইংরেজি গ্রন্থের নাম উল্লেখ পৃথকভাবে না করেও ঋণ স্বীকার করেছেন।

নীতিশিক্ষার দুটি রূপের একটি লেখ্য অপরটি কথ্য। লেখ্যরূপটি ধরা থাকে সাহিত্যে আর কথ্যরূপটি বাহিত হয়ে আসে নানা গল্পকথায়, প্রবাদ-প্রবচনে। প্রবাদ হল জাতির সুদীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত সরস প্রকাশ। প্রবাদ-সৃষ্টির মূলে রয়েছে সাধারণ মানুষের বহুদর্শিতা বা কোন জ্ঞানী ব্যক্তির সুচিন্তিত সুবিবেচিত সংক্ষিপ্ত বাক্যসূত্র। প্রবাদে মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও আচার

আচরণের প্রতিফলন ঘটে বলে শিক্ষাগত দিকটির পরিচয়ও পাওয়া যায়। সে শিক্ষা নীতিশিক্ষা। *কবিতা রত্নাকর* ও *বহুদর্শন* গ্রন্থদুটি মূলত প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সংগ্রহ। দুটি বই-ই নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম মর্টন বাংলা প্রবাদের সর্বপ্রথম সঙ্কলন প্রকাশ করেন। কিন্তু সেটি নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত নয়। *ইতিহাসমালা*-য় গল্পের মধ্যে বা গল্পের শেষে তাৎপর্য হিসেবে প্রবাদবাক্য প্রযুক্ত হয়েছে। *প্রবোধচন্দ্রিকা*-য় ব্যবহৃত প্রবাদমালা সর্বাংশে নীতিশিক্ষামূলক নয়। বৈদিকযুগ থেকে অপভ্রংশ সাহিত্য, মৌখিক বা কথ্যরূপের জগৎ এবং ঈশপ-বাইবেল-ইংরেজি সাহিত্য সমন্বিত পাশ্চাত্য সাহিত্য — উনিশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলা ভাষায় নীতিশিক্ষার উৎসভূমি।

॥ ৬ ॥

এই কাজটি করতে নেমে কলেজ জীবন থেকে আমার শিক্ষক ড. স্বপন বসু-র কাছে উনিশ শতকের পাঠ নতুনভাবে নিয়েছি। তিনি আমার উনিশ শতকের দীক্ষাগুরু। তাঁকে প্রণাম। আমার অপর শিক্ষক ড. মানস মজুমদার কাজ শেষ করতে নিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁকেও প্রণাম জানাই। প্রয়োজনীয় বইপত্র ও পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন সোনামুখী কলেজের অধ্যাপক দিলীপ দত্ত, রাধারমণ দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, বংশীবদন দে, ড. স্বপন দে। সোনামুখী কলেজের কাছে আমার ঋণ অশেষ। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দুষ্প্রাপ্য বই দিয়ে সাহায্য করেছেন ভারতী বুক স্টলের শ্রীঅশোক বারিক মশাই। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে এদেশে অপ্রাপ্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের ফোটোকপি সংগ্রহ করে পড়তে দিয়েছেন শ্রীমতী নয়না সমাদ্দার ভট্টাচার্য। এই ঋণ অপরিশোধ্য। বই প্রকাশের জন্য নিরন্তর তাগাদা দিয়ে গেছেন বন্ধুবর সোমেশ ভূঁঞা। শুকনো ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য নয়। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে আমায় চিন্তামুক্ত করেছেন শ্রীমতী কবিতা খাস্তগীর। তাঁকে নতুন করে জানাবার কিছু নেই।

এই বইয়ে আলোচিত গ্রন্থগুলি দেখতে আমাকে বারবার যেতে হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার-এ। প্রত্যেক গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ যেভাবে পরম মমতায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়।

সকলের এই সহযোগিতা সফল হত না আরও কয়েকটি মানুষের দাক্ষিণ্য না পেলে। অক্ষর বিন্যাসে *দি মুদ্রণী*-র শান্তনু বসু এবং *সফটেক ডি টি পি সেন্টার*-এর বিশ্বজিৎ আদক আমার খুঁতখুঁতে স্বভাবকে অবিচলভাবে সহ্য করেছেন। শিল্পী শ্রীসোমনাথ ঘোষ তাঁর অপরিসীম ব্যস্ততার মধ্যেও এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে আমায় ধন্য করেছেন। সর্বোপরি *পুস্তক বিপণি*-র কর্ণধার শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার এবারেও আমায় আশ্বস্ত করেছেন প্রকাশকের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে। তিনি সম্মত না হলে এ-বইয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠছি।

নভেম্বর ২০০৪

আশিস খাস্তগীর

দেবীগড় ২য় সরণী, মধ্যমগ্রাম,
কলকাতা ৭০০১২৯
দূরভাষ - ২৫৩৮ ৪০৯৫

প্রথম অধ্যায়

প্রেক্ষাপট ও সমকাল

রাজনৈতিক

উনিশ শতকের সূচনায় বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সচেতন মানুষের মনে যে নবজিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল তার সলতে পাকানোর পর্ব চলেছে আঠেরো শতক জুড়ে। সপ্তদশ শতকের উপান্তে 'কলকাতা' নিছকই এক গণ্ডগ্রাম। কিন্তু 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।' কলকাতারও যায়নি। কলকাতাকে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া ইংরেজদের সাদা চামড়া ও টাকার ঝংকারের পাশে ভিড় করে এল মধুলোভী মৌমাছির দল। অমন পয়সার হাতছানি বাংলার মানুষ আগে দেখেনি। মঙ্গলকাব্য-পদাবলী গাওয়া, শান্ত রসাস্পদ নিস্তরঙ্গ জীবনে সেই এক বড় ঢেউ। বুদ্ধি খুলল কিছু মানুষের। ইংরেজরা যে তাদের পোড়া খিদমদগিরির জীবনে নতুন ইশারা নিয়ে এসেছে, সেটি বুঝতে তাদের অসুবিধে হয়নি। নবাবের অনুগ্রহপুষ্ট একদল মানুষ সরে এল ইংরেজের দিকে। এরপরের ইতিহাস ষড়যন্ত্রের, বিশ্বাসভঙ্গের। বিখ্যাত হয়ে রইল পলাশির আমবাগান ও ১৭৫৭ সাল।

কেটে গেল আট বছর। ১৭৬৫ তে সম্রাট শাহ আলমের থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। শুরু হল 'পালা বদলের পালা' — দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে কোম্পানি বাংলার সকল ক্ষমতার উৎসে পরিণত হয়। মোগল সম্রাট ও বাংলার নবাব পর্যবসিত হলেন বার্ষিক বৃত্তিভোগী (যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ও ৫৩ লক্ষ টাকা) ব্যক্তিতে। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেয়েছিল কোম্পানি। সেই রাজস্ব আদায়ের নামে লুণ্ঠন চলতে লাগল অবাধে। শুরু হল ছলে-বলে কৌশলে প্রজা শোষণ। প্রজার কান্না-ঘাম-রক্তে ফুলে ফেঁপে উঠল তাদের কোষাগার। এদেশ পরিণত হল কাঁচামালের আড়তে।

এইরকম অরাজকতার সময়ে অনাবৃষ্টির দরুন ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৭০) দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বিখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। একদিকে কর্মচারিদের অত্যাচার, তার ওপর দুর্ভিক্ষ। দুয়ে মিলে সোনার বাংলাকে মহাশ্মশানে পরিণত করল। ভেঙে পড়ল বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন। ১৭৭২-তে দ্বৈত শাসনের অবসান, কিন্তু অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে এল না। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে প্রবর্তিত হল রেগুলেটিং অ্যাক্ট।[১] আর কলকাতা ভারতের রাজধানীতে পরিণত হল।[২] কলকাতার সুদিনের সেই শুরু।

নগর থেকে মহানগর — কলকাতার এই সমৃদ্ধির পথে নেপথ্য ভূমিকা ছিল ইংরেজদের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, সমাজের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিলুপ্ত হয়েছিল। ব্যাপক হারে শুরু হল চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি। দুর্ভিক্ষের গ্রাসে তলিয়ে গেল পুরোন বহু জমিদার বংশ। এদের জায়গা অধিকার করল ব্যবসায়ে নগদ মুনাফার অধিকারী 'হঠাৎ নবাব' একদল মানুষ। এই নব জমিদার শ্রেণীর ঠিকানা - কলকাতা। গ্রামের সঙ্গে তাদের কোন যোগ ছিল না। জমিদারি চলত নায়েব গোমস্তা পাইক বরকন্দাজের সাহায্যে। এমতাবস্থায় ভারতের গবর্নর জেনারেল হয়ে এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

হেস্টিংসের-এর সময়ে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় পরীক্ষা শুরু। দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা রদ করে তিনি চালু

করলেন 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত'। নতুন ব্যবস্থায় পাঁচ বছরের জন্য জমিদার বা ইজারদারদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। সেখানে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটায় ওই ব্যবস্থা রদ করে স্থির হয় 'একসালা বন্দোবস্ত'। কিন্তু প্রতি বছর নিলামে জমি বন্দোবস্ত করে দেওয়াতেও জমির কোন উন্নতি হল না। এ কারণে ১৭৮৯-তে গবর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিস 'দশসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন। নতুন ব্যবস্থায় কিছুটা স্থিতি আসে। এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু হয় চিরকালীন বন্দোবস্ত করার ভাবনাচিন্তা। অবশেষে বিলাতের সম্মতি নিয়ে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হল কুখ্যাত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'।

এই বন্দোবস্তে পুরোন ভূমি-ব্যবস্থার পুরো ছবিটাই পাল্টে গেল। যে জমির মালিক ছিল কৃষক, এবারে সেই জমির মালিক হয়ে বসল আগেকার রাজস্ব-আদায়কারী সরকারি এজেন্ট; জমিতে যাদের কোন দখলী স্বত্ব ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী ঠিক হয় তারা আদায়কৃত রাজস্বের নয় দশমাংশ কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত করবে। বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব কোম্পানির কোষাগারে জমা দিলে বংশানুক্রমে জমিদাররা জমির স্বত্বাধিকারী থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে এটাই কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিতে স্থায়ী অধিকার সৃষ্টি হবার পর সকলেই জমি পেতে চেষ্টা করল। ব্যবসার কারণে যাদের হাতে নগদ টাকা ছিল তারা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে 'জমিদার' হয়ে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট নির্ভরযোগ্য সমর্থকশ্রেণী এইসব 'জমিদার' কৃষিকে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করল। দলে দলে লোভী মানুষ ভিড় জমাল শহর কলকাতায়। লক্ষ্য — জমিদার হওয়া। ফলে জমির আয় কমল, জমির অভাব দেখা দিল, কুটির শিল্প ধ্বংস হল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়ায় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল — মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর জন্ম। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা জমিদারদের পক্ষে জমিদারির দেখাশুনা করত এবং জমিদারদের সমস্ত পাওনা মিটিয়েও অতিরিক্ত আদায়ীকৃত অর্থদ্বারা নিজেদের উদরপূরণ করত। এদের মধ্যে আছে গাঁতিদার, পত্তনিদার, দার-পত্তনিদার, দার-দাব-পত্তনিদার, ইজারদার, দর-ইজারদার ইত্যাদি নানা নামে চিহ্নিত শ্রেণী। এছাড়া কোম্পানির শর্ত অনুযায়ী রাজস্ব দানের নিয়মরক্ষার জন্য নিরুপায় জমিদারদের অনেককেই মহাজন ও বেনিয়াদের শরণাপন্ন হতে হত। তবুও শেষরক্ষা হত না। এইসব জমিদারি যারা পুরোন জমিদারদের থেকে কিনে নিত তারা হল নায়েব, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, দালাল, মহাজন এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৯৩ এর আগে পর্যন্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত মিশ্র প্রশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারি উচ্চপদ থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা। কারণ তিনি মনে করতেন 'Every native of Hindustan is corrupt'। কোম্পানির Court of Directors-এর সভাপতি চার্লস্ গ্রান্টও ভারতীয়দের দুর্নীতিগ্রস্ত ও নৈতিক জ্ঞান বিবর্জিত এক অপজাত জাতি বলে নিন্দা করেছিলেন। এই শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যেই উনিশ শতকের সূচনা। তখন ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ছিল কোম্পানির। আঠেরো শতকের শেষে ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নানা ধরনের শিল্পের উদ্ভব হয়। স্বাভাবিকভাবে সেইসব শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য বৃহত্তর বাজারের প্রয়োজন হয়। অথচ ইউরোপ ও আমেরিকার বাজার তখন যুদ্ধের কারণে বন্ধ। সবার নজর পড়ে নয়া উপনিবেশ ভারতের দিকে। আন্দোলন শুরু হয় অবাধ বাণিজ্যের জন্য। এদিকে কোম্পানির পক্ষেও রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠন একসঙ্গে পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বাড়ছে ঋণের বোঝা। এমতাবস্থায় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ পুনর্নবীকরণে ভারতীয় বাণিজ্য সকল ইউরোপীয়দের কাছে উন্মুক্ত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইংরেজদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার এবং কৃষি ও শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের অনুমতিও দান করা হয়।

ফল হল মারাত্মক। এরপর থেকে বিদেশি পণ্যসামগ্রীর আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেল অভাবনীয়রূপে, যার ওপর শুল্ক ছিল খুব সামান্য। অন্যদিকে ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর রপ্তানির ওপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য হল। এতে ভারতে ব্রিটেনের বাজার জাঁকিয়ে বসল এবং ভারতের শিল্পগুলি ধ্বংসের মুখোমুখি হল। বাংলার বস্ত্রশিল্প ইংরেজের কুক্ষিগত হল। শুধু বস্ত্রশিল্প কেন, সামরিক অস্ত্রনির্মাণশিল্প, জাহাজ শিল্প, অসংখ্য কুটির শিল্প একই পরিণতি লাভ করে। কোম্পানির লক্ষ্য ছিল ভারতকে ব্রিটিশ পণ্যের বাজারে ও কাঁচামাল যোগানের কেন্দ্রে পরিণত করা।

এরপর কেটে গেল আরও কয়েকটি বছর। এর মধ্যে সাধারণ মানুষের মনে রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ দেখা যায়নি। অভিজাত ধনী শ্রেণীর অর্থনৈতিক জীবন ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট ছিল বলে ইংরেজ শাসনকে এদেশের মাটিতে চিরস্থায়ী করা, ইংরেজকে সকল বিরোধিতা সম্পর্কে সচেতন করা ও রক্ষা করাই তাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও স্পষ্টতা থাকলেও তারা ইংরেজ শাসনের অবসান কল্পনা করেনি। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ইয়ংবেঙ্গল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তাদের বক্তব্য কোন গভীরতা লাভ করেনি। বরং সামান্য কিছু সমালোচনা করে সরকারি অনুগ্রহ লাভ করেই তারা ক্ষান্ত হয়েছে। কারণ তারা মনে করেছে ইংরেজ শাসন ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ পুনর্নবীকরণের আগে রামমোহন বিলেতে হাউস অব কমন্সের সামনে যে সাক্ষ্য দেন তাতে তিনি সেনাদলে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ, ভারতীয় জুরি নিয়োগ ইত্যাদির দাবি জানান। এর আগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যও তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে জোরালো ভাষায় আবেদন করেছিলেন। এই স্বাধীনতা তিনি চেয়েছিলেন কারণ, জনগণ নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারলে সরকার দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত হবেন। দ্বিতীয়ত, অধিকারটি খর্ব হলে ইংরেজ-বিরোধী শক্তি পুষ্ট হবার সুযোগ পাবে। অর্থাৎ শোষিতকে সামনে রেখে শাসকের স্বার্থ চরিতার্থ করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। 'এদেশীয় জনগণের স্বার্থ বলতে তিনি প্রধানত জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের কথাই বুঝতেন।'[৩]

১৮৩৩-এ সনদ পুনর্নবীকরণে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগে কোন বাধা ছিল না। যদিও সে প্রতিশ্রুতি ছিল কাগজে কলমে। ১৮১৩-১৮৩৩-এই কুড়ি বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটে গেছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যেমন, ১৮১৫-তে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়, ১৮১৬ সালে আর্জেন্টিনার স্বাধীনতা লাভ, ১৮২০ সালে স্পেনের গণ-অভ্যুত্থান, ১৮২১-এ চিলি-পেরু-মেক্সিকোর স্বাধীনতা অর্জন, ১৮৩০-এ ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব, ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব, পোল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৩১-এ বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লাভ ইত্যাদি। পাশাপাশি ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। সেই সাধারণ মানুষ হল সমাজের অনুন্নত পিছিয়ে পড়া সমাজ। তাদের ক্ষোভ বিদ্রোহের আকার নিয়েছে ঠিকই, তবে তা সর্বাত্মক না হওয়ায় কুশলী ইংরেজদের পক্ষে তা দমন করতে অসুবিধে হয়নি। ১৮১৬-র বেরিলি বিদ্রোহ, ১৮১৭-র পাইক বিদ্রোহ, ১৮১৮-র আদিবাসী ভীল বিদ্রোহ, ১৮১৯-র কচ্ছে গণ বিদ্রোহ, ১৮২৪-এ জাঠ বিদ্রোহ, ১৮২৯-এ খাসি বিদ্রোহ একের পর এক দমিত হয়।

১৮৩৩-এর চার্টার আইনের আগে ও পরে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনার অস্ফুট বিকাশ লক্ষ করি কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় ও দু'একটি সভা-সমিতিতে। ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাব ও ভাবনার পরিচয় যেসব পত্রিকায় পাওয়া যায় তাদের অন্যতম 'বঙ্গদূত' পত্রিকা। নীলরত্ন হালদারের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে। পত্রিকাটি অবাধ বাণিজ্য নীতি সমর্থন করেছে,[৪] ইংরেজদের দ্বারা উপনিবেশকরণের মাধ্যমে দেশের উন্নতিসাধনের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছে,[৫] আবার কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক জগৎ যে বিধ্বস্ত হচ্ছিল সে সম্পর্কেও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে।[৬]

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর পরিচালনায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় তাদের রাজনৈতিক চিন্তা প্রতিফলিত। পত্রিকাগুলি হল — 'দি পার্থেনন' (১৮৩০), 'দি হিন্দু পাইয়োনিযর' (১৮৩০), 'দি এনকোয়েরার' (১৮৩১), 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১), 'দি বেঙ্গল স্পেকটেটর' (১৮৪২), 'দি কুইল' (১৮৪৩), 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪)। পত্রিকাগুলিতে ইংরেজকে বিদেশি, স্বৈরাচারী বলতে বাধেনি। ধর্মীয় ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন সংগঠনে যেমন অগ্রসর হয়েছে, তেমনি কোম্পানির নানা নীতির সমালোচনাতেও তারা সমান আগ্রহী। 'ভারতের জন্য দুঃখবোধ, এবং ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতা — এ দুই-ই ইয়ংবেঙ্গলের মধ্যে লক্ষ্যগোচর।'[৭]

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।' পত্রিকায় ভারতে ইংরেজ-শাসনের সুফল-কুফল, দেশের কৃষকের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি, স্বদেশী ভাবোদ্দীপক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। এসঙ্গে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় নির্দেশ, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগও পত্রিকায় প্রকাশিত।[৮]

তিরিশের দশক থেকে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক সভা গঠিত হয়। সেখানে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণে গঠিত হয় 'ভূম্যধিকারী সভা'। পরের বছর এর নাম হয় 'ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি'। ১৮৪১-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'দেশহিতৈষিণী সভা'। ১৮৪৩-এ 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি', ১৮৫১-য় 'ভারতবর্ষীয় সভা'। এরপর ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি এক হয়ে যায় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নামে। 'ভারতবর্ষীয় সভা' ব্যতীত আর সব সভারই মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ-তোষণ, রাজভক্তি। নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে এইসব সভাগুলি পরিচালিত হত বলে দেশের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি তাঁরা জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। উনিশ শতকে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনার পূর্ণ প্রকাশ দেখার জন্য সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

সামাজিক ও নৈতিক

পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজের দাক্ষিণ্যে পয়সার মুখ দেখল কিছু মানুষ। সেই পয়সার জোরেই সমাজের মাথা হয়ে উঠল তারা। বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে পড়ল। কারণ নতুন সমাজপতিদের না ছিল সাংস্কৃতিক রুচি, না ছিল ঐতিহ্য সচেতনতা। তারা চাইল ক্ষণিকের আমোদ-প্রমোদ, চড়া ধাতের রঙ্গ-রসিকতা। চাহিদা অপূর্ণ থাকেনি। তাই বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল। তারা কবিওয়ালা — কবি নন। তার অপভ্রংশে সৃষ্টি হল আখড়াই, হাফ্-আখড়াই, তরজা, খেউড় ইত্যাদি। শিবনাথ শাস্ত্রী বলছেন — 'ইহাদের লড়াই শুনিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত।'[৯] যে কবির গানে যত বেশি কুৎসিত ইঙ্গিত, সে তত বড় গায়ক।

সেকালের কলকাতার সাংস্কৃতিক রুচির বিশদ পরিচয় ছড়িয়ে আছে সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, বিভিন্ন মানুষের আত্মচরিতে, বহু গবেষণা গ্রন্থে। সামান্য কিছু উদ্ধার করা যেতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী তখনকার মানুষের বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ি ওড়ানো সম্পর্কে লিখছেন — 'বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ি ওড়ান সে সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া বহু সংখ্যক বুলবুলি পক্ষী রাখা হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধ্যে লড়াই বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। ঢাউস ঘুড়ি, মানুষ ঘুড়ি প্রভৃতি ঘুড়ির প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল; এবং সহবের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ির খেলা দেখিতেন।'[১০]

শুধু বুলবুলির লড়াই আর ঘুড়ির খেলা নয়, কলকাতায় নতুন গড়ে ওঠা সামাজিক ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছিল আরও কিছু 'গুণ', আরও এক শ্রেণীর নতুন 'মানুষ'। এঁরা 'বাবু'। এঁদের 'গুণপনা'র ব্যাখ্যায় নিষ্করুণ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকেই উদ্ধার করি — 'তাহাবা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষাব প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। .... মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকেব বেনিয়ান, উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্‌লস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুবা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ কবিয়া কাল কাটাইত; এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।'[১১]

সেকালে বারাঙ্গনা-বিলাস ছিল প্রেস্টিজ ইস্যু। যিনি যত বেশি টাকা খবচ করে বাঈ-নাচ দেখবেন, তিনি তত বড় ধনী। শাস্ত্রী মশাই বলছেন 'ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্ত্তকী সহরে আসিত, তাহারা বাঈজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে বাঈজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।'[১২]

কলকাতার সমাজে বারাঙ্গনা-প্রীতির পাশাপাশি মদ্য-প্রীতিও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। ১৮৫৯-এ প্যারীচাঁদ মিত্র তো লিখেই ফেললেন — 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন এবং দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ দত্তের কথা। রাজনারায়ণ বসুর মত মানুষ, যিনি একসময় তাঁর পিতার 'এক গেলাসের বন্ধু' ছিলেন, তিনিও লিখেছেন — 'মদ্যপান যে আমাদের বর্তমান সমাজে অতি ভীষণ অনিষ্টপাতের কারণ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন, পরিমিত মদ্যপানে দোষ নাই। কিন্তু ইহা যে কুদৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া কত অনিষ্ট সাধন করে, তাহার অন্ত নাই।'[১৩]

মদের দোসর গাঁজা। 'শিবের প্রসাদ'-লাভে উৎসুক 'ভক্তে'র সংখ্যা শহরে বেড়েই চলছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী বড় বেদনার সঙ্গে লিখেছেন — 'এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিৎ পরে সহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল হইয়াছিল যে, সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল। বাগবাজার, বটতলা ও বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ একটা একটা আড্ডা ছিল। বৌবাজারে দলকে পক্ষীর দল বলিত। সহরের ভদ্রঘরের নিষ্কর্মা সন্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল।'[১৪]

কলকাতায় তখন টাকা উড়ছে। টাকা আয় ও টাকা ব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলছে রেষারেষি করে। যে যেভাবে পারে আয় করছে, যেমন খুশি খরচ করছে। 'তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। .... ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যার বিবাহে, পূজা-পার্ব্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সিন্দুরীয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন।'[১৫] শুধু পুত্র-কন্যা কেন, বানরের বিয়েতেও খরচ হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। সেকালের সংবাদপত্রে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে কে কত ঘটা করে খরচ করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হত।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি সমাজে একদিকে অর্থের রোশনাই আর অন্যদিকে সংস্কারের, আচার-বিচারের অন্ধকার। বাঙালি-জীবনকে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করছে সতীদাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, দাসপ্রথা, গঙ্গাজলি এবং বিধবা-সংক্রান্ত সমস্যা। অষ্টাদশ শতকের শেষপ্রান্তেও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন এবং কন্যা-সন্তান উৎসর্গের ঘটনা ঘটেছে। এই সব প্রথা ও সংস্কারের নিষ্পেষণে সেকালের সমাজের করুণ অবস্থা সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা খুললেই চোখে পড়ে। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ কিছু বাঙালি মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সরকারি আইনের সাহায্যে কুপ্রথাগুলি একে একে রদ হতে থাকে এবং সাধারণ মানুষেরও মোহমুক্তি ঘটতে থাকে।

উনিশ শতকে সামাজিক ছবি অনেকাংশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ভিত্তিক। হিন্দুধর্মের বিকৃতি সমাজজীবনে এক দগদগে ঘা হয়ে দেখা দিল। পূজা-পার্বণ, মেলা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নারকীয় রুচির উৎকট উল্লাস ও অনাচার-অত্যাচারের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। ধনীরা পয়সা ওড়াতেন আর ইতর জনেরা তাতে মোচ্ছব করত। রথযাত্রায় জুয়াখেলায় হেরে নিজের স্ত্রী-কে বিক্রি করে দেবার ঘটনা ঘটেছে ১৮২০ সালে। তার কাছে পানসে মনে হবে চড়কের মেলায় কদর্য নাচ, দুর্গোৎসবে নাচ, বেরা-ভাসানে নাচগান ও খানাপিনা, রাসযাত্রায় আমোদ ইত্যাদি। নরবলি দেবার ঘটনাও নাকি তখন শোনা গেছে। দোল-দুর্গোৎসব বা যে কোন অছিলায় টাকা ওড়ানো এবং ইংরেজদের সাদর-আপ্যায়ন করার জোয়ার এসেছিল তখন। 'যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ-মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত।'[১৬]

বাঙালির সাংস্কৃতিক রুচি, ধর্মীয় রুচির যখন এই অবস্থা — এরই মাঝে কলকাতায় ১৮১৭-তে স্থাপিত হয়েছে হিন্দু কলেজ। ১৮৩০-এ ডিরোজিও-অনুগামী প্রথম ব্যাচ পাশ করে বেরোয়। 'হিন্দুকলেজ হইতে প্রথম যে যুবকদল বহির্গত হয়েন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু রীতিনীতিতে অনেক দোষ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।'[১৭] বক্তা রাজনারায়ণ বসু নিজে হিন্দু কলেজের ছাত্র। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন এই অনুভবের প্রধান কারণ ডিরোজিও-র উপদেশ। 'ডিরোজিওর শিক্ষাগুণে তাঁরা সত্য ও যুক্তির পূজারী হয়ে উঠলেন। .... নবার্জিত যুক্তির সাহায্যে তাঁরা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে, সামাজিক সংস্কারকে আক্রমণ করলেন।'[১৮] কিন্তু 'আক্রমণ' করতে গিয়ে

অতি-উৎসাহে তাঁরা এমন সব কাণ্ড ঘটাতে লাগলেন, যাতে সমাজে এক মহাকোলাহল উপস্থিত হল। তাঁদের মনে হয়েছিল 'এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।'[১৯] মদ খাওয়া, গরুর মাংস খাওয়া, মাংসের হাড় কোন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বাড়িতে নিক্ষেপ করা, মুসলমানের দোকান থেকে বিস্কুট কেনা, বিদেশীয় চালচলনের অনুকরণ, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মুণ্ডপাত করা ইত্যাদি সবই একযোগে প্রকাশ পেল। ইয়ংবেঙ্গল দলের সাংস্কৃতিক রুচি তাদের অভিভাবকদের শঙ্কিত করে তুলল। অহিন্দু কার্যকলাপ ও খ্রিস্টধর্মকে এক করে দেখতে চাইল সাধারণ মানুষ। ইয়ংবেঙ্গলদের সমাজচ্যুত করা শুরু হল। এতখানি আলোড়ন তুলেও ইয়ংবেঙ্গলের শেষরক্ষা হয়নি। গুরু ডিরোজিও-র মৃত্যুর পর শিষ্যবর্গ মত ও পথের পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেললেন।

সামাজিক অবক্ষয় সনাতন মূল্যবোধ তলানিতে এসে ঠেকল। মনুষ্যত্ববোধ, বিবেকবোধ জলাঞ্জলি দিলেন একশ্রেণীর মানুষ। তাঁরা সমাজনেতা। স্ব-বিরোধিতায় জর্জরিত সেসব মানুষ উপযুক্ত মত ও পথের সন্ধান দিতে পারলেন না। রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকাটাই শ্রেয় মনে করলেন। অন্যদিকে, এগিয়ে যেতে চাইলেন কিছু মানুষ। এঁরা মুক্তচিন্তা ও সহজবুদ্ধিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মর্মটুকু গ্রহণ করেছেন। তার ভালোমন্দ চিনতে শিখেছেন। তাঁদের ওপর ভার পড়ল সমাজেব জঞ্জাল পরিষ্কার করার। সামাজিক কুপ্রথা দূর না করলে উন্নতি সম্ভব নয়, নীতিবোধ স্বচ্ছ ও উন্নত না হলে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হওয়া অসম্ভব — এটা তাঁরা বুঝেছিলেন। অগ্রসর হওয়ার পথে অনেক বাধা। সে বাধা দূর করতে যাওয়ার পরিণতি — সংঘাত। বিচিত্র ও জটিল এক সংঘাতের পথেই এগিয়ে গেল বাংলার সমাজ।

সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া

ধর্মীয়

পলাশি-যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মনোযোগ ছিল রাজ্যবিস্তারের দিকে। ভারতীয়দেব ধর্ম ও সমাজ-জীবনে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, ভারতীয়দের ধর্মাচরণ ও সামাজিক আচরণের সঙ্গে তারা মিশে যেতে চেয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন — 'সে কালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন। .... এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা আত্মীয়তা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার-ব্যবহার পালন কবিতেন। ...... তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আলবোলা ফুঁকতেন, বাইনাচ দিতেন ও হুলি খেলতেন। .... বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম কোম্পানির পূজা হইয়া, তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। .... তৎকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন।'[২০] শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন যে প্রথমদিকে হিন্দুদের নানা পর্ব ও মহোৎসবের সময় ইংরেজদুর্গে তোপধ্বনি হত। মহোৎসবে ইংরেজ সৈন্য এমনকি স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটও উপস্থিত হতেন।[২১]

সে সময় ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার কথা কোম্পানি কল্পনাও করেনি। তাদেব আশঙ্কা ছিল সে কাজে অগ্রসর হলে ভারতীয়রা তা মেনে নেবে না এবং ফলে শাসনকর্ম বিঘ্নিত হতে পারে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকরণের সময় উইলবারফোর্স এবং চার্লস গ্রান্ট এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচার এবং এদেশে প্রবাসী ইংরেজদের ধর্ম ও নীতির উন্নতিসাধনের জন্য খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম

কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে বসতিস্থাপন করে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। একই সঙ্গে শুরু হল বাঙালি হিন্দুকে ছলে বা প্রলোভনে ধর্মান্তরিত করার অভিযান। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি অধিকৃত ভূখণ্ডে খ্রিস্টধর্ম প্রচার সম্ভব হয়নি।

১৮১৩-তে কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকৃত হল। এর আগে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে উৎসাহী গোষ্ঠী আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁরা সমস্বরে ভারতের ধর্মীয় ও নৈতিক অধোগতির পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সপক্ষে মতামত রাখলেন। এ বার তাঁরা সফল। সনদে এদেশীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হল। সোৎসাহে কাজে নেমে পড়ল বিভিন্ন খ্রিস্টীয় মিশন। এদের মধ্যে আছে —'লন্ডন মিশনারি সোসাইটি', 'শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি', 'অক্সিলিয়ারি বাইবেল সোসাইটি', 'ক্যালকাটা ডায়াশেসন কমিটি', 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি' ইত্যাদি। এর ফল হল, ১৮১১ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তির সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ১৮৮ জন, ১৮১৩ থেকে ১৮২২ এর মধ্যে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ালো ৪০৩ জনে। এরপর সংখ্যাটা বাড়তেই থাকে। ১৮২৩ - ১৮৩২-এ ৬৭৫ জন, ১৮৩৩-১৮৪২-এ ১০৪৫ জনকে ধর্মান্তরিত করার কাজ সেরে ফেললেন মিশনারিরা।[২২] এই সব মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ থাকলেও খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য এবং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসার প্রচারে এরা যেন একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে এসেছেন রামমোহন রায়। ১৮১৫-তে 'আত্মীয়সভা'র প্রতিষ্ঠা। সভার মূল আলোচ্য বিষয় বেদান্ত। রামমোহন পৌত্তলিকতা-বিরোধী ও একেশ্বরবাদী মত প্রচার করতে শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে তেমনি ভিতরে ভিতরে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণী পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে কলকাতায় রামমোহন রায়ের তর্কযুদ্ধ হল। বিষয় — প্রতিমা পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারের পর শাস্ত্রীমশাই পরাজয় স্বীকার করে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিলেন। 'এই বার্ত্তা যখন তাড়িত বার্ত্তার ন্যায় সহরে ব্যাপ্ত হইল, তখন তাঁহার বিপক্ষগণের ক্রোধ ও আক্রোশ দশগুণ বাড়িয়া গেল।'[২৩]

১৮১৫ থেকে ১৮২০ এই পাঁচ বছরে তিনি বেদান্তদর্শনের অনুবাদ, বেদান্তসার, বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদ, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা, বৈষ্ণব গোস্বামীর সঙ্গে বিচার ও সতীদাহ সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর উত্তরে বিরোধীরাও চুপ করে থাকেনি। রামমোহন-বিরোধিতা এমন তীব্র আকার ধারণ করল যে শহরের অনেক বিশিষ্ট মানুষ হিন্দুকলেজে রামমোহনের সঙ্গে এক কমিটিতে থাকতে অসম্মত হন। ফলে রামমোহন ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য নিজেই একটি স্কুল স্থাপন করেন। এতদিন রামমোহনের প্রতিপক্ষ ছিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল খ্রিস্টান মিশনারিদের বিদ্বেষ। ১৮২০-তে রামমোহন 'যীশুর উপদেশাবলী' নামে এক বই লিখলেন, ১৮২১-এ ব্যাপটিস্ট মিশনারি উইলিয়ম অ্যাডাম একেশ্বরবাদ অবলম্বন করলেন। এ কারণে মিশনারিদের সঙ্গে রামমোহনের সংঘাত উপস্থিত হয়। রক্ষণশীল হিন্দু ও মিশনারি উভয় সম্প্রদায়ের কটূক্তির লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠলেন রামমোহন।[২৪]

ধর্ম নিয়ে তিন প্রতিপক্ষের বাদ-প্রতিবাদ যখন জমে উঠেছে সেসময় রামমোহনের অনুরোধে এবং উৎসাহে ১৮৩০-এ ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে এলেন আলেকজান্ডার ডাফ। খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদানের জন্য স্কুল খুলতে কেউই ডাফকে বাড়ি-ভাড়া দিতে রাজি হয়নি। এগিয়ে এলেন

রামমোহন রায়। তিনি ব্রাহ্মসমাজের চিৎপুরের বাড়িটি যে শুধু ভাড়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন তাই নয়, নিজের স্কুলের থেকে বেশ কয়েকটি ভাল ছাত্রকে ডাফের স্কুলে পাঠান। এখানেই শেষ নয়, প্রত্যেকদিন স্কুলে এসে সেই ছাত্রদের দেখাশুনা করে যেতেন। 'এই প্রকারে রামমোহন রায় যাঁহাকে বলিতে গেলে হাতে ধরিয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেলেন, সেই ডফ্ সাহেবই, মিশনারী সাহেবগণের চিরাচরিত রীতি অনুসারে য়ুরোপ ও আমেরিকায় গিয়া ভারতবর্ষকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া, তত্তৎদেশবাসীদিগকে তাঁহার মিশনে অর্থদান করিতে উৎসাহিত করেন।'[২৫] ডাফের কল্যাণে ধর্মান্তর-সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করল। চারদিকে 'গেল গেল' রব উঠল। হিন্দু কলেজের ছেলেদের সমস্ত রকম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সভায় যোগদান নিষিদ্ধ হল। আশঙ্কিত হয়ে অনেকেই তাঁদের ছেলেদের কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। এরই মধ্যে (১৮৩০) হিন্দু কলেজ থেকে ডিবোজিও-অনুগামী গোষ্ঠীর প্রথম দল পাশ করে বেরিয়েছে। তারা ইয়ংবেঙ্গল।

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই হিন্দুধর্মকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা কবতেন এবং সেই মনোভাবকে গোপন রাখেন নি। সংশয়বাদ ও যুক্তিবাদেব সাহায্যে হিন্দুধর্মের নিন্দা যেমন করেছেন, পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি। তবে মূলত হিন্দুধর্মেব গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই তাঁরা খড়্গহস্ত ছিলেন বেশি। ডাফ এই সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়া করেননি। ১৮৩০-এর আগস্ট মাসে ডাফ এইসব যুবকদের খ্রিস্টতত্ত্ব জানানোর জন্য এক সভার আয়োজন করেন। যদিও সে সভার উদ্দেশ্য পুবো সফল হয়নি। ১৮৩০-এ নভেম্বর মাসে রামমোহন ইংলন্ড যাত্রা করেন। তিনিও ইয়ংবেঙ্গলদের 'অহিন্দু কার্যকলাপ' ভালো চোখে দেখেননি।

ডাফ হতাশ হলেন না। লেগে রইলেন এই গোষ্ঠীর সঙ্গে। তাঁরই উদ্যোগে ধর্মান্তরিত হলেন ডিরোজিওব শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ ১৮৩২ সালে। পরবর্তী ধর্মান্তরিত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নিম্নবর্ণের হাজার জনকে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে এই একজনের ধর্মান্তবগ্রহণ সমাজমনকে অনেক বেশি নাড়া দিল।'[২৬] এরপর ডাফ একের পর এক হিন্দু-যুবককে ধর্মান্তরিত করতে লাগলেন। ১৮৩৪-এ অসুস্থ ডাফ ভারত ত্যাগ করলেও ১৮৪০-এ আবার ফিরে আসেন। মধ্যবর্তী সময়ে একাধিক মিশনারি প্রতিষ্ঠান খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্তরকরণের কাজটিও চালিয়ে যেতে থাকে।

উনিশ শতকে চল্লিশের দশকে কলকাতায় রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। রামমোহনের ইংলন্ড যাত্রার পর ব্রাহ্মসমাজ টিকিয়ে রেখেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব তখন কয়েকজনের বাইরে আর কারোর জানা ছিল না। ১৮৩৯ সালে উপনিষদলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের আগ্রহ নিয়ে দ্বারকানাথ-পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'। নিজের মতামতের সঙ্গে ঐক্য দেখে দেবেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। অবশেষে উভয় সভার মিলন সাধিত হল ১৮৪২-এর এপ্রিল-মে মাসে। ঠিক হল তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনাকার্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করবে। শুধু উপাসনা নয়, ব্রহ্মমহিমা সর্বত্র প্রচারের লক্ষ্যে ১৮৪৩-এ প্রকাশিত হল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। ধর্মপ্রচারের সূত্রেই মিশনারিদের আক্রমণ থেকে স্বধর্ম ও স্বধর্মীদের রক্ষা করার জন্য লেখনী ধারণ করল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। সে বছর (১৮৪৩) কলকাতাবাসী সবিস্ময়ে দেখল হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র মধুসূদন দত্তের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ঘটনা। যার নেপথ্য কারিগর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'বছর পর (১৮৪৫) ঘটল আলেকজান্ডার ডাফ কর্তৃক ১৪ বছরের বালক উমেশচন্দ্র সরকার ও তার

১১ বছরের স্ত্রীর ধর্মান্তরকরণ। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হল — 'অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ-নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। .... অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনরিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ।'[২৭] এরপর দেবেন্দ্রনাথ শহরের সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদের কাছে গিয়ে হিন্দু সন্তানদের যেন আর মিশনারিদের স্কুলে যেতে না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন। এই ইস্যুতে এক মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন রাধাকান্ত দেব ও সত্যচরণ ঘোষালের মত রক্ষণশীল নেতা এবং রামগোপাল ঘোষের মত বিখ্যাত বাগ্মী ডিরোজিয়ান। দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন — 'ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি, এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল।'[২৮] ২৫শে মে ১৮৪৫ তারিখে এক মহাসভা অনুষ্ঠিত হল। সেই সভা থেকে 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার সংকল্প হয়। দেবেন্দ্রনাথের মতে 'সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।'[২৯] দেবেন্দ্রনাথের এই আশা সত্ত্বেও হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় মিশনারিদের ধর্মান্তর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। কয়েক বছর পর (১৮৫১) খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞাতিভাই পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। এক্ষেত্রেও মুখ্য উদ্যোগ নিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, দীক্ষিত হয়ে কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করলেন।

মিশনারি গোষ্ঠী, ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মসমাজ এই তিন পক্ষই রক্ষণশীলতার বর্মে আবৃত হিন্দু ধর্মকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলল। তবে তিনপক্ষের বিরোধিতার রূপ এক নয়। প্রথম পক্ষ ধর্মান্তরকরণ ও বাইবেল প্রচারের দ্বারা হিন্দুধর্মকে কোণঠাসা করেছে, দ্বিতীয় পক্ষ তার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের দ্বারা চেয়েছে হিন্দু ধর্মের উৎসাদন এবং তৃতীয় পক্ষ হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকে, সকল প্রকার গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে নির্মূল কবতে চেয়েছে।

এই তিন প্রবল প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রক্ষণশীল ধর্মগোষ্ঠীর তখন দিশেহারা অবস্থা। বেশ চলছিল বিভিন্ন পূজা-পার্বণে ফূর্তির ফোয়ারা, আমোদ-প্রমোদের জোয়ার আর কাঁচা টাকার হরির লুঠ। হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকে, হিন্দু ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত প্রথম করেন রামমোহন রায়। এরপর খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরকরণ জোরদার হয়ে উঠল। তৃতীয় আঘাত এল ইয়ংবেঙ্গলের দিক থেকে। অবশেষে নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজ যুক্তি-বুদ্ধির খরশরে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করতে থাকল তাদের। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হিন্দুধর্মের কর্মকর্তাদের উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়। তখন হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কারোর মধ্যে যুগোচিত চিন্তাভাবনার সাক্ষাৎ মেলেনি। ফলে হতচকিত হয়ে প্রথমে তাঁরা আত্মরক্ষা ও এরপর প্রতি-আক্রমণের পথ ধরলেন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। তাদের সে প্রচেষ্টা পরিণতি লাভ করে নানা সভা-সমিতি, সাময়িকপত্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে। মূলত সামাজিক কারণে (সতীদাহ নিবারক আইনের বিরোধিতা করা) ১৮৩০ এর ১৭ জানুয়ারি স্থাপিত হল 'ধর্মসভা'। 'ধর্মসভা' হয়ে উঠল রক্ষণশীল ধার্মিকদের প্রধান অবলম্বন।

ধর্মরক্ষার নামে একত্র মানুষদের মাথা হিসেবে গণ্য হলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কিছুদিনের মধ্যেই সভ্যদের অভ্যন্তরীণ দলাদলি, স্ব-বিরোধিতা, সুকৃতিভঙ্গ, অর্থআত্মসাৎ ও নানা রকম সঙ্কীর্ণতায় 'ধর্মসভা'র গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ মানুষের কাছে কমে যায়। ১৮৫১-তে নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় স্বধর্মে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় 'পতিতোদ্ধার সভা'। এখানেও সভাপতি রাধাকান্ত দেব। বেশ সাড়া জাগিয়ে সূচনা হলেও শেষরক্ষা হল না। নিষ্ঠার অভাব ও সুপরিকল্পনার অভাবে সভাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

আত্মরক্ষা ও প্রতি-আক্রমণের তাগিদে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রক্ষণশীল দলের মুখপত্র বা প্রচারক হিসেবে অনেক সংবাদ-সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটল। এদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা অবশ্যই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা'র (মার্চ ১৮২২)। অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলি, যেমন 'সম্বাদ তিমিরনাশক' (১৮২৩), 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহারদর্পণ' (১৮২৯), 'শাস্ত্রপ্রকাশ', (১৮৩০), 'সম্বাদ রত্নাকর' (১৮৩১), 'ভক্তিসূচক' (১৮৩৫), 'সম্বাদ মৃত্যুঞ্জয়ী' (১৮৩৮), 'সম্বাদ রসরাজ' (১৮৩৯), 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' (১৮৪৬), 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' (১৮৪৭), 'হিন্দু ধর্ম্ম চন্দ্রোদয়' (১৮৪৭), 'হিন্দুবন্ধু' (১৮৪৭), 'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' (১৮৪৯), 'ধর্ম্ম মর্ম্ম প্রকাশিকা' (১৮৫০), 'কাশীবার্ত্তা-প্রকাশিকা' (১৮৫১), 'ধর্ম্মরাজ' (১৮৫৩), 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' (১৮৫৫), 'অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা' (১৮৫৬) নানাভাবে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রভাব ও রক্ষাকল্পে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল। এমনকি 'সংবাদ প্রভাকর'-ও (১৮৩১) প্রথমদিকে ধর্মসভার পোষকতা করত।

ধর্মীয় কারণে রক্ষণশীলতার পরিপোষক স্কুলও স্থাপিত হল কিছু। কিন্তু তখন সাধারণ মানুষের মনে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জেগে উঠেছে। এ কারণে মিশনারিদের স্কুলগুলিতেই ছিল অধিক ছাত্রসংখ্যা। ১৮৩৪-এর জুলাই 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় ডাফের পাঠশালাতে ছাত্রসংখ্যা ৩৫০, আর স্কুল বুক সোসাইটির পাঠশালায় ৩০০। হিন্দু ফ্রি স্কুল, হিন্দু বেনিবোলেন্ট ইনস্টিটিউশন, নতুন হিন্দু স্কুলে সম্মিলিত ছাত্র সংখ্যা ২৯০ জন।[৩০] নব স্থাপিত প্রায় প্রতি পাঠশালায় ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হত। কোন কোন স্কুলে হিন্দু ছাড়া কারোর পাঠের অধিকার ছিল না। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের কথা আগেই বলেছি। অর্থাৎ প্রবল উদ্যমে নব্যশিক্ষার বিরোধিতা করেও সফল হননি রক্ষণশীল নেতারা। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিলেন, কেউ কেউ মধ্যপন্থাও অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু নারীকে শুধু অন্তঃপুরচারিকা করে রাখা যায়নি। কালের গতিতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়েছে প্রান্তে প্রান্তে। নারী-স্বাধীনতা, নারী-শিক্ষার উজ্জ্বল দীপবর্তিকা বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। শুরু হয়েছিল এক নতুন অধ্যায়।

সামাজিক

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার ধর্ম ও সমাজ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। ধর্ম যেমন সমাজের আচার-অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, তেমনি সামাজিক সংস্কারাদির আন্দোলনও ধর্মের গোড়ায় আঘাত করেছে। সেকালে বাংলার সামাজিক ও নৈতিক ছবির বর্ণনা আগের পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। সেই উন্মত্ত ব্যভিচারের দিনে কলকাতায় এসে রামমোহন সতীদাহ সম্পর্কিত প্রশ্নটি উত্থাপন করা মাত্রই চাঞ্চল্য জাগল। তবে সহমরণ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠীর সচেতনতা আগে থেকেই ছিল। এ বিষয়ে তাঁরা অনেক সমীক্ষা করিয়েছেন। সহমরণপ্রথা নিষিদ্ধ করা সম্ভব কিনা সে ব্যাপারেও খোঁজ খবর করেছেন। ১৮১৮-র আগেই সহমরণ বিষয়ে তাঁরা কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন।

কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং ১৮১৮-তে সহমরণের সংখ্যা বেড়ে যায়।[৩১] ১৮১৮ থেকে রামমোহন সক্রিয়ভাবে এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে নেমে পড়েন। ফলে রক্ষণশীল সমাজ ও শাসক সম্প্রদায় উভয়ের কাছেই রামমোহনের পরিচিতি বাড়ল, গুরুত্বও বাড়ল। শাসক গোষ্ঠীর ওপরে নানাভাবে চাপ আসতে লাগল। তাঁরা রামমোহনের মতামত নিলেন। রামমোহন অবশ্য আইনের দ্বারা এই প্রথা রদে সম্মত হতে পারেননি। তবু আইন পাশ হল। ১৮২৯-এর ডিসেম্বর মাসে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল 'যুদ্ধ'।[৩২] রক্ষণশীল গোষ্ঠী ধর্মহানির আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই গঠিত হল 'ধর্মসভা'। সভার পক্ষ থেকে সহমরণের সমর্থনে পাল্টা সই-সংগ্রহ, আবেদনপত্র পাঠানো, আপিল করা, কিছুই বাদ গেল না। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলল আরও দুই বছর। অবশেষে ১৮৩২-এর ১১ জুলাই প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে সতীপক্ষীয়দের আবেদন ডিসমিস হয়ে গেল।

সহমরণ প্রথাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বাদানুবাদ, নিন্দা প্রশংসা কটূক্তিতে তখন বাজার সরগবম। এমন সময়ে শুরু হল আরেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা, ব্যাখ্যা। সেটি বিধবা-বিবাহ। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণের পর অনেক সাধাবণ মানুষ আইনের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের দাবি জানাতে থাকে। পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে আবেদন-নিবেদনও প্রকাশিত হতে থাকে। ইয়ংবেঙ্গল হাত গুটিয়ে বসে না থেকে এ ব্যাপারে সরাসরি আগ্রহ প্রকাশ করে। 'বেঙ্গল হরকরা', 'ক্যালকাটা ক্যুরিয়র', 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', 'রিফর্মার', 'সমাচার দর্পণ' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ', 'দি বেঙ্গল স্পেকটেটর' আলোচনায় যোগ দেয়।[৩৩]

বিধবা-বিবাহ কেন্দ্রিক আলোচনা সমালোচনা আবেদন-নিবেদন যুক্তিজালের বিস্তার যখন ঘটছিল তখন বিদ্যাসাগরের ছাত্রাবস্থা। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর এক পরিপূর্ণ পটভূমি পেয়েছিলেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। বীজ উপ্ত করতে অসুবিধা হয়নি। ১৮৫৫-র জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়। আর ১৮৫৬-র ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজে ঘটেনি। বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত — এটি প্রমাণ করতে বিদ্যাসাগর প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরই উদ্যোগে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিধবা বিবাহকে বিধিবদ্ধ করার জন্য আবেদনপত্র পাঠানো শুরু হয়। বিদ্যাসাগর নিজেও স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে লাগলেন। এ সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি, ছড়া-গান-কবিতা-নাটক-নক্‌শা ও সভাসমিতিতে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। স্বভাবতই সমস্ত লেখালেখি ও আলাপ-আলোচনা বিদ্যাসাগরের পক্ষে ও বিপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্যঙ্গোক্তি, কটূক্তি বিদ্যাসাগরকে কম হজম করতে হয়নি। পরবর্তীকালে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই বিদ্যাসাগরকে তাঁর উপন্যাসে ব্যঙ্গ করেছেন। তবে যতই বাধা আসুক, বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে পিছু হটেননি। রক্ষণশীল হিন্দুরা পাল্টা আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করেন। ১৭ নভেম্বর ১৮৫৫ ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার জন্য বিধবাবিবাহ আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। পরের বছর জানুয়ারি মাসে আইনের পাণ্ডুলিপিটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পেশ করা হয়। কয়েকবার পাঠ করার পর আইনটি পাশ হয় ২৬ জুলাই ১৮৫৬-তে । ৭ ডিসেম্বর সারা কলকাতায় সাড়া জাগিয়ে ধুমধাম করে প্রথম বিধবা-বিবাহটি অনুষ্ঠিত হল। জনমতকে যুক্তি ও বিবেকের পথ ধরে সংহত করে আন্দোলনাভিমুখী করে তোলার কৃতিত্ব অবশ্যই বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য। তবে একথা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য শুধুমাত্র আইন-নির্ভর হয়ে পড়ায় বিধবা-বিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি।

সতীদাহ নিবারক আইন এবং বিধবা-বিবাহ আইনের ধাক্কায় যখন বাংলার সমাজ উদ্বেল তখনই ভিতরে ভিতরে আর এক কুপ্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল। সেটি কৌলীন্যপ্রথা। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রথাটির বিষময় ফল নিয়ে প্রচুর শব্দব্যয় করা হয়েছে। কৌলীন্যপ্রথা উনিশ শতকের আগেই এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। তবে মানুষ ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠল। রামমোহন রায়ের লেখনীতে ১৮১৯ সালে উঠে এল কুলীন কন্যাদের দুর্দশার কথা। গ্রন্থের নাম 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ।' বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা যে 'সতী' প্রথার অন্যতম কারণ — সেটিও তিনি দেখালেন। এই প্রথার বিরুদ্ধতা করল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী। 'এনকোয়েরার' পত্রিকায় প্রথাটির তীব্র বিরোধিতা তো আছেই, উপরন্তু 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় বহু 'কুলীনের' নাম ও বিবাহসংখ্যা উদ্ধার করা হল। মিশনারিরাও এ কাজে নেমেছে অনেক আগে। তাদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কুলীনদের বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হত। এরপর মিশনারিদের 'সমাচার দর্পণ' ও রক্ষণশীলদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় বিষয়টি নিয়ে তর্কাতর্কি সৃষ্টি হয়। তর্কাতর্কিতে যোগ দেয় 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', 'রিফর্মার', 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবজার্ভার' ইত্যাদি পত্রিকা। ব্যাপারটি আন্দোলনের রূপ নেবার আগেই বাঙালি সমাজ বিধবাবিবাহ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে। তাই ১৮৫৬ সালের মধ্যে এই সম্পর্কিত কোন আইন পাশ হয়নি। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে চর্চা বন্ধ ছিল না। ১৮৫৫ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কৌলীন্যপ্রথা রদ বিষয়ে একটি আইনের খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন।[৩৪] একই মনোভাব জানিয়ে সরকারের কাছে বহু আবেদনপত্র জমা পড়তে থাকে।[৩৫] বিদ্যাসাগরও প্রথাটি রদ করার জন্য সবকারের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠান ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রটি সবে প্রস্তুত হয়েছে — এমন সময়ে ১৮৫৭-তে ঘটল সিপাহি বিদ্রোহ। আইন পাশ না হলেও কৌলীন্যপ্রথাকে ঘিরে সেসময় নব্যপন্থী সংস্কারক ও রক্ষণশীলদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়েছিল — এটি ঐতিহাসিক সত্য।

সহমরণ, বিধবা-বিবাহ এবং কৌলীন্যপ্রথা — নারীকেন্দ্রিক এই তিন সমস্যার পরেই আরও একটি নারীবিষয়ক সমস্যা সমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাতকে জিইয়ে রাখল। সেটি স্ত্রীশিক্ষা। উনিশ শতকের সূচনাতে নারীশিক্ষার কথা যে অভিশাপের নামান্তর হয়ে উঠবে — এতে আর আশ্চর্য কি। তবে দিন তো একরকম থাকে না! ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কোন কোন স্কুলে মেয়েদের পড়ানো শুরু হল। কিভাবে অন্তঃপুরচারিকাদের শিক্ষিত করে তোলা যায় সে সম্পর্কে ভাবনাচিন্তাও শুরু হল। অগ্রণী হলেন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী। 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ও 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র অন্যতম আলোচ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষা। এছাড়া ছিলেন যথারীতি খ্রিস্টান মিশনারি গোষ্ঠী। 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'র পরিচালনায় স্কুলের সংখ্যা ১৮২৩-এ দাঁড়ায় ৮টিতে।[৩৬] এরপর মেরি আন কুক 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি'র সাহায্যে মেয়েদের স্কুল খুলতে থাকেন। কলকাতার নানা অঞ্চলে সেসব স্কুল স্থাপিত হল। ১৮২৩-এ স্কুলের সংখ্যা হয় ২২, ছাত্রীসংখ্যা ৪০০।[৩৭] ১৮২৪-এ সব স্কুলের পরিচালনার ভার পেল 'লেডিজ সোসাইটি'। স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্রীসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। মিশনারিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৫০-এর শেষে স্কুলের সংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ, ছাত্রীসংখ্যা ১৫০০এর বেশি।

তবে মিশনারিদের এই শিক্ষাদান প্রচেষ্টার আসল লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার। এ কারণে জনমানসে তাদের প্রচেষ্টা বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। সাড়া জাগল ১৮৪৯-এ বেথুন স্কুল স্থাপিত হবার পর। স্কুল স্থাপনে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে সাহায্য করেছেন রামগোপাল ঘোষ দক্ষিণারঞ্জন

মুখোপাধ্যায়ের মত মানুষ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ওই স্কুলে বিনামূল্যে পড়াতেন, নিজের দুই মেয়েকে ভর্তি করেছেন, লিখেছেন স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে দীর্ঘ প্রবন্ধ এবং 'শিশুশিক্ষা' সিরিজ। সমাজে তখন বদ্ধমূল বিশ্বাস যে পড়াশুনা শিখলে নারী বিধবা হবে। তাই সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা ভালভাবে নিতে পারল না। অশ্রাব্য, কুশ্রাব্য গালিগালাজ, রসিকতা, কটূক্তি কিছুই বাদ গেল না। অবশেষে সমাজে একঘরে করে দেবার আয়োজনও শুরু হয়। মদনমোহনকে বেশ কয়েকবছর সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে হয়। তবে রক্ষণশীল দলের নেতা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। যদিও এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। অর্থাৎ প্রকাশ্যে নয়, অন্তঃপুরে থেকেই নারী শিক্ষিত হোক, এই তিনি চেয়েছিলেন। ১৮৫৬ পর্যন্ত কালসীমায় স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহ দিতে কিছু বই রচিত হয়েছে ঠিকই, তবে তা ব্যাপক আকার নেয় পরবর্তীকালে। রক্ষণশীল মতের সংস্কার ভেঙে স্ত্রী-শিক্ষার দ্বার একেবারে উন্মুক্ত সেকালে না হলেও নারী প্রগতিকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজ আরও একবার আলোড়িত হয়েছিল সেকথা অনস্বীকার্য।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় সনদ পুনর্নবীকরণ। তখন কুড়ি বছরের ব্যবধানে সনদ পুনর্নবীকরণ হত। ১৭৭৩-এর পর ১৭৯৩, ১৮১৩ ও ১৮৩৩-এ পুনর্নবীকরণ হয়েছে। শেষ পুনর্নবীকরণ হয় ১৮৫৩ সালে। সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার নিজের হাতে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে।

২. ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংসের আমলে সরকারি কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। কোম্পানির সদর দপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ফলে কলকাতা কোম্পানির শাসনকেন্দ্রে পরিণত হল।

৩. বা. ন. ই., পৃ. ১৮৬।
৪. উ. শ বা. জা., পৃ. ১৭-তে উদ্ধৃত।
৫. ঐ, পৃ ১৮।
৬. ঐ, পৃ. ১৯-২০।
৭. বা. ন. ই, পৃ. ১৯৯।
৮. দ্রষ্টব্য- সা. বা. স.-৪-৫ এবং উ শ. বা. জা., পৃ. ৫০-৬৮।
৯. রা. লা., পৃ. ৫৭।
১০. ঐ, পৃ. ৫৮।
১১. ঐ, পৃ. ৫৬।
১২. ঐ, পৃ. ৫৫-৫৬।
১৩, সে কা. এ কা., পৃ ৬২।
১৪. রা. লা., পৃ. ৫৬।
১৫. ঐ, পৃ. ৫৫।
১৬ ঐ, পৃ. ৫৫।
১৭ সে কা. এ কা., পৃ ২৩।
১৮ বা ন ই., পৃ ২০।
১৯. সে কা এ কা., পৃ. ২৩।
২০ সে কা এ কা., পৃ ৩-৪।
২১. রা. লা. পৃ. ৭০।
২২. বা ন. ই., পৃ. ৫৬।
২৩. রা. লা., পৃ ৬১।
২৪ ঐ, পৃ. ৬২।
২৫. আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৩৭২।
২৬. বা. ন. ই., পৃ. ৬১।
২৭ আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৬৩।
২৮. ঐ, পৃ. ৬৪।
২৯. ঐ, পৃ. ৬৫।
৩০. স. সে. ক. -২, পৃ. ১৩৩।
৩১. বা. ন. ই., পৃ. ১২১-১২৩।
৩২. বিষয়টি ড. স্বপন বসু তাঁর 'সতী' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন।
৩৩. প্রসঙ্গটি ড. স্বপন বসু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দ্র. বা. ন. ই.।
৩৪. বা. ন ই., পৃ. ১৬৩।
৩৫. ঐ, পৃ. ১৬৪-১৬৫।
৩৬. ঐ, পৃ. ১৭০।
৩৭. ঐ, পৃ. ১৭১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থ ও লেখক পরিচয়

১৮০২ থেকে ১৮৫৬ কালসীমায় রচিত নীতিশিক্ষামূলক বাংলা গদ্যগ্রন্থের পরিচয় প্রদানের সময় আমরা কয়েকটি নীতি (Principle) মেনেছি। ১. গ্রন্থগুলি বর্ণানুক্রমিক উল্লিখিত। তবে কোনো সিরিজ, কোনো গ্রন্থের একাধিক অনুবাদ, একই বিষয়ের গ্রন্থ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেই বর্ণানুক্রম রক্ষিত হয়নি, সেখানে বিষয়-প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন — 'ঈশপ' শিরোনামে The Oriental Fabulist, কথামালা, Æsop's Fables ইত্যাদি; 'তোতাকাহিনী' শিরোনামে শুকেতিহাস, শুকোপাখ্যান ইত্যাদি; 'বর্ণমালা' শিরোনামে 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত। আবার 'শিশুশিক্ষা' একটি সিরিজের নাম বলে 'বোধোদয়' (শিশুশিক্ষা - ৪) ও 'নীতিবোধ' (শিশুশিক্ষা - ৫) একসঙ্গে আলোচিত। ২. যেসব গ্রন্থের আখ্যাপত্র পাওয়া গেছে সংস্করণ অনুযায়ী সেসব যথাক্রমে সজ্জিত। কিন্তু যেখানে আখ্যাপত্র খণ্ডিত সেখানে সহায়ক সূত্রের ওপব নির্ভর করতে হয়েছে। প্রাপ্ত আখ্যাপত্র এবং অন্যত্র উল্লিখিত একই আখ্যাপত্রে কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যথাস্থানে তা নির্দেশিত। ৩. প্রাপ্ত প্রতিটি গ্রন্থের ভূমিকা বা 'বিজ্ঞাপন'-এর প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কোনো বিতর্ক ভ্রান্তি বা সংশয় থাকলে তা নিরসনে চেষ্টা করা হয়েছে। ৪. বহু ক্ষেত্রে গ্রন্থের প্রকাশকাল, সংস্করণ কাল ও সংখ্যা, মুদ্রাযন্ত্রের নাম, মুদ্রণসংখ্যা, মূল্য, প্রকাশকনাম এমনকি লেখকনাম নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক আছে, বিভ্রান্তি আছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এর গ্রহণযোগ্য সমাধান দেবার চেষ্টা হয়েছে, সংশয়ের কথাটিও উচ্চারিত। ৫. আলোচ্য সময়সীমায় যেসব গ্রন্থের কোনো সংস্করণ পাওয়া যায়নি, সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত সংস্করণের আখ্যাপত্র গৃহীত। ৬. অপ্রাপ্ত গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে নানা সূত্র থেকে আহৃত তথ্যের দ্বারা পরিচয়কে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা হয়েছে। ৭. গ্রন্থের আখ্যাপত্র, ভূমিকা, উদ্ধৃতিতে বানান (মুদ্রণপ্রমাদসহ) যথাযথ রক্ষিত।

আনবার শোহেলি • গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় • ১৮৫৫

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

শ্রী শ্রী হরিঃ। / শরণং। / আনবার শোহেলি নামক / পারস্য পুস্তক। / পূর্ব্বে মহা বিচক্ষণ দাবেশীলিম নামক বাদশাহ / বেদপায় ব্রাহ্মণ দ্বারা নানা শাস্ত্র দৃষ্টে / সংগ্রহ করিয়া বিরচিত করেন / অধুনা / শ্রী গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক / গৌড়ীয় সাধুভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়া / শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের / অনুমত্যানুসারে / কলিকাতা। / এঙ্গো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / এই গ্রন্থ শোভাবাজার কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের বাটীতে অন্বেষণ / করিলে প্রাপ্ত হইতে / পারিবেন। / সন ১২৬১ সাল ২৬ পৌষ। পৃ. ২৮৪।

আখ্যাপত্রে 'অনুমত্যানুসারে' শব্দটি মুদ্রণপ্রমাদ। গ্রন্থটির মূল্য ১২ আনা। মু. বা. গ্র. প.-তে বলা হয়েছে এই গ্রন্থের মূল্য চার আনা এবং ১৮৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমরা ওই সংস্করণ দেখিনি। 'অনুক্রমণিকা'-য় বলা হয়েছে — 'এতন্মহানগরীয় শোভাবাজার স্থানীয়

ধর্ম্মাংশভূত মহাবংশ প্রসূতঃ পরমকারুণিক পরানুকম্পী সুধীর গভীর বুদ্ধি সদ্বিবেচক মহামান্য বদান্য ধন্যতম ইষ্ট পরায়ণ পরম যশস্বী দেশহিতৈষী সজ্জনানুরঞ্জক উদার কীর্ত্তিমান, মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বাহাদুর দেশ হিতার্থে পারস্য ভাষায় সংগৃহীত 'আনবার শোহেলি' নামক নীতিপুস্তক বঙ্গভাষায় প্রকাশানুমোদী হইয়া মুদ্রাঙ্কিত করণানুমতি করেন, তদনুমত্যনুসারতঃ উক্ত পুস্তক গদ্য পদ্য ছন্দ দ্বারা অলঙ্কৃত করতঃ গৌড়ীয় ভাষায় ভাষিত করা গিয়াছে, এতৎ পুস্তক চতুর্দ্দশ খণ্ডে বিভক্ত প্রত্যেক খণ্ডে বিবিধ প্রকার নীতিবাক্য দ্বারা সাধারণ মনুষ্যবর্গের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন, ...'

গ্রন্থশেষে মুদ্রিত — 'প্রথম অধ্যায় সমাপ্তঃ। / এই প্রথম খণ্ডে ক্রূর ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে ব্যাঘ্র শঞ্জীবকের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে।' গ্রন্থের ১৪টি খণ্ডের বিষয়বস্তুতে ক্রূরতা, হিংসা, মিথ্যাবাদিতা, আলস্য, কুকর্ম ইত্যাদি নিন্দিত হয়েছে এবং বন্ধুত্ব, ক্ষমা, ক্ষান্তি ইত্যাদি প্রশংসিত হয়েছে।

'অনুক্রমণিকা'য় কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের বিশেষণ চোখে পড়ার মত। বিধবা বিবাহের বিরোধী শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। গ্রন্থ রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা যেমন করেছেন তেমনি স্কুল স্থাপনেও উৎসাহ দিয়েছেন। শারদাপ্রসাদ বসু-প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু বেনিবোলেন্ট ইনস্টিটিউশনে' তিনি বার্ষিক ১৬ টাকা করে দান করতেন। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ও নিয়মিত লেখক কমলকৃষ্ণ গৌরীশঙ্করকে মাসিক ২০ টাকা বৃত্তিতে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেছিলেন এবং শোভাবাজারের বালাখানায় তাঁর বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দেন।

গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আর কোনো বইয়ের খবর আমরা পাইনি। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় শান্তিপুর নিবাসী এক গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় সংক্রান্ত দুটি খবর পাওয়া যাচ্ছে। 'সমাচার দর্পণ'-এর ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ সালে প্রকাশিত সংবাদ — 'শান্তিপুরের আকাদিমি। .... বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষি শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গত দিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিবসে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হইয়াছেন। .... ঐ বিদ্যালয় উক্ত বাবুর খরচেতে কোম্পানির রাস্তার পূর্ব্বদিগে স্থাপিত হইয়াছে।' দ্বিতীয় খবরটি অবশ্য গোপীমোহনের প্রশংসাসূচক নয়। একই পত্রিকার ৯ মার্চ ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় (এই উমাচরণ 'বালকরঞ্জন বর্ণমালা' বা 'বিধবোদ্বাহ নাটক' রচয়িতা নন), শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের আদেশে তাঁদের লোকজন, কার্তিক ভাসান দিয়ে আসার পথে উমেশচন্দ্র রায় ও তাঁর লোকজনদের প্রহার করে এবং নানা দুর্মূল্য দ্রব্য ছিনিয়ে নেয়। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ যে মারামারিতে প্রত্যক্ষ মদত দিতে পারেন — এ খবরটি অভিনব। লেখক গোপীমোহন ও এই গোপীমোহন সম্ভবত ভিন্ন ব্যক্তি।

ইতিহাসমালা • উইলিয়ম কেরি • ১৮১২

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

ইতিহাসমালা। / OR / A COLLECTION / OF / STORIES / IN / THE BENGALEE / LANGUAGE. / COLLECTED FROM VARIOUS SOURCES. / By W. CAREY, D. D. / Teacher of the Sungskrit, Bangalee, and Mahratta Languages, / in the College of Fort William / SERAMPORE. /Printed at the Mission Press. / 1812. পৃ. ৩২০।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে [বা. সা. ই. বৃ. - ৫, পৃ. ৭৫৩] এই আখ্যাপত্রটি যেভাবে মুদ্রিত হয়েছে, তাতে কয়েকটি স্থানে ভিন্নতা আছে। যেমন Bengalee > Bengali, Carey > Cary, Sungskrit > Sangskrit, Languages > Language, in the College > in College।

'ইতিহাসমালা' বাংলা সাহিত্যে বহু আলোচিত। অধিকাংশ আলোচনার লক্ষ্য হল ১. গ্রন্থটি আদৌ কেরির রচনা কিনা কিংবা এই গ্রন্থে কেরির ভূমিকা কতটুকু, ২. গ্রন্থটি ১৮১২ খ্রিস্টাব্দেই রচিত কিনা, যদি রচিত হয় তবে সমসাময়িক গ্রন্থ বা তৎপরবর্তী কোনো তালিকায় এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ নেই কেন, ৩. গ্রন্থটির পরবর্তী কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, ৪. সঙ্কলিত গল্পগুলির উৎস কোথায়, ৫. গল্পগুলির সাহিত্যমূল্য কতটুকু।

গ্রন্থটি যে কেরির মৌলিক রচনা নয় সেটি স্পষ্ট। কেরির ভূমিকা শুধুমাত্র সঙ্কলকের, বলা ভাল, গ্রন্থকের। তাঁর নির্দেশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা গল্পগুলি নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছেন, আর কেরি গল্পগুলিকে গ্রন্থন করেছেন মাত্র। ইতিহাসমালা যে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দেই রচিত হয়েছিল, বিভিন্ন গবেষণা ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সেটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। গ্রন্থটির পরবর্তী কোনো সংস্করণ পাওয়া যায়নি। গল্পসংখ্যা ১৫০। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি, পুরুষপরীক্ষা, ঈশপ, জাতক, ফারসি, দেশীয় লোককথা, মঙ্গলকাব্য, ইতিহাস, সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ ইত্যাদি বিচিত্র উপাদানের ওপর ভিত্তি করে ইতিহাসমালা গড়ে উঠেছে।

যে সূত্র থেকেই সংগ্রহ করা হোক না কেন, প্রায় সব ক'টি গল্পেরই লক্ষ্য নীতিশিক্ষা প্রদান। অনেক গল্পের শেষে নীতিশিক্ষা রয়েছে, কিছু গল্পের সূচনাতেই নীতিকথাটি বলা হয়েছে, আবার কোনো গল্পের চরিত্রের উপলব্ধিতে বা উক্তিতে নীতিশিক্ষাটি ব্যক্ত।

'ইতিহাসমালা'-র নীতিশিক্ষায় বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি কিছু কিছু নীতিশিক্ষা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। যেমন — 'যদি কোন অধম বংশজাত ব্যক্তিও উত্তম সংসর্গে থাকিয়া কৃতবিদ্য হয় তথাচ তাহার বংশাধিক ক্ষমতা ও উত্তমতা প্রায় হয় না।' (অষ্টম কথা, পৃ. ২১) 'পৌরুষ হইতে দৈব অবশ্য বলবান।' (সপ্তবিংশ কথা, পৃ. ৬৬) 'ছোট লোককে হিতবাক্য কহিবে না।' (একত্রিংশ কথা, পৃ. ৭২) 'সুখভোগজনক ভাগ্য ব্যতিরেকে পুরুষের কেবল বিদ্যা পৌরুষাদিতে কিছু করে না।' (চতুশ্চত্বারিংশ কথা, পৃ. ৯৮) 'অদৃষ্ট না মানিয়া অধিকাশা করিলে এইরূপ হয়।' (একষষ্ঠিতম কথা, পৃ. ১৩০) 'ধন অদৃষ্টে না থাকিলে শত২ চেষ্টা করিলেও হইতে পারে না।' (ষণ্ণবতিতম কথা, পৃ. ২০১) 'ছোট লোককে মুখ দেওয়া ভাল নয়।' (ত্র্যধিকশততম কথা, পৃ. ২১৬) ইত্যাদি। এই ধরনের অদৃষ্টবাদ, দৈবনির্ভরতা, বংশগৌরবের নীতিশিক্ষা কেরির মত মানুষের সম্পাদিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থে অপ্রত্যাশিত।

অথচ এর পাশাপাশি বিপরীত মানসিকতার ছবিটিও লভ্য। যেমন — 'ক্লেশ পূর্ব্বক পাঠ না করিলে বিদ্যা হয় না।' (ঊনবিংশতি কথা, পৃ. ৪৮) ' যে২ কর্ম্ম উপায়ের দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা পরাক্রমে হয় না।' (পঞ্চচত্বারিংশ কথা, পৃ. ৯৯) 'যদি সামান্য পুরুষও বিপৎকালে সাহসী হয় তবে সে অবশ্য আপৎ হইতে উত্তীর্ণ হয়।' (পঞ্চাশতম কথা, পৃ. ১০৭) 'সংগ্রাম শিক্ষা করা আবশ্যক।' (ত্রিষষ্ঠিতম কথা, পৃ. ১৩৪) 'ধূর্ত্তের কাছে ধূর্ত্ততা ব্যতিরেকে কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না।' (ঊনাশীতিতম কথা, পৃ. ১৬৫) 'বুদ্ধি যাহার বল তাহার।' (অষ্টনবতিতম কথা, পৃ. ২০৬) ইত্যাদি। কয়েকটি সংস্কৃত নীতিবাক্য সরাসরি উদ্ধৃত। যেমন — 'সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তীতি' (পৃ. ৩০৩), 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ

পৌরুষ' (৪৪ সংখ্যক কথা), 'আহারোপি মনুষ্যাণাং জন্মনা সহ জায়তে' (৮৭ সংখ্যক কথা) ইত্যাদি।

'ইতিহাসমালা'র কপিগুলির জরাজীর্ণতার কারণে বহু গল্প উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যেসব গল্পের পাঠোদ্ধার করা গেছে, সেখানে রয়েছে বহু পেশা ও জাতির মানুষের ভিড়, নানা পশুপাখির উল্লেখ, নগরের নাম, ভূত-প্রেত, রাক্ষস, দেবীর উল্লেখ। এদিক দিয়েও গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য আছে।

তন্তুবায়-পুত্র কেরি আক্ষরিক অর্থেই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত করেছেন। উইলিয়মের দু'বছর বয়সে পিতা শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। শিক্ষক-পিতার আদর্শে কেরির মনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ধারার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল। শিখেছিলেন হাতে কলমে উদ্ভিদবিদ্যা, গ্রিক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা। ধর্মযাজক বৃত্তি গ্রহণ করেন ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৩২ বছরে কেরি এদেশে আসেন। ব্যাপটিস্ট মিশনারি হিসেবে ভারতে আসার মূল কারণ ছিল এদেশীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার। ১৭৯৪-এ মালদহের মদনাবাটিতে নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে কেরি নিযুক্ত হন। সেখানে ইউরোপীয় মতে স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি স্কুলও স্থাপন করেন। ১৮০০-র জানুয়ারি মাসে চলে এলেন শ্রীরামপুরে। সেখানে অন্যান্য মিশনারিদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুর মিশন। তখন থেকেই কেরির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মিশনের কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে ওই বছর ছাপা হল বাইবেল-অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত'। ছাপার জন্য প্রথম পাতা (Sheet) তৈরির পর, তাঁদের উৎসাহের সীমা ছিল না। সজনীকান্ত দাস লিখছেন 'বাংলা দেশের আকাশ-আচ্ছন্ন-করা কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানস-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন।'

উইলিয়ম কেরির জীবনে দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে তিনি অন্যান্য সাধারণ মিশনারির মত নিছকই এক ধর্মযাজক, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের প্রবল বিদ্বেষী, সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন এক মানুষ। অত্যন্ত পরিশ্রম করে নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি শিখেছিলেন এদেশীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার জন্য। তাঁর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য যতটা ভাষার প্রতি অনুরাগে, ততোধিক এদেশের প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের সঙ্গে নিবিড় যোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ধর্মপ্রচারকের মনোবৃত্তি নিয়ে সংস্কৃত ও বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। একথা ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ডা. সাটক্লিফকে লেখা তাঁর চিঠি থেকেই জানা যায়। সজনীকান্ত লিখেছেন 'বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীরামপুর মিশনারীদের পত্রে এবং তাঁহাদের দিনলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পর্কে যে কুৎসিত বিরুদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আজিকার দিনেও চঞ্চল হইয়া উঠিব। .... এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় কেরী ও মার্শম্যান সম্মিলিতভাবে সংস্কৃত রামায়ণের যে সারানুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও উদ্দেশ্য ছিল — ইউরোপে এই মহৎ গ্রন্থের অসারতা প্রমাণ করা'।

কেরির জীবনের দ্বিতীয় পর্ব সকল সঙ্কীর্ণতামুক্ত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা এবং গভীরভাবে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতেই সেই সঙ্কীর্ণতামুক্তি ঘটে। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে কলেজে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন — '.......... এদেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।' ১৮০১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত কেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা সংক্রান্ত ব্যাকরণ, অভিধান, বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও বাংলাসহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, বিভিন্ন ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন

করেছেন। এছাড়া গবেষণা করেছেন ভারতীয় কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে। বাংলা হরফ সংস্কার ও ভারতের অন্যান্য ভাষার হরফ তৈরিতে তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কেরির জীবনের অন্যতম কীর্তি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় মাসিক পত্রিকা 'The Friend of India' পরিচালনা। সহযোগী ছিলেন যোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড। সম্পাদক তরুণ জন ক্লার্ক মার্শম্যান। পত্রিকাটিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সামাজিক জীবনে কেরি জড়িয়ে ছিলেন একাধিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সবল প্রতিবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদেশে এসে তিনি দেখেছিলেন শিশুহত্যা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ ইত্যাদি ঘৃণ্য কুসংস্কার। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করার পশ্চাতে কেরির অবদান অবিস্মরণীয়। সতীদাহ সম্পর্কেও তিনি এক অনুসন্ধান করিয়ে তার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। ১৮২৯-এ সতীদাহ নিবারক আইনের বঙ্গানুবাদ তাঁরই করা। এছাড়া, কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত কবর দেওয়া বা দাহ করা, চড়কে শূলবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ, জগন্নাথের রথের নীচে আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি প্রথাগুলি সম্বন্ধেও কেরি তাঁর উদ্বেগ গোপন রাখেননি। মানবতাবাদী কেরির এই পরিচয়টিই বড়।

॥ ঈশপ ॥

ঈশপ কল্পনাজাত কোনো নাম নয়। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৭ম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন। গ্রিস দেশে সামোস-এর অধিপতি আয়াদ্‌মন-এর ক্রীতদাস এই ঈশপ। ঈশপের বুদ্ধি-প্রাখর্যে এবং বাক্-চাতুর্যে মুগ্ধ আয়াদ্‌মন তাঁকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেন। এরপর সার্দিসের অধিপতি ক্রিসাস ঈশপকে রাজসভায় ডেকে সম্মানিত করেছিলেন এবং কোনো কাজে ডেলফিতে পাঠান। ডেল্‌ফি-র অধিবাসীরাই ঈশপকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেন।

ঈশপের নামে প্রচলিত গল্পগুলির সঙ্কলনপ্রচেষ্টা প্রথম দেখা যায় ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিস দেশে। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টোফেনিস ও হেরোডোটাস-এর রচনায় ঈশপের উল্লেখ আছে। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত জেকবের ২৩১টি ঈশপীয় নীতিকথার সঙ্কলন প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। স্বয়ং ঈশপ কত গল্প বলেছেন এবং কত গল্প পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত তা সঠিক নির্ধারিত হয়নি।

ভারতবর্ষের 'বত্রিশ সিংহাসন', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শুকসপ্ততি', 'হিতোপদেশ' ইত্যাদি গ্রন্থের সঙ্গে ঈশপের গল্পের বড় রকমের পার্থক্য আছে। প্রথমত, ভারতবর্ষীয় কাহিনীগুলির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন গল্পে কাহিনীর একটি মূল সূত্র রয়েছে, যাকে অবলম্বন করে গল্পগুলি নীতিশিক্ষার প্রয়োজনে একের পর এক হাজির হয়েছে। কিন্তু ঈশপীয় নীতিকথায় ধারাবাহিক কাহিনী নেই। ছোট ছোট গল্পগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়ত, ঈশপের গল্পের শ্রোতা সমাজের বিভিন্ন স্তরের অগণিত মানুষ। কিন্তু ভারতবর্ষীয় কাহিনীগুলি কথনের অপেক্ষা পঠনের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। তাই কাহিনীগুলির আড়ালে রচয়িতার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। ঈশপীয় নীতিকথার মূল লক্ষ্য আনন্দদান নয়, ব্যক্তিমানুষকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিয়ে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলা। অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় কাহিনীগুলিতে বালকশিক্ষার দিকটি মুখ্য, সাহিত্যরচনার প্রয়াস সেখানে সুস্পষ্ট। তৃতীয়ত, ঈশপের গল্পের ভাষা সর্বজনবোধ্য। ভারতীয় কাহিনীগুলির ভাষা সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ, মর্যাদায় গম্ভীর। ঈশপের গল্পে হাস্যরসের ঠাঁই সামান্য, কৌতুক আছে কিছু কিছু প্রাণীর আচার-আচরণে। চতুর্থত, ঈশপের কাহিনীতে অতি সাধারণ মানুষের আনাগোনা। তাদের

সঙ্গে গ্রাম-জীবনের নৈকট্য, প্রাণিজগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। যেমন মেষপালক, কাঠুরিয়া, শিকারি, কৃষক, জেলে, গোয়ালা ইত্যাদি। আর ভারতীয় কাহিনীতে রাজতন্ত্র-প্রভাবিত রাজা-প্রজার উপস্থিতি, রাজপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র, রানি, রাজকন্যা ইত্যাদি চরিত্রে পৌরাণিক ইমেজ রক্ষার চেষ্টা দেখা যায়। ঈশপের কাহিনীতে রাজা প্রজা নেই, সেখানে 'সবাই রাজা'। অবশ্য জুপিটার, মার্কারি, নেপচুন, মিনার্ভা, স্যাটির, হারকিউলিস ইত্যাদি বিখ্যাত পৌরাণিক চরিত্রগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। পঞ্চমত, ঈশপ এবং ভারতীয় কাহিনী — উভয় ক্ষেত্রেই পশু-পাখির প্রাধান্য। ভারতীয় কাহিনীতে তাদের চরিত্র মানুষের মত আর ঈশপের কাহিনীতে পশু-পাখির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মানুষের মত আচরণ করতে দেখা গেছে। ষষ্ঠত, ঈশপ এবং ভারতীয় কাহিনীগুলির মূল উৎস লোকসমাজ। লোকশিক্ষা উভয়েরই লক্ষ্য। তবে লোকসাহিত্যের গন্ধটুকু ঈশপের কাহিনীতে আদি ও অকৃত্রিম। ড. সুকুমার সেন যদিও মন্তব্য করেছেন, 'স্বতঃস্ফূর্তি ও অযত্নপ্রয়াস লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। জাতকের গল্প, পঞ্চতন্ত্রের গল্প, ঈশপের গল্প অযত্নপ্রয়াসের সৃষ্টি নয়।' [ভূমিকা - লো. সা. ঈ.] আমরা দেখেছি লোককথার চরিত্র হল মনুষ্যেতর প্রাণী। লোককথাতে একটি নিটোল কাহিনী থাকে এবং সেই কাহিনীর উদ্দেশ্য হল নীতিকথা প্রচার। ঈশপের গল্পগুলি এসব গুণে বিশিষ্ট।

বর্তমানে ঈশপের নামে প্রচলিত গল্পসংখ্যা প্রায় আড়াইশো।[১] জাতকের গল্প-সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচশো,[২] পঞ্চতন্ত্রের স্বীকৃত প্রামাণ্য পাঠে গল্পসংখ্যা প্রায় ১০০।[৩] এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ঈশপীয় নীতিগল্পের মধ্যে বহু গল্প পঞ্চতন্ত্র, জাতক, হিতোপদেশ, এমনকি মহাভারতের মধ্যেও পাওয়া যায়। এর কারণ ঈশপের বহু গল্প ভারতীয় কাহিনীর প্রভাবে সৃষ্ট। এই গ্রহণ ও প্রভাবের পরিণতিতে দেখা যায় মূল কাহিনীগুলি কোথাও কোথাও রূপান্তরিত হয়েছে এবং কখনও বা পশুদের নাম পরিবর্তিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে ঈশপের গল্পের অনুবাদ প্রথম দেখা যায় 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩) গ্রন্থে। গ্রন্থটি রোমান হরফে লেখা। রোমান হরফে বঙ্গাংশের অনুবাদক তারিণীচরণ মিত্র। ঈশপীয় নীতিকথা বঙ্গাক্ষরে প্রথম দেখা যায় কেরির 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)য়। এরপর স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত 'নীতিকথা-১' (১৮১৮) এবং 'নীতিকথা-২' (১৮১৮) গ্রন্থেও ঈশপীয় গল্পের বঙ্গানুবাদ দেখা যায়। এরপর সোসাইটি কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' (১৮২০)। সেখানে ৪৯টি গল্প ছিল। তার মধ্যে ২৩টি ঈশপ থেকে নেওয়া। 'নীতিকথা-৩' ['হিতোপদেশ' ও 'নীতিকথা-৩' অভিন্ন কিনা - প্রসঙ্গটি যথাস্থানে আলোচিত] গ্রন্থে ৪৮টি গল্প ছিল। তার মধ্যে ২৩টি গল্প ঈশপ থেকে ভাষান্তরিত। 'ঈশপস্ ফেবলস্' নামেই ঈশপের অনুবাদ করেছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। একই বছরে 'নীতিকথা-২'-এর রোমান প্রতিলিপি প্রকাশ করেন শারদাপ্রসাদ বসু। তাঁর গ্রন্থের অন্য নাম 'উপদেশকথা'। এরপর ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'জ্ঞানকিরণোদয়' গ্রন্থেও কয়েকটি ঈশপের গল্পের দেখা মেলে। ১৮৫০-এ 'শিশুশিক্ষা-৩'-এ মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঈশপের সুবিখ্যাত গল্প 'মিথ্যাবাদী মেষপালক ও নেকড়ে বাঘ'-কে ভারতীয় চরিত্রে উপস্থিত করেছিলেন। কেশবচন্দ্র কর্মকারের 'বালকবোধকেতিহাস' (১৮৫০) গ্রন্থে ঈশপের একটি গল্প নেওয়া হয়েছে। ১৮৫৫-এ 'বর্ণপরিচয়-২ ভাগ'-এর 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়'-এর গল্পটি ঈশপের 'চোর ও তার মা' থেকে ভাষান্তরিত। স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত 'বর্ণমালা ২য় ভাগ' [(১৮৪৬ ?) প্রাপ্ত সংস্করণ ১৮৫৪] গ্রন্থে দুটি গল্প ঈশপ থেকে

গৃহীত। 'বাঙ্গালা গার্হস্থ্য পুস্তক সংগ্রহমালা'র অন্তর্ভুক্ত ঈশপীয় নীতিকথা 'নবনীতিকথা'- (১৮৫৫) -র উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য সময়সীমায় ঈশপীয় গল্পের অনুবাদ শেষ চোখে পড়ে 'কথামালা'-য় (১৮৫৬)। 'কথামালা' বাংলা সাহিত্যে ঈশপকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

'ঈশপ' শিরোনামে যে গ্রন্থগুলিকে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলি হল — ১. The Oriental Fabulist ২. হিতোপদেশ (রামকমল সেন) ৩. ESOP'S FABLES ৪. নবনীতিকথা ৫. কথামালা। 'ইতিহাসমালা' বিভিন্ন বিষয়ের অনুবাদ-সঙ্কলন বলে পৃথক আলোচিত হয়েছে। 'নীতিকথা' স্কুল বুক সোসাইটির পাঠ্য-সিরিজ হিসেবে আলোচিত হয়েছে। 'জ্ঞানকিরণোদয়', 'বর্ণপরিচয় - ২য় ভাগ', 'বর্ণমালা-২য় ভাগ', 'বালকবোধকেতিহাস', 'শিশুশিক্ষা - ৩য় ভাগ' স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত।

১. The Oriental Fabulist • তারিণীচরণ মিত্র (বঙ্গাংশ) • ১৮০৩

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

THE / ORIENTAL FABULIST / OR / POLYGLOT TRANSLATIONS / OF / ESOP'S AND OTHER / ANCIENT FABLES / FROM / THE ENGLISH LANGUAGE, / INTO / HINDOOSTANEE, PERSIAN, ARABIC, / BRIF B,HAK,HA BONGLA, / AND / SUNSKRIT, / IN THE / ROMAN CHARECTER, / BY / VARIOUS HANDS / UNDER / THE DIRECTION AND SUPERINTENDENCE / OF / JOHN GILCHRIST, / FOR THE USE OF / THE COLLEGE OF FORT WILLIAM. / CALCUTTA. / PRINTED AT THE HURKARU OFFICE. / 1803. পৃ. ৩১৬।

জন গিলক্রিস্টের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ ঈশপ ও অন্যান্য প্রাচীন ফেবলস্ ইংরেজি ভাষা থেকে কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করেছিলেন। বঙ্গাংশ অনুবাদ করেছেন তারিণীচরণ মিত্র। গ্রন্থে মোট ৫৪টি 'কথা' বা গল্প রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। এটি কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত এবং কর্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। ৫৪টি গল্পের মধ্যে ৪০টি ঈশপের। গল্পের শেষে নীতিবাক্য উচ্চারিত। ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্টের বিষয়বস্তু 'মানবেতর প্রাণীর সাহায্যে মানবনীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।'

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৮১৮ ও ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত দুটি সংস্করণের কথা জানিয়েছেন। আমরা সেসব সংস্করণের সন্ধান পাইনি।

উত্তর কলকাতার সিমলা-নিবাসী তারিণীচরণ মিত্র প্রথমে ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দ্বিতীয় মুন্‌শী, এরপর পদোন্নতি ঘটায় প্রধান মুন্‌শী। ১৮৩৩ পর্যন্ত তিনি এই পদে কাজ করেছেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক অন্যদিকে রক্ষণশীল 'ধর্মসভা'র সদস্য তারিণীচরণ সতীদাহ নিবারক আইনের বিরুদ্ধে অন্যতম দরখাস্তকারী। আবেদনপত্র কিভাবে লেখা হবে এ বিষয়ে ছিলেন অন্যতম 'বিবেচক'। সতীনিবারণ আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রেরিত আবেদনপত্র তিনি হিন্দিতে ও বাংলায় অনুবাদ করেন।

এর পাশাপাশি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আশ্বিন ১৭৬৯ শকের ৫০ সংখ্যায় লেখা হল — ' ১৭৪১ শকের পৌষমাসে শ্রীযুক্ত বেহারীলাল চৌবে আপনার তুলাবাজারের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ

আহ্বান করেন তাহাতে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা রামমোহন রায়, রঘুরাম শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ এবং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক ধনবান্ ও জ্ঞানবান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।' ২৯ মার্চ ১৮২৩-এ জানানো হয় হিন্দু কলেজে অনুষ্ঠিত গৌড়ীয় সমাজের সভায় উপস্থিত 'সভ্যগণের অনুমত্যনুসারে সমাজের কর্ম্ম সম্পাদনার্থে' কয়েকজন 'সভ্য বিধায়ক স্থির হইলেন।' এঁদের মধ্যে একজন তারিণীচরণ মিত্র। ১৮২৮-এর ১৯ এপ্রিলের 'সমাচার দর্পণ' ঃ 'আমরা শুনিলাম যে এই মিসিলে যে২ ব্যক্তি পেটি জুরি হইয়াছেন তাহারদের মধ্যে ..... তিন জন বাঙ্গালি বিশেষতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণমোহন দে ও তারিণীচরণ মিত্র।' ৫ জানুয়ারি ১৮২২-এ ওই পত্রিকায় লেখা হয়, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট সাহেব ইংলন্ডে যাচ্ছেন। তিনি অনেক লোকের অনেক উপকার করেছেন। 'অতএব তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ' ১৮২১এর ২১ ডিসেম্বর টাউন হলে 'কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা একত্র' হয়ে চাঁদা তুলে ইস্টের প্রতিমূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং এক প্রশংসাপত্র লেখেন। পত্রে অন্যতম স্বাক্ষরকারী তারিণীচরণ।

২. হিতোপদেশ • রামকমল সেন • ১৮২০

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

হিতোপদেশ / লোকেরদের হিত প্রবোধের জন্যে, / শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীরামপুরান্তর্গত / পাঠশালা নিবন্ধকর্ত্তারদের / কর্তৃক সংগৃহীত / মো. শ্রীবামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইল / শন ১৮২০. ১২২৭.

FABLES; / IN THE BENGALEE LANGUAGE. / PREPARED / BY BABOO RAM KOMUL SEN, / AND THE / SERAMPORE NATIVE SCHOOL INSTITUTION. / C. S. B. S. / SERAMPORE / PRINTED FOR THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY, / 1820. পৃ. ৪৯।

আগেই বলেছি, এই 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ নয়, ঈশপের গল্পের বঙ্গানুবাদ। গল্পসংখ্যা - ৪৯। প্রত্যেকটি গল্পের শিরোনাম রয়েছে। ১ম সংস্করণে এই গ্রন্থের ৬০০০ কপি ছাপা হয়েছিল, যার এক হাজার কপি শ্রীরামপুরের পাঠশালার জন্য। মুখবন্ধে হিতোপদেশ শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং স্কুল বুক সোসাইটির প্রশংসা করা হয়েছে। মুখবন্ধ থেকে এই গ্রন্থ ছাপার ইতিবৃত্তটুকু জানতে পারি। 'এই পুস্তকে যে২ হিতোপদেশ সংগ্রহ হইল তাহা প্রথম শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কর্তৃক সংগৃহীত. .... তিনি এই হিতোপদেশ প্রণয়ন করিয়া মো. কলিকাতার স্কুল বুক সোসয়িটীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন. পরে ঐ সম্প্রদায় শ্রীরামপুরের পাঠশালার নিবন্ধকর্ত্তারদের নিকটে সেই হিতোপদেশ অর্পণ করিয়া কহিলেন, যে শ্রীযুত রামকমল সেন সংগৃহীত হিতোপদেশের সহিত তোমারদের হিতোপদেশ মিলাইয়া পুস্তক ভারী করিয়া ছাপা কর; পরে সেই মত করা গেল.'

এখানে একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায়। রামকমল সেন প্রণীত মূল 'হিতোপদেশে' গল্প ক'টি ছিল এবং শ্রীরামপুরের পাঠশালার নিবন্ধকর্তাদের 'হিতোপদেশ' বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে? জিজ্ঞাসার সদুত্তর মেলেনি। স্কুল বুক সোসাইটির ২য় বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৯) বলা হয়েছে — '........ Baboo Ram Comol Sen has accordingly translated a

considerable additional number of fables from the English; and the Serampore Missionaries having agreed to incorporate certain parts of their Bengalee Æsop in this publication of the Society, ...'. সোসাইটির ৩য় বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে — 'The Neeticotha Part III, ... is the joint production of Ram Komol Sen, ... and of the Serampore Missionaries, ...' — এ দুটি রিপোর্ট থেকে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৩য় বার্ষিক রিপোর্টের ৮ম পরিশিষ্টে রামকমল সেনের 'নীতিকথা-৩'-এর নাম আছে। ৪র্থ রিপোর্ট থেকে শুধু নীতিকথা-৩' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। লঙ [১।১] 'নীতিকথা' ও 'হিতোপদেশ' নামে দুটি পৃথক গ্রন্থের রচয়িতারূপে রামকমল সেনের নামোল্লেখ করেছেন। মু. বা. গ্র. প.-তে 'হিতোপদেশ'-এর ৫ম সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হয়েছে — *'হিতোপদেশ ঃ লোকেরদের হিতপ্রবোধের জন্য, রামকমল সেন ও শ্রীরামপুরান্তর্গত পাঠশালা নিবন্ধকর্ত্তারদের কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ৫ম সং। কলিকাতা, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮৫৬। ৩৬ পৃ.।'* পূর্ববর্তী প্রকাশ ১৮৫৪-তে [পৃ. ১৬৩ / ১]।

যতীন্দ্রমোহন 'নীতিকথা-৩' ও 'হিতোপদেশ' এই দুটি গ্রন্থনামকে পৃথকভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন। [দ্র.-পৃ. ২৭/২ ও ৪৬/২] 'নীতিকথা-৩' এর ২য় সং - ১৮৪৬, এবং ৫ম সং - ১৮৫৬ আমরা পেয়েছি। প্রথমে ২য় সংস্করণের আখ্যাপত্রটি উল্লেখ করা হচ্ছে।

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

নীতিকথা, / তৃতীয় ভাগ। / কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী দ্বারা ছাপা গেল। / NITI' KATHA', / OR / FABLES, / IN THE BENGALI LANGUAGE. / THIRD PART / C. S. B. S / CALCUTTA / PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY'S PRESS; / AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD / 1846 মুদ্রণসংখ্যা — 1st ed - 5000 Copies, 2nd ed - 2000 Copies।

গল্প সংখ্যা - ৪৮। পৃ. ৩৬।

আখ্যাপত্রাংশ ঃ ৫ম সংস্করণ

নীতিকথা, / তৃতীয় ভাগ। / কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী দ্বারা ছাপা গেল। /............... / AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD / 1856. পৃ. ৩৬।

মুদ্রণসংখ্যা — 1st ed 5000 Copies / 2d 1845, 2000 / 3d 1848, 3000 / 4th 1851, 4000 / 5th 1856, 5000. গল্প সংখ্যা - ৪৮।

দেখা যাচ্ছে, ৫ম সংস্করণের আখ্যাপত্রে ২য় সংস্করণের তারিখ বলা হয়েছে ১৮৪৫। কিন্তু ২য় সংস্করণের আখ্যাপত্রে ছাপা আছে ১৮৪৬। স্কুল বুক সোসাইটির ২য় বার্ষিক রিপোর্টে ১ম সংস্করণ ৬০০০ কপি ছাপানোর কথা বলা হয়েছে। ৩য় রিপোর্টে আছে ৫০০০ কপি ছাপানোর সংবাদ। মূল্য ২ আনা ৯ পাই। এরপর ৫ম রিপোর্টে (১৮২৩) 'নীতিকথা-৩'-এর মূল্য ৩ আনা ৬ পাই। ষষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৫) বলা হয়েছে 'নীতিকথা-৩' ৫০০০ কপি ছাপানো হয়েছে, মূল্য ৪ আনা। নবম রিপোর্টে (১৮৩২) মূল্য কমে গিয়ে আবার ২ আনা ৯ পাই। দশম (১৮৩৪) ও দ্বাদশ রিপোর্টে (১৮৪০) মুদ্রণ সংখ্যা ও মূল্য একই আছে। অতএব ধারণা করা যেতে পারে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'নীতিকথা'-৩ এর অন্তত তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

'হিতোপদেশ' ও 'নীতিকথা-৩' প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ ১. 'হিতোপদেশ'-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯, কিন্তু 'নীতিকথা-৩' এর পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৬। ২. 'হিতোপদেশ'-এর গল্পসংখ্যা ৪৯, কিন্তু 'নীতিকথা - ৩' -এর গল্প সংখ্যা - ৪৮। ৩. কয়েকটি ক্ষেত্রে রামকমল ভিন্ন বানান — 'চাসা', 'সীকারী', 'খরগোস' ইত্যাদি এবং ভিন্ন শব্দ — 'দাঁশ' (মশা), 'খঞ্জ' (খোঁড়া) ব্যবহার করেছেন। ৪. যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে রামকমল দাঁড়ির বদলে ফুলস্টপ ব্যবহার করেছেন। ৫. 'নীতিকথা - ৩'- এর ২য় ও পঞ্চম সংস্করণের আখ্যাপত্রের সংবাদ অনুযায়ী ২য় সংস্করণ ১৮৪৬ বা ১৮৪৫-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের সন্দেহ — ১৮২০তে প্রথম সংস্করণ হওয়ার পর ২য় সংস্করণের জন্য এতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল কি? যেখানে স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্ট অনুযায়ী অনুমান করা যায় ১৮৪০-এর মধ্যেই অন্তত তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল! আকাদেমি পঞ্জি-তে 'হিতোপদেশ'-এর ৫ম সংস্করণের উদ্ধৃত আখ্যাপত্র দেখে আমাদের মনে হয়েছে এমনও হতে পারে, 'হিতোপদেশ' ও 'নীতিকথা-৩'-এর বিভিন্ন সংস্করণ পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ৬. 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের আখ্যাপত্রে রামকমল সেনের নাম আছে, কিন্তু, 'নীতিকথা - ৩'-এর কোনো আখ্যাপত্রে লেখকনামের উল্লেখ নেই। কেন?

কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বর্ণময় যশস্বী কীর্তিমান অথচ এক স্ববিরোধী চরিত্র। কর্মজীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গড়া রামকমল সামাজিক ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান সভা-সমিতি এবং উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর ক্ষেত্রে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য কাজে বা সংবাদে রামকমল বারবার শিরোনামে উঠে এসেছেন। সেকালের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট, সভা-সমিতির কার্যবিবরণ, আত্মস্মৃতিকথা ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে তার বিস্তৃত বিবরণ ও ইতিহাস।

দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করা রামকমল চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে চাকরি থেকে শুরু করে সরকারি সিভিল আর্কিটেক্টের অধীনে শিক্ষানবিশী, হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেসে আট টাকা মাইনেয় কম্পোজিটারের চাকরি, টাঁকশালের দেওয়ানি পদ পেরিয়ে অবশেষে ১৮৩২-এ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান। চাকরি জীবনের বাইরে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলেন 'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি', 'হিন্দু কলেজ', 'সংস্কৃত কলেজ', 'মেডিক্যাল কলেজ', 'এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি', 'বৈদ্য সমাজ', বীমা কোম্পানি, গবর্নমেন্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক, 'ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি', 'ফিভার হসপিটাল' ইত্যাদির মত উনিশ শতকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। আবার এর পাশাপাশি তিনি 'গৌড়ীয় সমাজ', 'ধর্মসভা', 'ভূম্যধিকারী সভা' ইত্যাদি রক্ষণশীল সভারও সভ্য ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাইড ইস্টের সম্বর্ধনা সভায় প্রশংসাপত্রের স্বাক্ষরকারী হিসেবে, হেস্টিংস-এর বিদায়কালীন সুখ্যাতিপত্র বিবেচনা-সভায়, উইলসনের প্রতিমূর্তি নির্মাণে চাঁদা দানের আয়োজনে, ইংলন্ডের বাদশাহের বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে নাচ-গান ও খানাপিনার আনন্দোৎসবে, হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায় ও পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ সভায়, বাষ্পীয় সভায় চাঁদাদানে, লর্ড বেন্টিঙ্কের সম্বর্ধনা সভায়, বিভিন্ন স্কুলের উন্নয়নে অর্থসাহায্যে সর্বত্র তাঁকে দেখা গেছে অগ্রণীর ভূমিকায়। অথচ একজন রক্ষণশীল হিন্দু হিসেবে তাঁর ভূমিকা একেবারেই বিপরীত। অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তির জোরে আটকাতে চেয়েছেন সতীদাহ-নিবারক আইন, হিন্দু কলেজ থেকে বহিষ্কার করেছেন ডিরোজিওকে, বিধবা-বিবাহকে কোনোভাবেই

সমর্থন করতে পারেননি, বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কেও নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন। এ সবই রামকমলের অন্ধকারের দিক।

আলোর দিক — গ্রন্থ রচনা। ১৮০৯-এ 'ঔষধসারসংগ্রহ' এবং 'ইংরেজি-বাংলা অভিধান' (১৮৩৪) তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। এছাড়া 'নীতিকথা-১' ও এই গ্রন্থটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩. ESOP'S FABLES • জে. সি. মার্শম্যান • ১৮৩৪

১৯ জুলাই ১৮৩৪ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এরকম —'Just published, at the Serampore Press; / Part I of / An / Interlinear Translation / of / Esop's Fables. / In Bengalee and English / Price 4 Annas'

বিজ্ঞাপনে লেখকের নাম না থাকলেও লঙ এই গ্রন্থের রচয়িতারূপে মার্শম্যানের নাম করেছেন। পরবর্তীকালে মার্শম্যানের নামটিই স্বীকৃত হয়েছে। সজনীকান্ত জানিয়েছেন গ্রন্থটি মার্শম্যান লিখেছিলেন ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটি পাওয়া যায়নি।

৪. নবনীতিকথা • অজ্ঞাত • ১৮৫৫

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — 'বেঙ্গল ফ্যামিলি লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া .... 'নবনীতিকথা' অর্থাৎ ঈসপ্স ফেবল্স্, (১ম-১৮৫৫, ২য় - ১৮৫৫, ৩য়-১৮৫৬), ... প্রকাশিত হয়'। [উ. শ. প্র. রা., পৃ. ৪৩৪] গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। লঙের তালিকাতেও গ্রন্থটির উল্লেখ নেই। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত সালগুলি খণ্ডের না সংস্করণ প্রকাশের তা স্পষ্ট নয়।

৫. কথামালা • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • ১৮৫৬

আখ্যাপত্র ঃ ৩য় সংস্করণ (১৮৫৮)

KATHAMALA / OR / SELECT FABLES OF ÆSOP. / TRANSLATED INTO BENGALI / BY / ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR. / THIRD EDITION. কথামালা। / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক / ঈশপ রচিত পুস্তক হইতে / সংগৃহীত। / তৃতীয় বার মুদ্রিত। / CALCUTTA: / THE SANSKRIT PRESS. / NO. 1. COLLEGE SQUARE / Printed and Published / BY / HARISH CHANDRA TARKALANKAR. / 1858.

উ. জ. গ্র.-এর সংস্করণটি খণ্ডিত। আখ্যাপত্র ও বিজ্ঞাপন বাদে ১২ পৃষ্ঠা আছে। ১ম সংস্করণ পাইনি। ১ম সং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১৯১২ সংবৎ) সংস্কৃত যন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয়। ৬৮টি গল্প, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০। লঙ বলেছেন 'কথামালা'র ৩য় সংস্করণ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯। আখ্যাপত্রে ৩য় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৫৮। ১৮৫৭-তে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ড. নবেন্দু সেন মন্তব্য করেছেন 'ঈশপের গল্পের বঙ্গানুবাদ বিদ্যাসাগরই প্রথম করেন'।(বা. শি. সা., পৃ. ৪৯) সম্ভবত তিনি 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট', 'নীতিকথা', 'হিতোপদেশ' (রামকমল সেন) ইত্যাদি বইগুলি দেখেননি। 'কথামালা'র প্রথম সংস্করণে ৬৮টি গল্প থাকলেও বিদ্যাসাগরের জীবিতকালের সর্বশেষ সংস্করণে গল্পসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৪টি।

'বিজ্ঞাপন' — রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশে ঈসপ্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ

সকল গল্প ইঙ্গরেজী প্রভৃতি নানা ইয়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ইয়ুরোপের সর্ব্ব প্রদেশেই অদ্যাপি আদরপূর্ব্বক পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়। এই নিমিত্ত শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে আমি ঐ সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হইবেক না এজন্য ৬৮টি মাত্র আপাততঃ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল। শ্রীযুত রেবেরেণ্ড টামস্ জেম্‌স, ঈসপ রচিত গল্পের ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া, যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা / সংস্কৃত কালেজ।
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
৭ই ফাল্গুন / সং বৎ ১৯১২। (৩য় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত)

'কথামালা' রচনা প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেছেন — 'বালক বালিকাগণের পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিয়া, বোধোদয় ও নীতিবোধ অধ্যয়ন করা কিছু কঠিন বোধ হইবে, একারণে অগ্রজ মহাশয় শিশুগণের সুবিধার জন্য ইংরেজী ঈশপ রচিত গল্পের সরল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া সন ১২৬২ সালের ফাল্গুন মাসে কথামালা নাম দিয়া এক পুস্তক প্রচার করিলেন।' গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ অনুসারে ইংরেজি মাস ফেব্রুয়ারি।

কিন্তু এখানে একটি খট্‌কা থেকে যাচ্ছে। G. R. P. I., for 1855-56, App -এ বিদ্যাসাগর কর্তৃক জানুয়ারি ১৮৫৬-তে লিখিত রিপোর্টের উল্লেখ আছে। সেখানে বিদ্যাসাগর লিখেছেন যে 'কথামালা' অনুবাদ এবং ছাপা জানুয়ারি মাসেই সম্পূর্ণ হয়। বাংলা মাস হিসেবে পৌষ-মাঘ। কিন্তু কি কারণে গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ফাল্গুন মাস উল্লিখিত হয়েছে তা আমাদের অজানা রয়ে গেছে। [তথ্য : U. P. L. V] ড. অপূর্বকুমার রায় 'কথামালা'র রচনাকাল ১৮৭৬ বলে তাঁর গ্রন্থে দু'বার উল্লেখ করেছেন। (উ. শ. বা. গ., পৃ. ৫৮, ৬১) এটিকে মুদ্রণপ্রমাদ বলে মেনে নিতে পারছি না এ কারণে, ৬১ পৃষ্ঠায় তিনি মন্তব্য করেছেন — 'বঙ্কিম যুগে বিদ্যাসাগর ঈশপের অনুবাদ করে 'কথামালা' (১৮৭৬) নামে প্রকাশ করেছিলেন।'

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে কথামালার কোন কোন গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর বলেছিলেন — 'সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পারিলাম না। আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে আমি সেই বৃদ্ধ।' [বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার, পৃ. ৪৮৮]

উনিশ শতকে নবচেতনারথের সারথি বিদ্যাসাগর জীবনে কর্মযোগ ও সাহিত্যে জ্ঞানযোগের সাধক। তাঁর জীবন ও সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটেছে মানবতাবাদে। মানবহিতব্রতই তাঁর সকল সৃষ্টির উৎস। সবার ওপর অটল মনুষ্যত্বের পূজারী ছিলেন বলে মনুষ্যত্বের জাগরণে শিক্ষাকে প্রধান বাহন করেছিলেন। যুগের অগ্রপথিক বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করতে, তাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে। বলা যেতে পারে, তিনি জাতীয় জীবনের শিক্ষাগুরু। এ কারণে তাঁর রচিত গ্রন্থের প্রায় সবই পাঠ্যপুস্তক। নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় আনত বিদ্যাসাগর জীবনব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে নারীকে নিজ-অধিকারের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, শিক্ষার আলোকে তাদের বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয়সাধন করাতে চেয়েছেন।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসাগর-সংক্রান্ত যাবতীয় রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের। 'বহমান

কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। ....যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি-স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথীগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, ...। তিনি আপনার সত্যের তেজ, কর্তব্যের সাহস অনুভব করে ধর্মবুদ্ধিকে জয়ী করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ মহত্ব। .... যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। .... তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্র-বচনের বাহকরূপে দেখেন নি। .... তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেন নি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে গেছেন।' (বিদ্যাসাগরচরিত, পৃ. ৬৯-৮০)

উপদেশ কথা (ইতিহাস কথা) • জেমস্ স্টুয়ার্ট • ১৮২০ (৩য় সং)

আখ্যাপত্র : দ্বি-ভাষিক ১ম সং (১৮২০)

উপদেশ কথা, / (ইতিহাসের সুবচন.) / পরন্তু / ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক,/ এবং ঈণ্ডিয়ার বিষয়ে ইংলণ্ডীয় স্বল্প ব্যবস্থা. / ষ্টেওয়ার্ট সাহেব কর্তৃক রচিত./

STEWART'S / OOPODES-COTHA, / (Or, Moral Tales of History) :/ WITH AN HISTORICAL SKETCH OF ENGLAND, AND HER CONNECTION / WITH INDIA./ ANGLO-BENGALEE - 1st EDITION./ C. S. B. S. (Seal) / Calcutta : / PRINTED FOR THE CALCUTTA-SCHOOL BOOK SOCIETY, / At the School-Press, Dhurumtula./1820. পৃষ্ঠা ৬৮- ৬৮।

দ্বি-ভাষিক প্রথম সংস্করণের ভূমিকা বা 'সমাচার' — 'এই কেতাবের মধ্যে স্বতন্ত্র২ দুই অংশ পাওয়া যায়, প্রথম ভাগ ষ্ট্রেচ সাহেবের ইতিহাসছটা নামে গ্রন্থ এবং অন্যোন্য গ্রন্থ হইতে কতক২ স্থূলার্থ সংগ্রহ করিয়া এ দেশীয় মতে কিঞ্চিৎ সাজাইয়া তর্জ্জমা করা গিয়াছে. দ্বিতীয় ভাগে তিন প্রকরণ, এক ইংলণ্ডীয়েরদিগের অজ্ঞানতা ও বিধর্ম্মাচবণ বিনাশপূর্ব্বক জ্ঞানশালী পশ্চিম দেশস্থেরদিগের মধ্যে মাননীয় হইবার সংক্ষেপ বিবরণ. দ্বিতীয় এ দেশেতে সাহেব লোকেরদের প্রথম আগমনের কিঞ্চিৎ বিবরণ. তৃতীয় সরকারের রাজস্বের নিয়ম বন্ধনার্থে আর অন্যোন্যকারণের নিমিত্তে এই বঙ্গদেশের জন্যে কোন২ প্রধান আইন.'

আখ্যাপত্রাংশ : ৩য় সংস্করণ : ১৮২০

উপদেশকথা / .... Stewart's / Oopadesh Cothe, / ..../ Bengalee - 3rd Edition. / Calcutta : / ....At the School-Press, Dhurumtala. / 1820.

1st & 2nd Edit. Private charge, 3rd Edit. C. S. B S (বা. সা. ই. লে., পৃ. ৩৩৩)

৩য় সংস্করণে 'সমাচার'-এর অতিরিক্ত অংশ — 'পূর্ব্বে এই গ্রন্থ কোন কোন সাহেব লোকির নিজ ব্যয়ের দ্বারা দুইবার ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমে ইহার নামকরণ ইতিহাসকথা ছিল; অনন্তর যখন এই গ্রন্থকে শুদ্ধ করিয়া কিছু বাহুল্য করা গেল, তৎকালে উপদেশকথা খ্যাত হইল.'

সোসাইটির ২য় বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৯) বলা হয় ষ্ট্রেচ-এর 'Beauties of History' থেকে সংগৃহীত কাহিনী নিয়ে 'উপদেশ কথা' শিরোনামে একটি বই বছর দুয়েক আগে অন্য এক

প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট পুরোটুকু অনুবাদ করে সোসাইটিকে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার অনুরোধ করেন। সে অনুযায়ী বাংলা এবং দ্বি-ভাষিক সংস্করণে সম-সংখ্যক কপি ছাপানো হয়। ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে 'উপদেশকথা' বাংলায় ১৮১৮/১৯-এ ১০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। ৩য় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২, মূল্য ৭ আনা ৪ পাই এবং ছাপা হয়েছে ২০০০ কপি।

যেসব পরিচ্ছেদে নীতিশিক্ষা প্রদান করা হয়েছে সেগুলি হল — 'সদুপদেশ', 'দয়াপ্রকাশ', 'গুণের পুরস্কার', 'পিতামাতার প্রতি ভক্তি', 'যৌবনকালে বিদ্যাভ্যাসের কথা', 'সৎকর্ম্মে কাল কাটান', 'বন্ধুতার কথা', 'মিথ্যা কথন', 'কৃতঘ্নতা', 'উদ্যম', 'সদ্‌গুণের কথা', 'ভ্রাতৃস্নেহ', 'মাৎসর্য্য', 'রাগ' ইত্যাদি। ১৮২০-র পরবর্তী সময়ে কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না।

জেমস স্টুয়ার্ট পেশায় সামরিক অফিসার (বর্ধমানের প্রভিন্সিয়াল ব্যাটেলিয়ানের এডজুটান্ট), মনোবৃত্তিতে শিক্ষক এবং যাজক না হয়েও অবসর সময়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। বাংলা ভাল জানতেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে ভাল বক্তৃতা করতেন। অন্যান্য মিশনারিদের মত তিনিও এদেশে শিক্ষকতা ও শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বর্ধমানে তিনি কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেছেন এবং নানা কারণে সেসব স্কুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই গ্রন্থটি ছাড়া স্টুয়ার্টের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বর্ণমালা' (১৮১৮)।

উপদেশকথা • শারদাপ্রসাদ বসু • ১৮৩৪ দ্র. নীতিকথা

উপদেশকল্পলতা • বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় • ১৮৫৫

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

পরমেশ্বরো। / বালক শিক্ষার্থ। / উপদেশকল্পলতা/ শ্রী বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত /WOOPODESS CULPO / LUTA/ FOR/ THE INSTRUCTION OF BOYS / BY / BENYMADHUB CHAT / TERJA / C.S.B.S / সন ১২৬১ সাল তারিখ ২১ পৌষ।
পৃ. ৪৫।

এই গ্রন্থে বিদ্যার উপকারিতা, সত্যবাদিতা, মিথ্যাচরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি উদাহরণসহ আলোচিত। গ্রন্থটিতে প্রচুর মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে। মু. বা. গ্র. প. -তে ১ম সংস্করণ ১২৬১ব. (১৮৫৪), মুদ্রক C. B. B. P. বলা হয়েছে। লঙ (-'55) বলেছেন 'Instruction for Boys', ১৮১৪, পৃ. ১০০। অপর তালিকায় (-'515) লেখকনাম 'বেণীমাধব আচার্য' উল্লিখিত। এই গ্রন্থের প্রকাশকাল আখ্যাপত্রের তারিখ অনুযায়ী ইংরেজি সাল ১৮৫৫।

মুদ্রণপ্রমাদযুক্ত গদ্য নিদর্শন সামান্য উদ্ধৃত হচ্ছে। 'পঞ্চাল দেশস্থ ভদ্রসেন নামক ভূপতি এক দিবস স্বীয় অভিসরগণ সমভিব্যাহারে, সমুদ্রতিরে, ভ্রমণ করিতে ছিলেন। ইতমধ্যে অনিন্দণীয় সর্ব্ব সুলক্ষণা সুবর্ণ বর্ণাধিক বর্ণা এক পরমা সুন্দরী কন্যা সিন্ধুমধ্যে স্বর্ণ নির্ম্মিত তরি আরহণা হইয়া পরিকর্ম্ম করণান্তর কিয়ৎ কালান্তে পূনর্ব্বার সিন্ধুনিরে নিমগ্না হইলেন।' বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের আর একটি বই 'কুঞ্জরীবিলাস' (১৮৫২)।

কথামালা • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • ১৮৫৬ দ্র. ঈশপ

কবিতামৃতকূপ • গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার • ১৮২৬

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

A / CHOICE COLLECTION / OF Sunscrit Couplets, / WITH / A TRANSLATION IN BENGALEE./ কবিতামৃতকূপ। / সৎপদ্যরত্নাকর হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে / সংগৃহীত। / পাঠশালার বালকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি ও নীতিশিক্ষার / কারণ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাটিদ্বারা শ্রী / গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য / কর্তৃক মুদ্রিত হইল। / শন ১৮২৬। /C.S.B.S./ Printed at the Calcutta School-Book Society's Press, / 1826 পৃ. ৪৪।

আখ্যাপত্রে 'সোসাটি' শব্দটি মুদ্রণপ্রমাদ। গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ১০৬। বাংলা গদ্যে শ্লোকসমূহের অনুবাদ আছে। শ্লোকানুবাদের কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে — 'সাক্ষাতে কিম্বা অসাক্ষাতে কাহারও অপ্রিয় বাক্য কহিবে না, এবং কাহারও সহিত নিরর্থক শত্রুতা ও বিবাদ করা অকর্তব্য' (নং ১); 'প্রীতি ক্রমেও অন্যের উত্তাপজনক বাক্য কহিবে না, এবং সর্ব্বদা অহিংসা করিবে ও মনের নিত্যতা ধারণ করিবে' (নং - ২); 'অপমান অগ্রে করিয়া ও মানকে পশ্চাৎ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি স্বকার্য্যোদ্ধার করিবে. অপমানাদি ভয়ে স্বকার্য্য নষ্ট করা মূর্খের কর্ম্ম' (নং - ৩); 'পথ দৃষ্টি করিয়া গমন করিবে, ও জল বস্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পান করিবে, এবং সত্য কথা কহিবে, ও মনঃশুদ্ধি পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম করিবে' (নং - ৪); 'উন্মত্ত, সর্প, মদ্যপ, হস্তী, স্ত্রীলোক, রাজবংশ ইহারদিগকে অল্পায়ু ব্যক্তিই বিশ্বাস করে, অর্থাৎ ইহারদিগকে বিশ্বাস কবিলে শীঘ্র আপদ হয়' (নং - ৫)।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন — 'বঙ্গ দেশীয় পাটশালাস্থ শিশুদিগের জ্ঞান ও নীতিবৃদ্ধির কারণ চাণক্য মুনি কর্ত্তৃক সংগৃহীত এক পুস্তক মাত্র আছে, প্রায় সকল বালকেই তাহা পাঠ করিয়া থাকে; এবং সেই পুস্তকে তাহাদিগের অধিক আমোদ দেখিয়া বালক সকলের জ্ঞান সুনীতি বৃদ্ধির কারণ চাণক্য মুনি সংগৃহীত পুস্তকের ন্যায় কবিতামৃতকূপ নামক অপর এক পুস্তক নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিলাম। .... ইহার ছাপার ব্যয়ের কারণ মূল্য ৷৷. আনা মাত্র।'

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সেযুগের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক, বিদ্যাসাগরের শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। গৌরমোহন 'মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত কোনও বিদ্যালয়ে পণ্ডিতী করিতেন এবং হেয়ারের প্রিয়পাত্র ছিলেন।' গৌরমোহন রামতনু লাহিড়ীকে হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বাসায় থেকেই রামতনু লাহিড়ী স্কুলে পড়াশুনা করতেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টীয় মহিলা সমিতি 'The Female Juvenile Society'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'। এ গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবেই গৌরমোহন স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে অগ্রদূতের সম্মান পেয়েছেন। তিনি কলিকাতা স্কুল-বুক-সোসাইটির গ্রন্থ প্রকাশের কাজে সাহায্য করতেন এবং স্কুল সোসাইটির হেড পণ্ডিত ছিলেন। এরপর সোসাইটির অর্থসঙ্কটের কালে তিনি রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় সুখসাগরে মুন্সেফ নিযুক্ত হন।

কবিতা রত্নাকর • নীলরত্ন শর্মা হালদার • ১৮২৫

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

কবিতা রত্নাকর। / অর্থাৎ / স্বল্পের মধ্যে। / পণ্ডিতের ন্যায় বক্তৃতা ও সভ্যতা হওনের জন্য / সুগম উপায় স্থির করিয়া যে সকল / কবিতার এক ভাগ / ভাষা কথার মধ্যে সর্ব্বদা সকলে প্রমাণ দিয়া থাকেন / তাহার সম্পূর্ণ শ্লোক / মূলগ্রন্থ পুরাণ ও স্মৃতি ও অন্যান্য

ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি / শাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রাদি হইতে উদ্ধার করিয়া অথচ / যথাশ্রুত মহাজন গৃহীত বাক্য / ও সাধুবাক্য / ও কবিবাক্য প্রভৃতি উত্তুদ্ কবিতা একত্র করিয়া / এবং তাহার অর্থ ও আনুষঙ্গিক / ইতিহাস ও পরিহাস গৌড়ীয় / ভাষায় রচনা করিয়া / শ্রী নীলরত্ন শর্ম্ম কর্ত্তৃক যাহা সংগৃহীত হয় / তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় / তরজমার সহিত দ্বিতীয়বার / শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১৮৩০

THE / KOBITA-RUTNAKUR, / OR / COLLECTION OF SUNGSKRIT PROVERBS / IN POPULAR USE; / TRANSLATED INTO BENGALEE AND / ENGLISH. / COMPILED / BY NEELRUTNA HALDAR. / SECOND EDITION. / SERAMPORE / 1830. পৃ. ১৬৬।

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ১৪.১.১৮২৬ সংখ্যায় জানানো হয় — 'এই সকল কেতাব প্রাচীন কিন্তু এই বৎসর ছাপা হইয়াছে .... শ্রীরামপুরের শ্রীযুত নীলমণি হালদারের ছাপাখানায়। / কবিতা রত্নাকর নামে গ্রন্থ ছাপা হয়।' বিজ্ঞাপন অনুসারে গ্রন্থটি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হওয়ার কথা। বা. মু. গ্র. তা. ও মু. বা. গ্র. প. -তে প্রথম প্রকাশকাল ১৮২৫ বলে নির্দেশিত। লঙ বলেছেন ১ম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২, মূল্য ৫ আনা। প্রথম সংস্করণ পাইনি। এ কারণে স্বীকৃত প্রকাশকাল ১৮২৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা ও মূল্য আমরা মান্য করেছি।

১৮৩০-এ প্রকাশিত ২য় সংস্করণের মুখবন্ধে মার্শম্যান বলেছেন —'This compilation of Sanskrit proverbs ....: was made by Baoo Neelrutna Haldar, and an edition printed at his own private press.' 'সমাচার দর্পণে'র বিজ্ঞাপনে জেনেছি গ্রন্থটি ছাপা হয় নীলমণি হালদারের ছাপাখানায়। নীলমণি হালদার নীলরত্ন-পিতা। চুঁচুড়া নিবাসী নীলমণি সেকালের এক প্রসিদ্ধ বাবু। রাজনারায়ণ বসু লিখছেন — 'তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না।' বোঝা যাচ্ছে মার্শম্যান দুটি নামে গণ্ডগোল করে ফেলেছেন। অন্যদিকে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম সংস্করণের মুদ্রণস্থান শ্রীরামপুর মিশন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পর অনেকগুলি সংস্করণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন - ১৮৩৩, ১৮৪৪, ১৮৪৭ [বা. মু. গ্র. তা.]; ১৮৫৪ (শ্রীরামপুর, বিদ্যাধ্যায়িনী যন্ত্র), ১৮৫৫, ১৮৫৬ (শ্রীরামপুর, ৸৵ ,৭২ পৃ.) [মু. বা. গ্র. প.]।

২য় সংস্করণে শ্লোক সংখ্যা - ২০৩। প্রত্যেক শ্লোকের ইংরেজি অর্থ প্রথমে করা হয়েছে। এরপর শ্লোকটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি - গদ্যে বঙ্গানুবাদ - গদ্যে ইংরেজি অনুবাদ যথাক্রমে সন্নিবেশিত। ২য় সংস্করণে ১৬টি শ্লোকের পর মূল গল্প বর্ণিত। গল্পগুলির অধিকাংশ মহাভারত বা পুরাণ থেকে গৃহীত। শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে বিবিধ গ্রন্থাদি থেকে। লেখক গ্রন্থের 'অনুষ্ঠানপত্রে' বলেছেন '......... এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে পুরাণোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ও নীতি শাস্ত্রোক্ত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থোক্ত অথচ ঋষিবাক্য কবিবাক্য মহাজন গৃহীত বাক্য প্রভৃতি নানা প্রকার নানা উপমার কবিতা ও তৎসংশ্লিষ্ট বহুবিধ ইতিহাস ও পরিহাস সন্দেহভঞ্জন ও মনোরঞ্জনার্থ লিখিত হইয়াছে।' ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে মার্শম্যান বলেছেন '...... I have inserted a translation of them into English, with the hope of aiding the researches of our countrymen, into the popular language of Bengal.'

নীলরত্ন হালদার রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু। তিনজনে মিলে Bengal Herald পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। 'বঙ্গদূত' পত্রিকার সম্পাদক নীলরত্ন হালদার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন 'ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন,

এবং অতি সুপুরুষ ছিলেন। .... বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।' দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর সম্পাদক মন্তব্য করেছেন 'ইনি 'জ্ঞানরত্নাকর' নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।' সম্পাদকমশাই 'কবিতারত্নাকর' গ্রন্থটির কথাই সম্ভবত বলতে চেয়েছেন। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নীলরত্ন এককালীন ১০০ টাকা দান করেছিলেন। তাঁর অপর গ্রন্থাদি -১. জ্যোতিষ (১৮২৫), ২. পরমায়ুঃ প্রকাশ (১৮২৬), ৩. অদৃষ্ট প্রকাশ (১৮২৬) ৪. বহুদর্শন (১৮২৬), ৫. দম্পতী শিক্ষা (১৮৩৪), ৬. সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী (১৮৫১), ৭. শ্রীশ্রী মহাদেব স্তোত্রং (১৮৫২), ৮. শ্রুতিগানরত্ন (১৮৫৩), ৯. পার্ব্বতী গীত রত্নং (১৮৫৪)। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে নীলরত্নের দেহাবসান ঘটে।

গোপাল কামিনী • রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন • ১৮৫৬

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

GOPA'L AND KA'MINI, / A PLEASING MORAL TALE, / ADAPTED FROM THE ENGLISH, / BY / RA'MNA'RAYAN VIDYA'RATNA, / PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE OF / LIEUT. W. N. LEES. / CALCUTTA : / BISHOP'S COLLEGE PRESS. / 1856.

গোপাল কামিনী। / মনোরঞ্জক নীতিগর্ভ উপন্যাস। / ইংরাজি হইতে / শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক / বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত। / উইলিয়ম নস্সো, লীজ, মহোদয়ের সহায়তায় / প্রচারিত। / কলিকাতাঃ / বিশপ্স কালেজের যন্ত্রে মুদ্রিত। / ১৮৫৬ পৃ. ১৫৫।

'বিজ্ঞাপন'-এ লেখক জানিয়েছেন — 'ইহার গল্পটি কোন পুস্তক হইতে সংগৃহীত, এ কথা নয় বলিলেও বলা যায়। .... গল্পটি মনোহর করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা গিয়াছে, এবং উত্তমং নীতিও প্রবেশিত করিতে ক্রটি করা যায় নাই। ....' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ১লা এপ্রিল ইং ১৮৫৬।

কাহিনী — কৃষ্ণনগরে ধনপতি নামে এক সদাগর তাঁর চার পুত্রকে বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করার জন্য এক কোটি টাকা সমানভাবে ভাগ করে দিলেন। প্রথম তিন পুত্র বিদেশ যাত্রা করল। কিন্তু ছোট পুত্রটি বিদেশ যাত্রায় সাহসী হল না। তখন সদাগর তাঁর পুত্রের মনে সাহস সঞ্চয়ের জন্য গোপাল ও কামিনীর আখ্যান বর্ণনা করলেন। গোপাল ও কামিনী এই দুই ভাইবোন কিভাবে বিদেশে যাত্রা করে বুদ্ধিবলে ও সাহসে বাধা বিপদ উত্তীর্ণ হয়েছিল সেটিই কাহিনীর মূল উপজীব্য। এই কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে সদাগর হিতোপদেশ থেকে উদাহরণ দিয়েছেন।

ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি (১৮৫১) বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সদস্য রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের নিবাস বহরমপুর, খাগড়ায়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচন্দ্র প্রকাশিত 'প্রশ্নোত্তরমালা' প্রথম খণ্ডে রামনারায়ণ ছিলেন অন্যতম উত্তরদাতা। স্ত্রী জাতির পক্ষে ক্রমানুযায়ী কাকে প্রণাম করা বিধেয়-এর উত্তরে রামনারায়ণ ক্রম সাজিয়েছিলেন — পতি গুরু দেবতা গুরুপত্নী শ্বশুর শাশুড়ি পিতা মাতা। এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে পরমেশ্বর স্তুতিতে বা নিন্দাতে তুষ্ট অথবা রুষ্ট হন কি না— এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন পরমেশ্বর তুষ্ট অথবা রুষ্ট কিছুই হন না। [সূত্র ঃ ব. রা. বা., পৃ. ১৪৪, ১৫০]

অনুবাদক হিসেবে রামনারায়ণ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থগুলির বিষয়বৈচিত্র্য সবিশেষ লক্ষণীয়। ১. সত্য চন্দ্রোদয় (ইং. - ১৮৫৫), ২. পাল ও বর্জ্জিনিয়া (ইং.- ১৮৫৬), ৩.

প্রস্থানভেদ (সং.- ১৮৫৬), ৪. ভূগোল বিদ্যাসার (১৮৫৬), ৫. আমেরিকা খণ্ডের আবিষ্ক্রিয়া এবং মেকসিকো রাজ্যের জয় (১৮৫৭), ৬. এলিজাবেথ (ইং. - ১৮৫৭), ৭. গোবীজ প্রয়োগ (১৮৫৭), ৮. তৈমুরলঙ বৃত্তান্ত (ইং.-১৮৫৭), ৯. রুশিয়া মহামহিম পিটার (ইং.- ১৮৫৭), ১০. উইলিয়ম টেল (১৮৫৭), ১১. হিতকথাবলী (সং. - ১৮৫৮), ১২. নানকের জীবনচরিত (ইং.- ১৮৬৫)।

চরিতাবলী • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • ১৮৫৬

আখ্যাপত্র ঃ ৩৬শ সংস্করণ

চরিতাবলী / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। / ষট্‌ত্রিংশ সংস্করণ। / কলিকাতা / সংস্কৃত যন্ত্র। / সংবৎ ১৯৪৫। / PUBLISHED BY THE CALCUTTA LIBRARY, / NO 25 SUKEAS´STREET, CALCUTTA./ 1889. পৃ. ১২০, মূল্য - চার আনা।

১ম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' — 'সংক্ষেপে, সরল ভাষায়, কতকগুলি মহানুভবের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে; এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।' .... কলিকাতা । সংস্কৃত কালেজ / ১লা শ্রাবণ । সংবৎ ১৯১৩।

যাঁদের জীবনী সঙ্কলিত হয়েছে তাঁরা হলেন — ডুবাল, উইলিয়ম রস্কো, হীন, জিরম স্টোন, হন্টর, সিমসন, উইলিয়ম হটন, ওগিলবি, লীড, জেঙ্কিন্স, উইলিয়ম গিফোর্ড, উইঙ্কিলমন, উইলিয়ম পস্টেলস্‌, এড্রিয়ন, প্রিডো, ডাক্তার এডাম, লমনসফ, মেডক্স, লঙ্গোমস্টেনস্‌, রেমস। এঁদের প্রত্যেকের জীবনে সাফল্যের মূল সূত্র বিদ্যার্জন। সেই নীতিশিক্ষাই জীবনীগুলি আলোচনার শেষে দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র বিদেশি 'মহানুভবের বৃত্তান্ত' সঙ্কলন করে বালকশিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচনা করায় পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মনে করেছিলেন পাঠ্যপুস্তকে শুধু বিদেশি মহানুভবেব বৃত্তান্ত পড়ে শিক্ষার্থীরা স্বদেশি কোনো মহানুভব নেই একথা ভাবতে পারে, এর ফলে তারা জাতীয় মর্যাদাবোধশূন্য হয়ে পড়ে। সুতরাং কাজটি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। ডুবালের কাহিনী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন — 'ডুবাল একটি বিড়াল মারিয়া তাহার চর্ম বিক্রয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন — এই বিবরণ শুনিয়া এ দেশের ভদ্র হিন্দু, জৈন এবং মুসলমান সন্তানেরা কি শিখিবে? ঐরূপ কার্য তাহাদিগের করিতে যাওয়া কি সম্ভব বা প্রার্থনীয়?' ভূদেবের উৎসাহে কালীময় ঘটক ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে আটজন স্বদেশি মানুষের জীবনী নিয়ে লিখলেন 'চরিতাষ্টক'। এমনকি বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রও ১৫জন স্বদেশীয় বিশিষ্ট মানুষের জীবনী অবলম্বনে লিখেছিলেন 'চরিতমালা', যার মধ্যে অন্যতম 'চরিত্র' স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছিল — ' আমাদের চতুষ্পার্শ্বে মহানুভব লোকের অপ্রতুল নাই, কিন্তু আমাদের এমনি এক বিষম রোগ জন্মিয়াছে যে আমরা তাঁহাদের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া .... বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের জীবনচরিতের অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করি।'

॥ চাণক্য শ্লোক ॥

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চাণক্য শ্লোকের ২২ পৃষ্ঠার একটি গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি পাইনি।

চারুপাঠ - ১ • অক্ষয়কুমার দত্ত • ১৮৫৩ (১৭৭৫ শক/ শ্রাবণ)

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

চারুপাঠ/প্রথম ভাগ / শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক / প্রণীত / কলিকাতা / তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত / শকাব্দ ১৭৭৫ পৃ. ১০৪।

প্রথম সংস্করণের দাম আট আনা, ছাপা হয়েছিল ১০০০ কপি। লঙ প্রথমভাগের মুদ্রকের নাম বলেছেন রোজারিও অ্যান্ড কোং।

বিজ্ঞাপন ঃ '.....এ গ্রন্থ যে নানা ইংরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত, ইহা বলা বাহুল্য। যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে, এবং একটি প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত হয়। অবশিষ্ট কয়েকটি বিষয় নূতন রচিত হইয়াছে।

যেরূপ প্রস্তাব পাঠ করিলে, করুণাময় পরমেশ্বরের বিশ্বকার্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ বাস্তবিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ হইতে পারে, তাহাই ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। ....' তাং— শকাব্দ ১৭৭৫। ৪ শ্রাবণ।

গ্রন্থে চারটি পরিচ্ছেদ। প্রতি পরিচ্ছেদে বিষয়সংখ্যা যথাক্রমে ৬, ৭, ৭, ৪। গ্রন্থে জ্ঞান বিজ্ঞানমূলক বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে নীতিশিক্ষামূলক কয়েকটি বিষয় স্থান পেয়েছে। যেমন — বিদ্যাশিক্ষা, দয়া, তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রতি উপদেশ, সন্তোষ, কুসংসর্গ, আত্মপ্রসাদ, আত্মগ্লানি ইত্যাদি।

অক্ষয়কুমার দত্তের দুটি সত্তা। সাহিত্যিক সত্তা ও সম্পাদক সত্তা। এই দুই সত্তা গড়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিগত যুক্তিবাদ বুদ্ধিবাদ তথা জ্ঞানবাদকে ভিত্তি করে। 'আত্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, বুদ্ধির কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আবিষ্কার এবং সেই বুদ্ধি ও বুদ্ধিলব্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ ও জীবনকে বিচার করা — বুদ্ধিবাদের প্রধানতঃ এই তিনটি লক্ষ্য। অক্ষয়কুমার বাঙালীকে এই নব্য বুদ্ধিতন্ত্রে দীক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন।' [উ. শ. প্র. বা., পৃ. ২৫৯]

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ এবং বিদ্যাসাগরের সমবয়সী অক্ষয়কুমার মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সাংসারিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও অদম্য জ্ঞানপিপাসায় একে একে আয়ত্ত করেছেন ফারসি, সংস্কৃত, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু ও জার্মান ভাষা। নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করেছেন ভূগোল, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি জ্ঞানরাজ্যের নানা শাখা।

শৈশব ও কৈশোরে শ্রমলব্ধ এই জ্ঞানভাণ্ডার পরবর্তীকালে মুক্তচিন্তা, স্বচ্ছবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সহায়তা করেছে। বাংলা গদ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের সাধক অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত ১৪ বছর বয়সে রচিত 'অনঙ্গমোহন' কাব্যের মাধ্যমে। তাঁর জীবনে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৫ বছর বয়সে বিবাহ এবং ১৯ বছরে পিতৃবিয়োগ। ১৯ বছরেই ঈশ্বরগুপ্তের সংস্পর্শে এসে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় গদ্য রচনার সূত্রপাত এবং গুপ্ত কবির প্রস্তাবে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র সভ্যপদ গ্রহণ। এই ঘটনাটি তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ২০ বছর বয়সে ৮ টাকা বেতনে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক, পাঠশালার জন্য ২১ বছর বয়সে 'ভূগোল' গ্রন্থ রচনা আর ২ বছর পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ৩০ টাকা বেতনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হিসেবে মনোনীত। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ — বারো বছরে এই দায়িত্ব পালন শুধু নয়, সাময়িক পত্র সম্পাদনাকে উন্নতমানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হলেও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' খ্রিস্টধর্ম বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। নিরাকার ব্রহ্মের প্রচার ছাড়াও এখানে আলোচিত হয়েছে সাহিত্য বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে গঠনমূলক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হিন্দু বিবাহপ্রথার সংস্কার সাধনে, বিধবাবিবাহ স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদির সপক্ষে এবং বহুবিবাহ কৌলীন্যপ্রথা বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিপক্ষে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখ্য। আধুনিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, মধ্যবিত্তের চরিত্রচিত্রণ, উদার সমন্বয়ী মতবাদ, স্বদেশচিন্তা ও স্বাদেশিকতা বোধের বিকাশ, ইতিহাস আলোচনা, নীলকরের অত্যাচার ও ভূস্বামীর অত্যাচারে সাধারণ প্রজার ভয়াবহ দুর্দশার চিত্রণে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ছিল অকুণ্ঠ। এ সবই ঘটেছে অক্ষয়কুমারের কুশলী ও দক্ষ পরিচালনায়। তবে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি সরকারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করেননি।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েও ওই মতে অবিচল ছিলেন না। তিনি প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেননি। অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করতেন 'মানবকুলের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা।' বলেছেন 'অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য।' বেদের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী অক্ষয়কুমার ঈশ্বরের সর্বশক্তিময়তা সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ কারণে 'আত্মীয় সভা'য় (১৮৫২) হাত তুলে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না। পৌত্তলিক না হয়েও আরোগ্য লাভের জন্য গৃহদেবতা নারায়ণের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছেন বলে নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের 'অক্ষয়চরিত' থেকে জানতে পারি। তবে ঘটনার সত্যাসত্য সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়।

'ভূগোল' (১৮৩১), 'চারুপাঠ (১ম ভাগ - ১৮৫৩, ২য় - ১৮৫৪, ৩য় - ১৮৫৯), 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) - স্কুলপাঠ্য এই গ্রন্থগুলি ছাড়া বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান ২ খণ্ডে রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০, ১৮৮৩)।

চারুপাঠ - ২ • অক্ষয়কুমার দত্ত • ১৮৫৪ (১৭৭৬ শক / শ্রাবণ)

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

ENTERTAINING LESSONS / IN / SCIENCE & LITERATURE / IN BENGALI. / BY UKKOY COOMAR DUTT. / PART II / Calcutta : / PRINTED AT THE PROBHAKUR PRESS / 1854

চারুপাঠ / দ্বিতীয় ভাগ / শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক / প্রণীত / কলিকাতা / প্রভাকর-যন্ত্রে মুদ্রিত / শকাব্দ ১৭৭৬ পৃ. ১০২ + ২ = ১০৪।

গ্রন্থশেষে মুদ্রিত — Printed by HURRINARAIN DOSS, at the Probhakur Press. প্রথম সংস্করণের মূল্য আট আনা। লঙ প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল বলেছেন ১৮৫৩।

বিজ্ঞাপন — 'চারুপাঠের প্রথম ভাগ সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া, দ্বিতীয় ভাগ প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। .... বিশ্বান্তর্গত বহু প্রকার প্রাকৃত বিষয়ের বৃত্তান্ত, জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদক কতিপয় শিল্প-যন্ত্রের বিবরণ, নানা প্রকার প্রয়োজনোপযোগী নীতিগর্ভ প্রস্তাব, ইত্যাদি হিতকর বিষয় সমুদায় ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন, বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থের গুণাগুণ শিক্ষা করাইতে তাদৃশ অনুরক্ত নহেন। এই নিমিত্ত, যে সমস্ত মনঃকল্পিত

গল্প পাঠে কিছুমাত্র উপকার নাই, বরং অপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, তাহাও তাঁহাদের অভিমতক্রমে অনেকানেক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতেও যে, চারুপাঠ বহুতর বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে ইহা শ্লাঘা ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ....

পরিশেষে, সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার সময়ে, শ্রীযুত বাবু অমৃতলাল মিত্র অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়া দিয়াছেন।'

কলিকাতা

শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত

২৫ শ্রাবণ শকাব্দ ১৭৭৬

গ্রন্থে চারটি পরিচ্ছেদে মোট ২০টি বিষয় আলোচিত। এর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক 'বল্মীক', 'হিমশিলা', 'মুদ্রাযন্ত্র', 'ব্যোমযান', 'দিগদর্শন', 'প্রবাল কীট', 'চন্দ্র', 'আলেযা', 'সৌরজগৎ', 'তাপমান'। নীতিশিক্ষা বিষয়ক — 'নীতিচতুষ্টয়', 'সন্তোষ ও পরিশ্রম', 'পিতামাতার প্রতি ব্যবহার', 'অসাধারণ স্মারকতা-শক্তির উদাহরণ', 'পরিশ্রম' , 'প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার', 'সৎকথন ও সদাচরণ'। 'নীতিচতুষ্টয়' অংশে সূত্রাকারে নীতিশিক্ষা বর্ণিত। গ্রন্থের সমাপ্তি বিষয় 'জন্মভূমি'। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝপর্বে একজন যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-মনস্ক ব্রাহ্মের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম যে কত গভীর ও তীব্র ছিল — রচনাটি তারই পরিচয় বহন করে। কিছুটা অংশ উদ্ধার করছি।

'জন্মভূমি স্নেহের আস্পদ। যে স্বদেশানুরাগী চিরপ্রবাসী ব্যক্তি ভূস্বর্গ স্বরূপ স্বদেশের কোন নদী বা সরোবর, প্রাচীন বৃক্ষ বা প্রসিদ্ধ উৎসবভূমি, প্রিয় বন্ধুর আবাস বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর স্বীয় বাটী, প্রণয় পবিত্র মিত্র মণ্ডলী বা নিজ নিকেতনস্থ মূর্ত্তিমতী প্রীতিস্বরূপ মনোহর মুখমণ্ডল সকল সহসা স্মরণ করিয়া, তাহাদিগকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত, একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, তিনিই জানেন, স্বদেশ কিরূপ প্রীতিভাজন ও স্বদেশীয় বস্তুর কেমন প্রেমময় ভাব! .... 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' এই সুধাময় শ্লোকার্দ্ধ যে মহাত্মা প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনিই সুখময় স্বদেশের সুরম্য ভাব অবগত ছিলেন! .... এতাদৃশ স্নেহভাজন জন্মভূমিকে দুঃখ ভারাক্রান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া যাহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ না হয়, সে মানব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে জন্মভূমির পরিত্রাণ সাধনার্থ যত্নবান্ না হইয়া, যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে কালহরণ করিতে পারে, তাহার অন্তঃকরণ পাষাণময় ইহাতে সন্দেহ নাই! তাহার অসার জীবন জীবনই নহে!' (পৃ. ১০০-১০২)

গ্রন্থে বিজ্ঞাপনের তারিখ ২৫ শ্রাবণ ১৭৭৬ শকাব্দ। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ভাদ্র ১৭৭৬ শক / ১৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে স্বয়ং অক্ষয়কুমার জানিয়েছেন — 'চারুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হইতেছে; এক মাস পরে প্রচারিত হইতে পারে। মূল্য আট আনা। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।'

বিজ্ঞাপনে অক্ষয়কুমার যে অমৃতলাল মিত্রের নামোল্লেখ করেছেন, তিনি হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র শিষ্য, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য এবং তত্ত্ববাধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষ (শ্রাবণ ১৭৭৭ শক -চৈত্র ১৭৭৯ শক)। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্র এক শোকপ্রস্তাব লেখেন। তাঁর ভাষায় — 'বিগত পৌষ মাসের সপ্তবিংশ দিবসে বঙ্গের অঙ্গ ভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মিত্র প্রায় ৬৮ বর্ষ বয়ঃক্রমে শ্রী শ্রী ˇকাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। ....নানাবিদ্যাবিশারদ অথচ নিরভিমান, বিপুলবুদ্ধিশালী অথচ ঔদ্ধত্যবিহীন, পরহিতরত অথচ আড়ম্বরশূন্য, তেজস্বী অথচ নিরীহ, স্পষ্টবাদী অথচ সুবিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ অথচ

পরিণামদর্শী, স্বাধীনতাপ্রিয় অথচ কোমলপ্রকৃতি, উৎসাহী অথচ ধীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অথচ নির্ব্বিরোধী, ন্যায়পর অথচ ক্ষমাশীল, এরূপ লোক সচরাচর আর একজন দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র বিশিষ্টরূপে পরিচিত নহেন।'

বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন সম্পাদক। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে একজন অমৃতলাল মিত্র। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে অমৃতলাল ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। সাধারণ মানুষ যাতে বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁদের বাড়ির মহিলাদের পাঠান, এজন্য এক আবেদনপত্র কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার দেবার জন্য বই দান করেছিলেন অমৃতলাল। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত অমৃতলাল মতবাদের দিক দিয়ে ছিলেন গোঁড়া প্রাচীনপন্থী এবং সম্পর্কে রাধাকান্ত দেবের জামাই। সরকারি চাকুরে অমৃতলাল সৎ কর্মচারি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

চেষ্টরফিল্ডের উপদেশ • অনুবাদক অজ্ঞাত • ১৮৩৩ (১২৪০ বাং)

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

লার্ড চেষ্টরফিল্ড। / চেষ্টরফিল্ড নামক ব্যক্তির স্বীয় পুত্রপ্রতি সুশীলতা / বিষয়ে শিষ্টাচার বিধায়ক নানামত সম্বলিত / যে উপদেশ তাহা গৌড়ভাষায় / অতি সুগম / এবং সুস্পষ্টরূপে অনুবাদিত করিয়া সর্ব্ব / বিশিষ্ট শিষ্টজন হিতার্থে / কলিকাতা নগরীতে জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে / মুদ্রিত হইল। / ১২৪০ *পৃ. ৫৫।*

গ্রন্থে আলোচিত অধ্যায়সমূহ — ধর্ম্মবিষয়ক, ধর্ম্মমতবিষয়ক, বন্ধুতা, পরিমিত ব্যয় বিষয়ক, মিথ্যাবাক্যকথন, মনোযোগ বিষয়ক, বক্তৃতা বিষয়, সঙ্গ বিষয়, কোন সঙ্গের রীতি গ্রহণ করিবে তাহার সতর্কতায় মনোযোগ বিষয়, কথোপকথনের রীতি, কথনের আগের সঙ্গির স্বভাব জ্ঞাত হওন, গল্প এবং বাক্যান্তর কথন বিষয়ক, কথোপকথনকালে বস্ত্রাঞ্চলধারণ বিষয়ক, বহুকথন ও কর্ণে জপ বিষয়ক, কথকের প্রতি মনোযোগাভাব বিষয়ক, কথনের কথকতা ভঙ্গ করণ বিষয়ক, সমভিব্যাহারি হইতে বিদ্যা সংগোপন বিষয়ক, শিষ্টাচারে প্রতিবাদ করণ, সাধ্যপক্ষে বাদানুবাদ ত্যাগকরণ, সর্ব্বদা স্বাভাবিকরূপে প্রতিবাদকরণ, কথনকালে মুখসন্দর্শন বিষয়ক, কলঙ্ক বিষয়ক, দিব্যকরণ বিষয়ক, আপনার কিম্বা পরের গুপ্ত বিষয় কহিও না, গুপ্ত বিষয়, গাম্ভীর্য্য বিষয়ক, ব্যবহারীয় দৃঢ় মনস্থে সুশীলতা বিষয়ক, সুশীলতাপূর্ব্বক আজ্ঞা করণ, যখন কাহাকেও দয়া করিবা তখন নম্রতা পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিবা, শীঘ্রতা স্বভাব ত্যাগ করণ, কালের কার্য্য বিষয়ক, আলস্য, কর্ম্ম নির্ব্বাহ বিষয়ক, সময়ের রীতি বিষয়ক, সংসার বিষয়ক জ্ঞান, সাংসারিক জ্ঞান কিরূপে উপার্জন করিবে তাহার বিবরণ, আত্মান্তঃকরণের দৃষ্টান্তে অন্যের বিবেচনা করণ বিষয়ক, সাধ্যানুসারে অপমান দর্শন ত্যাগ করণ, কোন সাধারণ বিষয়ে দিব্য করিয়া কহিলেও বিশ্বাস করিও না, প্রাচীন বন্ধুর পরামর্শে তাচ্ছল্য করিও না।

যু. মু. গ্র. তা. -য় বলা হয়েছে— 'পুত্রের প্রতি লর্ড চেষ্টরফিল্ডের উপদেশ', ১৮৩১, ১৮৩৩। 'লর্ড চেষ্টরফিল্ডের উপদেশ' - ১৮৩৩ (১২৪০ বাং)। ১৮৩১-এর কোন সংস্করণ পাইনি।

জ্ঞানকিরণোদয়ঃ • রেভা. ডি. রোডট • ১৮৪৩

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

BENGA'LI' INSTRUCTOR / No. II./ জ্ঞানকিরণোদয়ঃ /অর্থাৎ /বালকবৃন্দ বোধবিধায়ক/ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক বিরচিত বৃত্তান্ত। /CALCUTTA :/ PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL-BOOK SOCIETY / 1843. পৃ. ৯২।

আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নেই। লঙ, সবিতা চট্টোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রমোহন লেখকনাম বলেছেন De. Rodt, Rev. R.। লঙ বলেছেন ১ম সংস্করণ Hay & Co থেকে মুদ্রিত, মূল্য ২ আনা। যতীন্দ্রমোহন বলেছেন পরবর্তী সংস্করণ ১৮৪৭ এবং ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সবিতা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে । তাঁর গ্রন্থে আখ্যাপত্র যথাযথ উদ্ধৃত হয়নি।

গ্রন্থে কোন মুখবন্ধ বা ভূমিকা নেই। বিবিধ বিষয়ের সঙ্কলনগ্রন্থ। জ্ঞানমূলক বিষয়, খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক নানা পরিচ্ছেদের সঙ্গে কয়েকটি পরিচ্ছেদে গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গল্প ঈশপের এবং কোন কোন পরিচ্ছেদে শুধুই নীতিশিক্ষা রয়েছে। যেমন — ক. গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা - ১. গুপ্তধন ২. কুকুর ও শিয়াল (ঈশপ) ৩. মিথ্যা কথার বিষয় ৪. বন্ধুতা ৫. সূর্য্য আর পবন (ঈশপ) ৬. মিত্রলাভ ৭. শীয়াল ও কাক (ঈশপ) ৮. এক বুদ্ধিমান কুকুরের কথা ৯. ঐক্য বিষয়ক নীতিকথা। খ. নীতিশিক্ষা - ১. বিদ্যার দোকান ২. বিদ্যা বিষয়ক নানা হিতোপদেশ ৩. কদালাপ ৪. ধর্ম বিষয়ক নানা হিত উপদেশ।

লেখক লন্ডন মিশনারি সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসে কলকাতা ও নানা স্থানে স্কুলের উন্নয়নে ও শিক্ষাপ্রচারে রত হন। তাঁর রচিত চারটি বইয়ের তিনটিই শিশুশিক্ষার বই।

জ্ঞানচন্দ্রিকা • গোপাললাল মিত্র • ১৮৩৮

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

GYAN CHUNDRICA / OR / A SELECTION OF MORALS / FROM THE BEST ENGLISH AND BENGALEE WORKS. / TRANSLATED AND COMPILED INTO BENGALEE. / BY / GOPALLOL MITTER. / জ্ঞানচন্দ্রিকা॥/ অর্থাৎ/ বহুবিধ উত্তম২ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক হইতে / নানাবিধ নীতি সংগ্রহপূর্ব্বক / শ্রীযুত গোপাললাল মিত্র কর্ত্তৃক / উত্তম গৌড়ীয় সাধু / ভাষায় অনুবাদিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইল।/ CALCUTTA / PRINTED BY BROJOMOHUN CHUCKERBUTTEE, / AT THE GOONAUKUR PRESS. / 1838 পৃ. ১৯২।

আখ্যাপত্রাংশ ঃ ২য় সংস্করণ

.... A SECOND EDITION / WITH CORRECTIONS AND IMPROVEMENTS / .... অনুবাদিত হইয়া সংশোধনপূর্ব্বক শ্রীযুত ব্রজলাল বসু / দ্বারা দ্বিতীয়বার প্রকাশ হইল। / CALCUTTA / PRINTED FOR BABOO BROJOLOLL BOSE AT THE ANGLO / INDIAN PRESS, Chorebagaun. / 1844. পৃ. ১৯২।

আখ্যাপত্রাংশ ঃ ৩য় সংস্করণ

..... THIRD EDITION / WITH CORRECTIONS AND IMPROVEMENT / CALCUTTA / PRINTED FOR BABOO KOYLASS NOTH BANERJEE / AT THE SANSKRIT PRESS / 1852.

...... নানাবিধ নীতি সংগ্রহ। .... / ভাষায় অনুবাদিত এবং সঙ্কলিত। / কলিকাতা / সংস্কৃত যন্ত্রে / শ্রীযুত কৈলাসনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা / তৃতীয়বার মুদ্রিত হইল। /শকাব্দা ঃ ১৭৭৪ পৃ. ১৯৮।

প্রথম সংস্করণের মূল্য ১ টাকা ১২ আনা। যতীন্দ্রমোহন ১৮৩৪, ১৮৪৭, ১৮৪৯-এ প্রকাশিত সংস্করণের কথা বলেছেন। ওই সব সংস্করণের কোন হদিশ পাইনি। আখ্যাপত্রহীন ১০০ পৃষ্ঠার একটি সঙ্কলনগ্রন্থ উ. জ. গ্র-তে রয়েছে। গ্রন্থে 'জ্ঞানচন্দ্রিকা', 'জ্ঞানার্ণব', 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে সংগ্রহ আছে। 'জ্ঞানচন্দ্রিকা'-র ৯টি পরিচ্ছেদ সেখানে সঙ্কলিত। প্রতিটি পরিচ্ছেদের ওপর ইংরেজিতে পৃথক শিরোনাম রয়েছে। গ্রন্থের লেখকনাম অনুল্লেখিত। 'From the light of knowledge', (জ্ঞানচন্দ্রিকা) পৃ. ১-২২।

I.Attention neccessary to success / মনোযোগ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি। II. Five means of increasing knowledge / বুদ্ধি বৃদ্ধির প্রতি পঞ্চ প্রকার উপায়। III. Learning to be aquired by dilligence / পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাদি লাভ। IV Difficulties overcome by resolution / দুঃসাধ্য সাধনে পুরুষার্থ। V. Humility neccessary in learning / জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে খর্ব্বতার আবশ্যকতা। VI. Importance of an early education. / উপদেশতুচ্ছতা প্রাপ্ত শিশুর বয়োহধিকে দূরবস্থা (মুদ্রণপ্রমাদ) বিষয়ক। VII. Triumphs of perseverance / দৃঢ়তাদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি। VIII. Politeness / সভ্যতাবিষয়ক। IX Faithfulness in promises / প্রতিজ্ঞারক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই ৯টি পরিচ্ছেদ W. Yates সঙ্কলিত Introduction to the Bengali Language - Vol-II, Selections from Bengali Literature গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থের 'অনুষ্ঠানপত্রে' লেখক বলেছেন — ' ...... আমি দেশ কাল পাত্র প্রভেদে বিবিধ চিন্তায় জনপদের উপকার নিমিত্ত ভরসায় ভর করত যথাসাধ্য বিদ্যাবুদ্ধি ক্রমে প্রচুর প্রযত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক বহুবিধ ইংরাজী নীতিবিষয়ক গ্রন্থ ও সংস্কৃত হিতোপদেশ হইতে উত্তমোত্তম পদার্থের তাৎপর্য্য সমুদয় সার সঙ্কলন দ্বারা সংগ্রহ করিয়া যুক্তি যুক্ত যুক্তিমতে পুঞ্জপ্রকরণে অভিনব রুচির রচনায় 'জ্ঞানচন্দ্রিকা নামিকা' এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকটন করিলাম ....।'

গ্রন্থটিতে বিদ্যার্জন ও বিদ্যার গুরুত্ব বিষয়ক ১০টি পরিচ্ছেদ আছে। অন্যান্য পরিচ্ছেদে মনোযোগ, বুদ্ধি, পরিশ্রম, আলস্য, পুরুষার্থ, উত্তম সংসর্গ, সময়, সত্য, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জুয়া, চৌর্য, হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, নির্দয়তা, দয়া, অহঙ্কার, উপাসনা, ধৈর্য, স্বেচ্ছাচার, কৃতজ্ঞতা, গুরু-শিষ্য, দৃঢ়তা, সভ্যতা, দেশপ্রীতি, সাহস, ভীরুতা, মহেচ্ছ, যথার্থ বিচার, ধনোপার্জন, ধনী, দাতৃত্ব, পরোপকার, কৃপণতা, প্রতিজ্ঞা, সুখ, লোভ, মাধুর্য, শীলতা, মিত্রতা, স্বাধীনতা, অভ্যাস, আশা, ঐক্য, সুখ্যাতি, মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ের উদাহরণসহ গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে। গল্পগুলির স্থাননাম, বস্তুনাম ও ব্যক্তিনামে ভারতীয় পরিবেশ, প্রেক্ষাপট ও আবহ ব্যবহৃত। গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'স্বকীয় দেশ প্রতি স্নেহ'। রচনাটির কিছুটা উল্লেখ করছি। স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশানুরাগ যে নীতিশিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল, রচনাটিতে তারই প্রমাণ মেলে।

'আপনার দেশ ও দেশস্থের প্রতি আদর ও মান্যতা ও ভক্তি ও স্নেহ অবশ্য কর্ত্তব্য ইহার দ্বারা সাধুতা হয় সাধুতা দ্বারা পরম জ্ঞান তদ্দ্বারা পরম সুখ হয়। আর স্বদেশস্থ যদ্যপি নীচ ও নিন্দনীয় হয় তথাপি তাহাকে আদর করিবেন এবং স্বদেশ যদি মরুভূমি হয় তথাপি তাহাকে প্রশংসা করিবে কারণ সকলের প্রতি স্নেহ করিলে লোক প্রীত হয় তাহাতে বসতির অতি সুখ হয় অপর আত্মীয়ানাত্মীয় সকলের সুখ চেষ্টা হেতু কোন জন সহ শত্রুতা থাকে না আর অতি প্রবল রিপু কাম ক্রোধ ও হিংসা প্রভৃতি থাকে না এবং সকলের সুখ চিন্তন দ্বারা সমভাবোদয় হয় তদ্দ্বারা শীঘ্র জ্ঞান ও পরম সুখ প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে জন্মস্থান ও বসতিস্থান ও জননীকে অধিক আদর করিবে আরো কহিয়াছেন যে স্বীয় দেশস্থ নীচ হইলেও তাহাতে বন্ধু জ্ঞান ও বন্ধুর ন্যায় আদর কর্ত্তব্য।'

'Friend of India' পত্রিকায় (May 1825) ১৮২১-১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়ের তালিকায় লেখক ও প্রকাশকনামবিহীন 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' গ্রন্থের নাম রয়েছে। এছাড়া লঙ ১৮২২ থেকে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' গ্রন্থের নাম করেছেন। ওই দুই 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' এবং আলোচ্য 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' সম্ভবত এক নয়। হিন্দু কলেজে ২য় শ্রেণীতে 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল।

লেখক গোপাললাল মিত্র পেশায় শিক্ষক এবং হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থের- রচয়িতা। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি থেকে যুগ্মভাবে অনুবাদ করেছেন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'কৌতুক তরঙ্গিণী' (৩য় সং ১৮৫৬), ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মার্শম্যানের গ্রন্থ অবলম্বনে রচনা করেছেন 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস', ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে 'রত্নাবলী' নামে বাংলাভাষার এক অভিধান, সংস্কৃত যন্ত্র থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ব্যবসায়ে সাহায্যকারী পুস্তক 'অঙ্কচন্দ্রিকা' ও 'নিয়মসেবা'।

বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকায় ১ ডিসেম্বর ১৮৪২ তারিখে প্রকাশিত একটি সংবাদ — 'হিন্দু কালেজের প্রাচীন ছাত্র শ্রীযুক্তবাবু গোপাললাল মিত্র রত্নাবলী নামে বঙ্গভাষার এক অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন, ...। উক্ত বাবু পূর্ব্বে ব্যুৎপাদক শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র ঘটিত যে২ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ শিক্ষা সমাজে গ্রাহ্য হইয়াছে।'

জ্ঞানদীপিকা • মৌলবী আলী মোল্লা • ১৮৫৫

গ্রন্থটি পাইনি। উল্লেখ আছে লঙের তালিকায়। তালিকার বিবরণ অনুযায়ী এটি প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ৬৩ পৃষ্ঠার বই, মূল্য দু'আনা। এখানে রয়েছে বর্ণমালা, ছোট ছোট নীতিবাক্য, শুভঙ্করী আর্যা, নীতিগল্প, চাণক্যের নীতিশ্লোক, পত্রলিখনপ্রণালী ইত্যাদি। লঙ লেখকের নাম দেননি। লেখকনাম পাওয়া গেছে মু. বা. গ্র. প. থেকে।

জ্ঞানপ্রদীপ -১ • গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ • ১৮৪০

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

নমো জগদীশ্বরায় / জ্ঞানপ্রদীপ। / বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধ নীতিবিষয়ক /প্রস্তাব ও দৃষ্টান্তসকল / গৌড়ীয় ভাষায় / প্রথম খণ্ড / শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক রচিত / এবং / সম্বাদ ভাস্করযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।/ ...... (জাতীয় গ্রন্থাগারের খণ্ডে ইংরেজি তারিখ কীটদষ্ট) ২০ আষাঢ় ১২৪৭ সাল। পৃ. ৮০।

বা. মু. গ্র. তা-য় ১৮৪৭ (১২৫৩ ও ১২৫৪ বাং), ১৮৪৮-এ প্রকাশিত ৩টি সংস্করণ-এর কথা

বলা হয়েছে। কিন্তু মু. বা. গ্র. প.-তে বলা হয়েছে ৩য় মুদ্রণ ১২৬৩ ব. (১৮৫৩), ৭৮ পৃষ্ঠা, ভাস্কর যন্ত্র, মূল্য দুআনা। লঙ বলেছেন 'জ্ঞানপ্রদীপ' ১ম খণ্ড ভাস্কর প্রেস থেকে ১২৬০ বঙ্গাব্দে (১৮৫৩-৫৪) ৫০০ কপি ছাপা হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮, মূল্য আট আনা। আবার অন্যত্র বলেছেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'জ্ঞানপ্রদীপ'-১ম খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৮-এ, এবং ২য় সংস্করণ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন — 'কৈলাসদেব নামে কোন রাজ্যপাল ছিলেন তিনি মলয়দেব নামক স্বপুত্রকে নীতিশিক্ষানিমিত্ত মহামহোপাধ্যায় হরিহরাচার্য্যের নিকট সমর্পণ করেন অনন্তর হরিহরাচার্য্য উক্ত রাজকুমারকে জ্ঞানপ্রদীপে লিখিত বিষয়সকল শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা ইহা স্বীকার করিয়া জ্ঞানপ্রদীপ প্রস্তুত করিলেন, ... বালকদিগের বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থ এই পুস্তক প্রস্তুত হইল এবং অন্যান্য নীতিবিষয় লিখিত এইরূপ আরো চারিখণ্ড হইবে, ...' পরবর্তীকালে 'জ্ঞানপ্রদীপ'-এর আর একটিমাত্র খণ্ড প্রকাশিত হয়।

· সূচিপত্র — বিদ্যা বিষয়ক / বিদ্যার গুণের দৃষ্টান্ত / পিতৃমাতৃসেবার আবশ্যকতার দৃষ্টান্ত / মিথ্যা কথনে দোষ / অঙ্গীকার পালনের নিত্যতা / শিশুকালে বালক সকলকে জ্ঞানিলোকের নিকট রাখিবার আবশ্যকতা / প্রিয়বাক্য কথনের আবশ্যকতা / অপ্রিয়বাক্যের নিন্দা / নির্দ্দোষ বাক্য কথনের প্রয়োজন / প্রণয় রক্ষার আবশ্যকতা / সকল বিষয়ের আরম্ভের পূর্ব্বে বিবেচনা / যুক্তিশাস্ত্র উভয় সিদ্ধ আচার ব্যবহার কর্ত্তব্য / অবাধ্যকে দমন করিতে বিবেচনা / উপকার করণের আবশ্যকতা। হিন্দু কলেজের ২য় শ্রেণীতে 'জ্ঞানপ্রদীপ' পাঠ্যসূচিতে ছিল।

জ্ঞানপ্রদীপ - ২ • গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ • ১৮৫৩

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

নমো জগদীশ্বরায়। / জ্ঞান প্রদীপ। / দ্বিতীয় খণ্ড। / শ্রী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকৃত। / কলিকাতা শোভাবাজারীয় সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত / হইল। / বাঙ্গালা ১২৫৯ শাল ১৬ মাঘ। / ইংরেজী ১৮৫৩ শাল ২৮ জানুআরি। / মূল্য ॥৹ অর্দ্ধমুদ্রা। / PRINTED BY SHIB KRIST MITTER. পৃ. ৭৮।

লঙ বলেছেন - ১২৬০ বঙ্গাব্দে ২য় ভাগের ১ম সংস্করণ ছাপা হয় ৫০০ কপি। কিন্তু আখ্যাপত্রে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের কথাই বলা হয়েছে। বা. মু. গ্র. তা. -য় মুদ্রিত ২য় ভাগের বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশকাল কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মু. বা. গ্র. প.-তে চুঁচুড়ার জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র থেকে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ছাপা 'জ্ঞানপ্রদীপ' গ্রন্থের নাম পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত গ্রন্থটি অখণ্ডভাবে অন্য প্রেস থেকেও ছাপা হয়েছিল। ২য় খণ্ডে সূচিপত্র নেই। 'বিশ্বাস দাস নামক ফকিরের উপাখ্যান' এখানে বিবৃত। সমাপ্তিতে উচ্চারিত হয়েছে অতি পরিচিত সংস্কৃত প্রবাদ 'অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ'।

একই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ ও ইংরেজ রাজত্বের সমর্থক এবং বিপরীতদিকে সতীদাহপ্রথা কৌলীন্যপ্রথা ও সাঁওতাল বিদ্রোহের বিরোধী খর্বাকৃতি চেহারার গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য সংবাদ সাময়িকপত্র সম্পাদনে খ্যাতিলাভ করেছেন। জন্মেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষ বছরে (১৭৯৯), মৃত্যু ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে। গৌরীশঙ্কর বেথুনের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে' বাড়ির মেয়েদের পাঠিয়েছেন, বিধবা বিবাহের সমর্থনে শুধু লেখনী ধারণই নয় — ইয়ংবেঙ্গলের দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বর্ধমানের বিধবা রানী বসন্তকুমারীর বিয়েতে একমাত্র সাক্ষী ছিলেন।

এই বিবাহটি একাধারে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ। সাহস করে গৌরীশঙ্কর প্রচার করেছিলেন, তিনি রামমোহনের সকল সংস্কারের সমর্থক। এজন্য তিনি 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের পঞ্চমুখে প্রশংসাও করেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজত্বকে রাম রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সাঁওতাল বিদ্রোহকেও সমর্থন জানাননি।

সেকালের বহু সভা-সমিতি এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গৌরীশঙ্করের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি কয়েকবার 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র সভাপতিত্ব করেছেন। তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা ইয়ংবেঙ্গলদের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় কাজকর্ম নির্বাহের মাধ্যমে। এরপর পরিচালনা করেছেন 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৩৯), 'সম্বাদ রসরাজ' (১৮৩৯) 'হিন্দু রত্নকমলাকর' (১৮৫৭)। গৌরীশঙ্করের অন্যান্য গ্রন্থ 'ভগবদ্‌গীতা' (৯ম অধ্যায় পর্যন্ত) - ১৮৩৫, 'ভগবদ্‌গীতা' (সমগ্র) ১৮৫২, 'ভূগোলসার' - ১৮৫৩, 'নীতিরত্ন' - ১৮৫৪, 'মহাভারত' - ১৮৫৬, 'চণ্ডী' - ১৮৫৮।

উনিশ শতকীয় দোলাচলবৃত্তি গৌরীশঙ্করের মধ্যেও প্রকট হয়েছিল। এ কারণে অশ্লীল রচনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক নিবন্ধাদি প্রকাশ করার জন্য গীতা. চণ্ডী, মহাভারত গ্রন্থের অনুবাদক গৌরীশঙ্করের অর্থদণ্ড এবং একাধিকবার কারাবাসও ঘটেছে। পরবর্তীকালে রামমোহনের আনুগত্য ভুলে গৌরীশঙ্কর 'ব্রাহ্মসভা' ত্যাগ করেছেন এবং রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভা'য় যোগ দিয়েছেন।

জ্ঞানসুধাকর - ১ • মধুসূদন তর্কালঙ্কার • ১৮৫৫

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

জ্ঞানসুধাকর / প্রথম খণ্ড। / জনাঐী বিদ্যালয়াধ্যাপক / শ্রী মধুসূদন তর্কালঙ্কার। / প্রণীত। / সন ১২৬২। / শক ১৭৭৭ ১ শ্রাবণ। / কলিকাতা। / বাঙ্গাল মিলেটরি আর্ফেন যন্ত্রালয়ে এফঃ কারবারি সাহেবের / দ্বারা মুদ্রিত হইল। পৃ. ৬১।

বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন — '......... স্বদেশীয় বঙ্গভাষায় গল্প রচনা করিয়া স্থানে২ অর্থ সম্বলিত প্রসিদ্ধ শ্লোকসকল সংস্থাপনপূর্ব্বক, "জ্ঞান সুধাকর" নামক পুস্তক প্রকাশ করিতেছি, ... এই 'জ্ঞানসুধাকর' পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, সম্প্রতি পূর্ব্ব খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে।' পরবর্তী খণ্ড প্রকাশের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ভূমিকায় তিনি আরও বলেছেন — 'জনাঐী বিদ্যালয়ের অধিপতি সুনির্ম্মল মতিমান, শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশানুসারে প্রস্তুত হইয়া তাহার আনুকূল্য দ্বারা এই পুস্তক মুদ্রিত হইল ইতি।' শ্রী মধুসূদন শর্ম্মা।

গ্রন্থের বিষয় রাজপুত্রকে নীতি শিক্ষাদানের প্রয়োজন ব্যাখ্যা। রাজপুত্রকে আচার্যের শিক্ষাদান। মাঝে মাঝে সংস্কৃত নীতিশ্লোকের গদ্যে বঙ্গানুবাদ।

জনাই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মধুসূদন তর্কালঙ্কার রচিত দুটি ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ বই — 'আশুবোধ ব্যাকরণ' (১৮৫৫) এবং 'শিশুবোধ ব্যাকরণ' (১৮৩৩)। শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায় 'জ্ঞানসুধাকর' গ্রন্থটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন — 'লেখক কদর্য্য বাংলা লিখিয়াছেন। .... শিক্ষা বিস্তারের সমর্থনে রচিত বইখানির উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু লেখকের অপটুতা এবং বানান-ব্যাকরণের জ্ঞানের অভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।' [বা. শি. সা. ক্র., পৃ. ১০৬-১০৭]

লেখকের 'কদর্য্য বাংলা'র কিছুটা উদাহরণ — 'চম্পকাবতী নগরে উগ্রসেন নামক এক আঢ্যতর ব্যক্তি বাস করিতেন, তিনি একদিবস কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে কানন শোভা দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন

করিতেছিলেন, এমত সময়ে গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক পর্জ্জন্যসকল বিস্তৃত হইয়া গগণ মণ্ডল একেবারেই আচ্ছন্ন করিল, এবং তদুপরি চঞ্চল চপলার ইতস্তত পরিভ্রমণ হওয়াতে ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বাত প্রতাপে বড় বড় শাখীর শাখা সকল মড় মড় শব্দ পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়াতে নিরাশ্রয় জীবগণের জীবন আশা নিরাশা হইয়া উঠিল। এই আসন্ন ভয়ঙ্কর বিপদ অবলোকন করিয়া তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এই নিমিত্ত প্রতিদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মনুষ্যগণের ইহাই বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যে মরণ, ব্যাধি, শোক ও ভয় ইত্যাদির মধ্যে কিছু না কিছু অদ্য সংঘটন হইতে পারে ইহার আটক নাই , ...' (পৃ. ১৪-১৫)।

পৃষ্ঠপোষক প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আদি নিবাস হুগলির জনাই গ্রামে। ওই গ্রামে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কলকাতায় শ্যামপুকুরে রামধন মিত্র লেনে বাড়ি। পেশায় ম্যাকেঞ্জিবাবু লায়ালের এক্সচেঞ্জ নামক নিলাম ঘরের বড়বাবু। গৃহস্থ হলেও বেদান্তচর্চায় তাঁর প্রীতি ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও মাঝে মাঝে দর্শন করতেন। তাঁর শ্যামপুকুরের বাড়িতে রামকৃষ্ণদেবের যাতায়াত ছিল। ঐ বাড়িতে রামকৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে মহোৎসব করেছিলেন। স্থূলকায় বলে রামকৃষ্ণ তাঁকে 'মোটা বামুন' বলতেন। প্রথম বিবাহে কোন সন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। কোন একবার নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ) সম্পর্কে রামকৃষ্ণের কাছে কটূক্তি করায় তাঁর বিরাগভাজন হন।

জ্ঞানাকর • চন্দ্রনাথ রায় ও শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় • ১৮৪৬

এই যুগ্ম লেখকনামে গ্রন্থটির এক কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। কিন্তু সেটি পাওয়া যায়নি। জা.গ্র.-র বাংলা গ্রন্থের তালিকায় 'জ্ঞানাকর' সম্বন্ধে লিখিত আছে খণ্ডটি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে কবিতা রত্নাকর যন্ত্রালয় থেকে ছাপা। লঙ বলেছেন ১৬ পৃষ্ঠার 'জ্ঞানাকর' বইয়ের লেখক এস. মুখার্জি (শ্যামাচরণ মুখার্জি?)। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলেছেন .. 'Contained various moral fables; advice on the duties of children to their parents, on avoiding bad company, covetousness.' [D.C.] একই তালিকার Miscellaneous অধ্যায়ে লঙ বলেছেন ১৫ পৃষ্ঠাব 'জ্ঞানাকর' কবিতা রত্নাকর যন্ত্র থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। ধারণা করা যায় একই গ্রন্থের এটি ২য় সংস্করণ। লঙ তাঁর অপর তালিকায় [515] 'জ্ঞানাকর' গ্রন্থের লেখক 'শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ (ইং ১৮৪৩) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের সঙ্গে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তবে দেবেন্দ্রনাথের আগে থেকেই তাঁর ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল। ইনি পরে তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত 'গ্রন্থসভা'র সদস্য হন এবং ১৭৬৮ শকের ১১ ফাল্গুনের অধিবেশনে অক্ষয়কুমার দত্তের পর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। আলেকজান্ডার ডাফের সঙ্গে যখন দেবেন্দ্রনাথের তর্কবিতর্ক চলছিল সেসময় তিনি খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণ করে Rational Analysis of the Gospel নামে ৭ পাতার ছোট একটি পুস্তিকা লেখেন। পুস্তিকাটিতে খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হয়। মহাক্রুদ্ধ হয়ে ডাফ এই পুস্তিকাটির নাম দিলেন The irrational paralysis of the Gospel, এবং তীব্র ভাষায় একটি প্রত্যুত্তরও লিখে ফেললেন। ১৮৫১-র জুন মাসে কলকাতা মেডিকেল কলেজে হেয়ারের নবম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় শ্যামাচরণ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। চন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

জ্ঞানাঙ্কুর • পূর্ণানন্দ চট্টরাজ ? • ১৮৩৬

গ্রন্থটির উল্লেখ আছে বা. মু. গ্র. তা. গ্রন্থে। লেখকনাম পূর্ণানন্দ চট্টরাজ গোস্বামী। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৩৬। পরবর্তী সংস্করণ ১৮৪৬ (১২৫৩ বাং)। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন — '.... ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বিবিধ বিষয়ক নীতিগল্পমূলক গ্রন্থ 'জ্ঞানাঙ্কুর'। গ্রন্থখানি ছিল খুবই ছোট; পত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ১৬ খানি।' (শ. শি. সা., পৃ. ৪২) মু. বা. গ্র. প.-তে লেখক-প্রকাশক নামবিহীন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

জ্ঞানারুণোদয়ঃ • রেভা. ডি. রোডট • ১৮৪১

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

BENGA`LI´SPELLING / BOOK. / জ্ঞানোরুণোদয়ঃ। / অর্থাৎ বালক শিক্ষার্থে প্রথম সহজ উত্তরোত্তর কঠিন / পাঠযুক্ত / বঙ্গভাষার বর্ণমালা। / CALCUTTA : / PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL BOOK / SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS. / 1841. পৃ. ৪৬।

আখ্যাপত্রাংশ ঃ ৪র্থ সংস্করণ

.... *PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL - BOOK SOCIETY, AND / SOLD AT ITS DEPOSITORY, MESSRS G. C. HAY AND CO. / NO 56½ COSSITOLLAH. / 1855* পৃ. ৪৭।

বা. মু. গ্র. তা.-য় ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্রাংশ দেওয়া হয়েছে — ''জ্ঞানারুণোদয় অর্থাৎ বালক শিক্ষার্থে বঙ্গভাষায় বর্ণমালা' — র‍্যাণ্ডোলফ জেরোট রেভাঃ''। এই অসম্পূর্ণ আখ্যাপত্রটি সবিতা চট্টোপাধ্যায়ও উদ্ধৃত করেছেন। (পৃ. ৪৯৬) ২য় সংস্করণ? — ১৮৪৫ (১২৫২ বাং) [বা. মু. গ্র. তা.]। ৩য় সংস্করণ — ১৮৫০, পৃ. ৪৭, Hay & Co। মু.বা.গ্র.প.-তে ৪র্থ সংস্করণের প্রকাশক নাম— Calcutta Christian Tract & Book Society. লেখকনামের উল্লেখ নেই।

এই গ্রন্থে মোট ১৮টি 'পাঠ' আছে। ১ম পাঠে ব্যঞ্জনবর্ণ, ২য় পাঠে স্বরমালা , ৩য় থেকে ৭ম পাঠে আ-কারাদি ও য-ফলা অভ্যাস রয়েছে। এই পাঠগুলিতে শব্দের উদাহরণসহ বাক্য আছে। যেমন, সরল জন বড়। মন দমন কর। সরল আচরণ কর। মাতা পিতার সমাদর করা উচিত। ভাই আর ভগিনীর সহিত বিবাদ করিও না। অলস হইও না। কদাচার করিও না ইত্যাদি। অন্যান্য পাঠগুলিতে সরাসরি ঈশ্বরভজনা ও ঈশ্বরের গুণ ব্যাখ্যাত। সমগ্র গ্রন্থে নীতিশিক্ষার মধ্যে খ্রিস্টীয় মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। ৪র্থ পাঠে সামান্য ভূগোল পরিচয়ও আছে। সেখানে আফ্রিকার পরিচয় এরকম —'তথা অতি ভয়ানক জাতির বাস। তাহারা বসনহীন ও সাদা ধনু আর বাণধারী, ঐ জাতিব চামড়া কালীর মত কাল।' (পৃ. ৫-৬)

বিনয়ভূষণ রায় এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন। 'দেশীয় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম ১৮২০ সালে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে একটি বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেব ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা।' [শি. বি. ব, পৃ. ২] গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল আখ্যাপত্রেই উল্লিখিত। দ্বিতীয়ত, এটি প্রধানত বর্ণমালা শিক্ষার গ্রন্থ, বর্ণপরিচয় নয়। তৃতীয়ত, গ্রন্থটির প্রকাশক গোঁড়া খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারক। সেখানে রাধাকান্ত দেবের মত মানুষ জড়িত থাকবেন, উপরন্তু তাঁরই উদ্যোগে আরও দেশীয় মানুষ এই প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করবেন — এটা কি সম্ভব?

জ্ঞানার্ণবঃ • প্রেমচাঁদ রায় • ১৮৪২ (২য় সং)

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

GYANAR NUBA /OR/ A SELECTIONS OF MORALS / FROM THE BEST SANSCRIT AND OTHER WORKS TRANSLATED AND / COMPILED INTO BENGALEE / BY / PREM CHAND ROY. /জ্ঞানার্ণবঃ। / অর্থাৎ / সংস্কৃত ও অন্যান্য গ্রন্থের ভাবার্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক / শ্রী প্রেমচাঁদ রায় কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় ভাষিত / হইয়া পুনর্মুদ্রাঙ্কিত হইল। / CALCUTTA / PRINTED BY ESUR CHUNDER BHUTTACHARGE / AT THE SAURSUNGRA PRESS / 1842. পৃ. ১৯৪।

বা. মু. গ্র. তা.-য় এই গ্রন্থের পরিচয় — জ্ঞানার্ণব- নী/১৮৩২, ১৮৪৯। —প্রেমচাঁদ রায়, ১৮৪২ (২য় সং), ১৮৫২। প্রথম সংস্করণ কবে প্রকাশিত হয় তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। ২য় সংস্করণের মূল্য ১ টাকা ৮ আনা। লঙ গ্রন্থনাম বলেছেন 'জ্ঞান অর্ণব'। ড. সুকুমার সেন গ্রন্থটির প্রকাশকাল বলেছেন ১৮৪২। (বা. সা. গ., ১৯৯৮ সং, পৃ. ৩৯)

আখ্যাপত্রহীন ১০০ পৃষ্ঠার একটি সঙ্কলনগ্রন্থ উ. জ. গ্র.-তে রক্ষিত। ঐ গ্রন্থে 'জ্ঞানার্ণবঃ' থেকে ৯টি পরিচ্ছেদ সঙ্কলিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩-৫৬। প্রতিটি পরিচ্ছেদের ইংরেজিতে শিরোনাম রয়েছে। যেমন, গ্রন্থনাম হয়েছে — From the Sea of Knowledge, পরিচ্ছেদ শিরোনাম — Advancement of learning, Method of sharpening the Intellect, Good Company, Bad Company, Kindness in speech, Mastery of the passions, Speaking the welfare of others, Evil of injuring other, Steadfastness¼ W. Yates সঙ্কলিত Introduction to the Bengali Language - Vol II, গ্রন্থেও এই নয়টি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে।

'অনুষ্ঠানপত্রে' লেখক বলেছেন — '.......... যৎকালে হিন্দু ভূপালরা এতদ্রাজ্যে সাম্রাজ্য করিতেন তৎকালে তাঁহারা সংস্কৃতভাষার সন্তোষপূর্বক নীতিধর্ম্মাদিবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গভাষায় ভাষিত উক্ত পুস্তকাভাব প্রযুক্ত তদাস্বাদনে বালক ও লোকগণের চিত্ত নিয়তই বিরক্ত ছিল অনন্তর জবন রাজ্যেশ্বর হইয়া তাঁহারা ও স্বজাতীয় ভাষাকে প্রচলিত করিয়াছিলেন তদ্ধেতু অস্মদ্দেশীয় সাধুভাষা রাজমহিষী রাজকার্য্যে ত্যাজ্যা হইয়া স্বভাবাভাবে লজ্জিতাবস্থায় নানা ভাষার সহিত মিশ্রিতরূপে কালযাপন করিয়াছেন তদনন্তর দেশোপকারক গুণগ্রাহক ইংলণ্ডীয় মহীপাল গৌড়ীয় সাধুভাষার তদনুশীলনে এতদ্দেশীয় বালকগণের প্রতি বহুশ্রম ধনব্যয় করিতেছেন কিন্তু নীতিশিক্ষা বিষয়ক কোন গ্রন্থ না থাকাতে আমি পরগুণকৃতাদর পরমবিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের আনুকূল্যে মহাশয় প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত পরিশ্রমে জ্ঞানার্ণব নামে পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম কিন্তু তদন্তর্গত বিষয়ের ও কঠিন সকল শব্দের পরিবর্ত্ত করিয়া পুনর্মুদ্রাঙ্কিত করিলাম ইহাতে স্বীয় জ্ঞানানুসারে অভিনব অভিপ্রায়ে প্রায় অধিকাংশ রচনা অপর কিয়দংশ সংস্কৃতোদ্ধৃতে ও নানা পুস্তকান্তর্গত ভাবার্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নীতিবিদ্যানুশীলন ও বিবিধ সদুপদেশ প্রকরণ বিশেষ দৃষ্টান্ত সহিত প্রকাশ করিলাম ....।'

'নির্ঘণ্ট' (সূচিপত্র) ঃ ত্রিবিধ মনুষ্য, অবস্থাত্রয়, বাল্যাবস্থার নিয়ম, মাতৃপিতৃ প্রতি ভক্তি কর্ত্তব্য, মাতাপিতার উপদেশ গ্রাহ্য, জনক জননীর সেবন কর্ত্তব্য, গুরুর প্রতি ভক্তি কর্ত্তব্য, বিদ্যার

প্রসঙ্গ, বিদ্যার প্রশংসা. বিদ্যার ফল, বিদ্বানের প্রশংসা, বিদ্যাবিহীনের নিন্দা, বিদ্যার প্রতি প্রতিবন্ধক, বিদ্যার প্রতি কারণ, অবশ্য বিদ্যাদায়কোপায়, বিদ্যাদি কার্য্যসাধনের প্রতি মনোযোগ করণ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা করণোপায়, কুবুদ্ধির কথন, মূর্খতাবিষয়ক, সৎসংসর্গ, কু-সংসর্গবিষয়ক, প্রিয়বাক্য বিষয়ক, অপ্রিয়বাক্যবিষয়ক, যথার্থকথন, অযথার্থকথন, যথার্থ ও অযথার্থের ইতিহাস, প্রতিশ্রুত প্রতিপালন, ইন্দ্রিয় দমন, নম্রতা, দয়া, নির্দয়তা, দান, কৃপণতা, পরহিতে রতি, পরানিষ্ট, প্রতারণাবিষয়ক, অন্তঃকরণ নির্ম্মলতার উপায়, মিত্র প্রাপ্তি, মিত্রবিশেষ কথন, বন্ধুবিচ্ছেদ, মৃগাদির পুনঃপ্রীতি, বণিজ তনয়ের খল সহ মিত্রতার ফল, বিশ্বাস বিষয়ক, অসূয়াদিবিষয়ক, শত্রুবিষয়ক, আলস্যত্যাগ, সাহস, নিষ্ঠাচার, ক্রোধবিষয়ক, ক্রোধবিষয়ে উদাহরণ, ক্রোধবিষয়ে জ্ঞানির উপদেশ, জ্ঞানির উপদেশপ্রাপ্তে শান্তক্রোধের উদাহরণ, মোহবিষয়ক, লোভ বিষয়ক, অহঙ্কার বিষয়ক, যৌবনাবস্থায় কর্ত্তব্য, বার্দ্ধক্যাবস্থার কর্ত্তব্য।

প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদে কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে উদাহরণ রয়েছে। সেসব উদাহরণে সমাজের বিভিন্ন পেশাগত ও শ্রেণীগত মানুষের পরিচয় আছে। মাটির কলসি রাখতে রাখতে পাথর ক্ষয় হয়ে যাওয়ার গল্পটি কিছুটা ভিন্নভাবে এই গ্রন্থে পরিবেশিত। পশুপাখির মাধ্যমে গল্পও এখানে পরিবেশিত। যেমন — এক হরিণকে ভুলিয়ে কলাই ক্ষেতে নিয়ে ব্যাধের জালে ফেলেছিল এক শিয়াল। অসহায় হরিণকে বাঁচিয়েছিল তার অন্য বন্ধুরা। শিয়ালের ফন্দি ব্যর্থ হল। এরপর কচ্ছপকে বেঁধে নিয়েছিল এক ব্যাধ। কৌশলে তাকেও বাঁচানো হল। গল্পটি 'পঞ্চতন্ত্রে'র 'মিত্রপ্রাপ্তি' থেকে সঙ্কলিত। 'দান' বিষয়ক গল্পে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় কালিদাসের কথা বলা হয়েছে। হিন্দু কলেজে ৩য় শ্রেণীতে এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ২য় শ্রেণীতে এই বইটি পাঠ্য ছিল।

গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষক গোবিন্দচন্দ্র সেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্য ও সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্য। তাঁর সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় ৭ মার্চ ১৮৪০ তারিখে জানানো হয় — 'আমরা শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কৃত মার্সম্যান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের অনুবাদগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম অস্মদ্দেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল ....।' গ্রন্থের নাম 'বাঙ্গালার ইতিহাস'। তাঁর নামে আর একটি বইয়ের উল্লেখ আছে — 'Essay on the History of India' (১৮৩৯)। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় তিনি আলোচনা করেছেন 'রাজবৃত্তান্ত' (বিক্রমাদিত্য থেকে গৌড়বংশের পতন পর্যন্ত) এবং 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সভা 'বেঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটী'র কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য এই গোবিন্দচন্দ্র সেন। সভার অন্যতম উদ্দেশ্য 'ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ি রাজত্বে সাহায্য' করা এবং 'রাজবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা' করা। ১৮৪৮-এ গোবিন্দচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'স্বকীয় স্বজন বান্ধব পাঠকবর্গকে এবং নগরীর সংবাদপত্র সম্পাদক সকলকে এবং সংস্কৃত কলেজের উপাধ্যায় এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণ'এর সভায় স্বদেশসেবা বিষয়ক একটি বক্তৃতা দেন। ১৮৫৪ সালে রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহের চিৎপুরের বাড়িতে এক শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কার্যনির্বাহের জন্য দেশীয় দাতাদের তালিকায় আছেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সত্যচরণ ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গোবিন্দচন্দ্র সেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের সমর্থনে ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র

ভারতসরকারের কাছে পাঠান। স্বাক্ষরকারীদের একজন হলেন গোবিন্দচন্দ্র সেন।

সতীপ্রথার বিরোধী প্রেমচাঁদ রায় 'সম্বাদ সুধাকর' পত্রিকার (১৮৩১) সম্পাদক। নিবাস কাঁচড়াপাড়া। নিজের পরিচয়ে 'বৈদ্যকুলোদ্ভব' বিশেষণটি যোগ করতেন। তাঁর লেখা আর কোনো বইয়ের খবর পাওয়া যায়নি। তবে সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে তিনি 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা ও মিশ্‌নারিদের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'এ প্রকাশিত একটি সংবাদে। রীতিমতো অশালীনভাবে ঐ পত্রিকাটি লেখে — 'ঐ সনের (১২৩৭ ব.) ৫ ফাল্গুণে সুধাকর সৃজন হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত প্রেমচাঁদ রায় তিনিও ঐ ঈশ্বর বদ্দির (গুপ্ত) বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধর্ম্মাদ্বেষারম্ভ করিলেন তাহাতেই তাঁহার দফা রফা হয় এক্ষণে দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন কিন্তু আস্ফালন বড় কখন কহেন প্রত্যহ কাগজ প্রকাশ করিব কিন্তু কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহা জানি না তাঁহারাও জানেন না শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়া করিয়া একটা প্রেস ও কতকগুলিন অক্ষর কিনিয়া দিয়াছেন তাহাতেই কর্ম্ম চলিতেছে আর কিছু দিন এই প্রকারে চলিবেক।' [স. সে. ক. -২, পৃ. ১৮৫-১৮৬] এই প্রেমচাঁদ রায় কি কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত হরপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত?

জ্ঞানোল্লাস • ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক • ১৮৫৪

গ্রন্থটি সন্ধান পাইনি। লঙের বিবরণ অনুযায়ী মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। ছাপা হয়েছে বিন্দুবাসিনী যন্ত্রে। লেখকের বাসস্থান বড়বাজার। আলোচনার বিষয়বস্তু হল — দান, আতিথেয়তা, ক্ষমা, জ্ঞান, ধৈর্য, লোলুপতা, ঈশ্বরপ্রেম, সত্য ইত্যাদি। লঙ এই গ্রন্থের সম্পাদনা বা কিছু মার্জনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

॥ তোতা ইতিহাস ॥

সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন এক শুকপাখির মুখ দিয়ে বলানো ৭০টি গল্পের সঙ্কলন 'শুক-সপ্ততি'। অধিকাংশ গল্পের বিষয় স্ত্রীচরিত্রের অসংযম, ছলনা ও নীতিহীনতা। হিন্দুসমাজের নৈতিক অবক্ষয়, নীতিহীনতার নগ্ন পরিচয় গল্পগুলিতে বিধৃত। সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' অবলম্বনে রচিত ফারসি 'তুতিনামা'। এরপর ফারসি 'তুতিনামা' থেকে হিন্দি, উর্দু ভাষাতে 'তোতা কহানী'। গল্পের মূল কাঠামো একই আছে। তবে নায়ক-নায়িকার নাম পরিবর্তিত হয়েছে 'ময়মন' এবং 'খোজেস্তা'তে। গল্পের পরিণতিতে শুকসপ্ততির নায়ক নায়িকাকে ক্ষমা করেছিল আর 'তোতাকহানী' বা 'তুতিনামা'র ময়মন খোজেস্তাকে হত্যা (নষ্ট) করেছিল।

বাংলা গদ্যে চণ্ডীচরণ মুন্‌শী 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫) রচনার পূর্বেই হিন্দুস্থানী ভাষায় 'তোতা কহানী' অনুবাদিত হয়েছে।[১] আলোচ্য সময়সীমায় আরও কয়েকটি 'তোতা কহানীর' সন্ধান মেলে।[২] বাংলা ভাষায় 'তোতা ইতিহাস', 'তুতিনামা', 'তুতীনামা', 'শুকেতিহাস', 'শুকোপাখ্যান' একই বিষয়ের বই। আমরা তিনটি 'তুতিনামা' গ্রন্থের উল্লেখ পেয়েছি।[৩] গ্রন্থগুলি গদ্যে রচিত কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত নই। আলোচিত গ্রন্থাদির মধ্যে নীলকমল ভাদুড়ী-র 'শুকেতিহাস' সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' অবলম্বনে রচিত। অবশিষ্ট সকলেই ফারসি 'তুতিনামা'কে অবলম্বন করেছেন। দ্বারকানাথ রায় তাঁর গ্রন্থের নাম 'শুকোপাখ্যান' দিলেও সেটি আসলে চণ্ডীচরণের গ্রন্থের সংশোধিত রূপ।

১. তোতা ইতিহাস • চণ্ডীচরণ মুন্‌শী • ১৮০৫

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

তোতা ইতিহাস। / বাঙ্গালা ভাষাতে / শ্রী চণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮০৫। পৃ. ২২৪।

আখ্যাপত্র ঃ লন্ডন সংস্করণ - ১৮২৫

শ্রী / তোতা ইতিহাস / বাঙ্গালা ভাষাতে / শ্রী চণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত। লন্দন রাজধানিতে চাপা হইল / ১৮২৫ পৃ. ১৪০।

'তোতা ইতিহাস'-এর ২য় সংস্করণ ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৪। লঙের তালিকায় এটি 'মুসলমানের গ্রন্থ'রূপে নির্দেশিত। অপর তালিকায় বলা হয়েছে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৮০১ এবং শেষ সংস্করণ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। লন্ডন থেকে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ১৩৮ পৃষ্ঠার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া যতীন্দ্রমোহন ১৮০১, ১৮০৩, ১৮২২, ১৮৪৫-এ প্রকাশিত সংস্করণের কথা বলেছেন। ১৮০১ এবং ১৮০৩-এ চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' গ্রন্থের কোনো সংস্করণ প্রকাশের প্রশ্নই নেই। ১৮০১-এ তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান করেন। ১৮০৪-এ 'তোতা ইতিহাস'-এর পাণ্ডুলিপি কলেজ কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত হয় এবং ১৮০৫-এ শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রিত হয়। ১৮২২ এবং ১৮৪৫ সালের সংস্করণেব খোঁজ পাইনি। তবে আখ্যাপত্রহীন ১৪০ পৃষ্ঠার একটি দ্বি-ভাষিক সংস্করণ ব. সা. প.-এ দেখেছি। তার প্রতি পৃষ্ঠায় প্রথম কলামে ইংরেজি ও দ্বিতীয় কলামে বাংলা।

স্কুল বুক সোসাইটির ৩য় বার্ষিক রিপোর্টে ১৮০৫- '২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থতালিকায় লেখকনামহীন যে 'তোতা ইতিহাস'-এর নাম আছে সেটি সম্ভবত চণ্ডীচরণেরই। লঙের একটি তালিকার পরিশিষ্টে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত এক 'তোতা ইতিহাস'-এর উল্লেখ আছে। এটিও সম্ভবত চণ্ডীচরণের গ্রন্থের কোন সংস্করণ। ১৬ জানুয়ারি ১৮০৪-এ কলেজ কাউন্সিলে কেরি চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে যে সুপারিশপত্র পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন — '...... It is (তোতা ইতিহাস) rendered into very plain and good Bengalee, and very fit for a class book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him.' সভায় চণ্ডীচরণকে ১০০ টাকা পুরস্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই বছর নভেম্বর মাসে কাউন্সিলের সভায় স্থির হয় কর্তৃপক্ষ 'তোতা ইতিহাস' ১০০ কপি কিনে নেবেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — 'কেরীর মত নীতিবাগীশ পাদ্রী যে কি করিয়া এই গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদন করিলেন এবং অনুবাদকগণকে পুরস্কৃত করিবার জন্য কলেজ কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিলেন, তাহাই পরম বিস্ময়ের বিষয়।' [উ. শ. প্র. বা., পৃ. ৫৫]

'তোতা ইতিহাস' কাদির বখ্‌শ রচিত ফারসি 'তুতিনামা'-র বঙ্গানুবাদ। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ রায় তোতা ইতিহাসের একটি সংশোধিত সংস্করণ (শুকোপাখ্যান) প্রকাশ করেন। 'তোতা ইতিহাস' -এর ১০টি কাহিনী সঙ্কলিত হয়েছে হটন-এব Bengali Selections (১৮২২) -এ এবং ১৮টি কাহিনী সঙ্কলিত হয়েছে ওয়েঙ্গার সম্পাদিত ইয়েটস্‌-এব 'Introduction to the Bengali Language (Vol - II, 1847) গ্রন্থে।

বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে 'তোতা ইতিহাস'-এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল বিদেশিদের কাছে।

তোতা ইতিহাসের লৌকিক রস এই গুরুত্বের অন্যতম কারণ। গ্রন্থটির মূল্যনির্দেশ প্রসঙ্গে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন — '১৯শ শতাব্দীর প্রধান বাণী — সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে মানবরস উপলব্ধি। তোতা ইতিহাসের কটু ব্যভিচারের গল্পের মধ্যে সেই মানবরসই ঈষৎ স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইসলামী বাতাবরণের জন্যই এই গল্পগুলির মধ্যে একটা তৃষাতপ্ত মর্ত্য-প্রেমের স্পর্শ পাওয়া যায় — যাহা একান্তভাবে দেহকেন্দ্রিক।'

চণ্ডীচরণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে স্বীকৃত মুন্শী বা Certified teacher। কেরির নির্দেশে তিনি 'তোতা ইতিহাস' অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ ছাড়া ভগবদ্গীতার পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ করে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে ৮০ টাকা পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেছিলেন। তবে সেটি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। পাণ্ডুলিপি হিসেবে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

২. শুকেতিহাস • নীলকমল ভাদুড়ী • ১৮৫২

উ. জ. গ্র.-র গ্রন্থটির আখ্যাপত্র খণ্ডিত। গ্রন্থশেষে মুদ্রিত 'Printed at the Probhakur Press'। পৃষ্ঠা - ৯১। LONG - '55 -- তালিকায় গ্রন্থের নাম 'শুক ইতিহাস', গ্রন্থকার Nal Couml Badury। বা. মু. গ্র. তা.-য় রচনাকাল ১৮৫২ (১৭৭৪ শক)। পরবর্তী সংস্করণ ১৮৫৪, ১৮৫৬ (১২৬৩ ব.) সংবাদ প্রভাকর যন্ত্র। (মু. বা. গ্র. প.) 'শুকেতিহাস' সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' অবলম্বনে রচিত।

নীলকমল ভাদুড়ী সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়— 'আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি হাবড়া জিলার (হাওড়া) অন্তঃপাতি সাঁতরাগাছি গ্রামে যে বঙ্গভাষানুশীলন সভা সংস্থাপনের কল্পনা হইয়াছিল তাহা গত রবিবার অপরাহ্ন চারি ঘটিকা সময়ে কতিপয় কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী যুবক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল ভাদুড়ী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য সহকারী সম্পাদক স্বরূপ মনোনীত হইয়াছেন।' সংবাদটি প্রকাশের তারিখ ১২.৫.১২৫৯ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস। ড. স্বপন বসু 'বঙ্গভাষানুশীলন সভা'র প্রতিষ্ঠাকাল বলেছেন - ১৮৫৩। [বা. ন. ই., পৃ. ২৩৪ (পাদটীকা)]

নীলকমল ভাদুড়ী সম্পর্কে একটি সংবাদ দিয়েছেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একবার হুগলি, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও হিন্দু কলেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদের পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর বাংলা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি 'স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা' রচনার বিষয় নির্বাচন করেন। সে পরীক্ষায় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র নীলকমল ভাদুড়ী সেরা হয়ে সোনার মেডেল পান। প্রবন্ধটি তৎকালীন সংবাদপত্র ও শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্টে মুদ্রিত হয়।

৩. শুকোপাখ্যান • দ্বারকানাথ রায় (সংশোধক) • ১৮৫৫

ব. সা. প.-এ প্রাপ্ত সংস্করণটির আখ্যাপত্র খণ্ডিত। ভূমিকার তারিখ ৬ আশ্বিন ১২৬২। ভূমিকাকারের নাম দ্বারকানাথ রায় (গ্রন্থ সংশোধক)। প্রকাশকের নাম শ্রীকাজী সফীউদ্দীন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪। গ্রন্থশেষে পদ্যে প্রকাশক-পরিচিতি আছে, যা একেবারে অভিনব।[৪] মুদ্রক 'জি. পি. রায় কোম্পানির যন্ত্রালয়'। গ্রন্থটিতে ২৭টি উপাখ্যান আছে। মূল্য আট আনা।

ভূমিকা — ' বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুন্সী তোতাকাহিনী[৫] নাম দিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ...... ইহা সুপাঠ্য হয় নাই। এ কারণ আমরা সেই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া এই শুকোপাখ্যান প্রকাশ করিলাম। সংশোধন করাতেও যে ইহার রচনা নির্ম্মল হইয়াছে, এমত বলিতে পারি না, ...।'

বা. মু. গ্র. তা. এবং মু. বা. গ্র. প.-তে দ্বারকানাথ রায় ও দ্বারিকানাথ রায় নামে দু'জন লেখকনাম অন্তর্ভুক্ত। 'শুকোপাখ্যান'-এর ভূমিকাকারের নাম দ্বারকানাথ রায়। দ্বারকানাথের অপর গ্রন্থ 'পাঠামৃত' (১৮৫৬) আমরা আলোচনা করেছি। 'সুলভ পত্রিকা'র সম্পাদকের নাম ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন দ্বারিকানাথ। অথচ সংবাদ প্রভাকরের যে অংশ তিনি উদ্ধার করেছেন সেখানে নাম রয়েছে দ্বারকানাথ। (বা. সা. প. -১, পৃ. ১৩২-১৩৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬২ সালে প্রকাশিত 'ছাত্রবোধ' গ্রন্থের রচয়িতার নাম দেখেছি দ্বারকানাথ রায় কবিকুঞ্জর।

উপরি উল্লিখিত তালিকাদুটিতে দ্বারকানাথ এবং দ্বারিকানাথ রায় লেখকনামে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বই — ১. রাসরসামৃত (১৮৫১) ২. রসরাজ (১৮৫২) ৩. লয়লা মজনু (২য় সং ১৮৫৪) ৪. বিল্বমঙ্গল নাটক (১৮৫৪) ৫. কলিচরিত (১৮৫৫) ৬. ব্যাকরণ সরল ১ম খণ্ড (১৮৫৫-১৮৬৩) ৭. সুশীল মন্ত্রী (১৮৫৬) ৮. পাঠামৃত (১৮৫৬) ৯. স্ত্রীশিক্ষা বিধান (১৮৫৭) ১০. সীতাহরণ (১৮৫৭) ১১. ব্যাকরণসার (১৮৫৮) ১২. ছাত্রবোধ (১৮৬২) ১৩. প্রকৃতি প্রেম (১৮৬২) ১৪. প্রকৃত সুখ (১৮৬২) ১৫. কবিতাপাঠ ১ম পুস্তক (১৮৬৩)। দ্বারকানাথ স্ত্রী-শিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক। এছাড়া কিছু বইয়ের অনুবাদক হিসেবেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। যেমন, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' থেকে অনুবাদ করেছেন 'কুমারসম্ভব কাব্য' এবং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে হরিমোহন কর্মকার দ্বারা অনুবাদিত পারসিক রোমান্স কাব্য 'গোলহরমুজ' গ্রন্থ সংশোধন করেছেন। উল্লিখিত 'কলিচরিত' (১৮৫৫) গ্রন্থটি রামধন রায় রচিত। দ্বারকানাথ গ্রন্থটিব সম্পাদক। 'লয়লা মজনু' গ্রন্থটির প্রকৃত অনুবাদক মহেশচন্দ্র মিত্র, সাহায্যকারী দ্বারকানাথ।

দ্বারকানাথ এবং দ্বারিকানাথ নামের গোলে আমরা ড. সুকুমার সেন প্রদত্ত একটি সংবাদ সরবরাহ করতে পারি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, দ্বারিকানাথ রায় কর্তৃক অনুবাদিত, কাজী সফীউদ্দিন প্রকাশিত (যিনি দ্বারকানাথ রায়ের 'শুকোপাখ্যান' গ্রন্থের প্রকাশক) 'বাহার দানীশ' গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে ড. সেন দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের (কাজী সাহা ভিক) বক্তব্য উদ্ধার করেছেন — 'কাজী সফীওদ্দিন ঐ পুস্তক পারসি ও উর্দ্দু হইতে বাংলা মোছলমানি ভাষায় ঠিক তরজমা করায় অনেকানেক হিন্দুগণ মোছলমানি ভাষা ভালরূপে বুঝিতে না পারায় ও হিন্দু লোকদিগের খাহেস দেখিয়া দ্বারিকানাথ রায় পণ্ডিত মহাশয় যিনি হিন্দু কলেজের মাষ্টার ছিলেন তাহার দ্বারায় বাংলা পদ্যছন্দে সাধুভাষায় রচনা করাইয়াছিলেন।' (বটতলার ছাপা ও ছবি, পৃ. ৪৯) ড. সেন অন্যত্র মন্তব্য করেছেন — 'হিন্দু কলেজের (পরে হিন্দু স্কুলের) শিক্ষক এবং সুলভ-পত্রিকার সম্পাদক দ্বারিকানাথ রায় অনেকগুলি বই লিখিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম আখ্যায়িকা কাব্য 'বিল্বমঙ্গল নাটক'-এ বিল্বমঙ্গলের কাহিনী আছে। দ্বারিকানাথ বটতলার প্রকাশকদের বই সংশোধন করিয়া দিতেন।' (বা. সা. ই. - ৩, পৃ. ২২০)

সুতরাং 'সুলভ পত্রিকা'র সম্পাদক দ্বারিকানাথ, হিন্দু কলেজের শিক্ষক গরিফা নিবাসী দ্বারিকানাথ, গ্রন্থরচয়িতা ও অনুবাদক দ্বারিকানাথ এবং দ্বারকানাথ একই ব্যক্তির নামান্তর।

ধর্ম্মনীতি • অক্ষয়কুমার দত্ত • ১৮৫৬

আখ্যাপত্র ঃ সপ্তম সংস্করণ

PRINCIPLES OF MORALS / IN BENGALI. / BY / UKKOY-COOMAR DUTT. / PART-1. / SEVENTH EDITION. / ধর্ম্মনীতি। / অর্থাৎ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান - বিষয়িণী

নীতি-বিদ্যা। / শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। / প্রথম ভাগ। / সপ্তমবার মুদ্রিত। / CALCUTTA. / The New Sanskrit Press. / 1872. পৃ. ২০২।

আকাদেমি পঞ্জি -তে ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি আংশিক মুদ্রিত। *Principle of Morals in Bengali. / ধর্ম্মনীতি, ১ম ভাগ। কলিকাতা, লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী, ১৭৭৭ শক (১৮৫৫)। ২০৪ পৃ.।* [পৃ. ১/১] আকাদেমি পঞ্জিতে ইংরেজি প্রকাশকাল সঠিক নয়। কারণ ১ম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' (ভূমিকা)এর তারিখ ১০ই মাঘ। শকাব্দা ঃ ১৭৭৭। অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৫৬।

গ্রন্থে ১১টি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলি যথাক্রমে — ধর্ম্মের প্রাধান্য ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিবরণ; / কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের নিয়ম .... / আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্যকর্ম্ম-বিদ্যাশিক্ষা / শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান ...../ গৃহকর্ম্ম, গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন ও উদ্বাহ বিষয়ক নিয়ম নির্দ্ধারণ / দম্পতির পরস্পর ব্যবহার / সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য, .../ সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য, বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারণ / পিতামাতার প্রতি সন্তানের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য .... / ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত .... / প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পর কর্ত্তব্যাবধারণ।

'বিজ্ঞাপন'-এ লেখক বলেছেন '............. ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে; নানা ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়;'

নবনীতিকথা • অজ্ঞাত • ১৮৫৫ দ্র. ঈশপ

নবরত্ন • নবকান্ত তর্কপঞ্চানন • ১৮৫৪

বইটির সন্ধান পাইনি। বিবরণ আছে লঙের দুটি তালিকায়। 'নবরত্ন'-র পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ৭। নয়টি নীতিমূলক প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি সংস্কৃত থেকে অনুবাদিত।

॥ নীতিকথা ॥

স্কুল বুক সোসাইটির ১ম বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে — '3. That is form no part of the design of this Institution, to furnish religious books – a restriction, however, very far from being meant to preclude the supply of moral tracts, or books of a moral tedency (tendency?), which without interfering with the religious sentiments of any person, may be calculated to enlarge the understanding, and improve the charecter.' এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখেই ধর্মীয় সংস্কার-নিরপেক্ষ নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করা হয়। তার ফসল 'নীতিকথা' সিরিজ। স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে ১৮১৮ থেকে ১৮২০-র মধ্যে এই সিরিজের ৩টি ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই সিরিজটি ছাত্রমহলে অবশ্যপাঠ্যরূপে পরিগণিত হয়। ফলে ঘন ঘন সংস্করণ ও মুদ্রণ সংখ্যা বৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'শিশুসেবধি', 'শিশুশিক্ষা', সিরিজের পূর্বসূরী হিসেবে 'নীতিকথা' সিরিজ অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। এমনকি উনিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে, — 'শিশুসেবধি', 'শিশুশিক্ষা'-র অপ্রতিহত গৌরবের কালেও 'নীতিকথা' আপন মহিমা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

'নীতিকথা'-র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে একাধিক লেখক ও মুদ্রাযন্ত্র 'নীতিকথা' রচনা ও প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে 'নীতিকথা-২'-এর রোমান প্রতিলিপি করেছিলেন শারদাপ্রসাদ

বসু। এসব দিক দিয়েও নীতিকথা-র গুরুত্ব অপরিসীম। 'নীতিকথা'-র মাধ্যমেই স্কুল বুক সোসাইটি বাংলা গদ্যে যথার্থ যতিসন্নিবেশ ও ইংরেজি রীতিতে যতিচিহ্ন প্রবর্তনের পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় পরবর্তীকালে তাঁরা বঙ্গীয় রীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। এর দ্বারা সোসাইটি কর্তৃপক্ষের আধুনিক মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

'নীতিকথা'-র ৩টি ভাগে সবকটি গল্পই অনুবাদিত। ঈশপ ও আরবি গল্প তার অবলম্বন। সংস্করণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গদ্যও পরিবর্তিত হয়েছে, এমনকি তাৎপর্যও ভিন্ন চেহারা নিয়েছে। তার গুরুত্ব যথাপ্রসঙ্গে আলোচিত। 'নীতিকথা' শিরোনামে যে গ্রন্থগুলি আলোচিত হয়েছে তা হল — নীতিকথা -১, নীতিকথা - ২, নীতিকথা - ৩ ও ৫, নীতিকথা, নীতিবাক্য - ১ ও ২। 'নীতিকথা - ৩' 'ঈশপ' শিরোনামে রামকমল সেন প্রসঙ্গে বিশদ আলোচিত হয়েছে। 'নীতিকথা - ৪'-এ কোন নীতিকথা নেই, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে কলেরা রোগ সম্বন্ধে বইটি লিখেছিলেন Keith. J. [H. E. I. C. – 1845, p. 266 - 267]

১. নীতিকথা - ১ • তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন • ১৮১৮

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

নীতিকথা / পাঠশালার নিমিত্তে / কলিকাতা স্কুল / বুক সোসাইটি / দ্বারা / বাঙ্গালাভাষায় / তর্জ্জমা করিয়া সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল / C. S. B. S / কলিকাতা / শ্রীবিশ্বনাথ দেবের / ছাপাখানায় ছাপা হইল /ইং ১৮১৮/এপ্রিল মাস। পৃ. ৩৫।

আখ্যাপত্রটি সজনীকান্ত দাসের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। যোগেশচন্দ্র বাগল প্রদত্ত আখ্যাপত্রটি দুটি ক্ষেত্রে পৃথক। '........ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটীর দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া ....' (সা. সা. চ - ২ / রা. দে., পৃ. ৫৩)

১ম সংস্করণে গল্প সংখ্যা ৩১টি, ছাপা হয়েছিল ৫০০ কপি। মূল্য ১ আনা। ২য় সংস্করণ ১০০০ কপি মুদ্রিত হয় ১৮১৮-তেই। অতি অল্প সময়ে ২য় সংস্করণও নিঃশেষ হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দেই ৩য় সংস্করণ ৪০০০ কপি ছাপা হয় বিশ্বনাথ দেবের প্রেস থেকে। মূল্য ১ আনা ৯ পাই। ৪র্থ সংস্করণ বিশ্বনাথ দেবের প্রেস থেকে ২০০০ কপি ছাপানো হয়। প্রতি কপির মূল্য ১ আনা ৯ পাই। ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে ১৮২৫-এ ৫ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দাম বেড়ে হয় প্রতি কপি ২ আনা, মুদ্রিত হয়েছিল ৫০০০ কপি। ১৮৩২-এ 'নীতিকথা-১'-এর মূল্য বেড়ে হয় ২ আনা ৩ পাই। অনুমান করা যেতে পারে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ৬ষ্ঠ সংস্করণ ছাপা হয়। 'নীতিকথা-১'-এর চতুর্দশ সংস্করণ (১৮৫৫)-এ মুদ্রণ সংখ্যার যে তালিকা রয়েছে তাতে দেখা যায় ৬ষ্ঠ সংস্করণের মুদ্রণ সংখ্যা - ২০০০ কপি।

১৮৪০-এ 'নীতিকথা-১'-এর ১৭৯৮ কপি ছাপানো হয়েছে। যদিও ১৪শ সংস্করণে প্রদত্ত মুদ্রণ তালিকায় ৭ম সংস্করণের মুদ্রণ সংখ্যা রয়েছে ২০০০ কপি। মনে হয় ১৮৩৬ থেকে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৭ম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। কারণ ১২শ রিপোর্টের সময়কাল ১৮৩৬-১৮৩৯।

৮ম থেকে ১৩শ সংস্করণ পর্যন্ত মুদ্রণসংখ্যা ছিল যথাক্রমে— ২০০০, ২০০০, ৩০০০, ৬০০০, ৬০০০, ৮০০০ কপি। যতীন্দ্রমোহন গ্রন্থটিকে এভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন — নীতিকথা - ১ - নী / ১ম ভাগ - ১৮১৮ (৩য় সং), ১৮৪৬ (১১শ সং)। /- তারিণীচরণ মিত্র, ১৮১৮, ১৮২৩, ১৮২৭, ১৮৩৪, ১৮৫০। /- রাধাকান্ত দেব, ১৮১৮ (১ম - ৩য় ভাগ)। /- রামকমল সেন, ১৮১৮।

লঙের মতে শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। আমরা ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ১৪শ সং পেয়েছি।

আখ্যাপত্র : ১৪শ সং (১৮৫৫)

নীতিকথা, / প্রথম ভাগ। / কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী দ্বারা ছাপা গেল।/ NI'TI' KATHA', / OR / FABLES, / IN THE BENGA'LI' LANGUAGE. / FIRST PART. / C. S. B. S. / CALCUTTA / PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS, / AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD. / 1855. পৃ. ৩৪।

মুদ্রণ সংখ্যা — ১০০০০ কপি। কাহিনী সংখ্যা - ৩০টি। লক্ষণীয় ১ম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫ এবং গল্প সংখ্যা ৩১টি। কিন্তু ১৪শ সংস্করণে আমরা পাচ্ছি ৩৪ পৃষ্ঠা এবং ৩০টি গল্প। কোন গল্পটি পরিত্যক্ত হয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি।

'নীতিকথা-১'-এর ১৪শ সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি — ১. মৃগ ও সিংহ ২. খরগোশ ও বাঘিনী ৩. স্ত্রী ও হংসী ৪. মশা ও বৃষ ৫. মনুষ্য ও মৃত্যু ৬. কচ্ছপ ও খরগোশ ৭. কণ্টক বৃক্ষ ৮. কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ৯. সিংহ ও দুই বলদ ১০. দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণ ১১. হরিণ ১২. সিংহ ও বলদ ১৩. সিংহ ও খেঁকশিয়ালী ১৪. সিংহ ও মনুষ্য ১৫. মাকড়সা ও মৌমাছি ১৬. বালক ১৭. কুকুর ও খেঁকশিয়ালী ১৮. উদর ও অঙ্গ ১৯. সূর্য্য ও পবন ২০. দুই কুকুড়া ২১. কয়েক নেকড়িয়া বাঘ ২২. খেঁকশিয়ালী ও হাড়গিলা ২৩. বালক ও বেঙ্গদিগের কথা ২৪. এক গোরক্ষক ও কৃষক লোক ২৫. এক বক ও কাদাখোঁচা পক্ষী ২৬. এক কুকুর ও ষাঁড় ২৭. এক কৃষক ও কৃষ্ণসর্প ২৮. এক কাংশ্যবণিক ও দুই চোর ২৯. এক শিকারী ও শৃগাল ৩০. এক ঘুঘু ও মৌমাছি।

এই গল্পগুলির মধ্যে ২-৬, ৮-১০, ১৩-১৪, ১৬, ১৮-২৪, ২৭ ও ৩০ সংখ্যক গল্প ঈশপ থেকে ভাষান্তরিত। ৩০টি গল্পের শেষে গদ্যে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি তাৎপর্য — 'মন্দ ভালকে মন্দ করিতে পারে, কিন্তু মন্দকে ভাল করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই' (৮ সংখ্যক), 'অবিবেচক বন্ধু থাকা অপেক্ষা বরং বন্ধু না থাকা ভাল' (১১ সংখ্যক), 'বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে' (১৩ সংখ্যক), 'শক্তিমান ব্যক্তির বিপদকালে তাহাকে আক্রমণ করাতে ক্ষুদ্রের বীরত্ব প্রকাশ হয় না' (১৭ সংখ্যক), 'অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পরামর্শ নিষ্ফল' (২১ সংখ্যক), 'হিংস্রক ব্যক্তির উপকার করিলে অপকার হয়' (২৭ সংখ্যক) ইত্যাদি।

I.O.L.C. (1905)-এ 'নীতিকথা'-৩ খণ্ড - ১৮৫০-৫২ এবং I.O.L.C. (supp. 1923)-এ 'নীতিকথা' ২ খণ্ড ১৮২৩, ১৮২৭ উল্লিখিত। ১ম ভাগের কততম সংস্করণ কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়।

২. নীতিকথা - ২ ● পিয়ার্সন, জে. ডি. ● ১৮১৮

প্রচ্ছদপট : ৪র্থ সংস্করণ ? (১৮৩০)

BENGALEE / NEETICOTHA, / OR / FABLES, / FOR THE USE OF SCHOOLS. / PART II / নীতিকথা, / দ্বিতীয় ভাগ। / পাঠশালার নিমিত্তে বাঙ্গলা ভাষায় কলিকাতা স্কুল বুক / সোসাইটী দ্বারা ছাপা গেল। /C. S. B. S. / Calcutta / PRINTED

AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS; / And sold at the Depository, Circular Road. / 1830. / 2000 Copies.

আখ্যাপত্র ঃ ৪র্থ সংস্করণ ?

NEETICOTHA, / PART II. / OR / FABLES, / IN THE BENGALEE LANGUAGE. / For the use of Schools. / নীতিকথা, / দ্বীতীয় ভাগ। / পাঠশালার নিমিত্তে বাঙ্গালা ভাষায় কলিকাতা স্কুল-বুক / শোসাইটী দ্বারা ছাপা গেল। / C. S. B. S. / Calcutta : / PRINTED AT THE SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS, / AND SOLD AT THE DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD. / 1830. পৃ. ৩২।

নিম্নরেখ শব্দদুটির মুদ্রণপ্রমাদ লক্ষণীয়।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত — ' , এরূপ চিহ্ন থাকিলে বিচ্ছেদের নিমিত্তে এক্ এই উচ্চারণ করিতে যে সূক্ষ্ম কাল বিলম্ব হয় তাহার জ্ঞাপক। ; দ্বিতীয় চিহ্ন পূর্ব চিহ্ন হইতে দ্বিগুণ বিলম্ববোধক।'

পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির মুদ্রণকাল ও সংখ্যা মুদ্রিত নেই।

আখ্যাপত্র ঃ ৯ম সংস্করণ (১৮৫৫)

নীতিকথা। / দ্বিতীয় ভাগ। / কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী দ্বাবা ছাপা গেল। / NI'TIKATHA', / OR / FABLES, / IN THE BENGA'LI' LANGUAGE. / SECOND PART. / C. S. B. S. / CALCUTTA. / PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS; / AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD. / 1855. পৃ.৩৬।

মুদ্রণকাল ও সংখ্যা — 1st ed - 1819 (?) - 4000 copies, 2nd - 1821 - 2000, 3rd - 1828-2000, 4th - 1831 - 2000, 5th - 1840-2000, 6th - 1845 - 3000, 7th - 1847 - 5000, 8th - 1850 - 5000, 9th - 1855 - 6000.

প্রাপ্ত সবকটি সংস্করণে ১৪টি 'কথা' বা পরিচ্ছেদ আছে। ১. অহঙ্কারের কথা, ২. ভদ্রাচরণের কথা, ৩. দরিদ্র এবং মূর্খের কথা, ৪. বন্ধুতার কথা, ৫. লোভির কথা, ৬. ধনাকাঙ্ক্ষি বালকের কথা, ৭. বিদ্যাভ্যাসের কথা, ৮. কুবাক্যের শাসন, ৯. অলস বালকের কথা, ১০. বিদ্বান্ ও মূর্খের বিষয়, ১১. এক বৃদ্ধ মনুষ্য ও তাহার দুই পুত্রের কথা, ১২. নীতিকথা, ১৩. ত্রয়োদশ কথা, ১৪. চতুর্দশ কথা।

কয়েকটি 'কথা'র শিরোনামের পর পদ্যে নীতিশিক্ষা এবং পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পর গদ্যে গল্পের তাৎপর্য বর্ণিত। তবে ১নং ও ৩নং 'কথা'-র সমাপ্তিতে তাৎপর্য নেই, ২ নং-এ সূচনা ও সমাপ্তিতে নীতিকথা নেই, ৪নং-এ সূচনায় পদ্যের পরিবর্তে গদ্য, ৬, ৭, ৯ নং -এ সূচনায় পদ্য নেই, ১০ নং-এ সূচনায় গদ্য, শেষে তাৎপর্য নেই, ১১ ও ১২ নং পদ্য এবং তাৎপর্যহীন, ১৩ ও ১৪ নং - এ বিশেষ শিরোনাম নেই। ১৪টি 'কথা'র মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যাশিক্ষার সুফল ও বিদ্যার্জনের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হয়েছে। যেমন - 'অধিক বয়স্, কিম্বা অল্প বয়স্ হইলেই যে বিজ্ঞ হয় তাহা নয়, কেবল জ্ঞান থাকিলেই বিজ্ঞ হয়।' (অহঙ্কারের কথা) 'বালককালে ধনে লোভ করিলে বিদ্যা অভ্যাস হয় না।' (ধনাকাঙ্ক্ষি বালকের কথা) 'বাল্যাবস্থা থাকিতেই বিদ্যাভ্যাস করা বালকদিগের উপযুক্ত হয়, কেননা অধিক বয়সে বিদ্যাভ্যাস অনেক আয়াসে হয়।' (বিদ্যাভ্যাসের

কথা) 'বিদ্যা যত্ন করিলে পাওয়া যায় ও সাধিলে সিদ্ধ হয়।' (বিদ্বান ও মূর্খের বিষয়) ইত্যাদি। ৪র্থ 'কথা' ঈশপের সুপরিচিত গল্প 'দুই বন্ধু ও ভালুকের কথা'র বঙ্গানুবাদ — 'বন্ধুতার কথা'। অন্যান্য গল্পগুলির চরিত্রনাম ও পটভূমি রচনায় ভারতীয়ত্ব রক্ষিত। বিভিন্ন চরিত্রনাম —রাজকৃষ্ণ, বদনচাঁদ, গোবিন্দচন্দ্র, তারাচাঁদ, গোপাল, ভোলানাথ ইত্যাদি।

একই সংখ্যক 'কথা' ও পৃষ্ঠা সম্বলিত এবং শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত 'নীতিকথা'-২-এর একটি কপি ব. সা. প. গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ওই বছরেই একই প্রেস থেকে পুনর্মুদ্রাঙ্কিত আর একটি কপি য. মো. স.-য় রক্ষিত। যথাক্রমে দুটি গ্রন্থের আখ্যাপত্র তুলে ধরছি —

নীতিকথা / দ্বিতীয় ভাগ / শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল / NITI KATHA / OR / FABLES / THE BENGALI LANGUAGE / SECOND PART / SERAMPORE / PRINTED AT THE SERAMPORE PRESS / 1841. পৃ. ৩৬।

.... / IN THE BENGAL LANGUAGE. / FIRST PART. / S. C. D. P. / SERAMPORE / RE-PRINTED AT THE SERAMPORE PRESS, / 1841. পৃ. ৩৬।

লক্ষণীয়, দ্বিতীয় আখ্যাপত্রে খণ্ড সংখ্যা নির্দেশে এক গুরুতর মুদ্রণ-প্রমাদ আছে। উপরন্তু 'নীতিকথা-২' যে অন্যান্য প্রেস থেকেও মুদ্রিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। লঙের মতে ১ম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮, মূল্য ১ আনা। শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এবং মুদ্রকের নাম রোজারিও অ্যান্ড কোং। ৪র্থ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ এবং প্রাপ্ত অন্যান্য সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬।

যতীন্দ্রমোহন গ্রন্থটির পরিচয় দিয়েছেন — নীতিকথা-২ — নী / ২য় ভাগ - ১৮১২, ১৮১৮, ১৮২০ (২য় সং)?, ১৮২১ (২য় সং), ১৮৩০ (৪র্থ সং), ১৮৪১, ১৮৪৭ (৭ম সং)। - পিয়ারসন. জে. ডি. রেভাঃ, ১৮৩০। সোসাইটির ১ম বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৮) বলা হয়েছে — রেভারেন্ড মে, জন হার্লে এবং জে. ডি. পিয়ার্সনের ব্যবস্থাপনায় সহজ ভাষায় বাংলা কাহিনীর এক সংগ্রহ ছাপা হচ্ছে ৪০০০ কপি। দেখাশুনা করছেন ইউস্টেল কেরি এবং ইয়েটস্। ২য় বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৯) জানানো হয়েছে — 'The edition of 4000 copies, then in the press, soon after passed through it.' [P.3] সুতরাং ৯ম সংস্করণে ছাপা ১ম সংস্করণের প্রকাশসালটি (১৮১৯) মুদ্রণপ্রমাদরূপে ধরে নিতে হবে।

১ম সংস্করণ ছাপা হয়েছে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস থেকে। মূল্য ১ আনা ৯ পাই। লঙ কথিত মূল্যটি (১ আনা) সঠিক নয়। ১৮২১-এ 'নীতিকথা-২'-এর ২য় সংস্করণ ছাপা হয়েছে ২০০০ কপি বিশ্বনাথ দেবের প্রেস থেকে। মূল্য ২ আনা ৮ পাই। ১৮২৫-এ 'নীতিকথা - ২' ৪০০০ কপি ছাপা হয়েছে, মূল্য প্রতি কপি ২ আনা। এটি খুব সম্ভব ৩য় সংস্করণ। ১৮২৮-এ সোসাইটির 'বর্ণমালা' এবং 'নীতিকথা-২'-এর নতুন সংস্করণ ছাপা হয় ২০০০ কপি করে। ৭ম রিপোর্টের ২য় পরিশিষ্টে বলা হয়েছে 'নীতিকথা-২' মোট ছাপা হয়েছে ৬০০০ কপি। মূল্য প্রতি কপি ২ আনা। মোট ছাপার পরিমাণের হিসাব কিছু গরমিল আছে। এটি সম্ভবত ৪র্থ সংস্করণ। ১৮৩০-এ আরও ২০০০ কপি ছাপা হয়। মূল্য প্রতি কপি ২ আনা। ১৮৪০-এ ছাপা হয় অতিরিক্ত ২০০০ কপি। মূল্য পূর্ববৎ। অতএব নবম সংস্করণে প্রদত্ত মুদ্রণকালের মধ্যে কিছুটা অমিল আছে।

একই বছরে প্রকাশিত 'নীতিকথা - ১' এবং 'নীতিকথা - ২'র যথাক্রমে ১৪টি এবং অন্তত ৯টি সংস্করণ ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এই তথ্যটুকু থেকে বোঝা যায় — দুটি ভাগ সমান জনপ্রিয় হয়নি। ১ম ভাগের তুলনায় ২য় ভাগ কম জনপ্রিয় হওয়ার কারণ ছিল। ১ম ভাগ পুরোপুরি কাহিনী বা গল্পভিত্তিক। সেই গল্পগুলির অধিকাংশ ঈশপ-রচিত গল্পের বঙ্গানুবাদ। হিতোপদেশ, বত্রিশ সিংহাসন, পুরুষ পরীক্ষা, বেতাল পঞ্চবিংশতির বাইরে নতুন এক গল্পরসের আস্বাদ বাঙালি পেয়েছিল। গদ্যভঙ্গিও সোসাইটি কর্তৃপক্ষ আরও সহজ করতে চেয়েছিলেন এবং সেকাজে যে তাঁরা যথেষ্টই সফল, সংস্করণের সংখ্যাই তা প্রমাণ করে।

অন্যদিকে ২য় ভাগে ঈশপের গল্পের অনুবাদ মাত্র একটি। অন্যান্য গল্পে ভারতীয় প্রেক্ষাপট এবং বাঙালি চরিত্রনাম থাকলেও গল্পকথনের দিক দিয়ে ২য় ভাগ দুর্বল। ফলে ১ম ভাগের তুলনায় তার অগ্রগতি ছিল মন্থর। সবিতা চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — ' রাজা রাধাকান্ত দেব এই সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন। বইটির রচনায় তাহারও হাত ছিল।' [পৃ. ৩৪২] এই তথ্য পরিবেশনের সূত্র তিনি উল্লেখ করেননি। রাধাকান্ত দেব স্কুল বুক সোসাইটির সদস্য ছিলেন ঠিকই, কিন্তু এই গ্রন্থ রচনায় তাঁর কোন ভূমিকা ছিল, এমন কোন তথ্যপ্রমাণ আমরা পাইনি। বরং দেখেছি এই রচনায় পিয়ার্সনের সহযোগী ছিলেন রেভারেন্ড মে ও জন হার্লে।

পিয়ার্সন ধর্মযাজক হিসেবে লন্ডন থেকে ভারতে এসেছিলেন ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। চুঁচুড়ায় থেকে বিভিন্ন স্কুল পরিচালনা করতেন। স্কুলগুলিতে উন্নততর পাঠক্রম চালু করেছেন। স্কুলপাঠ্য বহু বই লিখেছেন। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে — পত্রকৌমুদী (১৮১৯), বাক্যাবলী (১৮২০), ভূগোল ও জ্যোতিষ (১৮২৭), স্কুল ডিক্সনারি (১৮২৯), প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় (১৮৩০) ইত্যাদি। ১৮৩১-এ এদেশে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩. নীতিকথা - ২ (উপদেশকথা) • শারদাপ্রসাদ বসু • ১৮৩৪

প্রচ্ছদপট ঃ ১ম সংস্করণ

NI'TI KATHA'. / DWITIYA BHAG, / BA'LAKERDIGER SHIKHYA'RTHE / ROMA'N AKHYARE SANGRIHI'TA HAIYA'/ SHRIJUT TRIVILIAN SA'HEBER A'DESHE / ROMA'NA'ISING PRESS MUDRITAH. / THE / MORAL INSTRUCTOR. / PART II. / CONTAINING / MISCELLANEOUS ENTERTAINING LESSONS. / TRANSFERED INTO THE ROMAN CHARECTER BY / SHA'RADA'PRASA'D BASU. / Calcutta : / PRINTED AT THE ROMANISING PRESS, SHOBHA'-BA'JA'R; / AND SOLD BY T. OSTELL, AND ALL OTHER BOOK-SELLERS. / 1834

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

প্রচ্ছদটির নিম্নরেখ স্থানে কিছুটা পরিবর্তন আছে। যেমন -

UPADESH KATHA, / .... / THE / NITI KATHA', / OR / MORAL INSTRUCTOR / .... ENTERTAINING FABLES, / ... পৃ. ২১।

এই 'নীতিকথা-২' স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'নীতিকথা-২'এর ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণের রোমান প্রতিলিপি। আমরা দুটি সংস্করণই পাশাপাশি রেখে দেখেছি বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে শারদাপ্রসাদ স্কুল বুক সোসাইটিকে অনুসরণ করেছেন। অধ্যায় সংখ্যা ১৪টিই আছে। শেষ তিনটি অধ্যায় (১২, ১৩, ১৪) এখানে 'নীতিকথা' নামাঙ্কিত।

প্রচ্ছদপট ও আখ্যাপত্রে দেখা যাচ্ছে এইটি ২য় ভাগ। ১ম ভাগ পাইনি। তবে ২য় ভাগের মত ১ম ভাগও সোসাইটির 'নীতিকথা-১' এর রোমান প্রতিলিপি হওয়া সম্ভব। যদিও 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১ নভেম্বর ১৮৩৪-এ এক সংবাদে এই গ্রন্থের প্রথমভাগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে — 'প্রথম ভাগে ফলতঃ বঙ্গভাষাতে যে সকল ইতিহাসকথা এইক্ষণে চলিত আছে তাহা হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে ....।'

মূল গ্রন্থটি (২য় ভাগ) সম্ভবত না দেখার ফলে গ্রন্থনাম, গ্রন্থকর্তার নাম, প্রকাশকাল নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। লঙ একটি তালিকায় একবার বলেছেন শারদ বসু [Sharad Bose] ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে রোমানীয় বাংলায় উপদেশকথা বা নীতিকথা লিখেছিলেন। [D. C.] ঐ তালিকায় আবার বলেছেন Shara Prasad Basa নামে একজন লেখক রোমানীয় বাংলায় ১৪ পৃষ্ঠার এক বর্ণমালা লিখেছেন। অপর তালিকায় [LONG - 515] শারদ বসু এবং Sharaprasad Bose নামে দুজন লেখকের উল্লেখ করেছেন। দুজনেই উপদেশকথা বা নীতিকথা লিখেছেন। দ্বিতীয়জন লিখেছেন Romanized Bengali Spelling। যতীন্দ্রমোহন একবার লিখেছেন — উপদেশকথা / শরৎ বসু, ১৮৩৪ (পৃ. ১৭/১), অন্যত্র লিখেছেন — নীতিকথা - ১ / শারদাপ্রসাদ বসু, ১৮২১ (২য় সং), ১৮৩৪। (পৃ. ২৭)

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য 'উপদেশকথা' ও 'নীতিকথা' আসলে একই গ্রন্থের ভিন্ন নাম, যা প্রচ্ছদপট ও আখ্যাপত্র থেকেই প্রমাণিত। দ্বিতীয়ত, লেখকের নাম শরৎ বসু, শারদ বসু, Sharaprasad Basa, Shara prasad Bose নয় — শারদাপ্রসাদ বসু। তৃতীয়ত, প্রাপ্ত 'নীতিকথা'টি ২য় ভাগ, প্রকাশিত হয়েছে ১৮৩৪-এ; ১ম ভাগটি কবে প্রথম প্রকাশিত হয় আমাদের জানা নেই। ১ম ভাগ যে ১৮৩৪-এ প্রকাশিত হয়নি সেটি দেখাই যাচ্ছে। চতুর্থত, শারদাপ্রসাদ বসু যে 'নীতিকথা' লিখেছিলেন সেটি কোনো বর্ণমালা নয়।

আমরা সাময়িক পত্রের তিনটি সংবাদের উল্লেখ করছি। প্রকাশিত হয়েছিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় যথাক্রমে ১০ ডিসেম্বর ১৮৩১, ৩ জুন ১৮৩৭, ২০মে ১৮৩৮ তারিখে। (স সে. ক. - ২, পৃ. ৫৪-৫৬) ওই তিনটি সংবাদে দেখা যায় ১৫ মার্চ ১৮৩১-এ শারদাপ্রসাদ বসুর 'শ্যামপুষ্করিণীস্থ ১৫নং বাটিতে' হিন্দু বেনিবোলেন্ট ইনস্টিটিউসন' নামে একটি দাতব্য স্কুল স্থাপিত হয়। শারদাপ্রসাদ ঐ স্কুলে বার্ষিক ৫০ টাকা করে অনুদান দিতেন। অপর দাতাদের মধ্যে ছিলেন কালীকৃষ্ণ দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, আশুতোষ দেব, রামকমল সেন প্রমুখ।[১] অর্থাৎ শারদাপ্রসাদ বসু সেকালে এক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। দাতব্য স্কুল স্থাপনার পর তিনি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ লিখতে উৎসাহী হবেন — এমনটি স্বাভাবিক।

'নীতিকথা-২' সম্পর্কিত এক বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১ নভেম্বর ১৮৩৪ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। (স. সে. ক. - ২, পৃ. ১৬১) বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধার করছি — শোভাবাজারস্থ রোমানেজিং অর্থাৎ রোমান অক্ষর মুদ্রাঙ্কনার্থ প্রেসে অতিক্ষুদ্রাক্ষরে যে ক্ষুদ্র আশ্চর্য্য এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক পুস্তক আমরা পাইয়াছি। তাহার প্রথম পৃষ্ঠে

গ্রন্থের দুই নাম প্রকাশিত আছে অতএব ঐ গ্রন্থের কি নাম কহিতে হইবে তাহা নিশ্চয় বুঝা গেল না তাহার শিরোভাগে উপদেশকথা তৎপরে নীতিকথা বলিয়া নাম আছে। .... শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবের নিয়মক্রমে এবং তাঁহার আনুকূল্যে এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদক বাবু শারাদাপ্রসাদ বাস ঐ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠে এই আকারে নাম লিখিত আছে ....।' আকাদেমি পঞ্জিতে গ্রন্থটির নাম 'উপদেশকথা', কাল অনুল্লেখিত। পঞ্জির সময়সীমা ১৮৫৩-১৮৬৭। ঐ সময়কালে 'নীতিকথা-২' (উপদেশকথা)-এর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানি না।

৪. নীতিকথা - ৩ • অজ্ঞাত (রামকমল সেন?) • ১৮২০

স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত 'নীতিকথা - ৩' ও রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' অভিন্ন কিনা এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'ঈশপ' শিরোনামে 'হিতোপদেশ / রামকমল সেন' গ্রন্থনামে করেছি। প্রাপ্ত 'নীতিকথা-৩'-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। গল্প সংখ্যা ৪৮। ৫ম সংস্করণে বলা হয়েছে — ১ম সং - ৫০০০ কপি, ২য় সং - ১৮৪৫-২০০০, ৩য় সং - ১৮৪৮-৩০০০, ৪র্থ সং - ১৮৫১-৪০০০, ৫ম সং - ১৮৫৬-৫০০০ কপি।

ক্রমানুসারে ৪৮টি গল্প হল - ১. এক ভেক আর বৃষ ২ নেকড়িয়া ব্যাঘ্র আর শৃগাল ৩. সিংহ আর মূষিক ৪. দুই বন্ধু ৫. এক সর্প আর এক লৌহউখা ৬. এক পথিক আর এক নিষ্ঠুর ৭. এক বৃদ্ধ সিংহ আর পশ্বাদিগণ ৮. এক গৃহস্থ আর ছাগল ৯. খেঁকশিয়ালী আর কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা ১০. এক খেঁকশিয়ালী আর ছাগল ১১. এক কাক আর মেষ ১২. এক চাসা আর বেজী ১৩. এক শিকারী আর সর্প ১৪. শত্রুহস্তে পতিত এক রণসিঙ্গাবাদ্যকর ১৫. কপোত ও বাজ আর চিল ১৬. পশ্বাদি জীব আর ভগবান ১৭. ভেক আর সারস ১৮. এক খল ব্যক্তি আর ফকীর ১৯. এক আরবী আর গর্দ্দভ ২০. এক মালী আর কুকুর ২১. দুই ভেক ২২. এক মূসলমান আর ছাগল ২৩. কুকুর ও তাহার প্রতিবিম্বের কথা ২৪. কাক ও শম্বুকের কথা ৫. খেঁকশিয়াল ও কাকের কথা ২৬. এক কাকের কথা ২৭. পিতা-পুত্র বিষয়ক কথা ২৮. এক রাখালের কথা ২৯. এক বালক ও হংসের কথা ৩০. এক বৃদ্ধের কথা ৩১. শৃগালী ও সিংহীর কথা ৩২. এক শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের কথা ৩৩. এক জনের দুই স্ত্রী ছিল তাহার কথা ৩৪. এক মশক ও সিংহের কথা ৩৫. সিংহ ও গর্দ্দভ ও শৃগাল এ তিনের কথা ৩৬. কাক ও কলসের কথা ৩৭. ব্রহ্মা ও এক কৃষাণ ইহাদের কথা ৩৮. ভালূক ও মধুমক্ষিকার কথা ৩৯. এক মহাজন ও এক জাহাজির কথা ৪০. এক নির্ব্বোধ লোক ৪১. এক অন্ধ ও এক খঞ্জ লোকের কথা ৪২. এক মহাপক্ষি ও কাকের কথা ৪৩. দুই বিড়াল ও এক বানরের কথা ৪৪. আজ্ঞালঙ্ঘন ৪৫. খরগোশ ও তাহার মিত্রেরা ৪৬. পক্ষি ও কৃষকের কথা ৪৭. গ্রীক কাব্যে কৃপণের কথা ৪৮. কৃপণের স্বভাব।

৫. নীতিকথা - ৫ • অজ্ঞাত • ১৮৩০

নীতিকথা -৫-এর উল্লেখ লঙ তাঁর কোনো তালিকায় করেননি। যতীন্দ্রমোহন ৫ম ভাগের নির্দেশ করেছেন এভাবে — নীতিকথা - ৫ম ভাগ - ১৮৩০-৩১ (রোমান অক্ষরে মুদ্রিত সংস্করণ), ১৮৩৪, ১৮৩৪-৩৫ (নূতন সংস্করণ), ১৮৪৬ (১১শ সং), ১৮৫০-৫২। (পৃ. ২৭/২) গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৬. নীতিকথা - ১ • ঠাকুরদাস মিত্র • কাল অজ্ঞাত

লঙ ঠাকুরদাস মিত্র লিখিত নীতিকথা-১-এর উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি যে ১৮৫৫-র পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল এটি নিশ্চিত। কিন্তু গ্রন্থটির সন্ধান না পাওয়ায় এবং অপর কোনো তালিকা বা গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না থাকায় বিস্তারিত জানানো সম্ভব হল না।

৭. নীতিকথা • রাজকিশোর • কাল অজ্ঞাত

রাজকিশোর নামটি নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। লঙ একটি তালিকায় [-'515] ফুল্লশালীর রাজকিশোর লিখিত 'নীতিকথা'-র উল্লেখ করেছেন। একই তালিকায় রাজকিশোর চূড়ামণি লিখিত 'হিতোপদেশ'-এর কথা আছে। অপর তালিকায় [D. C.] ফুল্লশালীর রাজকিশোর লিখিত এবং ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ১০০টি নীতিমূলক শ্লোকসংগ্রহ 'হিতকথা'-র উল্লেখ রয়েছে। আমাদের ধারণা, রাজকিশোর 'হিতকথা' নামে নীতিমূলক শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন — যাকে লঙ 'নীতিকথা' বা 'হিতোপদেশ' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

৮. নীতিকথা • অজ্ঞাত (সুপিরিয়র প্রেস) • ১৮৫৩-৫৪

লঙ বউবাজারের সুপিরিয়র প্রেসে ছাপা অজ্ঞাত লেখকের 'নীতিকথা' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। প্রকাশকাল ১২৬০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৫৩-৫৪)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬, মূল্য ২ আনা। ছাপা হয় ১৫০০ কপি। স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত 'নীতিকথা'-২ ও 'নীতিকথা-৩' এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। এই গ্রন্থটিরও পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৬। কিন্তু গ্রন্থটির সন্ধান না পাওয়ায় এটি কোন্ ভাগের মুদ্রণ তা বলা সম্ভব নয়।

৯. নীতিবাক্য • অজ্ঞাত (শ্রীরামপুর মিশন) • ১৮১৮

শ্রীরামপুর মিশন থেকে গ্রন্থটির ১ম ও ২য় ভাগ ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের নাম জানা যায়নি। যতীন্দ্রমোহন ব্যাখ্যায় বলেছেন — নীতিবাক্য - নী / 'ইংরাজী-বাংলা'- ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৮১৮। অর্থাৎ গ্রন্থটি দ্বি-ভাষিক। কিন্তু এই শিরোনামে কোনো গ্রন্থের সন্ধান মেলেনি।

নীতিদর্শক • অজ্ঞাত • ১৮৪০ দ্র. শিশুসেবধি

নীতিদর্শন - ১ • রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ • ১৮৪১

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

নীতিদর্শন। /উপদেশ। / ১ম সংখ্যা। / হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে / অধ্যাপক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ / কর্ত্তৃক বিবৃত। / ২১ মাঘ ১২৪৭ সাল। / হিন্দু কালেজ / মৃজাপুরস্থ শ্রী ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে / মুদ্রিত। পৃ. ৯।

লঙ বলেছেন প্রথম সংস্করণ ১৮৪০ এ প্রকাশিত। আখ্যাপত্রে ২১ মাঘ উল্লেখ থাকায় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই। যতীন্দ্রমোহন ১৮৪০ এবং ১৮৪১ (১২৪৭ বাং) দুটি সালই উল্লেখ করেছেন।

'নীতিদর্শন' গ্রন্থটি 'শিক্ষায় অগ্রসর' ছাত্রদের কাছে বিবৃত বক্তৃতামালার সঙ্কলন। বিষয়ের সূচনায় বলা হয়েছে 'বালকদিগের প্রতি বিদ্যাশিক্ষাকালে নীতি উপদেশ কর্ত্তব্য।' এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতি, মনুস্মৃতি, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি থেকে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে গদ্যে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। নীতিশিক্ষার

প্রয়োজনে ২৪টি সূত্র উল্লিখিত। এই সব সূত্রে নীতিউপদেশের প্রয়োজনীয়তা, মাতা পিতা ও সন্তানের পারস্পরিক কর্তব্য, বিদ্যাচর্চার প্রয়োজন, সত্যকথনের মাহাত্ম্য, কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন, পরোপকারের ফল, ইন্দ্রিয় সংযম, নম্রতা, স্বদেশপ্রীতির প্রয়োজন ব্যাখ্যাত। এছাড়া দেশপর্যটন, বাণিজ্য, সন্ধিবিগ্রহ, প্রজাদের স্বাধীনতা, দেশাধিপতির কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

রামচন্দ্র নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন — 'যে বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা উক্ত ত্রিবিধকর্ম্মের, অর্থাৎ পরমেশ্বর, সময়যোগ্যলোক ও রাজা ইহাদিগের ব্যবস্থাপিত কর্ম্মের পরিজ্ঞান হয় তাহাকে নীতিবিদ্যা কহে।' (পৃ. ৩) রাজা ও প্রজার কর্তব্য প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন 'ব্যবস্থাসংস্থাপকের দুই প্রকার নিয়ম উপলব্ধ হইতেছে, এক প্রজাপ্রভুত্ব দেশে তাহারদিগের স্বীয় ধর্ম্মের অবিরোধে পরস্পর নির্দ্ধারিত ধর্ম্ম ও অসাধারণ রাজ প্রভুত্বদেশে রাজারকৃ.ে .যে ধর্ম্ম তাহার প্রতিপালন করিবেক, যাহা এক্ষণে কোন দেশবিশেষে প্রজাপ্রভুত্বপ্রযুক্ত তদ্দ্বারা ব্যবস্থা সংস্থাপন হয়, আর অন্যান্য দেশে ব্যবস্থা স্থাপনে প্রজার ক্ষমতাভাব প্রযুক্ত তাবদীয় ব্যবস্থা রাজকৃত হইতেছে।' (পৃ. ৩) এরপর তিনি নীতি উপদেশের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন -- 'নীতি উপদেশের আবশ্যকতা সর্ব্বদেশেই আছে, বিশেষতঃ যে দেশীয় বহুলোক নীতিবিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়দাস হইয়া তদর্থ ধনব্যয় করিতে অকাতর হয়েন, এবং অনাবশ্যক বিষয়ে যথেষ্ট ধনব্যয় করেন, কিন্তু অত্যাবশ্যক বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধনব্যয়ে কাতর হইয়া থাকেন।' (পৃ ৫) নীতিশিক্ষার কাল সম্বন্ধে বলেছেন — ' ...... কৈশোরাবস্থা অর্থাৎ পঞ্চমবর্ষাবধি ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত নীতিশিক্ষার বিহিত কাল নির্ণীত হয়, এবং ঐ সময়ের উপদেশ মনে দৃঢ়রূপে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া যৌবনাদিকালে উপকারক হয়।' (পৃ. ৭)

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা অভিধানকার, বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত, রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের দীক্ষাদাতা, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য এবং হিন্দু কলেজ পাঠশালার প্রথম প্রধান অধ্যাপক। হিন্দু কলেজ পাঠশালার আগে তিনি সংস্কৃত কলেজে দশ বছর (১৮২৭-১৮৩৭) স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছেন এবং ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে রামচন্দ্র যুক্ত ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ওই মাসেই বেঙ্গল হরকরা এবং ইন্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় এক পত্রলেখক বলেন 'The liberal viavastha which he recently gave regarding the remarraige of Hindoo widows, on the application of the Bengal British India Society, should rank him at the head of Hindoo reformers.' (সা. সা. চ. -১)

চণ্ডীচরণ লিখেছেন ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর বিধবা বিবাহের বৈধতা স্বীকার করে আইন প্রণয়ন ও প্রচারের অনুরোধ করে ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত যে আবেদনপত্র বিদ্যাসাগর ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে একজন স্বাক্ষরদাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ('বিদ্যাসাগর', পৃ. ২১৪-২১৬) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন বলে সংবাদপত্রের উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে রামচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে, সুতরাং ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষর করার কোনো সুযোগ তাঁর নেই।

বিদ্যাসাগরের আগেই বিধবা বিবাহের সমর্থনে মত প্রকাশ করার মধ্যে যেমন তাঁর আধুনিক সমাজ- সংস্কার মানসিকতার পরিচয় আছে তেমনি তিনি আবার সহমরণ প্রথাকেও শাস্ত্রীয় বলে সমর্থন করেছেন। ১৮২৯-এ বেন্টিঙ্ক সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করলে ওই আইন

রহিত করার জন্য রাজদরবারে যে আবেদনপত্র পাঠানো হয়, তাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সই আছে। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হয় 'সহমরণ নিবারণের ব্যবস্থা প্রচার হইলে তাহা রহিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তক পক্ষরা রাজবিচারালয়ে যে আবেদনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে বিদ্যাবাগীশ লোকভয়ে স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, ইহাতে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন।'

রামচন্দ্রের গ্রন্থাবলী -১. জ্যোতিষ সংগ্রহসার (১৮১৭), ২. অভিধান (১৮১৮), ৩. পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান (১৭৫০ শক -১৭৫৮ শক), ৪. বিবাদ-চিন্তামণিঃ(১৮৩৭), ৫. হিন্দুকলেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা (১৮৪০), ৬. শিশুসেবধি (বর্ণমালা - ১৮৪০)।

নীতিদর্শন - ২ • রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ • ১৮৪১

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

নীতিদর্শন। / পিতাপুত্রের পরস্পর কর্ত্তব্য। / উপদেশ। / ২ সংখ্যা। / হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে / অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ / কর্ত্তৃক বিবৃত। / ২৯ ফাল্‌গুণ ১২৪৭ সাল। / হিন্দু কালেজ / মৃজাপুরস্থ শ্রী ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে / মুদ্রিত। পৃ. ১১।

২য় সংখ্যার প্রকাশকাল লঙ বলেছেন ১৮৪০। আখ্যাপত্রে বঙ্গাব্দ ও মাস স্পষ্ট উল্লিখিত থাকায় ইংরেজি ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ সম্বন্ধে এখানেও সংশয় নেই। ১ম সংখ্যার মত ২য় সংখ্যার ক্ষেত্রেও যতীন্দ্রমোহন ১৮৪০ (১২৪৭ বাং), ১৮৪১ (১২৪৭ বাং) উল্লেখ করেছেন। ২য় সংখ্যাতে পুত্রের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য এবং পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য নির্দেশিত। প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করে গদ্যে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।

নীতিদর্শন - ৩ - ৫ • রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ • ১৮৪১

নীতিদর্শনের অবশিষ্ট ৩টি খণ্ড (৩-৫) ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। ওই তিনটি খণ্ড দেখার সুযোগ পাইনি। শেষ তিনটি খণ্ডও ১২৪৭ বঙ্গাব্দে (ইং - ১৮৪১) মুদ্রিত বলে ব্রিটিশ মিউজিয়ম তালিকায় উল্লিখিত।

নীতিবাক্য - ১, ২ • অজ্ঞাত • ১৮১৮ দ্র. নীতিকথা

নীতিবোধ • রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় • ১৮৫১ দ্র. শিশুশিক্ষা - ৫

নীতিমালা • উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় • ১৮৫৬

মু. বা. গ্র. প.-তে গ্রন্থটির উল্লেখ আছে। মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার নীতিশিক্ষামূলক এই গ্রন্থটি শ্রীরামপুর থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি পাওয়া যায়নি। ব. সা. প.-এ রক্ষিত 'নীতিমালা' শিরোনামে আখ্যাপত্রহীন ৭৬ পৃষ্ঠার একটি খণ্ড এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ৭৪ পৃষ্ঠার সংশোধিত সংস্করণের লেখকের নাম গিরিশচন্দ্র দে। বইটি উর্দু আকসির হিদায়েতের অনুবাদ।

উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর যে দুটি বই লিখেছেন তার একটি ইংরেজি 'The Mirror of the Heart' -এর বঙ্গানুবাদ 'হৃদয়দর্পণ' (১৮৬৪) এবং অপরটি কেদারনাথ বিদ্যাব'স্পতির সহায়তায় রচিত 'আশুসম্বিদ্দায়িনী' (১৮৬৫)। উমেশচন্দ্র ছিলেন 'মনোহর' পত্রিকার (১৮৬০) সম্পাদক।

নীতিসার - ১ • দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ • ১৮৫৬

আখ্যাপত্র ঃ ১৮শ সংস্করণ

নীতিসার / প্রথম ভাগ / বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থ / শ্রী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ / প্রণীত। / ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের / সম্মুখ ২৩ নং সোমপ্রকাশ যন্ত্রে / অষ্টাদশবার / মুদ্রিত। / (শীলমোহর) / সন ১২৮৪ / মূল্য তিন আনা মাত্র। পৃ. ৬৭।

প্রথম সংস্করণ পাইনি। সা. সা. চ.-এ বলা হয়েছে 'নীতিসার'-এর ১ম ভাগের রচনাকাল ৫ চৈত্র ১৯১২ সংবৎ (ইং ১৮৫৬)। (দ্বা. বি., পৃ. ১৫) অন্যদিকে আকাদেমি পঞ্জিতে বলা হয়েছে 'নীতিসার। কলিকাতা। ১ম ভাগ। ৩য় মুদ্রণ। ১৯১২ সংবৎ (১৮৫৬)। পৃ. ৬৭।' ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি-তে 'নীতিসার'-এর ২টি খণ্ড সংরক্ষিত। রচনাকাল ১৮৫৬। প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের পারিবারিক প্রেস বাঙ্গালা যন্ত্র, চাঁপাতলা থেকে।

গ্রন্থে ভূমিকা নেই। কয়েকটি (১৩টি) গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নীতিকথাটি গল্পের সূচনায় উচ্চারিত। সব গল্পে একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসৃত। তা হল সৎপথে যাবার শিক্ষালাভ। নীতিশিক্ষার উদাহরণ — 'পাপকর্ম্ম করিলে আজ হউক, কাল হউক, দশদিন পরে হউক, অবশ্য তাহার ফলভোগ করিতে হয়' (১ম পাঠ), 'সদা সাবধানে থাকিবে। কদাচ মন্দ কর্ম্ম করিবে না। যদি দৈবাৎ মন্দ কর্ম্ম কর স্বীকার করিবে।' (৩য় পাঠ), 'অন্যায় প্রশ্রয়ে সন্তানের অনিষ্ট' (১০ম পাঠ), 'অন্যের অপকার চিন্তাও অনুচিত' (১২শ পাঠ) 'মিথ্যাকথা বড় দোষ' (১৩শ পাঠ)। এখানে ভালো ছেলেরা হল — খেলৎ (৫ম পাঠ), বেণী (৭ম), ললিত (৮ম), ব্রজেন্দ্র (৯ম), রাধামোহন (১১শ)। খারাপ ছেলের দলে আছে — অমৃতলাল (৬ষ্ঠ), অমর (৭ম), ব্রজ (৮ম), হরিগোপাল (১০ম) রাধাবল্লভ (১১শ) অধর (১২শ), রঙ্গলাল (১৩শ)।

নীতিসার - ২ • দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ • ১৮৫৬

আখ্যাপত্রহীন এক কপি 'নীতিসার' রয়েছে উ. জ. গ্র.-এ। পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৮২। 'পাঠ' আছে ২৯টি। ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১০ বৈশাখ ১৯১৩ সংবৎ (ইং - ১৮৫৬)। ছাপা হয়েছিল চাঁপাতলা বাঙ্গালা যন্ত্র থেকে। গ্রন্থে প্রথম ১৩টি পাঠে শিরোনাম নেই। প্রত্যেক পাঠে কয়েকটি সূত্রে নীতিশিক্ষা বর্ণিত। পরবর্তী পাঠগুলিতে শিরোনামসহ উপদেশবাক্য লিখিত। বিষয়গুলি হল - 'সুখে কাল হরণ, আলস্য, হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ, পল্লবগ্রাহিতা, কার্য্যকালে ত্বরা, স্থিরপ্রতিজ্ঞা, অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রের কর্ত্তব্য, মহত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা, বাল্য ও যৌবনকাল কর্ত্তব্য, বিদ্যাশিক্ষা, ক্রীড়াকৌতুক, গুণদোষ বিচার, অধ্যয়ন ও অধ্যয়ন নিয়ম, দোষৈকদর্শিতা, যশোলাভবাসনা, অকারণ দুঃখ।'

শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র (১৮৩২-১৮৪৪) দ্বারকানাথ কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। এরপর তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রথমে লাইব্রেরিয়ান, তারপর একের পর এক ব্যাকরণ শ্রেণীর ২য় অধ্যাপক, সহকারী অধ্যক্ষ, সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের চাকরি করেছেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত।

'সোমপ্রকাশ' ও 'কল্পদ্রুম' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ এই গ্রন্থটি ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'রোম রাজ্যের ইতিহাস' (১৮৫৭), 'গ্রীস দেশের ইতিহাস' (১৮৫৭), 'সুবুদ্ধি ব্যবহার'

(১৮৬০), 'ভূষণসার ব্যাকরণ' (১৮৬৫), বিশ্বেশ্বর বিলাপ' (১৮৭৪), 'উপদেশমালা' (১৮৮৩) ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'সাংখ্যদর্শন' (১৮৮৬)।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর ইস্তফা দিতে চাইলে কলেজের যে ১৩ জন শিক্ষক পদত্যাগপত্র মঞ্জুর না করার আবেদনপত্রে সই করেছিলেন, তাঁদের একজন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। অথচ এই দ্বারকানাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতান্তর ও মনান্তর সৃষ্টি হয়। উপলক্ষ - বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলন। প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী হলেও দ্বারকানাথ মনে করতেন শাস্ত্রসম্মত যে-কোনো সামাজিক প্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। শিক্ষা প্রসারের দ্বারাই সামাজিক কুপ্রথার দূরীকরণ সম্ভব।

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক বুদ্ধিটিও ছিল প্রখর। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও পুত্র দ্বারকানাথ 'বাঙ্গালা যন্ত্র' স্থাপন করেন। ঠিকানা ১নং সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, চাঁপাতলা। পিতার মৃত্যুর পর প্রেসের মালিক হন দ্বারকানাথ। ওই প্রেস থেকে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা। দ্বারকানাথের কুশলী সম্পাদনা ও অকপট ভাষা ছিল সোমপ্রকাশের প্রধান আকর্ষণ। এরপর তাঁর যশস্বী ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখ থেকেই শোনা যাক্ — 'এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন দশ টাকা এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না।' ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের ছাত্র ও স্নেহভাজন ছিলেন। (বা. গ. রী., পৃ. ৬২) দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগর অপেক্ষা ১ বছরের বয়সে বড়ো। সুতরাং বিদ্যাসাগরের শিষ্যত্ব গ্রহণের প্রশ্নই নেই।

পঞ্চতন্ত্র • অজ্ঞাত • ১৮২৯ দ্র. 'হিতোপদেশ'

পঞ্চরত্ন • নবকান্ত তর্কপঞ্চানন • ১৮৫৪

গ্রন্থটি পাইনি। উল্লেখ আছে লঙের তালিকায়। ওই বিবরণ অনুসারে গ্রন্থটি দ্বি-ভাষিক — সংস্কৃত ও বাংলা, পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ৫। মূল্য আট আনা, ছাপা হয়েছিল রোজারিও অ্যান্ড কোং থেকে। লঙ নবকান্তের পূর্ণনাম বলেছেন নবকান্ত তর্কপঞ্চানন। এই গ্রন্থের উল্লেখ অন্যত্র দেখা যায় না। পাঁচটি নীতিমূলক কথন এর বিষয়বস্তু। রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রশ্নের উত্তর গ্রন্থের উপজীব্য। মুক্ত পুরুষ কে? যোদ্ধা কে? লোভ বা লালসা কী? — এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া আছে। কালীকৃষ্ণ দেব এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।

পাঠামৃত • দ্বারকানাথ রায় ও গোপালচন্দ্র দত্ত • ১৮৫৬

গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ পেয়েছি। ব. সা. প.-এ রক্ষিত কপিটির আখ্যাপত্র নেই। তবে 'প্রথম বারের বিজ্ঞাপন' (১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৩) এবং 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন' (১০ মাঘ ১২৬৫) রয়েছে। ২য় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮১। মু.বা.গ্র.প.-তে বলা হয়েছে ১ম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৩, মূল্য দু-আনা (৵৹), ছাপা জি. পি. রায় অ্যান্ড কোং থেকে।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপনের অংশ — 'অদ্যাপি বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী বাঙ্গলা পুস্তকের বিস্তর অসদ্ভাব দেখিয়া, এই পাঠামৃত প্রকাশ করা গেল। .... অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি নীতিগর্ভ প্রস্তাব ...... ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। .... এই পুস্তক নানাবিধ ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া

লিখিত হইয়াছে। কোন পুস্তক বিশেষের অবিকল অনুবাদ নহে।' লেখক 'কয়েকটি নীতিগর্ভ প্রস্তাব'-এর কথা বললেও প্রথম সংস্করণে 'সময়' এবং 'বন্ধুতা' এই দুটি পরিচ্ছেদমাত্র নীতিমূলক। অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক। 'সময়' শীর্ষক পরিচ্ছেদে সময়ের গুরুত্ব, সময়জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, সময়ের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি এবং 'বন্ধুতা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বন্ধুত্বের উপকারিতা, বন্ধুর তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে।

জি. পি. রায় অ্যান্ড কোম্পানি থেকেই প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থের যুগ্ম লেখক গোপালচন্দ্র দত্তের অন্যান্য বই। ১৮৫৭-তে পারসি থেকে অনুবাদিত 'সাহানামা', ১৮৬২-তে ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে 'ধনবিধান অর্থাৎ ধনবিষয়ক সরল পাঠ'। ড. সুকুমার সেন একটি তথ্য জানিয়েছেন — ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'পাড়া গাঞেয় এ কি দায়' নামক প্রহসন-রচয়িতা রমানাথ ঘোষ স্বগ্রাম নিবাধই (দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা) নিবাসী গোপালচন্দ্র দত্ত ও সাতকড়ি দত্তের সাহায্য স্বীকার করেছেন। (এই সাতকড়ি দত্ত নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক) লেখক গোপালচন্দ্র দত্ত ও নিবাধই নিবাসী গোপালচন্দ্র অভিন্ন কিনা তা জানা যায়নি। গোপালচন্দ্র দত্তের আর একটি পরিচয় আছে । তিনি বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা-সদস্য। ১৮৫২ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে রামচন্দ্র মিত্র, জেমস্ লঙ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখের সঙ্গে গোপালচন্দ্রও প্রতিষ্ঠা-সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি সোসাইটির চতুর্থ অধিবেশনে গোপালচন্দ্র বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় 'Educated Natives, their Duties and Responsibilities.'

পারসিক ইতিহাস • অজ্ঞাত (অনুবাদক) • ১৮৫৩

গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন লঙ। কিন (Keane) -এর Persian Fables থেকে অনুবাদিত হয়েছে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। মুদ্রক রোজারিও অ্যান্ড কোং । পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮, মূল্য ৩ আনা। গ্রন্থটি মূলত পশুপাখি সম্বলিত নীতিকাহিনী। অন্তত ৩১টি কাহিনী এখানে আছে। সেগুলি হল — মিথ্যাবাদী খরগোশ, লোলুপ বানর, মোরগ, পায়রা, শিয়াল, ইঁদুর ও তার বন্ধুরা, নেকড়ে শিয়াল এবং গাধা, রাজা, ড্রাম, কাঁকড়াবিছা, কচ্ছপ, শিয়াল, গাধা, সত্যবাদী রাজা, লোভী শিয়াল, উট, কাঁটাগাছ, ঘোড়ার ডাক্তার এবং উট, ইঁদুর, সারস, কাঁকড়া, মেষপালকের কুকুর, সারস, শিয়াল এবং নেকড়ে, কাক ও বানর, ময়ূর, সামুদ্রিক পাখি, গোলাপ, কাদা, ভক্ত, দাঁড়কাক ইত্যাদি। বইটি পাওয়া যায়নি।

পারস্য উপন্যাস • নীলমণি বসাক • ১৮৫৬

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

পারস্য উপন্যাস / শ্রী নীলমণি বসাক / কর্ত্তৃক / ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। / দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / কলিকাতা। / মৃজাপুর অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮/৫ / গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র। / শকাব্দাঃ ১৭৮৯, সন ১২৭৪। / ইংরাজী ১৮৬৮। / জানুয়ারি। / মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা। পৃ. ৩৯৬।

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৭। ভূমিকায় লেখক বলেছেন — 'এই সকল উপন্যাস 'পারস্য ইতিহাস' সংজ্ঞায় পূর্ব্বে পদ্যচ্ছন্দে প্রকাশ হইয়াছিল এবং যদিও তাহাতে পাঠকবর্গের অনাদর দেখা যায় নাই, কিন্তু এই প্রকার উপন্যাস গদ্যেই ভাল হয়। বিশেষতঃ এইক্ষণে পদ্যের ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে এবং গদ্যের অধিক গৌরব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব তাহা গদ্যে প্রকাশ

করিলাম। .... ইহাতে যে সকল সুনীতির কথা লিখিত আছে তাহাতে অতি মূর্খ ব্যক্তিরও দুর্নীতি দূর হওয়া সম্ভব। .... জবনজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম ও নীতিব্যবহার অতি সুন্দর রূপে অবগত হওয়া যায়।' ...... ১ আষাঢ়। সন ১২৬৩।

ভূমিকার তারিখ অনুসারে গ্রন্থের প্রকাশকাল ইং -১৮৫৬-তে। কিন্তু মু.বা.গ্র.প.-তে বলা হয়েছে — 'পূর্ব প্রকাশ- ১৮৫৩'।

গ্রন্থটির সমালোচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর ১৮৫৬) লিখেছিলেন — 'পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন শ্রীযুত বাবু নীলমণি বশাখ মহাশয়ের অনুবাদিত পারস্য উপন্যাস নামক পুস্তক বহু দিবস হইল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি .... পারস্য উপন্যাস অতি সুমিষ্ট হইয়াছে, তাহা পাঠকালে চিত্ত আর্দ্র হইতে থাকে, অন্তঃকরণে সকল প্রকার রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, এই পুস্তক আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক, ... আমরা পারস্য উপন্যাস পাঠে চরম পুলকিত হইয়াছি এবং এক একটি গল্প দুই তিন বার পাঠ করিয়াছি, ...'।

পদ্যে 'পারস্য ইতিহাস' নামে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। অনুবাদক ছিলেন দু'জন। গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক। মুদ্রক জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্র। ১ম সংস্করণে গ্রন্থের সংশোধক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য।

পুরুষ পরীক্ষা • হরপ্রসাদ রায় • ১৮১৫

আখ্যাপত্রঃ ১ম সংস্করণ

শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা / পুরুষপরীক্ষা। / শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।/ ১৮১৫ । পৃ. ২৭৩।

লঙ বলেছেন ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। বিভিন্ন তালিকায় ও গ্রন্থে অন্যান্য যেসব সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল, ১৮১৮ - কলকাতা; ১৮২০; ১৮২৬ - লন্ডন, পৃ.- ২৪২; ১৮৩৪; ১৮৫০ - কলকাতা, পৃ. ১৮৬; ১৮৫১ - (১২৫৮ বাং), জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র, পৃ. ১৮৬; ১৮৫৩ - কলকাতা, (দে অ্যান্ড কোং), পৃ. ১৮৫, মূল্য ১ টাকা।

আখ্যাপত্রহীন ১৮৫ পৃষ্ঠার একটি সংস্করণ ব.সা.প.-এ রক্ষিত। সোসাইটির রিপোর্টে (1820) 'পুরুষপরীক্ষা'-র লেখকনাম হরচন্দ্র রায় নির্দেশিত। লঙ তাঁর তালিকায় হরপ্রসাদ-কে 'হরিপ্রসাদ' করেছেন। ড. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থটি হরপ্রসাদ রায়ের নামে প্রচলিত বটে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামে ১৯০৪ সালে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে ঐ একই বই প্রকাশিত হয়। সে বইটি আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তা হরপ্রসাদ রায়ের বই-এর অনুরূপ। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়েরও ধারণা, বইটি মৃত্যুঞ্জয়েরই লেখা।' (বা.গ.ক্র., পৃ. ৬৭) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

গ্রন্থে প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা বা সূচিপত্র নেই। পরিবর্তে গ্রন্থের মূল বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যটি বর্ণিত। 'অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতিশিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন ....। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।'

পদ্মাবতী নামক রাজকন্যার বিবাহের কাল উপস্থিত দেখে চিন্তান্বিত পিতা রাজা হড়কোল

বসুকৃমি নামে এক মুনির শরণাপন্ন হলেন। মুনি বললেন '...... বীর এবং সুধী ও বিদ্বান আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারিপ্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোকসকল তাহারা পুরুষাকার পশু ......।' রাজা বললেন '...... কলিকাল সম্ভূত পুরুষেরদিগের কথার দ্বারা তুমি আমাকে বীরাদি পুরুষের পরিচয় দেও।' — এরপর মুনি বিভিন্ন পুরুষের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। প্রথমে দানবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর ও সত্যবীর এই চারপ্রকার পুরুষ; এরপর তার বিপরীত চোর, ভীরু, কৃপণ ও অলস পুরুষের কথা। রাজার সম্মতিতে মুনি বলে গেছেন সপ্রতিভ, মেধাবি, সুবুদ্ধি, বঞ্চক, পিশুন, জন্মবর্ব্বর, সংসর্গবর্ব্বর-প্রকৃতি মানুষের কথা। আরও আছে শস্ত্রবিদ্য, শাস্ত্রবিদ্য, লৌকিকবিদ্য, উপবিদ্য পুরুষের কথা; অনুকূল, দক্ষিণ, বিদগ্ধ, ধূর্ত্ত, ঘস্মর জাতীয় কামী পুরুষের কথা; নির্ব্বন্ধী, নিস্পৃহ, লব্ধসিদ্ধি জাতীয় তিনপ্রকার মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পুরুষের কথা। গল্পসংখ্যা-৪৪। প্রত্যেক প্রকার পুরুষের কথাসূচনায় নীতিবাক্য উচ্চারিত। তবে কামী পুরুষের কথায় নীতিবাক্য নেই, আছে লৌকিক জীবনাভিজ্ঞতার রসায়ন। নারী এখানে প্রেয়সী ও ভোগ্যা, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

হরপ্রসাদ ছিলেন কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অস্থায়ী পণ্ডিত। কলেজ কর্তৃপক্ষ উইলিয়ম কেরির সুপারিশে প্রতি কপি দশ টাকা মূল্যে একশ কপি গ্রন্থ লেখককে উৎসাহিত করার জন্য কিনে নিয়েছিলেন। ইয়েটস্ সঙ্কলিত Introduction to the Bengali Language, Vol. II এবং হটন সঙ্কলিত Bengali Selections গ্রন্থে 'পুরুষপরীক্ষা' থেকে কয়েকটি পুরুষের পরিচয় গৃহীত হয়েছে।

প্রবোধচন্দ্রিকা • মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • ১৮৩৩ (প্রকাশকাল)

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

প্রবোধ চন্দ্রিকা। / শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক / ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত রচিত। / শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১৮৩৩

PRUBODH CHUNDRIKA, / COMPILED BY / THE LATE / MRITYUNJOY VIDYULUNKAR, / MANY YEARS CHIEF PUNDIT IN THE COLLEGE OF FORT WILLIOM. / FROM THE SERAMPORE PRESS. / 1833 পৃ. ১৯৫।

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

প্রবোধচন্দ্রিকা, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত রচিত। শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুপ্ত কর্তৃক শোধিত হইয়া মৌলবী আবদুল্লা সাহেবের যন্ত্রালয়ে হুগলী কালেজের নিমিত্তে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। কলিকাতা সন ১৮৪৫ শাল। পৃ. ১৮৯।

[২য় সংস্করণের আখ্যাপত্র বা.সা.গ. (১৯৯৮) গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত]

'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র রচনাকাল ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ বলে অনেকে[১] মনে করলেও ড. সুকুমার সেন বলেছেন 'ইহা নিছক অনুমান মাত্র।' [বা.সা.গ. (১৯৯৮ সং), পৃ. ৩১] মৃত্যুঞ্জয়ের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষকে লেখা উইলিয়ম কেরির চিঠি (৫ জানুয়ারি , ১৮১৯) ব্রজেন্দ্রনাথ এবং সজনীকান্ত উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় কেরির অনুরোধেই এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং চিঠিটি লেখার সময়ে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' শ্রীরামপুর প্রেসে যন্ত্রস্থ ছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি যন্ত্রস্থ থাকার সময় মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। ফলে মুদ্রণ বন্ধ থাকে এবং

১৪ বছর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনার জন্য মৃত্যুঞ্জয় কলেজ কর্তৃপক্ষের থেকে সাহায্য বা পুরস্কারের প্রত্যাশী ছিলেন। কেরির চিঠিতে তার উল্লেখ ছিল। সারাজীবনের সাহিত্যসাধনার জন্য মৃত্যুঞ্জয় যে তাঁর মাইনের অতিরিক্ত কোনো অর্থ পাননি সেকথা বলে কেরি লিখেছেন 'This his last request will not therefore, I hope, appear unreasonable. I think 300 Rupees would be a proper testimony of the value of his labours. I expect the book will sell for about Rs. 8 a copy.' এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ কাউন্সিল লেখককে উৎসাহিত করার জন্য ৫০ কপি 'প্রবোধচন্দ্রিকা' কিনতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই লেখকের মৃত্যু হয়। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, হিন্দু কলেজ, হুগলি কলেজ এবং পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপাঠ্য হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

গ্রন্থের 'নির্ঘণ্ট' বা সূচিপত্রের আগে জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিত একটি ভূমিকা আছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু চারটি 'স্তবকে'-বিভক্ত। প্রত্যেকটি 'স্তবক' কয়েকটি 'কুসুম'-এ বিভক্ত। প্রথম স্তবকের প্রথম কুসুম — মুখবন্ধ, তৃতীয় ও চতুর্থ কুসুমে ব্যাকরণ পরিচয় ও কাব্য লক্ষণ, পঞ্চম কুসুমে দু'প্রকার গদ্য আখ্যায়িকা ও কথার পরিচয় আছে। এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শকে মান্য করেছেন। এই কুসুমে বিভিন্ন প্রকার ন্যায়ের বর্ণনাসূত্রে ছোট ছোট গল্পাকারে নীতিশিক্ষা রয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম কুসুমে 'বাক্যের দশবিধ গুণ' বর্ণনাপ্রসঙ্গে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণগুলি নীতিশিক্ষামূলক। অন্যান্য স্তবকের প্রত্যেক কুসুমে নীতিশিক্ষা উচ্চারণ করে তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থে সংস্কৃতেও বেশ কিছু নীতিবাক্য রয়েছে।

এই গ্রন্থে যেসব নীতিশিক্ষা উদাহরণসহ দেওয়া হয়েছে তার কয়েকটি — 'সহসা কোন কর্ম্ম করাতে শেষ ভাল হয় না....', 'আপন অপেক্ষা বড় ব্যক্তির সঙ্গে বিপক্ষতা কর্ত্তব্য নহে।' 'যাহা না পারা যায় তদ্বিষয়ক চেষ্টা অকর্ত্তব্য'...., 'যে শাস্ত্র যে ব্যক্তি কিছুমাত্র অধ্যয়ন করে নাই তাহার উপদেশ অগ্রাহ্য', 'যাহার যে জাতীয় ধর্ম্ম সে স্বতই প্রকাশ পায়', 'মূর্খের উপদেশ কদাচ গ্রহণ করিবে না', 'অনিন্দিত শিষ্টাচার প্রসিদ্ধ যাহা তাহাই আচরণীয়', 'আত্মাকে সতত রক্ষা করিবে প্রাণরক্ষার্থ নিষিদ্ধাচরণও করিবে', 'কার্য্যসিদ্ধ হইলেই উৎসব কর্ত্তব্য', 'সর্ব্বদা উপদ্রবি স্থান ত্যাগ করিবে', 'অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না', 'পণ্ডিত শত্রুও ভাল মূর্খ মিত্রও কিছু নহে', 'ভগ্নস্নেহ ব্যক্তির সঙ্গে প্রীতি সুখদ নহে' ইত্যাদি। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-য় বেশ কিছু প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে আছে। যেমন, 'যেমন মতি তেমনি গতি', 'বামন হইয়া চাঁদে হাত', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', 'পিঠার লেঠা বড় লেঠা', 'ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ', 'কালনেমির লঙ্কা বাঁট' ইত্যাদি। বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ প্রয়োগেও মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যেমন 'বাপের বিয়া দেখাইব', 'আমার মাথা খাও', 'হাত যোড়া আছে' ইত্যাদি।

উ.জ.গ্র-এ আখ্যাপত্রহীন ১০০ পৃষ্ঠার একটি সঙ্কলনগ্রন্থ আছে। ওই বইয়ের ৫৬-১০০ পৃষ্ঠা 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে সঙ্কলিত। এখানে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ইংরেজি নাম 'The light of Intelligence'। চারটি পরিচ্ছেদ এখানে সঙ্কলিত — A King's advice to his son, Impulse an unsafe guide, Mind the test of a man's value, Contenment। উইলিয়ম ইয়েটস্ রচিত Introduction to the Bengali Language, (Vol II, 1847) গ্রন্থে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে ওই চারটি পরিচ্ছেদই সঙ্কলিত হয়েছে।

লঙ বলেছেন ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে, মূল্য ২ টাকা, মুদ্রক রোজারিও অ্যান্ড কোম্পানি। ২য় সংস্করণ ১৮৪৫-এ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৯, ছাপা শ্রীরামপুর প্রেসে। যতীন্দ্রমোহন গ্রন্থটিকে এভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন — প্রবোধচন্দ্রিকা-নী/মার্শম্যান, জে.সি (সম্পাদিত), ১৮৪৫।/ — মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ১৮৩২, ১৮৩২-৩৪, ১৮৩৩, ১৮৪৫ (২য় সং)। IOLC (1905)-এ ১৮৪৫ এর সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা বলা হয়েছে ২৪৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন ১ম সংস্করণ ১৮৩৩-এ প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৫; ২য় সংস্করণ ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৯। [মৃ. বি., পৃ. ২৩] 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ৩ আগস্ট ১৮৩৩/২০ শ্রাবণ ১২৪০ সংখ্যায় এক বিজ্ঞাপনে বলা হয়- '.......সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক রচিত প্রবোধ চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ সাধুভাষাতে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে প্রথমবার মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে .... গ্রন্থের মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির হইয়াছে ....।'

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের পদবি 'ভট্টাচার্য' লেখা হলেও তিনি 'চট্টোপাধ্যায়' বংশসম্ভূত। জন্মেছিলেন মেদিনীপুর জেলায়। সময় আনুমানিক ১৭৬২/৬৩ খ্রিস্টাব্দ। মাসিক ২০০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হিসেবে যোগ দেন ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। ১৮০৫ থেকে ওই কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর কলেজে অধ্যাপনা করেও তাঁর বিশেষ উন্নতি হয়নি। অর্থকরী উন্নতিলাভে উৎসুক মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত পদে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ত্যাগ করলেন। হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রাভিজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় তখন কোর্টের জজ-পণ্ডিতের কাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মতবাদের দিক দিয়ে গোঁড়া রক্ষণশীল হলেও ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে সহমরণ প্রথাকে অশাস্ত্রীয় বলতে দ্বিধা করেননি। রামমোহনও মৃত্যুঞ্জয়ের মতকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় হিন্দু কলেজের ২০ জন দেশীয় সদস্যের একজন এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিরও অন্যতম সদস্য।

বঙ্গ বর্ণমালা • অজ্ঞাত (তমোহর প্রেস, শ্রীরামপুর) • ১৮৩৫ দ্র. বর্ণমালা

বঙ্গীয় পাঠাবলী - ৩ • জেমস্ লঙ • ১৮৫৪ ?

আখ্যাপত্র ঃ ১৮৫৪ সংস্করণ

THE / BENGALI INSTRUCTOR / FOR THE USE OF SCHOOLS / NO. III / বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত / বঙ্গীয় / পাঠাবলী / তৃতীয় খণ্ড। / CALCUTTA : / PRINTED FOR THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY / AT THE SATYARNABA PRESS. /1854. প্রাপ্ত পৃষ্ঠাসংখ্যা - ১৭২।

উ. জ. গ্র.-র কপিটির শেষাংশ খণ্ডিত। লঙ একটি তালিকায় [D.C.] বলেছেন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৭, অন্য তালিকায় [L.R.P.] বলেছেন ১২৬০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৫৩-১৮৫৪) প্রকাশিত সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২০০। 'বঙ্গীয় পাঠাবলী'র ১ম ও ২য় খণ্ড পাইনি। কোথাও উল্লেখও দেখিনি। আশা গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — '১৮১৮ হইতে বাহির হইতে থাকে, নতুনভাবে চারখণ্ডে ১৮৬০-১৮৬৩র মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।' 'বঙ্গীয় পাঠাবলী'-র প্রাপ্ত ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে। ৩য় খণ্ডের পূর্বে ৪র্থ খণ্ড নিশ্চয়ই প্রকাশিত হতে পারে না।

অন্যান্য তথ্যের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি আছে। লঙ বলেছেন ১৮৫৪ সালে 'বঙ্গীয় পাঠাবলী'-র ৩য় খণ্ড মুদ্রিত হয় Hay and Co. থেকে। আখ্যাপত্রে সত্যার্ণব প্রেস-এর নাম আছে। যদিও লঙের অপর তালিকায় সত্যার্ণব প্রেস-এর নাম রয়েছে। [L.R.P.] দুটি তালিকাতেই লঙ বলেছেন এই সংস্করণের মূল্য ৮ আনা। কিন্তু মু.বা.গ্র.প.-তে বলা হয়েছে ৪ আনা। লঙ-এর দ্বিতীয় তালিকা অনুযায়ী 'বঙ্গীয় পাঠাবলী-৩' ১২৬০ বঙ্গাব্দে ছাপা হয়েছিল ১০০০ কপি।

'বঙ্গীয় পাঠাবলী' একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। সেকালের বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকা ও কয়েকটি গ্রন্থ থেকে বিচিত্র জ্ঞানমূলক বিষয় ও নীতিকথা সঙ্কলিত হয়েছে। সাময়িক পত্রিকাগুলি হল — জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসারসংগ্রহ, সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ রসসাগর, সত্যার্ণব, সংবাদ কৌমুদী। এছাড়া কবিতামৃতসিন্ধু ও বৈরাগ্যশতক থেকেও সঙ্কলন রয়েছে। এর মধ্যে 'সংবাদ কৌমুদী'(১৮২৪) থেকে 'মিথ্যাকথন'; 'জ্ঞানান্বেষণ'(১৮৩৯) থেকে 'জ্ঞানোদয় এবং সত্যবৃদ্ধি' ও 'কবিতামৃতসিন্ধু' থেকে সঙ্কলিত 'দৃষ্টান্ত কথা' নীতিকথামূলক রচনা। গ্রন্থের শেষ রচনা 'বৃষ গর্দ্দভের উপন্যাস' খণ্ডিত।

জেমস্ লঙের জন্ম ১৮১৪-তে আয়ারল্যান্ডে। ১৮৩৯-এ চার্চ অব ইংল্যান্ড তাঁকে Deacon এবং ১৮৪০-এ পুরোহিত উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৪০-এ চার্চ মিশনারি সোসাইটির যাজকপদ নিয়ে কলকাতায় আসেন। এখানে এসে তিনি মির্জাপুবের ইংরেজি স্কুলের দায়িত্ব পান। কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন সভা-সমিতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন এবং নানান সামাজিক সমীক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫২ থেকে শুরু করে লঙ মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের বেশ কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত করেন। সঙ্গে অসংখ্য সাময়িকপত্র ও ছাপাখানার বিবরণ। মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের ইতিহাস জানতে তালিকাগুলি অপরিহার্য। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ তিনিই করেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় তাঁর জরিমানা ও জেল হয়।

বঙ্গীয় পাঠাবলী - ৪ • জেমস্ লঙ • ১৮৫২ ?

আখ্যাপত্র : ১৮৫২ সংস্করণ

THE / BENGALI INSTRUCTOR, / FOR THE / USE OF SCHOOLS / NO. IV. / বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত / বঙ্গীয় / পাঠাবলী / চতুর্থ খণ্ড। / CALCUTTA : / PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL-BOOK / SOCIETY AT THE ENCYCLOPÆDIA PRESS. / 1852. প্রাপ্ত পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৪।

উ. জ. গ্র-র কপিটির শেষাংশ অসম্পূর্ণ। লঙ বলেছেন 'বঙ্গীয় পাঠাবলী'-৪ এর ১৮৫২-র সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০, মুদ্রকের নাম Hay and Co., মূল্য ৮ আনা। আখ্যাপত্রে মুদ্রকের নাম এনসাইক্লোপিডিয়া প্রেস। বা. মু. গ্র. তা.-য় ১৮৫১-র একটি সংস্করণের কথা আছে।

গ্রন্থের বিষয়সূচনায় লিখিত আছে 'হিতোপদেশের চতুর্থ ভাগ'। অধ্যায় সংখ্যা ৪২টি। জ্ঞানমূলক বিষয়, ইতিহাস বিষয়ক কথা, ধর্মসম্পর্কীয় কথা, ব্যবসা বাণিজ্য, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে নীতিশিক্ষারও স্থান আছে। যেমন, 'পাঠকের প্রতি উপদেশ' (১ সংখ্যা), 'পাপের বিষয়' (৫ সংখ্যা), 'মিথ্যা কথার বিষয়' (৭ সংখ্যা), 'প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য' (১০ সংখ্যা), 'পাঠের উপকার' (১১ সংখ্যা), 'নীতিজ্ঞান' (৩০ সংখ্যা), 'চীনদেশীয় বচনমালা' (৩১ সংখ্যা) ইত্যাদি পাঠে

সরাসরি নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো পাঠে গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত। যেমন 'সত্যবীর কথা' (৯ সংখ্যা), 'মাতার প্রতি সন্তানের স্নেহের এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত' (২৪ সংখ্যা), 'কোন দয়ালু সেনাপতির বিবরণ' (২৭ সংখ্যা), 'কোন দাসের উপকারের আশ্চর্য্য বিবরণ' (২৮ সংখ্যা) ইত্যাদি। গ্রন্থে কয়েকটি কাঠখোদাই ছবি আছে। কয়েকটি পয়ারও রয়েছে।

॥ বত্রিশ সিংহাসন ॥

ভারতীয় কথা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ৩২টি গল্পের সংকলন 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা'। বিক্রমাদিত্য নামে এক কাল্পনিক রাজার চরিত্রের ভিত্তিতে গ্রন্থটি রচিত। দেবরাজ ইন্দ্র রাজা বিক্রমাদিত্যকে একটি সিংহাসন উপহার দেন। বিক্রমাদিত্য রাজা শালিবাহনের কাছে পরাজিত ও নিহত হবার পর সিংহাসনটি মাটির তলায় প্রোথিত হয়। সিংহাসনটিকে ধারাধিপতি ভোজ উদ্ধার করেন এবং তাতে উপবেশনের জন্য উৎসুক হন। কিন্তু তিনি সেখানে উপবেশন করতে গেলে সিংহাসনের গায়ে খোদাই করা ৩২টি পুতুলের প্রত্যেকে জীবন্ত হয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র সম্বন্ধে এক একটি গল্প বলে ভোজ-কে সিংহাসনে বসা থেকে নিবৃত্ত করে। সেই ৩২টি গল্পই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে চারিত্রিক ঔদার্য, সমুন্নতি লাভ করার শিক্ষাই বিবৃত।

বাংলা গদ্য সাহিত্যে 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদিত হবার সমসাময়িক কালে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদিত হয়েছিল।[২] আর এই গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমেই 'বাংলা গদ্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী' মৃত্যুঞ্জয়ের আবির্ভাব। মৃত্যুঞ্জয়-প্রদর্শিত পথে এরপর অনেক পথিকের আনাগোনা। এর মধ্যে আছেন 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকা-সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য,[৩] নীলমণি বসাক, শিবচন্দ্র ঘোষ এবং অজ্ঞাত কিছু লেখক। এঁদের মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থেরই একাধিক সংস্করণ (এমনকি লন্ডন থেকেও একাধিক সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র নীলমণি বসাক হিন্দি 'সিংহাসন বত্তিশী'-কে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

১. বত্রিশ সিংহাসন • মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • ১৮০২

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

বত্রিশ সিংহাসন / সংগ্রহ ভাষাতে। / মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮০২। পৃ. ২১০।

আখ্যাপত্রাংশ ঃ ২য় সংস্করণ

.... / *মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮০৮।* পৃ. ১৯৮।

আখ্যাপত্রাংশ ঃ ৩য় সংস্করণ

.... / শ্রীরামপুরে তৃতীয়বার ছাপা হইল। / শন ১৮১৮। পৃ. ১৪৪।

২ ফেব্রুয়ারি, ১৮২২ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় জানানো হয় শ্রীরামপুরে ছাপা 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর দাম ৫ টাকা। (স. সে. ক.-১, পৃ.৬৫) মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' ব্যতীত শ্রীরামপুরে ছাপা অন্য লেখকের 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর সন্ধান পাইনি। এ কারণে আমাদের ধারণা, মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থেরই ৪র্থ সংস্করণ ১৮২১-২২-এ প্রকাশিত হয়। ১৮১০-২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থাদির একটি তালিকায় লেখক প্রকাশকনামহীন 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। [F.O.I., 1820] এটি মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থের ৩য় সং (১৮১৮) হতে পারে। শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগারে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে

ক্রীত বাংলা গ্রন্থের মধ্যে 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর নাম পাওয়া যায়। এটি যে মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থেরই কোনো সংস্করণ, এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

আখ্যাপত্র ঃ লন্ডন সং-১৮১৬

শ্রী বিক্রমাদিত্যের / বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ / বাঙ্গালা ভাষাতে / শ্রী মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা রচিত / লন্দন মহা নগরে চাপা হইল / ১৮১৬

LONDON: / Printed by Cox and Baylis, / Great Queen Street. পৃ. ১২৪।

আখ্যাপত্রাংশ ঃ লন্ডন সং-১৮৩৪

.... / শ্রী মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা রচিত / লণ্ডন রাজধানীতে ছাপা হইল /১৮৩৪

LONDON: / Printed by J.L.Cox and son, 75 Great Queen Street ; / Lincon's Inn Fields. পৃ.১২৪।

যতীন্দ্রমোহন ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংস্করণের কথা বলেছেন। (পৃ.৩২/১)

ভূমিকা (১ম সং) — 'দৈব লৌকিকোভয় সামর্থ (মুদ্রণপ্রমাদ) সম্পন্ন শ্রী বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেব প্রসাদ লব্ধ দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাঁহার বসিবার ছিল। ঐ বিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহণ পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে শ্রী ভোজরাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশ হইল। তাহার উপাখ্যানের বিস্তার এই ॥'

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চারিত্র'। রামরাম এবং মৃত্যুঞ্জয় উভয়েই পুরস্কারের প্রত্যাশায় কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। কেরি উভয়ের জন্য এক সুপারিশপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। মৃত্যুঞ্জয়ের জন্য ৪০০ টাকা পুরস্কারের কথা ভাবা হলেও পরে তিনি পেয়েছিলেন ২০০ টাকা। কলেজের জন্য সরকার প্রতি কপি ছয় টাকা দামে ১০০ কপি 'বত্রিশ সিংহাসন' কিনেছিলেন।

২. বত্রিশ সিংহাসন • অজ্ঞাত • ১৮২০

লণ্ডের তালিকায় লেখক প্রকাশকনামহীন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বত্রিশ সিংহাসন' উল্লিখিত। [-'57] গ্রন্থটির প্রাপ্তি ও সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি।

৩. বত্রিশ সিংহাসন • শিবচন্দ্র ঘোষ • ১৮২৪

২২ জানুয়ারি ১৮২৫ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নানা ছাপাখানায় ছাপা গ্রন্থাদির একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। তালিকায় শাঁখারিটোলার মহেন্দ্রলাল ছাপাখানাতে 'শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষকৃত বত্রিশ সিংহাসন'-এর নাম আছে। গ্রন্থটি পাইনি।

৪. বত্রিশ সিংহাসন • অজ্ঞাত • ১৮২৫

১৪ জানুয়ারি ১৮২৬ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানায় মুদ্রিত গ্রন্থাদির আর একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। তালিকায় বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে ছাপা 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর নাম আছে। গ্রন্থটির সনাক্তকরণ ও প্রাপ্তি সম্ভব হয়নি।

৫. বত্রিশ সিংহাসন • অজ্ঞাত • ১৮৩১ ?

৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২১ ভাদ্র ১২৩৮ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে রাখা বিক্রয়যোগ্য পুস্তকের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। (স. সে. ক.-২, পৃ. ৬৬৮) সেই তালিকায় 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর মূল্য ৩ টাকা বলা হয়েছে। গ্রন্থটির সনাক্তকরণ বা প্রাপ্তি সম্ভব হয়নি।[৪]

৬. বত্রিশ সিংহাসন • অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য • ১৮৫৪

গ্রন্থটির উল্লেখ আছে একাধিক তালিকায়। যদিও সেসব বিবরণের মধ্যে যথেষ্টই অমিল লক্ষ করা যায়। IOLC (1905)-এ বলা হয়েছে 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত থেকে 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদ করেছিলেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৮। মু.বা.গ্র.প.-তে গ্রন্থটির আখ্যাপত্রাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। — ' বত্রিশ সিংহাসন, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক দ্বারা সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। কলিকাতা, ১৮৫৪। ||৶০, ৩১৮ পৃ. ।' (পৃ. ৮৫ /২) ওই সময়ে 'সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন উদয়চন্দ্র আঢ্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য। লণ্ডের দুটি তালিকায় গ্রন্থটির উল্লেখ আছে। [-515, -'55] প্রথম তালিকায় তিনি উদয়চন্দ্র আঢ্যকে লেখক বলেছেন। দ্বিতীয় তালিকায় বলেছেন — 'পূর্ণচন্দ্রোদয়'-সম্পাদক গ্রন্থটি হিন্দি থেকে অনুবাদ করেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২০, মূল্য ১ টাকা এবং মুদ্রিত কপি ১০০০। ইয়েটস তাঁর গ্রন্থে (Introduction to the ....) এখান থেকে ১৪টি গল্প সঙ্কলন করেছিলেন। লঙ যা খেয়াল করেননি তা হল, ইয়েটস্-এর সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। আর অদ্বৈতচন্দ্রের 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর প্রকাশকাল ১৮৫৪। ইয়েটস্ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা থেকেই 'বত্রিশ সিংহাসন' সঙ্কলন করেছেন। প্রমাণ পাওয়া যায় গদ্য নিদর্শনে। ব. সা.প. গ্রন্থাগারে বইটির এক কপি আছে। কিন্তু পাওয়া যায়নি।

ধর্মমতে বৈষ্ণব অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য (১৮১৩-১৮৭৩) কলকাতার আমড়াতলা নিবাসী, সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর ছোটভাই উদয়চাঁদ আঢ্য। উদয়চাঁদ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি চাকরি করেছেন কলকাতা ট্রেজারিতে, সল্ট বোর্ডে এবং কাস্টমস্ সুপারিন্টেনডেন্ট পদে। অদ্বৈতচন্দ্রের খুড়তুতো ভাই নবীনচাঁদ বা নবীনচন্দ্র, যিনি 'বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা'র (১৮৫৫) সম্পাদক ছিলেন। সেকালের নামকরা ধনী পরিবার আঢ্য বাড়িতে কার্তিক জগদ্ধাত্রী ও দোলের সময় ঘটা করে উৎসব হত।

মেধাবী ও অধ্যয়নপ্রিয় অদ্বৈতচন্দ্র পড়াশুনা শেষ করে ফোর্ট উইলিয়মের অস্ত্রাগারের হিসেবরক্ষকের কাজ নেন। আনুমানিক ৫২/৫৩ বছর বয়সে কাজ থেকে অবসর নেন। কনিষ্ঠ উদয়চন্দ্রের পর ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৫-তে তাঁর সম্পাদনায় আরও একটি পত্রিকা 'সৰ্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' প্রকাশিত হয়। সরকারি চাকরি ও পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি নানা ধরণের ব্যবসাতেও অদ্বৈতচন্দ্র খ্যাতিলাভ করেছিলেন। নিজের ১২নং আমড়াতলার বাড়িতে 'অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য এন্ড কোং' নামে একটি অফিস খুলেছিলেন। সেই অফিস কোম্পানির কাগজ, বাড়ি, বাগান, জমি প্রভৃতি কেনাবেচার কাজ করত। এছাড়া, অল্প সুদে টাকা ধার দেবার জন্য নামে আর একটি অফিস খুলেছিলেন। ১৮৩৮-এ স্থাপন করেছিলেন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র'। কাজের চাপ বাড়ায় ৮৩নং রাধাবাজারে 'শাখা-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন। দুটি ছাপাখানা থেকে বাংলা-ইংরেজি, সংস্কৃত এমনকি পারসি

ভাষাতেও বহু বই ছাপা হয়েছে। বই বিক্রির জন্য দোকান খুলেছিলেন প্রথমে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়ে, তারপর তার শাখা রাধাবাজারে। অদ্বৈতচন্দ্র দার পরিগ্রহ করেছেন দু'বার।

সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, বিদ্যাসাগরের সহপাঠী, হিন্দু কলেজ পাঠশালার পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ অদ্বৈতচন্দ্রের বিশেষ সহায়ক ছিলেন। মুক্তারামের 'সাহায্যে' অদ্বৈতচন্দ্র বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র থেকে প্রকাশ করেন। গ্রন্থগুলি — ১. শ্রীশ্রী হরিভক্তিবিলাস (১৭৬৭ শক), ২. অপূর্ব্বোপাখ্যান (শেক্সপীয়র অনু. - ১২৫৯ ব.), ৩. শব্দাম্বুধি (১৭৭৫ শক), ৪. আরবীয়োপাখ্যান (ইং অনু. — ১৭৭৫ শক), ৫. শ্রীমদ্ভাগবত (১৭৭৭ শক), ৬. নূতন অভিধান (১৭৭৮ শক), ৭. অমরার্থদীধিতি (১২৬৩ ব.), ৮. অন্নদামঙ্গল (১৮৫১ ইং), ৯. হিতোপদেশ (লক্ষ্মীনারায়ণের গ্রন্থের সংশোধন - ১২৬৭ ব)।

৭. বত্রিশ সিংহাসন • নীলমণি বসাক • ১৮৫৪

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

বত্রিশ সিংহাসন / অর্থাৎ / রাজা বিক্রমাদিত্যের কর্ম্মকাণ্ড ও চরিত্র। / হিন্দী পুস্তক হইতে /শ্রী নীলমণি বসাক / কর্ত্তৃক / বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।/কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে/ শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস ও শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা / বাহির মৃজাপুর, নং ১৩, ভবনে মুদ্রাঙ্কিত। / সন ১২৬১। ইং ১৮৫৪ সাল। পৃ. ২০৯।

লঙ বলেছেন মূল্য ১২ আনা। মু.বা.গ্র.প.-তে মূল্য বলা হয়েছে — । ৸৴। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ঃ- 'বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতে রচিত হয়, তৎপরে বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষাতে ক্রমশঃ প্রকাশ হয়। বাঙ্গালা ভাষাতে যে বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক দেখা যায়, তাহা পদ্যে রচিত এবং বিশিষ্ট সমাজে সমাদরণীয় নহে, তাহাও এক্ষণে প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। হিন্দী ভাষাতে যে পুস্তক আছে তাহা যদিও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে গণনীয়, এবং তাহাতে রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ঐ হিন্দী পুস্তক হইতে সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া এই বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

...... বালক বালিকাগণের পক্ষে এই পুস্তক অনেক বিষয়ে উপকারজনক হইবেক। ...... এই পুস্তক শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইল।

সন ১২৬১ সাল শ্রী নীলমণি বসাক।
২৯ এ ভাদ্র।

গ্রন্থশেষে একটি 'বিজ্ঞাপন' আছে। মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসে এই বিজ্ঞাপনটির গুরুত্ব আছে। সেকারণে বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত হল।

সর্ব্বসাধারণ সমীপে নিবেদন এই।

শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস, যিনি ইষ্টান্‌হোপ যন্ত্রের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি এক্ষণে উক্ত যন্ত্র পরিত্যাগ পুরঃসর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহযোগে সাং কলিকাতা বাহির মৃজাপুর চাসাধোবা পাড়ায় নং ১৩ ভবনে "কলিকাতা সুচারু যন্ত্র" স্থাপন করিলেন। যে কোন মহাশয়ের যে কোন বিষয়ের মুদ্রাঙ্কন প্রয়োজন হইবেক, অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের আজ্ঞানুরূপ, উত্তমরূপে ও স্বল্পমূল্যে, কর্ম্ম সম্পন্ন করা যাইবেক।

কলিকাতা সুচারু যন্ত্র।
সন ১২৬১ সাল, ২৯ ভাদ্র।

শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস
শ্রী গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
যন্ত্রাধ্যক্ষ

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বত্রিশ সিংহাসন' গ্রন্থে ৩২ টি পুতুলের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, তাদের কোনো নাম দেননি। কিন্তু নীলমণি বসাক পুতুলগুলির চমৎকার নামকরণ করেছেন। ক্রমানুযায়ী নামোল্লেখ করা হল। — ১। রত্নমঞ্জরী ২। চিত্ররেখা ৩। রবিবামা ৪। ও ৫। সংখ্যক পুতুলের নাম কীটদষ্ট ৬। কামকন্দলা ৭। কামুদী ৮। পুতুপাবতী ৯। মধ্যমাবতী ১০। প্রেমবতী ১১। পরমাবতী ১২। কীর্ত্তিমতী ১৩। ত্রিলোচনী ১৪। বিলোচনী ১৫। অনুপবতী ১৬। সুন্দরবতী ১৭। সত্যবতী ১৮। রূপবতী ১৯। তারা ২০। চন্দ্রজ্যোতি ২১। অনুরোধবতী ২২। অনুপরেখা ২৩। করুণাবতী ২৪। চিত্রকলা ২৫। জয়লক্ষ্মী ২৬। বিদ্যাবতী ২৭। জগজ্জ্যোতি ২৮। মনোমোহিনী ২৯। বৈদেহী ৩০। রূপবতী ৩১। কৌশল্যা ৩২। ভানুমতী।

লেখক হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। জন্ম ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৩৮-এ প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র অন্যতম সদস্য। প্রথম জীবনে হুগলি কোর্টে কেরানির চাকরি এবং পরবর্তীকালে গেজেটেড অফিসারের পদে উন্নীত হন। ৫৬ বছর বয়সে (১৮৬৪) তাঁর দেহান্ত ঘটে। নীলমণির বিখ্যাত গ্রন্থ ভারতের ন'জন নারীর জীবনচরিত নিয়ে লেখা 'নবনারী' (১৮৫২)। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'আরব্য উপন্যাস' (১২৫৬-৫৭ ব.), 'রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম' (১৮৫৫), 'পারস্য উপন্যাস' (১৮৫৬), ৩ খণ্ডে সমাপ্ত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৫৭-৫৮) এবং 'ইতিহাস সার' (১৮৫৯)। 'নবনারী' সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১২৮৭) মন্তব্য করেছিলেন — ' তাঁহার নবনারী আজিও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।'

ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন নীলমণি সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগবের ছাত্র ও বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। (বা. গ. রী., পৃ. ৬২) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ আর নীলমণি জন্মেছেন ১৮০৮ সালে। ১৮৩৪-এ নীলমণির প্রথম বই 'পারস্য ইতিহাস' যখন প্রকাশিত হয়, তখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র ১৪।

॥ বর্ণমালা ॥

শিশুপাঠ্য গ্রন্থেই নীতিশিক্ষা দানের সূচনা। সাধারণভাবে শিশুদের বর্ণ বা অক্ষরপরিচয়ের পরেই ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, সত্য-মিথ্যা, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে কখনও গদ্যে কখনও বা পদ্যে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। ভবিষ্যৎ জীবনের ভালো-মন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এইসব শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদির গুরুত্ব অপরিসীম। বলা যেতে পারে, এই গুরুত্ব এখনও হ্রাস পায়নি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিশুশিক্ষার কারণে রচিত এইসব গ্রন্থের বিভিন্ন নাম ছিল। যেমন, বর্ণমালা, শিশুশিক্ষা, শিশুসেবধি, বালকরঞ্জন বর্ণমালা, বঙ্গ বর্ণমালা, বর্ণপরিচয়, বর্ণবোধ, বোধার্ণব, শব্দাবলী, জ্ঞানারুণোদয়, শিশুবোধোদয় ইত্যাদি। এদের কোনো গ্রন্থে শুধু পদ্যে বা গদ্যে আবার কোনো গ্রন্থে গদ্যে-পদ্যে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয়, বর্ণশিক্ষার মাধ্যমে নীতিশিক্ষার পশ্চাতে ধর্ম-ভাবনা বিশেষ কাজ করেছে। মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মুদ্রিত বর্ণশিক্ষা-গ্রন্থাদিতে খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণার অনুসরণ করেছে। এমনকি স্কুল-বুক সোসাইটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

অপরদিকে হিন্দু ধর্মভাবনা অনুসৃত হয়েছে গোঁড়া সংরক্ষণবাদীদের বর্ণমালায়। ব্রাহ্মভাবনা দেখা গেছে তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণমালায়। আর বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থে এঁকেছেন সংস্কারমুক্ত মানসিকতার ছবি।

আমাদের আলোচ্য সময়সীমায় বহু 'বর্ণমালা' রচিত হলেও আমরা মাত্র একটি 'বর্ণমালা'র সন্ধান পেয়েছি।[১] 'শিশুশিক্ষা', 'শিশুসেবধি', 'বালকরঞ্জন বর্ণমালা', 'জ্ঞানারুণোদয়', 'বোধার্ণব', 'শব্দাবলী' অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে 'বঙ্গ বর্ণমালা', 'বর্ণপরিচয়', 'বর্ণমালা' গ্রন্থগুলিই আলোচিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্ণপরিচয়ের প্রথমদিককার কোনো সংস্করণ পাইনি। শ্রীবিনয়ভূষণ রায়ের 'শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়' থেকে 'বর্ণপরিচয়'-এর আখ্যাপত্র গৃহীত হয়েছে।

১. বর্ণমালা • জেমস স্টুয়ার্ট • ১৮১৮

স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল 'A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed, by Lient. J. Stewart, ... Seven tables in all have been printed at the Serampore Press at the Society's charge;' জেমস্ লঙ বলেছেন — 'Stewart's Elementary Tables, Spelling, 1st ed., 1818, S. B. S., 6.as., a set : Begins with the alphabet, and ends with words of 3 syllables. With short lesson intermixed:' [D. C.]। সম্ভবত সংক্ষিপ্ত পাঠের মধ্যেই আছে খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত নীতিশিক্ষা। 'বর্ণমালা'-র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬ তারিখের সংখ্যায় '১৮২৫ শালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানাতে' যেসব গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে 'মোং ইটালি শ্রীযুক্ত পিয়র্স সাহেবের ছাপাখানায় ...... ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিণ্ট।' — এই সংবাদটি ছিল। ছাপার হরফে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা দেবার সম্ভবত এটি প্রথম প্রচেষ্টা।

স্কুল পাঠ্যরূপে গ্রন্থটি সম্ভবত খুব জনপ্রিয় হয়নি। কারণ সোসাইটির নবম রিপোর্টে (১৮৩২) দেখি 'বর্ণমালা'-র মোট মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০ কপি, মূল্য ২ আনা ৬ পাই। পরবর্তী সংস্করণ ১৮৪০-এ ২০০০ কপি ছাপা হয়, মূল্য একই। মোট মুদ্রণ সংখ্যা ৪০০০ কপি। (দ্বাদশ রিপোর্ট, ১৮৪০)

ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণবোধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ মিলাইলে যেরূপ হইবে — অনেকটা সেই রকম......'। (পৃ. ৩৩৪) আমরা জানি বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের নাম 'বর্ণপরিচয়', 'বর্ণবোধ' নয়।

২. বঙ্গ বর্ণমালা • অজ্ঞাত (তমোহর প্রেস, শ্রীরামপুর) • ১৮৩৫

শ্রীরামপুরের তমোহর প্রেস থেকে অজ্ঞাত লেখকের 'বঙ্গবর্ণমালা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪, মূল্য ১ আনা। পাঠমালা সংযুক্ত প্রাথমিক বাংলা বর্ণশিক্ষার বই। পাঠমালায় নীতিশিক্ষা থাকা স্বাভাবিক।

৩. বর্ণমালা - (১- ?) • অজ্ঞাত (তত্ত্ববোধিনী সভা) • ১৮৪০

লঙ জানিয়েছেন গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০, মূল্য ৩ আনা। গ্রন্থে শিক্ষকের প্রতি সৌজন্য, জ্ঞানের মহত্ত্ব, ভালোমানুষের কর্তব্য, ক্ষমা, অলসতা, মিথ্যাভাষণ এবং জ্ঞান একটি মূল্যবান সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, প্রত্যেক পাঠের পর বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি দেওয়া আছে। গ্রন্থটি পাইনি। 'বর্ণমালা-২' (তত্ত্ববোধিনী সভা) গ্রন্থে নীতিকথা নেই। আলোচ্য গ্রন্থটি সম্ভবত প্রথম খণ্ড।

১৮৪০-এর জানুয়ারি মাসে হিন্দু কলেজ পাঠশালা স্থাপিত হওয়ার পর দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহে ও উৎসাহে ওই বছর জুন মাসে স্থাপিত হয় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। এই পাঠশালাতে পড়াবার জন্য লিখিত হয় 'বর্ণমালা'। সুতরাং প্রথম ভাগটি ১৮৪০ সালেই রচিত হয়েছিল এমন অনুমান করা যেতে পারে। পাঠশালা স্থাপনের আগেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচয় হয়েছে। পাঠশালায় তিনি ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। অতএব 'বর্ণমালা'য় অক্ষয়কুমারের নেপথ্য ভূমিকা থাকা স্বাভাবিক।

৪. বর্ণমালা - ২য় খণ্ড • অজ্ঞাত (স্কুল বুক সোসাইটি) • ১৮৪৬ ?

স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বর্ণমালা'-র ২টি ভাগের সন্ধান আমরা পেয়েছি। প্রাপ্ত ১ম ভাগ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ৭ম সংস্করণ, ৩৬ পৃষ্ঠার বই। সেটি শুধুই বর্ণশিক্ষা ও ব্যাকরণগ্রন্থ। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় ২য় সংস্করণ থেকে ৭ম সংস্করণ পর্যন্ত মুদ্রণ সংখ্যার উল্লেখ আছে, মুদ্রণকালের উল্লেখ নেই। আর প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ সংখ্যা ও কাল কোনোটিরই উল্লেখ নেই। ১ম ভাগে নীতিশিক্ষা নেই।

প্রাপ্ত ২য় ভাগ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, ৫৬ পৃষ্ঠার বই। ১ম ভাগের মত ২য় ভাগে মুদ্রণ সংখ্যার উল্লেখ নেই। ২য় ভাগের আখ্যাপত্র ঃ-

বর্ণমালা। / দ্বিতীয় ভাগ। / BARNA-MALA / PART II / C. S. B. S. / CALCUTTA / PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS. / AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD. / 1854 পৃ. ৫৬।

২য় ভাগে পাঁচটি 'অধ্যায়'। প্রত্যেক অধ্যায় কয়েকটি 'প্রকরণে' বিভক্ত। প্রকরণ সংখ্যা - ১ অধ্যায় / ৪ প্রকরণ, ২/৬, ৩/৫, ৪র্থ অধ্যায়ে প্রকরণভাগ নেই। ৫ অধ্যায় / ১৩ প্রকরণ। গ্রন্থের প্রথমাবধি নীতিশিক্ষা রয়েছে। খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত নীতিশিক্ষার সঙ্গে সাধারণ নীতিশিক্ষাও আছে। যেমন — 'ভাল হইলেই সুখী হয়', 'আত্মম্ভরির জন্ম বৃথা', 'চেষ্টার ফল অবশ্য হয়'। (পৃ. - ৩) 'অহঙ্কার হইতে বড় শত্রু আর নাই', 'সকল ধন হইতে বিদ্যাধন বড়'। (পৃ. ৪) 'গুরু ও বৃদ্ধ লোককে আদর করা সাধুলোকের চিহ্ন', 'মন্দ স্বভাব ত্যাগ কর', 'আপন দোষ ব্যক্ত করিবা, পরের দোষ গুপ্ত করিবা' (পৃ. ৬) ইত্যাদি। দুটি গল্প ঈশপ থেকে নেওয়া হয়েছে (৫/১১ ও ৫/১৩)। নীতিশিক্ষার উদাহরণ হিসেবে কোথাও কোথাও কাহিনী বর্ণিত। নাম 'বর্ণমালা' হলেও ২য় ভাগে বর্ণশিক্ষা দেওয়া হয়নি। দ্রুত পাঠ (Rapid Reader) হিসেবেই এই ভাগ রচিত।

'বর্ণমালা'-র দুটি ভাগ সোসাইটি কবে প্রথম প্রকাশ করেন এ বিষয়ে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১. I. O. L. C. (1905) -র ১৯৫ পৃষ্ঠায় স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বর্ণমালা'-র দুটি খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। ২. ১৮৪৭-এ প্রকাশিত উইলিয়ম ইয়েটস্-এর 'সারসংগ্রহ' গ্রন্থের ২য় সংস্করণে স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত পুস্তক তালিকার একটি বিজ্ঞাপন আছে। সেখানে 'বর্ণমালা' প্রথম ভাগের মূল্য ৵ এবং ২য় ভাগের মূল্য ৵১. নির্দেশিত। ৩. ১৮৫৫-এ প্রকাশিত 'নীতিকথা' ১ম ভাগের ১৪শ সংস্করণে স্কুল বুক সোসাইটির আর একটি বিজ্ঞাপন আছে। সেখানে 'বর্ণমালা' ১ম ভাগের মূল্য /০, এবং ২য় ভাগের মূল্য ১৵. উল্লিখিত।

'বর্ণমালা'-১ম ভাগের ৭ম সংস্করণ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলে তার ১ম সংস্করণ ১৮৪৬-

এ প্রকাশিত হয়েছিল এমন অনুমান করা বোধকরি অসঙ্গত হবে না। আর ১ম ভাগ প্রকাশিত হবার পর ২য় ভাগ যে বেশিদিন অপেক্ষা করেনি তাও অনুমান করা যেতে পারে। অতএব ২য় ভাগও ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল।

লঙের তালিকায় 'বর্ণমালা'-র এই দুটি ভাগের উল্লেখ আছে। তবে ১ম ভাগের ৭ম সংস্করণ (১৮৫৩) এবং ২য় ভাগ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ উল্লিখিত। প্রথম ভাগের মূল্য ১ আনা এবং দ্বিতীয় ভাগের মূল্য ১$^১/_২$ আনা।

৫. বর্ণপরিচয় — ১, ২ • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • ১৮৫৫

আখ্যাপত্র ঃ ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সংস্করণ (১ম ভাগ)

বর্ণপরিচয় / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। / প্রথম ভাগ। / অসংযুক্ত বর্ণ। / ত্রিপঞ্চাশ সংস্করণ। / সংস্কৃত যন্ত্র। / সংবৎ ১৯৩১। / মূল্য এক আনা।

আখ্যাপত্র ঃ পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সংস্করণ (২য় ভাগ)

বর্ণপরিচয় / ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। / দ্বিতীয় ভাগ। / সংযুক্ত বর্ণ। / পঞ্চপঞ্চাশ সংস্করণ। / কলিকাতা / PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY, / NO. 30 BECHOO CHATTERJEE'S STREET. / 1875.

দুটি খণ্ডই ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ এপ্রিল মাসে, দ্বিতীয় ভাগ জুন মাসে। প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনের তারিখ ১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১২ এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনের তারিখ ১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯১২। এই গ্রন্থ দুটি সংস্কৃত যন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। লঙের তালিকায় দেখা যায়, 'বর্ণপরিচয়-২'-এর ৭ম সংস্করণ ছাপা হয়েছে সংস্কৃত প্রেস থেকে ১৮৫৭ সালে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪। 'বর্ণপরিচয় - ১'-ও ওই বছর সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪। ১ম ভাগের সংস্করণ সংখ্যা লঙ আমাদের জানাননি।

'বর্ণপরিচয়' ১ম ভাগ ২১টি পাঠে সম্পূর্ণ। ১২ পাঠ থেকে নীতিশিক্ষাদানের সূচনা। যেমন — 'কখনও মিথ্যা কথা কহিও না। ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না। কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না। রোদের সময় দৌড়োদৌড়ি করিও না। কাহাকেও গালি দিও না। পড়িবার সময় গোল করিও না। সারাদিন খেলা করিও না।' (১২ পাঠ) 'তুমি দৌড়িয়া যাও কেন, পড়িয়া যাইবে।' (১৩ পাঠ) 'ভাল করিয়া না পড়িলে, পড়া বলিতে পারিব না।' (১৪ পাঠ) 'পড়িবার সময় গোল করিলে, ভাল পড়া হয় না; .... পড়িবার সময় গোল করিও না।' (১৬ পাঠ) '........ কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়।' (১৭ পাঠ) ১৯ পাঠে গোপাল এবং ২০ পাঠে রাখালের আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যে এই গোপাল ও রাখাল বিখ্যাত হয়ে আছে। তার কারণ অন্যত্র আলোচিত।

'বর্ণপরিচয়' ২য় ভাগে প্রত্যেকটি অক্ষর নীতিশিক্ষামূলক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যাত। বিভিন্ন পাঠ থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল — '১। কখনও কাহাকে কুবাক্য কহিও না। ২। .... কখনও লেখাপড়ায় আলস্য করিও না। ৩। সদা সত্য কথা কহিবে। ৪। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। ৫। কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। ৬। .... যাহারা মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।' (প্রথম পাঠ) '১। শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না। ২। পরের দ্রব্যে হাত দিও না। কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না। ৫। যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না।

৬। ...... তুমি কদাচ অভদ্র হইও না।' (দ্বিতীয় পাঠ) তৃতীয় পাঠে সুশীল বালকের গুণ ব্যাখ্যাত। 'সুশীল বালক পিতা মাতাকে অতিশয় ভালবাসে, ... মন দিয়া লেখা পড়া করে, ... আপন ভ্রাতা ও ভগিনী দিগকে বড় ভাল বাসে, ... কখনও মিথ্যা কথা কয় না। ...... সে কখনও অন্যায় কাজ করে না। .... কাহাকেও কটু বাক্য বলে না, ... পরের দ্রব্যে হাত দেয় না, ... আলস্যে কাল কাটায় না। ...... সে কখনও দুঃশীল বালকদিগের সহিত বেড়ায় না, ... যখন বিদ্যালয়ে থাকে, গুরু মহাশয় যে সময়ে যাহা করিতে বলেন, প্রফুল্ল মনে তাহা করে। কদাচ তাহার অন্যথা করে না।' মোট দশটি পাঠের মধ্যে চতুর্থ থেকে সপ্তম এবং নবম-দশম পাঠ নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী। দশম পাঠ — ভুবন ও মাসির[১] সেই বিখ্যাত গল্প। গল্পটি ঈশপ থেকে ভাষান্তরিত। কোন মৌলিক গল্প নয়। ড. সুধীর করণ তাঁর 'লোকসাহিত্যে ঈশপ' (১৯৭০) গ্রন্থে মূল গল্পটি সঙ্কলন করেছেন। (১০১ সংখ্যক গল্প, পৃ. ৫১) বিদ্যাসাগর 'চোর ও তার মা'-কে 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়'-তে রূপান্তরিত করেছেন।[২]

বহুদর্শন • নীলরত্ন হালদার • ১৮২৬

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

THE / BOHOODURSON, / OR / Various Spectacles, / BEING / A Choice collection of Proverbs and Morals in the English, / Latin, Bengalee, Sanscrit, Persian and Arabic / languages. / COMPILED BY / NEELRUTNA HALDAR. / "A PROVERB IS THE CHILD OF EXPERIENCE " / বহুদর্শন / অর্থাৎ ইংগ্লণ্ডীয় ও লাটিন জাতীয় ও গৌড়ীয় ও সংস্কৃত ও পারস্ব ও আরবীয় ভাষায় বহুবিধ দৃষ্টান্ত ও নীতিশিক্ষা। / শ্রী নীলরত্ন হালদার কর্তৃক সংগৃহীত। / SERAMPORE / 1826.

পৃ. ১৪৭।

গ্রন্থের 'অনুষ্ঠানপত্র' বা ভূমিকা যথাক্রমে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃতে মুদ্রিত। বাংলায় তিনি বলেছেন — 'যেহেতুক এক গ্রন্থে দৃষ্টিক্ষেপ কবিলে বহুদর্শী হওনের সম্ভাবনা হয় অতএব এই সংগ্রহ ভিন্নজাতীয় প্রসিদ্ধ বাক্য এবং শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য স্বজাতীয় শাস্ত্রোক্তি ও চলিতোক্তির সহিত ঐক্যবাক্যতা ও সমন্যায় করিয়া অর্থাৎ প্রথমতো ইংরাজী ও লাটিন ভাষার বিবিধ পুস্তকান্তর্গত চলিত দৃষ্টান্ত ও নীতিশিক্ষাবিষয়ক গদ্য পদ্য তদীয় বাক্যার্থ ভাবার্থ সাধুভাষায় প্রকাশপূর্ব্বক তত্তদুক্তির তাৎপর্য্য সংস্কৃত মূলের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া এবং দ্বিতীয়তো পারস্ব ভাষার বহুগ্রন্থোদ্ধৃত অথচ সমাজব্যবহৃত অশেষ বিশেষ গদ্য পদ্য ইংরাজী ও সংস্কৃত প্রমাণের সহিত সমতাপূর্ব্বক তাহার প্রত্যেকের যথার্থ অর্থ সাধুভাষায় প্রকাশ করিয়া এবং তৃতীয়তঃ আরবীয় ভাষোক্ত বিবিধ দৃষ্টান্ত ও নীতিশিক্ষা পারস্ব ও ইংরাজী ও সংস্কৃতের সহিত এক তাৎপর্য্যক্রমে তত্তদুক্তির স্বস্বভাবার্থ পৃথক২ বর্ণন করিয়া কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিলাম।'

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ২০.৮.১৮২৫ সংখ্যায় বলা হয় — 'শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় বহুদর্শন নামে এক নূতন পুস্তক করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সে পুস্তক দ্বারা মূর্খ লোকও সভাসৎ হইতে পারিবেক।' ওই পত্রিকার ৩০. ১২. ১৮২৬ সংখ্যায় জানানো হয় বহুদর্শন-এর ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা ১৫০, মূল্য ৩ টাকা। কিন্তু আমরা ১ম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা দেখেছি - ১৪৭। বা. মু. গ্র. তা.-য় 'বহুদর্শন' এর প্রথম প্রকাশ

১৮২০ বলা হয়েছে। (পৃ. ৩২/১) আসলে লেখক গ্রন্থটি সঙ্কলিত করেছিলেন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে। এরপর তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন। গ্রন্থটির অনেক ত্রুটি থাকলেও কেরি প্রবাদ সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন[১] হিসেবে গ্রন্থটির প্রশংসা করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি প্রকাশে সাহায্য করেছিলেন।[২] গ্রন্থরূপে এর প্রথম প্রকাশ ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় 'বহুদর্শন'কে 'বহুভাষিক শব্দকোষ' বলে উল্লেখ করেছেন। (বা.সা.ই.বৃ.-৫ পৃ. ৪২৩) আখ্যাপত্রে প্রেসের নাম স্পষ্ট নির্দেশিত না থাকলেও মনে হয় প্রেসটি শ্রীরামপুরের নীলমণি হালদারের ছাপাখানা। নীলরত্ন নীলমণি হালদারের পুত্র। নীলরত্ন হালদারের 'কবিতা রত্নাকর' গ্রন্থটি ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ওই প্রেস থেকে ছাপা হয়। এ কারণে মনে হয় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এই 'বহুদর্শন' গ্রন্থটিও ওই প্রেস থেকেই ছাপা হয়েছিল। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটির ১ম সংস্করণের মুদ্রণস্থান শ্রীরামপুর মিশন বলে উল্লেখ করেছেন। (পৃ. ৪২৩)

গ্রন্থের সজ্জাক্রম এরকম — ক. ইংরেজি প্রবাদ — গদ্যে বঙ্গানুবাদ — তুলনীয় সংস্কৃত উদ্ধৃতি। খ. ইংরেজি পদ্য — পদ্যে বঙ্গানুবাদ - তুলনীয় সংস্কৃত পদ্য। গ. লাটিন ও ইংরেজি প্রবাদ — গদ্যে বাংলা তাৎপর্য — তুলনীয় সংস্কৃত পদ্য। ঘ. পারস্য ভাষায় দৃষ্টান্ত — গদ্যে বঙ্গানুবাদ — তুলনীয় ইংরেজি উদ্ধৃতি — তার গদ্যে বঙ্গানুবাদ — তুলনীয় সংস্কৃত উদ্ধৃতি — গদ্যে বঙ্গানুবাদ। ঙ. আরবি দৃষ্টান্ত — গদ্যে বঙ্গানুবাদ — সমার্থক ইংরেজি উদ্ধৃতি — গদ্যে বঙ্গানুবাদ —সমার্থক সংস্কৃত উদ্ধৃতি — গদ্যে বঙ্গানুবাদ। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে।

ইং — In every work bigin and end with God.
বাং — তাবৎ কর্ম্ম ঈশ্বর স্মরণপূর্ব্বক আরম্ভ ও সমাপন করহ।
সং — আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে। (পৃ. ৩)

ইং — Silence gives consent.
বাং — মৌনেতে সম্মতি হয়।
সং — মৌনং সম্মতি লক্ষণং। (পৃ. ৫)

ল্যাটিন — Fel latel in melle.
ইং — No joy without alloy.
বাং — দুঃখ না করিলে সুখলাভ হয় না।
সং — নহি সুখং দুঃখৈবিনা লভ্যতে। (পৃ. ৭)

বিভিন্ন প্রবাদের বঙ্গানুবাদ দেখা গেছে — 'ধন অপেক্ষা যশঃ ভাল' (পৃ. ৫), 'বিনা সাহসে কিছুই লভ্য হয় না' (পৃ. ৬), 'অতি সাহসে সকলি নষ্ট হয়' (পৃ. ৬), 'পুরুষের শোভা বিদ্যা স্ত্রীলোকের সুশীলতা' (পৃ. ৯), 'বিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা' (পৃ. ১০), 'আলস্য সকল দোষের দ্বার' (পৃ. ১০), 'স্ত্রীলোকের সুন্দরতা অপেক্ষা লজ্জাশীলতা অধিক মনোরমা হয়' (পৃ. ১২), 'বন্ধু বিনা সংসার অরণ্যের সমান' (পৃ. ১৩), 'যে কোন দান করহ তার শ্লাঘা করিও না' (পৃ. ১৩), 'অসমান লোকের পরস্পর বন্ধুতা ভয়ানক হয়' (পৃ. ১৪), 'অনিশ্চয় বিষয়ের আশায় নিশ্চয়কে ত্যাগ করিও না' (পৃ. ১৫), 'সহসা কোপ করা সাংঘাতিক হয়' (পৃ. ১৬) 'স্ত্রীলোকের সহিত মন্ত্রণা সাংঘাতিক হয়' (পৃ. ৭৫) ইত্যাদি।

বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ ● রাধাকান্ত দেব ● ১৮২১

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ ঃ / নানা বিষয়ক পাঠাদিযুক্ত ঃ / এতদ্দেশীয় ইউরোপীয়োভয় লোকহিতার্থ / শ্রী রাধাকান্ত দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীতঃ / শ্রী বিশ্বনাথ দেব করণক মুদ্রিত ঃ / কলিকাতা ১৭৪৩ শকাব্দা ঃ / - /A / Bengalee Spelling-Book / with Reading Lessons, &C. / Adapted / Both for Europeans and Natives / By Radhacant Deb / A member of Committee, C. S. B. S., C. S. S. & H. C., / Calcutta / Printed by Biswonath De. / 1821. পৃষ্ঠা - ২৮৮।

ব.সা.প.-এ রক্ষিত কপিটির আখ্যাপত্র নেই, বিজ্ঞাপনও খণ্ডিত। আখ্যাপত্রটি সংগৃহীত হয়েছে স. সে. ক.-১ পৃ. থেকে। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' — '....... এক সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপুস্তক ইংরেজী রীত্যনুসারে প্রস্তুত করা গিয়াছিল। কিন্তু কালান্তরে সেই পুস্তক ঐ সমাজস্থ সকলে গ্রাহ্য করিয়া ছাপাইবার অনুমতি দিলে পর তাহাতে নানা উপকারক বিষয় সংযুক্ত করিয়া এই বাহুল্য গ্রন্থ প্রস্তুত করা গিয়াছে।'

এটি একটি ব্যাকরণগ্রন্থ। মাঝে মাঝে 'পড়িবার পাঠ' রয়েছে। ঐ 'পাঠ'-এ 'বালক-কর্ত্তব্য কর্ম্ম' নির্দেশিত। সেখানে 'পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা', 'ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি স্নেহ', 'সকলের সহিত প্রীতি রক্ষা', 'চৌর্য্যবৃত্তির অপরাধ', 'সত্য কথন', 'প্রতিশ্রুতি রক্ষা', 'শিষ্টতা ও সুশীলতা রক্ষা', 'প্রতিবন্ধীদের প্রতি সদয়তা', 'পশু পক্ষীর আদর', 'জিনিসের যত্ন', 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা', 'প্রত্যুপকার', 'পরিমিত আহার' — ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর ভজনার কথাও বলা হয়েছে। 'মিত্রলাভঃ', 'সুহৃদ্ভেদঃ', 'বিগ্রহ', 'সন্ধি' — শিরোনামে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। যেমন — 'কাক, কূর্ম্ম, মূষিক ও মৃগের গল্প', 'সিংহ, শৃগাল ও বৃষ এ তিনের কথা', 'হংসরাজ, বক, ময়ূর, শুক পাখির কথা' — ইত্যাদি। বেশ কিছু প্রবাদ প্রবচন গ্রন্থটিতে রয়েছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'সাঙ্কেতিক বাক্য'।

লঙ বলেছেন এই গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮২০ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৬। গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলেছেন — ' ......one of the best Spelling Books ever published.' 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ৩০ জুন ১৮২১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা হয় — 'শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুইশত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন।' রাধাকান্ত দেব প্রথমে নিজের খরচে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। পরে ১৮২১-এ সোসাইটির অনুমোদনক্রমে গ্রন্থটি বর্ধিত ও পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হয়।

আখ্যাপত্রে রাধাকান্ত দেবের ব্যক্তিপরিচয় বিশেষ লক্ষণীয়। শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পোষ্যপুত্র গোপীমোহন দেবের পুত্র রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — Rajah would certainly appear not behind, but in advance of his equals in age.', আর কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁকে বলেছেন 'Patron of errors' । দুটি মন্তব্যের কোনোটিই এককভাবে তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু হয়েও বহু বিষয়ে তিনি যেমন তাঁর সহমতাবলম্বীদের তুলনায় অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে স্রোতের বিপরীতমুখে হাঁটতে গিয়ে একে একে ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন। একদিকে এতদিনের সামাজিক আচার-বিচারবদ্ধ কুসংস্কারে জীর্ণ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ, অন্যদিকে প্রবলতর গতিতে ও শক্তিতে আছড়ে পড়া পাশ্চাত্য

শিক্ষা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধের ঢেউ। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝে দাঁড়িয়ে রাধাকান্ত দেবের মত সমাজনেতারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। উনিশ শতকে নবযুগের আহ্বানশঙ্খে মুক্তকণ্ঠে ফুৎকার দিতে তাই তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আগ্রহী হয়েও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে বরণ করে নিতে পারেননি। তিনিই সম্ভবত একমাত্র মানুষ যিনি রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে একাই বিশাল প্রাচীর তুলতে চেয়েছিলেন। পাশে পেয়েছিলেন রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্রের মত সহযোগীকে। নিজের পরিবারে সহমরণ প্রথা চলিত না থাকলেও সতীদাহ প্রথাকে সমর্থন করেছেন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারে ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেও বিধবা-বিবাহকে কোনোভাবেই মানতে পারেননি, সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করেছেন। সুরাপান নিবারণ প্রচেষ্টায় বিশেষ উদ্যোগী হলেও দুর্গোৎসবে তাঁর বাড়িতে প্রবাহিত সুরাস্রোত এখন গল্পকথার পর্যায়ভুক্ত। ব্যবসায়িক বা অর্থকরী কারণে ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চললেও সামাজিক সংস্কারে তাদের হস্তক্ষেপ পছন্দ করেননি এবং মিশনারিদের ধর্মপ্রচারকে প্রতিহত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনিই হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সদস্য, কলিকাতা স্কুল-সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক, এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, সরকারি শিক্ষা-বিষয়ক কমিটির সদস্য, টি-বোর্ডের সদস্য। ইংরেজ সরকার থেকে খেলাৎ পেয়েছেন, ভূষিত হয়েছেন 'জাস্টিস অব পিস', 'রাজাবাহাদুর' এবং 'কে. সি. এস. আই' উপাধিতে।

ধর্মমতে পরম বৈষ্ণব রাধাকান্ত, ধর্মান্তরিত হিন্দু অথবা মুসলমানের পৈতৃক সম্পত্তির ওপর অধিকারের প্রবল বিরোধী, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের 'উদ্ধার'কল্পে গঠিত 'পতিতোদ্ধার সভা'র সভাপতি। সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করতে গড়ে তুলেছেন 'ধর্মসভা', জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠন করেছেন 'জমিদার সভা' বা 'ভূম্যধিকারী সভা'। মিশনারি গোষ্ঠী কর্তৃক বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খ্রিস্টতত্ত্ব শেখানো ও হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ রোধকল্পে গড়ে উঠল 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' (১৮৪৬)। রাধাকান্ত দেব কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হলেন। হিন্দু কলেজে পাঠরত এক গণিকাপুত্রকে বহিষ্কারের দাবিতে আন্দোলন হল। সমমানের আর একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগও শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত হল 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' (১৮৫৩)। সর্বসম্মতিতে রাধাকান্ত দেব হলেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান।

এত রক্ষণশীলতা ও স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও সেকালে একজন শিক্ষিত ও পণ্ডিত মানুষ হিসেবে শিক্ষাপ্রসারে, বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকার কথা বিস্মৃত হবার নয়। যদিও স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকা মধ্যপন্থী। অর্থাৎ স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার করলেও নারীকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠানোয় তাঁর সম্মতি ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন নারী তার অন্তঃপুরে বসেই শিক্ষিত হোক। তাঁর কথাতেই বলি — 'আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখবৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না। .... আমার অভিমত এই যে, কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য সাধারণ বিদ্যালয়ে নবশাক কন্যাদের ভর্তি করা উচিত নবশাকগণ সমাজের খুব নিম্ন শ্রেণীস্থ নহেন। .... ভাবী সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়সমূহের জন আবশ্যক শিক্ষয়িত্রীগণ ঐরূপ প্রকাশ্য বিদ্যালয় হইতে সরবরাহ হইবেন।' (সা. সা. চ. - ২, রা. দে.

নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠায় শিখেছিলেন আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও ইংরেজি। সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়েছেন বাংলা ভাষা শেখার ওপর। মনে করতে

মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। কলিকাতা স্কুল-সোসাইটির পাঠশালার গুরুমশাইদের বাংলা ব্যাকরণ শেখা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। বিভিন্ন পাঠশালা ও স্কুলের পরীক্ষা-গ্রহণ ও পারিতোষিক বিতরণ বরাবর তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। রাধাকান্ত দেবের অক্ষয় কীর্তি 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান। ১৮১৯ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাতটি খণ্ড ও একটি পরিশিষ্ট খণ্ড নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এই সংস্কৃত অভিধান। এই কাজের জন্য ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতবর্গ তাঁকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। নিজে যেমন গ্রন্থ রচনা করেছেন অপরকেও তেমনি গ্রন্থরচনায় উৎসাহিত করেছেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থের পশ্চাতে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে।

বালকবোধকেতিহাস - ১ • কেশবচন্দ্র কর্মকার • ১৮৫০

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

বালকবোধকেতিহাস। / প্রথম ভাগ। / শ্রীরামপুর। / চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / FABLES FOR STUDENT, / COMPILED / BY CASUB CHUNDER KURMOCAR. / SERAMPORE. / PRINTED AT THE CHUNDRO-DOY PRESS. / 1850. পৃ. ৩৬।

প্রথম সংস্করণের মূল্য ২ আনা। গ্রন্থে ১৭টি অধ্যায় প্রত্যেক অধ্যায়ের শীর্ষদেশে পয়ার শ্লোকে নীতিশিক্ষা আছে। অধিকাংশ অধ্যায়ে সেই নীতিশিক্ষাটি গল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত। আলোচিত বিষয়গুলি হল — বিদ্যাশিক্ষা, নম্রতা, বুদ্ধি, বিবেচনা, উদ্যম, সত্যবাদিতা, কুক্রিয়া, কুব্যবহার, আলস্য, বিনাকারণে হিংসা, অবিবেচনা, মিথ্যাবাদিতা, ক্রোধ, কৃপণের মায়া, সরল ও শঠের প্রতি ব্যবহার, মনের দৃঢ়তা ইত্যাদি। তৃতীয় গল্পটি ঈশপ থেকে নেওয়া। এক মদোন্মত্ত সিংহকে ছল করে মিথ্যাবাক্যে ভুলিয়ে কুয়োর কাছে নিয়ে এসেছিল ধূর্ত শিয়াল। কুয়োতে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখে ঝাঁপ দিয়েছিল সেই সিংহ। ৪র্থ পাঠে 'গোপাল' নামে এক 'সুশীল' বালকের কথা বলা হয়েছে। এই গোপালেরও পাঠে অত্যন্ত মনোযোগ, তার উত্তরোত্তর জ্ঞান ও সম্মান বৃদ্ধি, রাজসভায় গমন ও দেওয়ানি পদপ্রাপ্তি। অপর পাঠগুলির মধ্যে দু'একটি গল্পসূত্র উল্লেখ করা হচ্ছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায় — তৃষ্ণার্ত সন্ন্যাসী - জলাশয়ে কুমির - অন্য পারে লোভী বাঘ - বাঘের লাফ ও জলাশয়ে পতন - কুমিরের কামড়, বাঘের চিৎকার সন্ন্যাসীর মূর্ছা - ক্ষণিক পরে সম্বিৎ প্রাপ্তি - দুই প্রাণীর যুদ্ধ ও উভয়ের প্রাণত্যাগ। ৮ম অধ্যায় — বাঘের নরহত্যা - শিকারিদের ব্যর্থতা - রাজার পাঁচশো টাকার পারিতোষিক ঘোষণা - সিপাইয়ের লোভ - বনে গমন - গাছের তলায় শয়ন - বাঘ কর্তৃক হত ও মৃত্যুকালে খেদোক্তি। ১৪শ অধ্যায় — শকুনদল ও ময়ূরের সাক্ষাৎ - ময়ূরের আত্মকথা বর্ণনা - শকুনদের উপহাস।

মু. বা. গ্র. প.-তে গ্রন্থটির উল্লেখ আছে। কিন্তু কাল অনুল্লেখিত (পৃ. ৩৬/১)। এ কারণে মনে হয় — ১৮৫৩-১৮৬৭-র মধ্যে গ্রন্থটির পরবর্তী কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্র পঞ্চানন-মনোহর-কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের আত্মীয়।[১]

বালকরঞ্জন বর্ণমালা - ২য় খণ্ড • উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় • ১৮৫৬

উ.জ.গ্র এবং ব.সা.প.-এ রক্ষিত কপি দুটির আখ্যাপত্র নেই। ভূমিকা রয়েছে। তারিখ ৬ মাঘ, ১২৬২ সন (ইং ১৮৫৬)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২। মু. বা. গ্র. প.-তে প্রকাশকাল ১২৬২ ব.(ইং ১৮৫৫)

বলা হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০। ১ম খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কোনো তালিকাতেও তার উল্লেখ নেই। ২য় খণ্ডের ভূমিকা — 'এই দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায় সকল বিষয় নূতন২ পাঠ লেখা হইল। যে২ বস্তু বালকগণের সর্ব্বাগ্রে জানা কর্ত্তব্য তাহা প্রায় সকলি সংগ্রহ হইয়াছে। বালকবৃন্দকে প্রথমে নীতিশিক্ষা দেওয়া যুক্তি যুক্ত নহে। যেহেতু তাহারদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান আদৌ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে সকল দ্রব্যাদি সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতে পায় সেই সকল বস্তু অগ্রে জানিলে পশ্চাৎ নীতিপাঠের অর্থ অনায়াসে গ্রহণে সমর্থ হইবে।' .... সাং হালিসহর খাসবাটী / ৬ মাঘ সন ১২৬২ / শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

নামকরণে 'বর্ণমালা' শব্দটি থাকলেও বর্ণমালার প্রচলিত রীতি এখানে মান্য করা হয়নি। কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিষয়বস্তু বিন্যস্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে 'শরীরের অঙ্গ', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'লিখিবার দ্রব্য', 'ধাতুগণ', 'পঞ্চভূত', তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঘর, বস্ত্র, উত্তম, অধম, সত্য, মিথ্যা, আতপঃ, অন্ধকার, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ইত্যাদি শব্দের পরিচয় প্রসঙ্গে সরাসরি নীতি উপদেশ রয়েছে। যেমন, 'বস্ত্র ꞉ আমারদিগের পরিষ্কার বস্ত্র পরা কর্ত্তব্য' (পৃ. ৩৮), ' মিথ্যা ꞉ বালকগণের কোন কারণে মিথ্যাকথা কহা, কি মিথ্যা গল্প করা বিধেয় নহে' (পৃ. ৪২), 'পিতা ꞉ সকল সম্পর্কের মধ্যে পিতা ও মাতা শ্রেষ্ঠ' (পৃ. ৪৩) ইত্যাদি।

লেখকের আরও কয়েকটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত 'গণিতসার'। বিধবা বিবাহের সমর্থনে লিখেছিলেন পাঁচ অঙ্কের নাটক 'বিধবোদ্বাহ নাটক' ১৮৫৬ সালে। এরপর আরও দুটি বই — 'মাধবমঙ্গল' (১৮৬০) এবং কবিতা রত্নাকর যন্ত্রালয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ছাপা 'সচিত্র চিত্রভানু কাব্য' (সতীত্ব চিত্রভানু?)।

বালকের প্রথম পড়িবার বহি • অজ্ঞাত • ১৮৩৬

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

BENGALI' / School - Book Series - No. 4. / THE CHILD'S FIRST READING BOOK, / CONTAINING / SHORT AND EASY LESSONS / On Scriptural Subjects, / TOGETHER WITH / The meanings of the more difficult words atttached to easy lesson. / বালকের প্রথম পড়িবার বহি, / অর্থাৎ / বালকদের ধর্ম্মের বিষয় শিক্ষার্থে ও পড়িতে অতি সুগম পুস্তক। / কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা ছাপা হইল। / CALCUTTA. / PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK / SOCIETY, / AT THE BAPTIST MISSION PRESS. / 1836.

2000 copies পৃ. ৩২।

গ্রন্থটি মূলত খ্রিস্টধর্ম প্রচারমূলক। ভূমিকা বা বিজ্ঞাপন নেই। ২০টি পাঠ পরপর সন্নিবেশিত। এরপর এলিশার বিবরণ, দাউদের বিবরণ - ১ম ও ২য় ভাগ, ঈশ্বরের প্রেমের বিবরণ - ১ম ও ২য় ভাগ, বালকদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম - ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, রবিবার - ১ম ও ২য় ভাগ, ভোজনের বিষয় - ১ম ও ২য় ভাগ, হিতোপদেশ। প্রায় প্রত্যেক পাঠে সাধারণ নীতিশিক্ষা রয়েছে। যেমন — সকলের প্রতি দয়া কর, মন্দ পথ ত্যাগ কর (৫ পাঠ); লেখাপড়া শিক্ষা করা ভাল (৭ পাঠ); সকলের প্রতি সদাচার করা উচিত (৯ পাঠ) ইত্যাদি। খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের নিন্দা ও

পৌত্তলিকতার নিন্দা করা হয়েছে। যেমন — 'সন্যাসী (মুদ্রণপ্রমাদ) ও যোগী লোকদিগকে কিছু দিও না' (৯ পাঠ); 'অজ্ঞান লোকেরা কেবল প্রতিমা পূজা করিয়া থাকে।' (১০ পাঠ) বালকদের কর্তব্যকর্ম একমাত্র ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরভজনা। 'হিতোপদেশ' অধ্যায়ে কিছু সাধারণ নীতিকথা রয়েছে।

বইটির বিবরণ প্রসঙ্গে লঙ বলেছেন - 'In 1836 was published by T.S. Pratham Paribar Bahi, pp. 32,'...........। তালিকার সূচনায় সংকেতচিহ্নের ব্যাখ্যায় T.S. = Tract Society লিখেছেন লঙ। কিন্তু নিখিল সরকার 'আদিযুগের পাঠ্যপুস্তক' প্রবন্ধে T.S.-এর ভুল ব্যাখ্যা করে লিখেছেন — 'তত্ত্ববোধিনী সভা প্রকাশিত প্রথম 'পড়িবার বই' (১৮৩৫)' (উর্ধকমা, গ্রন্থনাম ও প্রকাশকাল-এর ভুলও লক্ষণীয়)।(দ্র. দু. শ. বা. মু., পৃ. ১৭১) ড. পবিত্র সরকার নিখিল সরকারকে অনুসরণ করেছেন 'ভাষা দেশ কাল' গ্রন্থে — 'পড়িবার বই', (তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৮৩৫)।(পৃ. ১০৪)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯-এর ৬ অক্টোবর।

বিদ্যাকল্পদ্রুম - ১০ (নীতিবোধক ইতিহাস) • কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় • ১৮৪৯

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

MORAL TALES. / CONTAINING / THE KING'S MESSENGERS / BY REV. W. ADAMS M. A. / AND / THE REWARD OF HONESTY / BY MARIA EDGEWORTH. / ADAPTED FOR THE USE OF YOUNG READERS IN BENGAL. / CALCUTTA : / R. C. LEAPAGE AND CO. AND P. S. D'ROZARIO AND CO. / 1849.

Printed By RAJKISSEN BANERJEA, at the Sumachar Chundrika Press, No. 10, Bachoo Chatterjee's Street.

বিদ্যাকল্পদ্রুম। / অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনা / শ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা / সংগৃহীত। / দশম কাণ্ড / নীতিবোধক ইতিহাস / রাজদূত এবং সরলতার পুরস্কার / নামক গল্প / কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। /ইং ১৮৪৯। শক ১৭৭০।পৃ. ১৫৫ + ১।

লঙ এই গ্রন্থটিকে 'রাজদূত ও সরলতার পুরস্কার' নামে তালিকাভুক্ত করেছেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১০। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'রাজদূত ও সরলতার পুরস্কার' শিরোনামে। ছাপা রোজারিও অ্যান্ড কোং থেকে।

আধুনিক বিশ্বকোষ বা মহাকোষের পথিকৃৎ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'। এর ১৩টি খণ্ড বা 'কাণ্ড'। প্রত্যেক কাণ্ডের পৃথক শিরোনাম আছে। যেমন - ১. রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত, ২. ক্ষেত্রতত্ত্ব, ৩. বিবিধ বিষয়ক পাঠ, ৪. রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত (২য় খণ্ড), ৫. জীবন বৃত্তান্ত, ৬. ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত, ৭. বিবিধ বিষয়ক পাঠ (২য় খণ্ড), ৮. ভূগোল বৃত্তান্ত, ৯. ক্ষেত্রতত্ত্ব (২য় খণ্ড), ১০. নীতিবোধক ইতিহাস, ১১. চিত্তোৎকর্ষবিধান, ১২. চিত্তোৎকর্ষবিধান (২য় খণ্ড), ১৩. জীবন বৃত্তান্ত (২য় খণ্ড)। এই ১৩টি খণ্ডের প্রথম ৪টি ১৮৪৬, ৫ম - ৭ম খণ্ড ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে, ৮ম-৯ম খণ্ড ১৮৪৮, ১০ম-১১শ খণ্ড ১৮৪৯, ১২শ খণ্ড ১৮৫০ এবং ১৩শ খণ্ড ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলাদেশে একশটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ দেন। সে সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞানবর্ধক কোষগ্রন্থ-জাতীয় বইয়ের অভাব ছিল। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালনায় স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল প্রচুর, কিন্তু এ ধরণের বই প্রকাশ করা

তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অভাব পূরণে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণমোহন। গ্রন্থমালায় সন্নিবেশিত হল সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান, জীবনী ইত্যাদি। নাম হল 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'।

আখ্যাপত্রে একটি চমকপ্রদ সংবাদ আছে। গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অন্যতম প্রতিনিধি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে। সেসময় প্রেসের সত্ত্বাধিকারী ভবানীচরণ-পুত্র এবং 'ধর্মসভা'র সদস্য রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বোঝা যাচ্ছে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মতামতের বিরুদ্ধতাকে দূরে রাখতে জানতেন উভয় পক্ষই।

'নীতিবোধক ইতিহাস' দ্বিভাষিক গ্রন্থ। বাঁ পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে মূল গল্প, এবং ডান পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ। 'রাজদূত' দানধর্ম প্রতিপাদক আখ্যায়িকা। রেভারেন্ড অ্যাডাম দানধর্মের মাহাত্ম্য স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন দরিদ্রের মধ্যেই ভগবান আছেন, দরিদ্রের সেবাই ভগবানের সেবা। 'সরলতার পুরস্কার' গ্রন্থের লেখিকা মারিয়া এজওয়ার্থও খ্রিস্টধর্মের অনুপ্রেরণায় সরলতার মহিমা ও প্রাপ্তি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। লঙ মন্তব্য করেছেন ...... this work is a great boon to Bengali literature.'

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে উৎসাহী, সতীদাহ কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের মতো ঘৃণ্য সামাজিক প্রথার ঘোর বিরোধী, হেয়ার-গুণমুগ্ধ কৃষ্ণমোহন শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন নিদারুণ দারিদ্র্যে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে বৃত্তি পেয়েছেন বরাবর। পড়েছেন হেয়ারের পাঠশালায় ও হিন্দু কলেজে। ডিরোজিও-র ভাব-শিষ্য ও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য কৃষ্ণমোহন ডিরোজিও-র অনুপ্রেরণায় 'দ্য পার্সিকিউটেড' নাটকে লিখেছিলেন — সত্যের চেয়ে পিতার কান্নাও বলবান নয়। সত্যের জোরেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানতে পেরেছিলেন।

তাঁর ষোল বছর বয়সে বিবাহ এবং উনিশ বছর বয়সে সেকালের সমাজে প্রবল আলোড়ন তুলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর যুক্তিবাদিতা ও ধর্মে অবিশ্বাস রূপান্তরিত হয় খাঁটি মিশনারির মতো যুক্তিহীন ধর্মান্ধতায়। এরপর তিনি অন্যদেরও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে প্ররোচিত করতেন বলে অভিযোগ। বাকি জীবনে বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছেন এবং নিজের বক্তৃতা ও রচনাতে অবিরাম খ্রিস্টমাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। কৃষ্ণমোহনের সহায়তায় মধুসদন দত্ত ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে তিনি দীক্ষা দেন। ১৮৫০ সালে এক আইনে পৈতৃক সম্পত্তির ওপর ধর্মান্তরিত হিন্দু বা মুসলমানের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয়। কৃষ্ণমোহন আইনটিকে দু'হাত তুলে সমর্থন করেন।

মনেপ্রাণে খ্রিস্টান হয়েও মানবসেবা, জনসেবা ও রাজনৈতিক চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন কৃষ্ণমোহন। মানবদরদী হেয়ারের স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে প্রতি বছর বক্তৃতা করেছেন। সতীদাহ নিবারণে আন্দোলন পরিচালনায় সফল রামমোহনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন বাংলা একদিন শিক্ষার বাহন হবে। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সভ্য হিসেবে ইতিহাস পাঠের প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে এবং শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে সমাজ সংস্কার বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছেন 'A Prize Essay on Native Female Education'। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হেয়ারের স্মৃতিসভায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বাংলায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণ শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত বেথুনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

বিভিন্ন সভা-সমিতির সদস্যরূপে কৃষ্ণমোহন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বেথুন সোসাইটি, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি, ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা, ভারত-সংস্কার

সভা, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন। পরবর্তীকালে তিনি 'ডিন' পদেও কাজ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'অনারারি ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বিলুপ্ত হলে সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য গঠিত 'বোর্ড অব একজামিনার্স'-এর একজন সদস্য হন কৃষ্ণমোহন। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের যাবতীয় উন্নতির জন্য ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করা প্রয়োজন। যদিও প্রথম দিকে তিনি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সভ্য হয়েছিলেন। তবে তার কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি। এরপর ইন্ডিয়ান লিগের সভাপতি, ভারত-সভার সভাপতি এবং কলকাতা করপোরেশনের সদস্য। কৃষ্ণমোহন বহু পত্র পত্রিকায় যেমন লেখালেখি করেছেন, তেমনি সম্পাদনাও করেছেন কয়েকটি কাগজ। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র ইংরেজি সাপ্তাহিক 'এন্‌কোয়ারার' (১৮৩১), 'হিন্দু ইউথ' (১৮৩১), 'সংবাদ সুধাংশু' (১৮৫০), কিছুদিনের জন্য 'গবর্নমেন্ট গেজেট' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

॥ বেতাল পঞ্চবিংশতি ॥

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ২৫টি গল্পের সঙ্কলন। মূল গ্রন্থের রচয়িতা কে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। গল্পগুলির নায়ক রাজা বিক্রমাদিত্য। রাজাকে এক সন্ন্যাসী প্রাতদিন একটি করে ফল উপহার দিতেন এবং সেই ফলের মধ্যে একটি করে রত্ন পাওয়া যেত। সেই সন্ন্যাসীর প্রয়োজনে এবং তাঁর অনুরোধে রাজা বিক্রমাদিত্য শ্মশানে কোনো গাছের উপর থেকে এক শবদেহ আনতে গিয়েছিলেন। শবদেহ আশ্রয় করে এক বেতাল বাস করত। সন্ন্যাসীর শর্ত ছিল মৌনব্রত অবলম্বন করে ওই শব আনতে হবে। বিক্রমাদিত্য যতবার শব নিয়ে নিচে নেমে আসেন ততবার বেতাল ওই শর্ত ভঙ্গ করার জন্য তাঁকে একটা গল্প ব'লে সেই গল্পের সমস্যার সমাধান করতে বলে। বিক্রমাদিত্য যথাযথ উত্তর দিতেন। তাঁর মৌনভঙ্গকরার সুযোগে শব আবার গাছে উঠে যেত। এভাবে ২৫টি গল্প বেতাল রাজাকে বলেছিল। ধাঁধা, প্রহেলিকার মাধ্যমে পরিবেশিত নানা ধর্মনীতি লোকনীতি সমন্বিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' পরবর্তীকালে একাধিক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। IOLC (Vol - II, Pt. II) ১৩৮ পৃষ্ঠায় ১৮০৫ ও ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বৈতাল পচীশি'-র উল্লেখ আছে। ব্রজভাষা থেকে অনুবাদ করেছিলেন মজহর আলি খান এবং লল্লু লাল। বিদ্যাসাগর সম্ভবত এই গ্রন্থ (লল্লূলাল)-টি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। ড. সুকুমার সেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত কয়েকটি পদ্যানুবাদের উল্লেখ করেছেন। (বা. সা. ই. - ২, পৃ. ৪৬২) যে কটি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র উল্লেখ পেয়েছি, তাদের গদ্যরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়ায় তালিকাভু করিনি।[১]

বেতাল পঞ্চবিংশতি • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • সংবৎ ১৯০৩ (ইং ১৮৪৭)

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

বেতাল পঞ্চবিংশতি। / কালেজ আফ্‌ ফোর্ট উইলিয়ম্‌ নামক বিদ্যালয়ের / অধ্যক্ষ / শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শল মহোদয়ের / আদেশে / প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে / লিখিত / কলিকাতা / শ্রীযুত পি. এস. ডি. রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে / প্রকাশিত / সংবৎ ১৯০৩

পৃ. ১৬৩। মূল্য - তিন টাকা।

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

বেতাল পঞ্চবিংশতি / কালেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়াধ্যক্ষ / শ্রীযুত মেজর জি টি মার্শল মহোদয়ের / আদেশানুসারে / লিখিত / কলিকাতা / সংস্কৃত যন্ত্রে / দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / সংবৎ ১৯০৬। পৃ. ১৯৮।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি — 'গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কালেজ আফ্ ফোর্ট উইলিয়মের বাঙ্গলা সেরেস্তাদার শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের নিকট অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন।' এই দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরের মেজ ভাই।

প্রথম সংস্করণে ভূমিকা ছিল না। অথচ আকাদেমি পঞ্জিতে বলা হয়েছে 'প্রথম প্রকাশের বিজ্ঞাপন (Preface) ইংরেজিতে ..... লিখিত।' (পৃ. ৩৪১) দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাটি এই প্রকার — 'কালেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে তত্রত্য ছাত্রগণের প্রথম পাঠার্থে বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার রচনা অতি কদর্য্য বিশেষতঃ কোন কোন অংশ এমত দুরূহ ও অসংলগ্ন যে কোনক্রমেই অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হইবার বিষয় নহে। অতএব তৎপরীবর্ত্তে পুস্তকান্তর প্রচলিত করা উচিত ও আবশ্যক বিবেচনা করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুত মেজর জি টি মার্শল মহোদয় কোন নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমি বেতালপচীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম।

.... দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত ৫০০ পুস্তক নিঃশেষ রূপে পর্য্যবসিত হয়। .... পরিশেষে গ্রাহকমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে সমুৎসুক হইয়া শ্রম ও ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। যে যে স্থানে অসঙ্গত ও অপরিশুদ্ধ ছিল সুসংগত ও সংশোধিত হইয়াছে এবং অশ্লীল পদবাক্য উপাখ্যানভাগ পরিত্যাগ করা গিয়াছে। ....'

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯০৬ শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
১০ ফাল্গুন।

'এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত' হয়ে প্রথম সংস্করণের ৫০০ কপি নিঃশেষ হওয়া, 'অতি কদর্য্য দুরূহ ও অসংলগ্ন' হিতোপদেশের পরিবর্তে 'পুস্তকান্তর প্রচলিত করা উচিত ও আবশ্যক বিবেচনা' করা, 'অসঙ্গত ও অপরিশুদ্ধ' অংশকে 'সুসংগত ও সংশোধিত' করা এবং 'অশ্লীল পদ বাক্য উপাখ্যানভাগ পরিত্যাগ' করার পশ্চাতে এক ইতিহাস আছে।

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন বিদ্যাসাগর। চার বছর সেখানে কাজ করার পর মূলত জি টি মার্শালের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার হয়ে আসেন দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য। ১৬ নভেম্বর ১৮৪৬-এ মার্শাল সরকারকে এক চিঠিতে জানান যে সুপরিচিত হিন্দি গ্রন্থ 'বেতাল পচ্চিশী'র অনুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছাপা হতে চলেছে। সরকার পূর্বের এক চিঠিতে তার ১০০ কপি কিনে নিতে স্বীকৃত হয়েছেন। বর্তমানে যেন সেই অনুমতি বহাল থাকে। প্রত্যুত্তরে সরকার মার্শালের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। এরপর ২৮ মার্চ ১৮৪৭-এ মার্শাল সরকারকে লিখলেন — 'Three hundred copies of the 'Betalpanchabinshati' .... having been received into

the College Library.' এসঙ্গে তিনি গ্রন্থের মূল্যবাবদ বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য ৩০০ টাকা মঞ্জুর করার আবেদন জানিয়েছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে মার্শালকে জানানো হল — '......... the necessary orders have been issued to discharge the BiH amounting to Co's Rs 300 therewith submitted, for the purchase of 100 copies of "Betalpanchabinshati", ...'. মুদ্রিত ৫০০ কপির মধ্যে ১০০ কপি কিনেছিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ, যার দাম ছিল ৩০০ টাকা। প্রতি কপির দাম ৩ টাকা ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের আখ্যাপত্রেই মুদ্রিত। এক্ষেত্রে মার্শাল কিছু বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন।

এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কে কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা। কৃষ্ণমোহনের কাছে গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়নি। এ কারণে তিনি আপত্তি করেন। নিরুপায় বিদ্যাসাগর শ্রীরামপুরের মিশনারিদের শরণাপন্ন হলেন। তখন অসহায় বিদ্যাসাগরকে উদ্ধার করতে জে. সি. মার্শম্যান প্রচলিত সমস্ত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কে সর্বোৎকৃষ্ট বলে এক প্রশংসাপত্র দেন। তার ফলে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন 'বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার পিতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম গ্রন্থ এইরূপ দুই এক ধাক্কা খাইয়া শেষে পাদরী সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়।'

সেসময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'হিতোপদেশ' পাঠ্যপুস্তক ছিল। সেই 'হিতোপদেশ' সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যগুলির মধ্যে মানুষ বিদ্যাসাগরের পরিচয়টি ফুটে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থকে সরিয়ে বিদ্যাসাগরের বই চালু করতে কম চিঠি চালাচালি হয়নি। ১০ জানুয়ারি ১৮৪৯-এ মার্শাল সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করে লিখলেন — 'I requst you will be so good as to obtain authority for introducing these new Test Books styled 'Betalpanchabinshati' and 'Bengallee Itihas' in the room of the present Test Book the 'Hitopadesh'. উত্তরে সিটন কার মার্শালকে ১৮.১.১৮৪৯-এ জানালেন —'I am directed to .... state that the Deputy Governor authorizes you to introduce the new Test Books styled 'Betalpanchabingshati' and 'Bangala Itithas' in the room of the present Test Book the 'Hitopadesh'. মৃত্যুঞ্জয়ের সৌভাগ্য তিনি নিজের এই হেনস্থা দেখে যাননি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শালের চেষ্টায় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে গৃহীত হলেও হিন্দু কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত নিজের কলেজে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কে পাঠ্য করতে রাজি হননি। ৫. ৭. ১৮৪৭-এ এফ. জে.ময়েট সরকারকে জানালেন হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। '........ on the ground of its being unsuited for the young pupils of that Institution.' এ প্রসঙ্গে ময়েট যে মার্শালের কাছে গ্রন্থটির সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং অনৈতিক প্রকরণ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন সেটাও জানিয়ে দেওয়া হল। নিজের মতামত জানাতে গিয়ে ময়েট বললেন — 'From my knowledge of the Betal Pucheesee in Hindee, I do not consider it worse than or, indeed, so bad as, many of the classical authors unhesitatingly palced in the hands of school boys of a similar age in Europe. .... the Betal Pucheesee contains anything likely to corrupt youths prematurely exercising functions which in (is?) more moral and civilized as well as temperate countries are

properly postponed to the age of fully developed manhood, when they are no longer liable to induce, as they do in this country, the early mental, moral, and physical degeneracy of the individual and the race.'

এর আগে রসময় দত্ত ১২.৬.১৮৪৭-এ ময়েটকে পরিষ্কারভাবে লিখেছিলেন যে, হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের পক্ষে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মোটেই উপযোগী নয়। তাই ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্রন্থটির কোনো কপির দরকার নেই। উপরন্তু ময়েটের পাঠানো কপিটিও তিনি ফেরত পাঠিয়ে দেন। ২৪. ৬. ১৮৪৭-এ ময়েট মার্শালকে লিখলেন — '.......... if it be unsuited for the youths of the Hindu College, it must be equally illadapted for the pupils of all other Institutions.' উত্তরে মার্শাল ২৯. ৬.১৮৪৭-এ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-কে সার্টিফিকেট দিলেন — 'I have read the work through and consider it to be in this respect to be unsurpassed probably unequalled. The author has endevoured to raise the standard of the language by introducing occasionally and I think judiciously, certain Sanskertism, which may be distasteful to the anglicized Hindus of the old School.

Secondly : There are not in my opinion any passages of an indicent or immoral nature. The incidents perhaps turn too often on the 'tender passion' for the present standard of European taste but the language is very guarded, a great improvement having been made in this respect on the Hindi 'Betal Pucheesee', of which it is a translation. Instances of immorality are introduced, but never flippantly and always I believe with reprehension. False morality is to be found, no doubt, as will be the case with all Hindu works of former ages.'

'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ বিদ্যাসাগর যে স্বীকার করে নিয়েছেন তা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকেই স্পষ্ট। সরকারি রিপোর্টেও তার উল্লেখ আছে। —'A revised edition of Pundit Eshwar Chandra Shurma's elegant translation of the Betal Punchabinsatee, with the omission of all the objectionable passages, has also been introduced...'

যাই হোক, মূলত মার্শালের সার্টিফিকেটের জোরে বিদ্যাসাগর অশ্লীলতার দায় থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পান। সরকারের পক্ষ থেকে ১৪.৭.১৮৪৭-এ ময়েটকে জানিয়ে দেওয়া হল —'........I am directed to request that you will forward to the Management of the Hindu College, copy of Major Marshall's letter to your address .... which may possibly induce them to modify their opinion as regards the suitableness of the Bengali translation of the 'Betal Pucheesee' as a class book for the use of Schools.' [সমস্ত তথ্য U. P. L.V গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত]

পাঠ্যপুস্তক হিসেবে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ছাড়পত্র পেলেও অশ্লীলতার দায় বিদ্যাসাগরের কাঁধ থেকে পুরোপুরি নামেনি। সমকালীন সমাজে গ্রন্থটি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। [দ্র. স. কা বি., পৃ. ৯৯-১০৪] এমনকি গ্রন্থরচনার কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরকে কতটা দেওয়া যায় এ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠেছিল। যদিও সে বিতর্ক নিতান্ত অসার বলে প্রমাণিত হয়েছে। একথা ঠিক, যতই বিতর্ক উঠুক নিন্দামন্দ হোক, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি।

গ্রন্থটির ১ম ও ২য় সংস্করণের ইংরেজি প্রকাশকাল নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। IOLC (1905)-এ ১ম সংস্করণ ১৮৪৬ এবং ২য় সংস্করণ ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লিখিত। BMC (1886) -তে ১ম সংস্করণ ১৯০৩ সম্বৎ (ইং-১৮৪৬), ২য় সংস্করণ ১৯০৬ সম্বৎ (ইং-১৮৫১) বলে উদ্ধৃত। যতীন্দ্রমোহন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন — বেতাল পঞ্চবিংশতি (বিদ্যাসাগর কৃত) -উপ - / ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৮১৮, ১৮২৫ (১২৩২ বাং), ১৮২৬ (২য় সং), ১৮৩০, ১৮৪৬ (১৯০৩ সংবৎ), ১৮৪৭, ১৮৪৯, ১৮৫০ (১৯০৬ সং বৎ), ১৮৫১, ১৮৫২ (১২৫৮ বাং)। (পৃ. ৩৪/১) স্মরণীয়, বিদ্যাসাগর জন্মেছেন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে।

যতীন্দ্রমোহন আরও লিখেছেন — 'Marshall George Turnbull -এর ইচ্ছানুসারে লিখিত - ১৮২৫, ১৮৪৬ (১৯০৩ সংবৎ), ১৮৪৯, ১৮৫০ (১৯০৬ সংবৎ, ২য় সং)। আমাদের বক্তব্য — মার্শালের 'আদেশানুসারে' বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' লিখেছিলেন ১৯০৩ সম্বৎসরে (ইং-১৮৪৭), যার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সম্বৎসরে (ইং-১৮৫০)। ১৮২৫ ও ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ সঠিক নয়। মু. বা. গ্র. প.-তে বলা হয়েছে — ১ম সং - ১৮৪৭, ২য় সং - ১৮৫১, ৪র্থ সং - ১৮৫৩, ৫ম সং - ১৮৫৫ - সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা যন্ত্র, ৬ষ্ঠ সং - ১৮৫৬ - সংস্কৃত যন্ত্র - ১৯২ পৃ.। [পৃ. ৯৭-৯৮] লঙ জানিয়েছেন - ৫ম সং - সংস্কৃত প্রেস - মূল্য ৮ আনা।

১৮৫০-৫১ শিক্ষাবর্ষে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশ্রেণী ও অলঙ্কারশ্রেণীর জন্য যে পাঠ্যক্রম বিদ্যাসাগর স্থির করেছিলেন তাতে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৫১-৫২ শিক্ষাবর্ষে সিনিয়র স্কলারশিপের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সংস্কৃত অনুবাদের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজের বাংলা শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মৌখিক পরীক্ষার সিলেবাসে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র নাম বিদ্যাসাগর প্রস্তাব করেছিলেন। হিন্দু স্কুল পাঠশালার প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র বসুর বাংলা পরীক্ষা নেওয়া হয় ২০ জুলাই ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে পরীক্ষার্থীকে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' থেকে পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন — 'In conclusion, I am of opinion, that Baboo Gopalchandra Bose has a fair knowledge of the Bengali language.' [তথ্যসূত্রঃ U. P. L. V.]

বৈরাগ্যশতক • বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার • ১৮৫৫

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

বৈরাগ্যশতক। / প্রত্যেক সংস্কৃত পদের বাঙ্গালা অর্থ সহিত। / শ্রী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক / বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির মৃজাপুরের ১৩ সংখ্যক / ভবনে মুদ্রিত। / শক ১৭৭৭। পৃ. ৬৫।

বিজ্ঞাপন — এই বৈরাগ্যশতক গ্রন্থ ভর্ত্তৃহরি প্রণীত, ইহা নানা প্রকার সদুপদেশ ও সাধুভাষা পরিপূরিত। .... শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুমার মল্লিক রায় মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় টীকার সহিত অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। আমি তাঁহা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া এবং ব্যয় বিষয়ে তাঁহার নিকট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া ইহা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। .... সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন। কলিকাতা / ১৫ ফাল্গুন, ১৭৭৭ শক।
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা।

ভর্তৃহরির মূল গ্রন্থটির গদ্যে অনুবাদ। লেখকের মূল নাম বাণেশ্বর ভট্টাচার্য। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে কাশীতে বেদ শিক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ১৮৪৮-এ তিনি যজুর্বেদে পণ্ডিত হয়ে ফিরে আসেন। এরপর 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে বৃত হন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য। তাঁর পর ক্রমানুযায়ী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীধর বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহযোগিতায় কালীপ্রসন্ন সিংহ 'মহাভারত' অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সেখানে অন্যতম অনুবাদকরূপে নিযুক্ত হন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠপোষক কালীকুমার মল্লিক রায় পাথুরিয়াঘাটার রাজা শিবচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র। শিবচন্দ্র রায় সম্বন্ধে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিতোপদেশ' গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে।

বোধার্ণব • রামকৃষ্ণ • ১৮৩৬

উল্লেখ আছে লঙের তালিকায়। তালিকানুযায়ী এটি দ্বি-ভাষিক গ্রন্থ - (সংস্কৃত - বাংলা)। লেখকের পূর্ণ নাম নেই। বাসস্থান বরদপুর। লঙ বলেছেন '...... gives also moral sentences.'

বোধোদয় • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • ১৮৫১ দ্র. শিশুশিক্ষা - ৪

মনোরঞ্জনেতিহাস • তারাচাঁদ দত্ত • ১৮১৯

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

PLEASING TALES; / OR / STORIES DESIGNED TO IMPROVE THE UNDERSTANDING, AND / DIRECT THE CONDUCT, OF YOUNG PERSONS, /BY/TARACHUND DUTT. / মনোরঞ্জনেতিহাস/ অর্থাৎ বালকেরদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান./শ্রী তারাচাঁদ দত্ত কর্তৃক. / স্কুল বুক সোসাইটি দ্বারা /মিশন ছাপাখানাতে মুদ্রিত করা গেল. / C.S.B.S./CALCUTTA: / PRINTED AT THE MISSION PRESS, / FOR THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY./1819./

পৃ. ২৩।

শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত — কলিকাতা স্কুলবুক সোশাইটির দ্বারা মুদ্রিত হইয়া, /কলিকাতা মিশন ছাপাখানায় ছাপা হইল./ইং সন ১৮১৯ শাল.

প্রাপ্ত কপিটির প্রথম দুটি পৃষ্ঠা নেই। বিষয়সূচি — কৃতঘ্ন, ঐ ঋষয়, বিদ্যাভ্যাসের গুণ, বিদ্যারত্নং মহাধন, শ্রমবিষয়ক কথা, আলস্য, দাতব্য, হিংসা, লোভ, অসার আশা, কৃতঘ্নতার ভর্ৎসনা, বালকেরদিগের শিক্ষা পিতা মাতার কত্তব্য (মুদ্রণ প্রমাদ), স্তাবকের কথা, সুখের মূল, রসনা শাসন, সংসর্গের বিষয়, শিষ্ট নিরূপণ ।

প্রচ্ছদপট ঃ দ্বি-ভাষিক ২য় সংস্করণ (১৮২৫)

ANGLO-BENGALEE. / PLEASING TALES. / PART-I. / C.S.B.S. / মনোরঞ্জনেতিহাস, / অর্থাৎ / কালকেরদিগের (মুদ্রণ প্রমাদ) জ্ঞানদায়ক ৺ নীতিশিক্ষক উপাখ্যান. / প্রথম ভাগ. *500 Copies – Dec 1824*

আখ্যাপত্র ঃ দ্বি-ভাষিক ২য় সংস্করণ (১৮২৫)

(I) *PLEASING TALES ; / OR / STORIES, / DESIGNED TO IMPROVE THE UNDERSTANDING, / AND /DIRECT THE CONDUCT, / OF YOUNG PERSONS. / PART I. / C.S.B.S. / মনোরঞ্জনেতিহাস, / অর্থাৎ বালকেরদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান. / প্রথম ভাগ. / কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি দ্বারা স্কুল বুক ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল। / CALCUTTA : / PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS. /1825.*

(II) *মনোরঞ্জনেতিহাস, / অর্থাৎ /বালকেরদিগেব জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষার উপাখ্যান./ প্রথম ভাগ./ PLEASING TALES; / OR / STORIES DESIGNED TO IMPROVE THE UNDERSTANDING, AND / DIRECT THE CONDUCT, OF YOUNG PERSONS.* পৃ.৫৫।

লক্ষণীয়, এক বইয়ে দুটি আখ্যাপত্র। এই দ্বি-ভাষিক সংস্করণে লেখকনাম নেই। এক-ভাষিক প্রথম সংস্করণে লেখকনাম রয়েছে। বিষয়সূচিতে সংযোজন ও সামান্য পরিবর্তন আছে। সংযোজন — সুজনতা ও কৃতজ্ঞতা। শিরোনামে পরিবর্তন - কৃতঘ্নের দণ্ড < কৃতঘ্ন, বিদ্যারত্নং মহাধনং < ..... মহাধন, দান < দাতব্য, কৃতঘ্নের ভর্ৎসনা < কৃতঘ্নতার .....। প্রচ্ছদপট ছাপা হয়েছে ১৮২৪-এ। আখ্যাপত্র ছাপা এবং গ্রন্থ-প্রকাশ ১৮২৫-এ।

প্রচ্ছদপট ঃ দ্বি-ভাষিক ৩য় সংস্করণ (১৮২৮)

ANGLO-BENGALEE. / PLEASING TALES. / PART I. / C.S.B.S. / মনোরঞ্জনেতিহাস,/অর্থাৎ / বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান। / প্রথমভাগ। / 1000 Copies – Sept. 1828.

অ্যাখ্যাপত্রাংশ ঃ দ্বি-ভাষিক ৩য় সংস্করণ (১৮২৮)

(I) *মনোরঞ্জনেতিহাস, অর্থাৎ বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখান। /প্রথম ভাগ। / কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি দ্বারা স্কুল বুক ছাপাখানাতে /মুদ্রিত হইল। / AND SOLD AT THE SOCIETY'S DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD. / SOLD ALSO BY MR. J.J. FLEURY, COSSITOLLAH, CALCUTTA. / 1828.*

এই আখ্যাপত্রের পর পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত — 1st Ed. – 500 Copies / 2D Ed. 500 Copies / 3D Ed. 1000 Copies.

(II) *মনোরঞ্জনেতিহাস। / অর্থাৎ / বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষার উপাখ্যান। / প্রথম ভাগ। / PLEASING TALES; / PART-I* পৃ. ৫৯।

এই সংস্করণেও দুটি আখ্যাপত্র। বিষয়সূচি অপরিবর্তিত। শুধু 'বালকেরদিগের' শব্দের পরিবর্তে 'বালকদিগের' শব্দ ব্যবহৃত।

প্রচ্ছদপট ও আখ্যাপত্রাংশ ঃ বাংলা ৮ম সংস্করণ (১৮৫০)

মনোরঞ্জন ইতিহাস। / অর্থাৎ / বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান।/

PLEASING TALES; /....../OF YOUNG PERSONS. /C.S.B.S/......AND / SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD. / 1850.

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত -- 1st ed 1819, 2000 Copies. 2n 1825 1000, 3d 1829 1000, 4th 1500. 6th 1845, 1500 7th 1846 5000. 8th 1850, 5000.

আখ্যাপত্রে Part I কথাটি মুদ্রিত নেই। সূচিপত্র নেই। শেষ পৃষ্ঠায় (পৃষ্ঠাঙ্ক মুদ্রিত নেই) শ্রম বিষয়ক কথা-র একটি ছবি এবং চতুর্থ প্রচ্ছদে প্রাচীন পাঠশালার একটি ছবি আছে। লক্ষণীয়, সোসাইটির পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির মত এই আখ্যাপত্রে ইংরেজি নাম সূচনায় নেই। গ্রন্থনাম সন্ধি-বিযুক্ত হয়ে মুদ্রিত। অর্থাৎ দু'ভাবেই গ্রন্থটি পরিচিত ছিল।

আখ্যাপত্রাংশ ঃ ১৮৫৪ সংস্করণ

PLEASING TALES/............ মনোরঞ্জন ইতিহাস। / অর্থাৎ / বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক / উপাখ্যান, / কলিকাতা স. বি. প্র., যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত / হইল। / CALCUTTA. / PRINTED AT THE S. B. P. PRESS./ 1854 পৃ. ৩৫।

এই আখ্যাপত্রে লেখক ও প্রকাশক-নাম অনুল্লেখিত। মুদ্রকের পূর্ণনাম নেই। স. বি. প্র. - এই সংকেতের ব্যাখ্যা আমরা পাইনি।

'মনোরঞ্জনেতিহাস'-বাংলা ভাষার সঙ্গে ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্করণেও প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। সোসাইটির ২য় বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে — 'Of this work, called Monoranjon Etihas, or 'Pleasing Tales', there are now printing at the Calcutta Mission Press, 2000 copies in Bengalee, and half that number in English and Bengalee on alternate pages.' [Page-4] ব. সা. প.-এ আখ্যাপত্রহীন ৩৫ পৃষ্ঠার একটি বাংলা সংস্কবণ দেখেছি। লঙ বলেছেন — 'Many editions of this work have been published at different presses; in Chinsura, and Calcutta; the School Book Society alone have sold 18,000 copies.'

কবে কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। লঙের মতে শেষ সংস্করণ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬ এবং মূল্য ১ টাকা ৮ আনা। মু. বা. গ্র. প.-তে ৯ম সংস্করণ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বলা হয়েছে। [পৃ. ৫৬] অন্যদিকে বা. মু. গ্র. তা.-য় ৯ম সংস্করণ ১৮৫১-তে প্রকাশিত বলে নির্দেশিত। [পৃ.৩৬]

সোসাইটির রিপোর্টে দেখা যায় — ১৮১৯-এ দ্বি-ভাষিক বাংলা 'মনোরঞ্জনেতিহাস' ছাপা হয় ১০০০ কপি। যদিও প্রাপ্ত ১৮২৮-এর দ্বি-ভাষিক ৩য় সংস্করণে ১ম সংস্কণের মুদ্রণ সংখ্যা রয়েছে ৫০০ কপি। ১ম সংস্করণে দাম ৩ আনা ৬ পাই। ১৮২৫-এ মূল্য হয় ৬ আনা। ৩য় সংস্করণ ১৮২৮-এ। দাম রইল পূর্ববৎ। বাংলার ৩য় সংস্করণ ১৮৩০-এ দামে ছাপা হয় ১০০০ কপি। দু'বছর পর ১৮৩২-এ দাম একটু কমানো হল — ২ আনা ৯ পাই। একই দামে ও সংস্করণে বইটি চলেছে আরও কয়েকবছর। অবশেষে ১৮৪০-এ বাংলা ও দ্বি-ভাষিক উভয়েরই ৪র্থ সংস্করণ ছাপা হল ৫০০ কপি করে। মূল্য তখনও অপরিবর্তিত।

যতীন্দ্রমোহন 'মনোরঞ্জনেতিহাস'-কে এভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন — মনোরঞ্জন ইতিহাস-নী/- 'মনোরঞ্জনেতিহাস'-১ম ভাগ, ১৮২৫, ১৮২৮। / — ১৮১৯ (১ম সং), ১৮২৫ (২য় সং),

১৮২৮ (৩য় সং), ১৮২৯ (৩য় সং) ১৮৪০ (৪র্থ সং), ১৮৪২ (৫ম সং), ১৮৪৫ (৬ষ্ঠ সং), ১৮৪৬ (৭ম সং), ১৮৫০ (৮ম সং), ১৮৫১। / — তারাচাঁদ দত্ত, ১৮১৯, ১৮২৫, ১৮৫১। [পৃ. ৩৬/২]

'মনোরঞ্জনেতিহাস'-এর ১৮২৫-এর বাংলা সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৭। ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬-এর 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন — ১৮২৫ সালে 'মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়র্স সাহেবের ছাপাখানায়.........মনোরঞ্জন ইতিহাস রিপ্রিন্ট নাগর অক্ষর।'

ব.সা.প.-এ প্রাপ্ত আখ্যাপত্রহীন ৩৫ পৃষ্ঠার সংস্করণটি সম্ভবত ১৮২৫-এ প্রকাশিত ২য় সংস্করণ। কারণ, ওই বছর প্রকাশিত দ্বি-ভাষিক সংস্করণে যতিচিহ্নে দাঁড়ির বদলে ফুলস্টপ ব্যবহৃত। এই আখ্যাপত্রহীন সংস্করণেও গদ্যে ফুলস্টপ ব্যবহৃত। ১৮২৮ সংস্করণে যতিচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৮১৯-এর প্রথম সংস্করণের বিষয়সূচির সঙ্গে দুটি নতুন অধ্যায় এখানে সংযোজিত (সুজনতা ও কৃতজ্ঞতা, ঐ বিষয়), এবং শিরোনামে কয়েকটি পরিবর্তন আছে — যা একই বছরে প্রকাশিত দ্বি-ভাষিক সংস্করণেও দেখি।

১ম সংস্করণে ১৭টি অধ্যায়ে ১৬টি বিষয় এবং পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ১৯টি অধ্যায়ে ১৭টি বিষয় আলোচিত। বিষয়সূচি আখ্যাপত্রের সঙ্গেই দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চম, অষ্টম, সপ্তম, ষোড়শ অধ্যায়ে গল্প নেই। অবশিষ্ট বিষয়গুলি গল্পের উদাহরণসহ আলোচিত। কখনও গল্পের শেষে গদ্যে, কখনও গল্পের সূচনায় পয়ার ছন্দে নীতিশিক্ষা রয়েছে। গদ্যে নীতিবাক্যগুলি এরকম — 'উপকার করিলে কৃতোপকার স্বীকার করা ও সাধ্যানুসারে উপকার করা মহল্লোকের নিদর্শন।' (সুজনতা ও কৃতজ্ঞতা) 'উপকারীর অমঙ্গলকারী ও কৃতঘ্ন যে ব্যক্তি তাহার মঙ্গল কদাচ হয় না।' (কৃতঘ্নের দণ্ড) 'কুমন্ত্রণাতে বিশ্বাস করিলে অবশ্যই প্রতারিত হইতে হয়; আর ও লোভ করিলেই যে পাওয়া যায় এমত নহে, ববং লোভের দ্বারা প্রাপ্ত অথবা উপস্থিত বস্তুর নাশ হয়।' (লোভ) 'যে জন আপনার পদের কিম্বা অবস্থার অধিক অথবা অসম্ভব ও দুর্লভ আশাতে মত্ত হয়, তাহাকে নিরাশ ও দুর্দশান্বিত হইতে হয়।' (অসার আশা) 'অসার আশা' শিরোনামে পরিবেশিত গল্পটি কিছুটা ভিন্নরূপে 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)-য় দেখেছি। এবং এরপর 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' (১৮৩৮)-তেও এই গল্পটির আরও একটু আধুনিকীকরণ দেখা যায়।

ধর্মান্তরিত বাঙালি খ্রিস্টান এবং বর্ধমানে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষক তারাচাঁদ দত্ত। 'মনোরঞ্জনেতিহাস' ব্যতীত তারাচাঁদ আর একটি বই লিখেছেন 'জ্ঞানাঞ্জন অথবা সারসংগ্রহ' (১৮২৩)। 'মন্মথ কাব্য' (১৮৪৪) তাঁর লেখা কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, লেখক তারাচাঁদ দত্ত একজন কবিও বটে। তাঁর রচিত কবিতা স্থান পেয়েছে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত খ্রিস্টীয় গীতসংগ্রহের তৃতীয় ভাগে এবং ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জর্জ পিয়ার্সের আর একটি খ্রিস্টীয় গীত সংগ্রহে।

মনোরম্য ইতিহাস • অভয়চরণ দাস • ১৮৫৩

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

মনোরম্য ইতিহাস। / শ্রীযুত বাবু রাধানাথ শীকদার মহাশয়ের / অনুমত্যানুসারে / শ্রীযুত অভয়চরণ দাস বিরচিত। / কলিকাতা নিউ প্রেসের পণ্ডিত মহাশয় / কর্তৃক পরিশোধিত। / কলিকাতা / বাহির সিমুলিয়ার সুকেস ষ্ট্রীটের ৯ সংখ্যক ভবনে / কলিকাতা নিউ প্রেসে মুদ্রিত। / সন ১২৬০ / ইং ১৮৫৩ পৃ. ২৬।

এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ কলিকাতা পার্ক ষ্ট্রীটে ৩৫ নং বাটীতে বা ইটালি কামারডাঙ্গার শ্রীযুত অভয়চরণ দাসের ভবনে পাইবেন।

১ম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ৫০০ কপি। মূল্য ২ আনা। লঙের মতে লেখকনাম অক্ষয়চরণ দাস।

বিষয়বস্তু — এক হৃষ্টপুষ্ট ইঁদুরকে খাবার জন্য একটি সাপ তাকে ধাওয়া করে। ইঁদুরের সঙ্গে সঙ্গে সেও গৃহস্থের খোলা পেঁটরাতে প্রবেশ করে। গৃহস্বামিনী এসে সেই পেঁটরাটি বন্ধ করায় উভয়ে ভিতরে বন্দী হয়। তখন মুক্তির জন্য দুজনের মধ্যে শলা-পরামর্শ এবং বন্ধুত্ব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইঁদুর পেঁটরা কেটে গর্ত করে। উভয়ে মুক্ত হয়। এরপর সাপ মুখে করে ইঁদুরকে নিয়ে বাইরে আসে। শেষে দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করে প্রস্থান করে। কাহিনী বর্ণনায় বহু প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার করা হয়েছে। সাপ ও ইঁদুরের কথোপকথনে নীতিশিক্ষার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। বিপদে বিবদমান দুই শত্রুর বন্ধুত্ব দুজনকেই বিপন্মুক্ত করতে পারে — এই শিক্ষাটিই এখানে দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখররূপে মাউন্ট এভারেস্টের আবিষ্কর্তা এই গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষক রাধানাথ শিকদার। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত মহিলাদের জন্য প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগে প্রকাশ করেন 'মাসিক পত্রিকা'। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। রাধানাথ শিকদার 'ডিরোজিও বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল।' ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য রাধানাথ 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র উৎসাহী সভ্য। বিধবা-বিবাহের সমর্থক ও বাল্য-বিবাহের ঘোর বিরোধী। জীবনে দার-পরিগ্রহ করেননি সার্ভে সংক্রান্ত গণিতে পারদর্শী এই মানুষটি। হিন্দু কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র প্রমুখ। যৌবনে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেও অন্য ধর্মের আশ্রয় নেননি এবং আজীবন বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও যুক্তিবাদকে সযত্নে পালন করেছেন।

মনোরম্য পাঠ -১ • রামচন্দ্র মিত্র • ১৮৫৫

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

BENGALI FAMILY LIBRARY / গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ। / MONORUMYO PAT, / OR SELECTIONS FROM THE PERCY ANECDOTES; / TRANSLATED INTO BENGALI. / PART I. / মনোরম্য পাঠ, / অর্থাৎ / পর্সি / এনেকডোট্‌স নামক ইংরেজি গ্রন্থের / সার সংগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় / অনুবাদিত। / প্রথম ভাগ। / SECOND EDITION. / ALIPORE : / PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE SOCIETY, / AT THE JAIL PRESS. / 1857
পৃ. ৯৯।

গ্রন্থের ১ম সংস্করণ আমরা পাইনি। তবে 'ভূমিকা'র তারিখ অক্টোবর, ১৮৫৫। ১ম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৪। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখকনামের উল্লেখ না থাকলেও এটি যে রামচন্দ্র মিত্রের রচনা তার প্রমাণ রয়েছে (দ্র. - সা. সা. চ -২/রা.মি.) যদিও ড. সুকুমার সেন অনুবাদকের কৃতিত্ব দিয়েছেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়কে। (বা. সা. গ. ১৯৯৮, পৃ. ৬২) আশা গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — '.....মনোরম্য পাঠ একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৮৫৭ সালে 'পার্সি এনেকডোটস্' নামক ইংরাজি গ্রন্থের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রথম ভাগ অনূদিত

হয়।' (বা.শি.সা.ক্র., পৃ. ৯৪) উল্লিখিত ১৮৫৭ সাল যে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল নয়, সেটি আখ্যাপত্রেই প্রমাণিত।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন — '.....ইহাতে মহাত্মাদিগের জীবনচরিত, পুরাবৃত্ত, শিল্প সাহিত্য, পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিবিদ্যাদ্যোতক ঐশিকনিয়ম প্রভাবিত নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ মনোহর পাঠসকল নিবেশিত হইয়াছে। .....ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায় অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। ......ইহাতে তুচ্ছ শব্দচাতুরী ও অনুপ্রাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করা যায় নাই। কলিকাতা / অক্টোবর ১৮৫৫।

বিচিত্র বিষয় সমাবেশের মধ্যে নীতিশিক্ষামূলক অধ্যায় আছে কয়েকটি। যেমন — পিতৃভক্তির পুরস্কার, এক দরিদ্রের দান, ভল্লুক এবং বালক, দয়ালু অশ্বতরী চালকের পুরস্কার, সিংহ ও ব্যাধের প্রণয়, কৃতজ্ঞ সিংহীর বিষয় ইত্যাদি।

হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র রামচন্দ্র মিত্র জন্মেছেন ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। চাকরি জীবন শুরু হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে। প্রথমে জুনিয়র বিভাগে এরপর সিনিয়র বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ সূচনার পরও কিছুদিন হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং শেষে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। ১৮৬৪-তে 'জাস্টিস অব দি পীস' এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। রামচন্দ্র বেথুন সোসাইটির সঙ্গে প্রতিষ্ঠাবধি যুক্ত ছিলেন। তিনি সোসাইটির দ্বিতীয় সম্পাদক (১৮৫৪-৬০)। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটী'র সঙ্গে রামচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য হল 'ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের চিরস্থায়ি রাজত্বে সাহায্য' করা এবং 'রাজবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইনসকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা' করা। ডেভিড হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করার কমিটি ও সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সদস্যরূপে তাঁর নাম দেখা যায়। রামচন্দ্রের জীবনাবসান ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে।

'মনোরম্য পাঠ' ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ তিনি রচনা করেননি। তবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের একটি গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। সাময়িকপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশনায় তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রকাশনায় 'পশ্বাবলি'র দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৮৩৩) সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র। সেকালের পাশ্চাত্য শিক্ষিত উদার মতাবলম্বীদের বিখ্যাত পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ' রামচন্দ্র কিছুদিন পরিচালনা করেছেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণধন মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেন নীতিবিষয়ক পত্রিকা 'জ্ঞানোদয়'। ১৮৪৪-এ কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সাহায্যে প্রকাশ করেন 'পক্ষির বিবরণ'।

৩০ এপ্রিল ১৮৩৪-এ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় '"প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন' তাঁদের নামের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। দেখা যায় — দ্বারকানাথ ঠাকুর ১০০০, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০০, রায় কালীনাথ চৌধুরী ১০০০ টাকা এবং গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ২ টাকা ও রামচন্দ্র মিত্র ২ টাকা দান করেছেন। ১৮৪০ সালে হিন্দু কলেজ পাঠশালার সূচনার দিন 'অনেকানেক এতদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় মহৎ২ মনুষ্যের সমাগম' হয়েছিল। সেখানে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বিদ্যালয়-বিষয়ে 'উত্তম বক্তৃতা লিপি পাঠ ও তাহার তাৎপর্য্য সহ ব্যাখ্যা' করেছিলেন। 'অনন্তর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ বাঙ্গালার ইঙ্গরেজী অনুবাদ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের বোধার্থ পাঠ করিলেন।'

মনোহর ইতিহাসমালা • জর্জ গলওয়ে • ১৮৪০ দ্র. Pleasant Stories

শব্দাবলী • অজ্ঞাত • ১৮৫০

বইটি পাইনি। লঙের তালিকা থেকে জানা যায় — বিশপস্ কলেজ প্রেস থেকে 'শব্দাবলী' মুদ্রিত হয় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬, মূল্য ২ আনা। এটি প্রাথমিক বর্ণ শিক্ষার বই। ৭ অক্ষরের শব্দ পর্যন্ত আছে। প্রত্যেক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে নীতিশিক্ষা বিষয়ক পাঠে।

শিশুবোধোদয় • ইয়ুল. জে. • ১৮৫৪

লঙ বলেছেন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ১ আনা মূল্যের ২৪ পৃষ্ঠার শিশুদের বর্ণশিক্ষার এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। ছোট ছোট বাক্যে ও পদ্যে বর্ণশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি না পেলেও এ কারণে তালিকাভুক্ত করেছি যে, প্রথমত শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষার গ্রন্থগুলি সাধারণত নীতিশিক্ষায় পূর্ণ, উপরন্তু সেই গ্রন্থ মিশনারি বা ইউরোপীয় কর্তৃক লিখিত হলে সেখান খ্রিস্টীয় নীতি উপদেশের আধিক্য লক্ষ করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থটিও তার ব্যতিক্রম নয় বলেই মনে হয়।

॥ শিশুশিক্ষা ॥

'শিশুশিক্ষা' একটি গ্রন্থমালা। এই গ্রন্থমালায় পাঁচটি খণ্ড। প্রথম তিনটি খণ্ড রচনা করেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। চতুর্থ খণ্ডের রচয়িতা বিদ্যাসাগর এবং পঞ্চম খণ্ডটির লেখক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শিশুশিক্ষা' সিরিজের ৩য় খণ্ডের নাম 'ঋজুপাঠ', ৪র্থ খণ্ডের নাম 'বোধোদয়' এবং ৫ম খণ্ডের নাম 'নীতিবোধ'। ৪র্থ এবং ৫ম খণ্ড পরবর্তীকালে নামান্তরে অধিক পরিচিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর ৫ম খণ্ডেব বেশ কয়েকটি বিষয় লিখে দিয়েছেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্বীকৃতিও দিয়েছেন।

এই গ্রন্থমালা রচনাব প্রেক্ষাপটটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটন বা বেথুন সাহেব কলকাতার ভদ্রঘরের বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন (বর্তমানের বেথুন কলেজ)। সেই স্কুলে কলকাতার যে ১৬ জন ভদ্রলোক তাঁদের কন্যা পাঠিয়েছিলেন, মদনমোহন তাঁদের অন্যতম। তাঁর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে এই স্কুলে ভর্তি করানোয় তৎকালীন সমাজে মদনমোহনকে যথেষ্ট নিগ্রহ ও অসম্মান সহ্য করতে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সহপাঠী, সহকর্মী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও স্ত্রীশিক্ষা বিধবাবিবাহ ইত্যাদি কাজে বিদ্যাসাগরের উৎসাহী সমর্থক মদনমোহন বিন্দুমাত্র না দমে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে সেই স্কুলে শিক্ষাদান করেছেন এবং ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থের অভাব পূরণ করতে রচনা করেছেন 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থমালা। প্রথম তিন খণ্ড রচনার পর (১৮৪৯-৫০) তিনি ১৮৫০-এ সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করলে বিদ্যাসাগর ৪র্থ খণ্ড রচনায় ব্রতী হন। 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' কথাটি পাঁচটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রেই ১ম সংস্করণে মুদ্রিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অংশটুকু বর্জিত হয়। বিদ্যাসাগর শিশুশিক্ষার প্রথম তিন খণ্ডে পরবর্তী সময়ে এত ব্যাপক সংস্কার করেছেন যে পদ্যাশ্রিত বাক্যাংশ গদ্যে পরিণত হয়েছে, স্ত্রী-চরিত্র পুরুষ চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে এবং নিজে ৪র্থ খণ্ডের আখ্যাপত্রে আমূল পরিবর্তন করেছেন। এতে 'শিশুশিক্ষা'-র মূল চরিত্রটি হারিয়ে গেছে।

১. শিশুশিক্ষা - ১ • মদনমোহন তর্কালঙ্কার • ১৮৪৯

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

THE / INFANT TEACHER. / PART I / COMPILED FOR THE USE / OF FEMALE SCHOOLS IN BENGAL. / BY MADUN MOHUN TURKALUNKAR, / SECOND EDITION. / CALCUTTA : / PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS. / 1850.

শিশুশিক্ষা / প্রথম ভাগ / এতদ্দেশীয় বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ / শ্রীযুত মদনমোহন শর্ম্ম তর্কালঙ্কার / প্রণীত / কলিকাতা / সংস্কৃত যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / সংবৎ ১৯০৭ পৃ. ২৮।

২য় সংস্করণের গ্রন্থারম্ভে J.E.D. Bethune-এর কাছে ইংরেজি ও বাংলায় একটি নিবেদনপত্র রয়েছে। তারিখ 6th September 1850, সংবৎ ১৯০৭ ২২ ভাদ্র। সেখানে তিনি বলেছেন 'অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশায় যে পুস্তক পরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম' — এই 'উৎসর্গ-পত্র' বা নিবেদনপত্র ১ম সংস্করণে ছিল না।

আধুনিক পাঠকের জ্ঞাতার্থে ১ম ভাগের বিখ্যাত কবিতাটি যথাযথ উদ্ধৃত হল। —

॥ প্রভাত বর্ণন ॥

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগণে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় যুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥ (পৃ. ২৮)

গ্রন্থটির ২য় সংস্করণের প্রকাশকাল যতীন্দ্রমোহন বলেছেন — ১৮৫০ (১৯০৬ সংবৎ)। আখ্যাপত্র অনুযায়ী ২য় সংস্করণ ১৮৫০ (১৯০৭ সংবৎ)। পরবর্তী সংস্করণ ১৮৫১, ১৮৫২। লঙ বলেছেন ১২৬০ বঙ্গাব্দে (ইং-১৮৫৩-৫৪) সংস্কৃত প্রেস থেকে ১ আনা দামের ২৭ পৃষ্ঠার 'শিশুশিক্ষা-১' ২০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। দশম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল সংস্কৃত প্রেস থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। মূল্য ১ আনা।

লেখক শিশুদের বর্ণশিক্ষা দিয়েছেন শব্দগঠন ও বাক্যগঠনের মাধ্যমে। প্রথমে ছোট ছোট বাক্যে, ক্রমশ দীর্ঘতর বাক্যে নীতি উপদেশ রয়েছে। যেমন — 'অলস হইও না', 'খেলা করিও না'

(পৃ. ১৬)। 'পিতার কথা শুনিবে', 'মাতার সেবা করিবে', 'সদা পাঠ পড়িবে,' 'বড় সুখে থাকিবে', (পৃ. ১৮)। 'অলস লোক দুঃখ পায়,' 'দয়ার সমান গুণ নাই', 'দীন দেখিয়া দান করিবে,' 'চেঁচিয়া কথা কহিও না', 'পাঠের সময় গোল করিও না', 'গুরুলোকের নাম ধরিও না', 'পিপাসায় জল দান করিবে', 'ক্ষুধিত জনে ভোজন করাইবে', 'বিবাদ করা ভাল নয়', 'কাহারও গায়ে হাত তুলিও না', কদাচ মিছা কথা কহিও না', 'কাহারও কিছু চুরি করিও না', 'কথায় কথায় শপথ করিও না' — (পৃ. ১৯) ইত্যাদি। প্রথমভাগে অসংযুক্ত বর্ণপরিচয়ের উপায় দেখানো হয়েছে।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সতীর্থ, গুণমুগ্ধ বন্ধু এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহকর্মী মদনমোহন তর্কালঙ্কার চট্টোপাধ্যায় জন্মেছেন ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। অসাধারণ কবিত্বশক্তির জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধি দেন ও পরে বন্ধুবর্গ 'তর্কালঙ্কার' উপাধি-ভূষিত করেন। ছাত্রাবস্থাতেই রচনা করেছেন 'রসতরঙ্গিণী' (১৮৩৪?) ও 'বাসবদত্তা'। কিছুটা আদিরসাত্মক বলে পরবর্তীকালে তিনি এই গ্রন্থদুটির প্রচারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না।

ছাত্রজীবন শেষ করে (১৮৪০) শিক্ষকতা করেছেন হিন্দু কলেজ পাঠশালা (১৮৪২), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮৪৩-১৮৪৫), কৃষ্ণনগর কলেজ (১৮৪৬) ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজে (১৮৪৬-১৮৫০)। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিতের চাকরি নিয়ে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৫৫-তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৫৬-তে কান্দির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৫৮-তে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে জনমত গঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার পিছনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। গ্রন্থ-রচনা, প্রবন্ধ রচনা, হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ - এ সব ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। কান্দিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, অনাথমন্দির প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সূচনা, ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বহরমপুরে দাতব্য সমাজ স্থাপন তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের উদাহরণ। মদনমোহনের উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের সহায়তায় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হয় সংস্কৃত যন্ত্র। সেকালে উচ্চমানের গ্রন্থ প্রকাশ ও ছাপার মানের জন্য প্রেসের সুনাম ছিল। ১৮৫০ সালে প্রকাশিত 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সম্পাদনা করেছেন বহু গ্রন্থ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কাদম্বরী', 'কুমারসম্ভব' ও 'মেঘদূত'। ডেভিড হেয়ারের স্মরণসভায় মদনমোহন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষাতে বক্তৃতা করেছিলেন।

২. শিশুশিক্ষা - ২ • মদনমোহন তর্কালঙ্কার • ১৮৫০

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

শিশুশিক্ষা। / দ্বিতীয় ভাগ। / এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ / সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সাহিত্যাধ্যাপক / শ্রীযুত মদনমোহন শর্ম্মতর্কালঙ্কার / প্রণীত। / কলিকাতা। সংবৎ ১৯০৬। /C S B S / CALCUTTA : / PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY'S PRESS; AND / SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD. / 1850. পৃ. ২০।

লণ্ড বলেছেন ১ম সংস্করণ সংস্কৃত প্রেস থেকে ছাপা হয়। কিন্তু আখ্যাপত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত যে ১ম সংস্করণ স্কুল বুক সোসাইটির প্রেস থেকে ছাপা। ১ম সংস্করণের প্রকাশকাল নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। ব্রজেনবাবু বলেছেন — '২য় ভাগ 'শিশুশিক্ষা'-ও ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।' প্রমাণস্বরূপ তিনি মুখবন্ধের তারিখ উল্লেখ করেছেন — ৭বৈশাখ। সংবৎ ১৯০৬। [সা. সা. চ-১/ম. ত., পৃ.-৬১] আমরা ১ম সংস্করণের মুখবন্ধে কোনো তারিখ উল্লিখিত দেখিনি। উপরন্তু আখ্যাপত্রে সংবৎসর ও ইংরেজি খ্রিস্টাব্দ একই সঙ্গে মুদ্রিত থাকায় বিভ্রান্তির সুযোগ নেই।

যতীন্দ্রমোহন ১৮৫১ ও ১৮৫২-র দুটি সংস্করণের উল্লেখ করেছেন। ঐ দুটি যথাক্রমে ২য় ও ৩য় সংস্করণ। দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনের তারিখ ৫ই আষাঢ়। সংবৎ ১৯০৮। ইংরেজি ১৮৫১। ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণের সন্ধান পাইনি। লণ্ড বলেছেন ষষ্ঠ সংস্করণ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দাম ১ আনা।

২য় ভাগের মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছেন '......সংযুক্ত বর্ণপরিচয়ের নিমিত্ত দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলিত হইল। .... প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণস্বরূপ এক এক উপদেশবাক্য বিন্যস্ত করা গিয়াছে।' ব্যাকরণের নানা পাঠের পর 'মাধবের সদ্ব্যবহার' শীর্ষক একটি নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী আছে। সবশেষে ছ'টি ঋতুর সম্বন্ধে ছোট ছোট রচনাধর্মী লেখা রয়েছে। কয়েকটি ঋতুর বর্ণনা শেষে শিশুদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ১ম প্রকাশকালে নীতিশিক্ষা ছিল পদ্যাশ্রিত। ২য় সংস্করণ থেকে তা গদ্যে রূপান্তরিত হয়।

২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপনের অংশ — 'প্রথমবার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল অবিকল সেরূপ নাই। স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করা গিয়াছে। কোন কোন অংশ পরিত্যক্তও হইয়াছে।' কলিকাতা। ৫ই আষাঢ়। সংবৎ ১৯০৮। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ৪৬তম সংস্করণ থেকে আমরা ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন পেয়েছি। প্রাপ্ত ১ম সংস্করণ ও ৪৬ তম সংস্করণের তুলনা উপস্থিত করছি। প্রথম বন্ধনীভুক্ত ৪৬ তম সংস্করণ।

১. কটু বাক্য নাহি কবে। কুকাজে অখ্যাতি হবে। (কটু বাক্য কহা অনুচিত। কুকাজ করিলে অখ্যাতি হয়।)
   আরোগ্য সুখের মূল। (বর্জিত) কুবাচ্য কথার শূল। (কুকথা কদাপি বাচ্য নহে।)
   অনিয়মে রাজ্য নাহি রয়। কুনটের নাট্য কিছু নয়। (যথাযথ রক্ষিত)
   পাঠ্য পুথি হাতে কর। জাড্যদোষ পরিহর। (পাঠ্য পুথি পাঠ কর। জাড্য দোষ দূর কর।)
   আঢ্য জন যারা। গণ্য হয় তারা। (আঢ্য লোক সুখে থাকে। গুণবান সকলের নিকট গণ্য হয়।)
   অসত্য পাপের চর। কুপথ্য রোগের ঘর। (সদা সত্য কথা কহা উচিত। মিথ্যা কহা বড় দোষ।)
   বিদ্যাধন আছে যার। সকলি সুসাধ্য তার। (বিদ্যাধন পরম ধন। পিতামাতার অবাধ্য হইও না।)
   ধান্য ধন মহাধন। (বর্জিত) আলাপ্য সরল জন। (অসত্য লোক কদাচ আলাপ্য নহে।)
   সভ্য জন সভার ভূষণ। গম্য নয় কুজন ভবন। (যথাযথ রক্ষিত। বর্জিত, পরিবর্তে - সৎকথা সকলেরই মনোরম্য।)
   দিবাশয্যা পরিহর। বাল্যকালে শিক্ষা কর। (ন্যায্য কথা বলিতে ভয় কি। বাল্যকাল শিক্ষার সময়।)
   দিব্য করা বড় দোষ। বশ্য কর নিজ রোষ। (যথাযথ রক্ষিত। সুশীল হওয়া অতি আবশ্যক।)
   ইত্যাদি।
২. কাপুরুষ শোকে বিহ্বল হয়। (মূঢ়েরা ....।)
   যত্ন করিলেই সকল সফল হয়। (.......... করিলে সকলে ....।)

কর্কশ বচন সকলেরই অপ্রিয়। (........ বাক্য সকলেরই ....।)
দীর্ঘসূত্রির যত্ন সফল হয় না। (দীর্ঘসূত্রীর ....।)
অনধিকার চর্চ্চা করা ভাল নয়। (........... করিও না।)
কুজনের কথায় নির্ভর করিলে দুঃখ ঘটে। (.......... করিও না।)
গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিও না। (....... করা অনুচিত।)
সঞ্চয়ী লোক অবসন্ন হয় না। (........সুখে থাকে।)
মন্দ কথা পরিহর। (মন্দ কথা মুখে আনা উচিত নহে।)
সম্পদ বাড়ায় মান। (সম্পদকালে অনেক আত্মীয় মিলে।)
বিনা সম্বলে পথ চলিবে না। (....... চলিও না।) ইত্যাদি।

৩. যথাযথ রক্ষিত — পরের গ্লানি করা বড় দোষ। শ্লাঘা করা উচিত নয়। মূঢ়ের দিগ্বিদিক বোধ নাই। আপন কাজে সত্বর হও। বিদ্বান লোক আদরণীয় হয়। ভগ্ন গৃহে বাস করা অনুচিত। অনুচিত প্রশ্ন করা অনুচিত। বাগ্মী লোক সভামান্য। ব্রহ্মোপাসনা করা সকলেরই উচিত। অপব্যয় করিলে লক্ষ্মীছাড়া হয়। নির্দ্দয় লোক পশুর সমান। ধর্ম্মের সদাই জয়। যথার্থ মিত্র অতি দুর্লভ। কুপুত্র কুলের কন্টক। ধর্ম্ম পথের পান্থ হও। অন্ধজনে দয়া কর। উর্দ্ধমুখে পথ চলিও না। ইত্যাদি।

৩. শিশুশিক্ষা - ৩ • মদনমোহন তর্কালঙ্কার • ১৮৫০

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

THE / INFANT TEACHER. / PART III. / COMPILED FOR THE USE OF / FEMALE SCHOOLS IN BENGAL. / BY MODUN MOHUN TURKALUNKAR, / CALCUTTA : / PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS. / 1850.

শিশুশিক্ষা / তৃতীয় ভাগ / ঋজুপাঠ / এতদ্দেশীয় বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ / শ্রীযুত মদনমোহন শর্ম্মতর্কালঙ্কার / প্রণীত / কলিকাতা / সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। / সংবৎ ১৯০৭

পৃ. ৪৬।

LONG –'55 তালিকায় ১ম সংস্করণ ১৮৪৯। যতীন্দ্রমোহন বলেছেন — 'শিশুশিক্ষা-৩ / মদনমোহন শর্ম্ম তর্কালঙ্কার, ১৮৪৯, ১৮৫০ (১৯০৭ সংবৎ), ১৮৫১, ১৮৫২ (১৯০৯ সংবৎ, ৩য় সং)।' ১৮৫১ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াই সম্ভব। লঙ বলেছেন ১২৬০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৫৩-৫৪) সংস্কৃত প্রেস থেকে ২ আনা মূল্যের ৪২ পৃষ্ঠার একটি সংস্করণ ৩০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। মনে হয় এটি ৪র্থ অথবা ৫ম সংস্করণ। ৬ষ্ঠ সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৫৫, পৃষ্ঠা ৪২, মুদ্রক রোজারিও অ্যান্ড কোং, মূল্য তিন আনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বা. মু. গ্র. তা-য় 'শিশুশিক্ষা'র প্রথম তিন খণ্ডের রচয়িতারূপে বিদ্যাসাগরের নামও আছে। ৩টি খণ্ডেরই প্রকাশকাল ১৮৫০।

মুখবন্ধের অংশ — '....তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।

'কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; এ নিমিত্ত, হংসীর স্বর্ণডিম্বপ্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাসনিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থালী ও কাষ্ঠভারদর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কার

লোভে বক কর্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয়সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।' কলিকাতা। ১৬ই ভাদ্র, ১৭৭২ শকাব্দাঃ।

ঈশপের গল্পকে মদনমোহন 'অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক' বললেও তিনি নিজে সপ্তম পরিচ্ছেদে ঈশপের সুপরিচিত — বাঘের হাতে নিহত মিথ্যাবাদী মেষপালকের গল্পটিকে ভারতীয় পোষাক পরিয়ে পরিবেশন করেছেন। উপরন্তু, কয়েকবছর পর ১৮৫৬ সালে মদনমোহনের অকৃত্রিম সুহৃৎ, সহকর্মী ও 'শিশুশিক্ষা' সিরিজের অন্যতম লেখক বিদ্যাসাগর ঈশপের গল্পের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন।

৩য় ভাগের পরিচ্ছেদ-শিরোনাম — ১. সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে। ২. দুরন্ত বালককে কেহ দেখিতে পারে না। ৩. পরের দ্রব্যে লোভ করিও না। ৪. সুশীল বালক-বালিকা সকলকে সমান ভাল বাসে। ৫. অন্ধজনে দয়া কর। ৬. নির্দ্দয় লোক পশুর সমান। ৭. মিথ্যা কথার অনেক দোষ। ৮. চুরি করা বড় দোষ। ৯. চন্দ্র অতি বৃহৎ, গোল, নিজে তেজোময় নয়। ১০. পেঁচা রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায়। ১১. ভেক শীতকালে কেবল নিদ্রা যায়। ১২. পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার আলস্য নাই। ১৩. কুকুর বড় প্রভুভক্ত। ১৪. সারসপক্ষী বহু যত্নে সন্তানের লালন পালন করে। ১৫. সিংহ। ১৬. হস্তী। ১৭. ব্যাঘ্র। ১৮. ভালুক। ১৯. গণ্ডার। ২০. উষ্ট্র। ২১. ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার।

প্রথম আটটি পরিচ্ছেদে ছোট ছোট উদাহরণ ও কাহিনীর মাধ্যমে শিরোনাম প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের ১ম সংস্করণে ৮র্থ পরিচ্ছেদে ঘোষালদের সামা ও বামা নামক দুই বোনের উদাহরণ ছিল। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় তারা রাম ও শ্যামে পরিণত হয়। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় মন্তব্য করেছেন '৩য় ভাগ শিশুশিক্ষার ন্যায় শিশুদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধ হয় এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। উহার বিষয়গুলিও যেমন সুন্দর, রচনাও তেমনই মধুর। তর্কালঙ্কারেব আর কোন গ্রন্থ না থাকিলেও তিনি এই এক শিশুশিক্ষা দ্বারাই এদেশে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন।'

৪. শিশুশিক্ষা - ৪ ● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ● ১৮৫১

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

THE / INFANT TEACHER. / PART IV . / COMPILED FOR THE USE OF / FEMALE SCHOOLS IN BENGAL. / BY ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR. / CALCUTTA : / PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS. / 1851.

শিশুশিক্ষা / চতুর্থ ভাগ / বোধোদয়। / এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত / কলিকাতা / সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। / সংবৎ ১৯০৭।

পৃ. ৯৭,২ (শব্দার্থ)।

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

RUDIMENT OF KNOWLEDGE / BY / ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR. / SECOND EDITION / CALCUTTA. / PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS. / 1852.

বোধোদয়। / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত / কলিকাতা। / সংস্কৃত যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / সংবৎ ১৯০৮। পৃ. ৭৯।

৪র্থ সংস্করণ — ১৮৫৪, পৃ. ৬৮, মূল্য ৪ আনা। ৯ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৭-তে। একারণে মনে হয় ১৮৫৬-র মধ্যে ৮ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

২য় সংস্করণের আখ্যাপত্রে বিদ্যাসাগর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছেন। ক. ইংরেজি আখ্যাপত্রে পূর্বতন গ্রন্থ-শিরোনাম পরিত্যক্ত। The Infant Teacher, Part IV-এর পরিবর্তে Rudiment of Knowledge। বাংলা আখ্যাপত্রে 'শিশুশিক্ষা-চতুর্থ ভাগ' পরিত্যক্ত। শুধু 'বোধোদয়' রক্ষিত। অর্থাৎ 'বোধোদয়' স্বনামে সিরিজ বহির্ভূতরূপে পরিচিত হতে চেয়েছে। খ. 'Compiled for the use of Female Schools' এবং 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' অংশটুকু বর্জন করে বিদ্যাসাগর গ্রন্থটির এক ঐতিহাসিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করেছেন এবং গ্রন্থটিকে স্ত্রী-শিক্ষার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করাতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার অন্যতম অগ্রদূত বিদ্যাসাগর এক্ষেত্রে সম্ভবত ব্যবসায়িক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন।

'প্রথমবারের বিজ্ঞাপন'— 'বোধোদয় নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল; পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়েকটী বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পপাঠ অপেক্ষা, অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না।'..... কলিকাতা। ২০এ চৈত্র। ১৯০৭ সংবৎ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

'দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন'— 'বোধোদয় প্রথমবার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় তাহাই রহিল। কেবল কোন কোন স্থানে ভাষার কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করা গিয়াছে, যে যে স্থানে ভুল ছিল সংশোধিত হইয়াছে আর সুসংলগ্ন করিবার নিমিত্ত কয়েকটী প্রকরণের ক্রম বিপর্য্যয় করা গিয়াছে।' কলিকাতা। ১৯এ ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৮। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে দুটি বিষয় লক্ষ করার মত। প্রথমত — মদনমোহন 'শিশুশিক্ষা-৩' গ্রন্থে 'অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয়সকল প্রস্তাবিত' করতে চাননি। বিদ্যাসাগরও 'শিশুশিক্ষা-৪'-এ 'অমূলক কল্পিত গল্প' অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয়ত — গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে বালিকাদের জন্য। অথচ বিজ্ঞাপনে 'বালক' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। এই কারণেই কি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' কথাটুকু পরিত্যক্ত হয়? ড. বিজিতকুমার দত্ত একটি প্রবন্ধে [দ্র. প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৭৮] এই বিজ্ঞাপনটি কিছুটা ব্যতিক্রমসহ উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন — 'বিদ্যাসাগর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের ভূমিকা রচনারও পথিকৃৎ'। মন্তব্যটি যে সঠিক নয় সেটি আমাদের আলোচিত স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদির ভূমিকা থেকেই প্রমাণিত।

গ্রন্থটি বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক। কয়েকটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম এ রকম — 'ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ', 'মানবজাতি', 'বাক্যকথন-ভাষা', 'কাল', 'পরিশ্রম-অধিকার' — ইত্যাদি। জ্ঞানমূলক বিষয় হলেও লেখক কয়েকটি অধ্যায়ে নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। যেমন - 'মানবজাতি', 'পরিশ্রম - অধিকার' ইত্যাদি পরিচ্ছেদ। 'শিশুশিক্ষা' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও ৪র্থ খণ্ড ২য় সংস্করণ থেকেই 'বোধোদয়' নামে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে পাঠ্যরূপে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৫. শিশুশিক্ষা - ৫ • রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় • ১৮৫১

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

শিশুশিক্ষা / পঞ্চম ভাগ। / নীতিবোধ। / এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের / ব্যবহারার্থ / শ্রী রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। / কলিকাতা। / সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। / সংবৎ ১৯০৮।
পৃ. ১১৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত।

বা. মু. গ্র. তা-য় প্রথম প্রকাশকাল একবার বলা হয়েছে ১৮৫০। (পৃ. ২৭/২) অন্যত্র সঠিক প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে। (পৃ. ৪৩/১) গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের তারিখ সংবৎ ১৯০৮ / ৪ঠা শ্রাবণ অর্থাৎ ১৯ জুলাই ১৮৫১, বঙ্গাব্দ ১২৫৮, শকাব্দ ১৭৭৩। ঐ তালিকায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক সংস্করণের কথা আছে। সম্ভবত সেটি ২য় সংস্করণ। ৩য় সংস্করণ-১৮৫৩, পৃ. ১০৭, সংস্কৃত প্রেস, ৮ আনা। লঙ বলেছেন 'In 3 years the work has passed through 3 editions, and 4th is in the press.' অর্থাৎ ৪র্থ সংস্করণ ১৮৫৫-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞাপনে লেখক নিবেদন করেছেন — 'রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স বালকদিগের নীতিজ্ঞানার্থে ইঙ্গরেজী ভাষায় মরাল্ ক্লাস্ বুক্ নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, এই নীতিবোধ তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সঙ্কলিত হইল; ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। ...... এতদ্দেশীয় বালক বালিকাগণের প্রথম শিক্ষোপযোগি এক খানি নীতিপুস্তক প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। .....শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ...... প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন; ......নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা।' প্রত্যেক পরিচ্ছেদে এক একটি বিষয় উদাহরণসহ আলোচিত। উদাহরণগুলি সংগৃহীত হয়েছে মূলত বিদেশি শাসনকর্তা বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী থেকে।

পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, শিষ্টাচার, পরিমিতাহার, স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তোষ, মিতব্যয়িতা, দয়া, ক্রোধ সম্বরণ-ক্ষমা, সুশীলতা, পরদ্রব্য বিষয়িণী ন্যায়পরতা, পরকীয় খ্যাতি বিষয়িণী ন্যায়পরতা, কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিষয়িণী ন্যায়পরতা, অকপট ব্যবহার, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, সত্য, মহানুভবতা, স্বদেশানুরাগ— ইত্যাদি বিষয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন — "ইনি (রাজকৃষ্ণ) দুইটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন — 'শিশুশিক্ষা (পঞ্চম ভাগ)' (১৮৫১) ও 'নীতিবোধ'। " (বা. সা. ই.-৩, পৃ. ৫১) তিনি আরও মন্তব্য করেছেন — "বালিকাদিগের জন্য 'শিশুশিক্ষা (পঞ্চম ভাগ)' এবং বালকদিগের জন্য 'নীতিবোধ' — এই দুইটি পাঠ্যপুস্তক রাজকৃষ্ণের প্রথম বাঙ্গালা রচনা।" (বা. সা. গ.,১৯৯৮ সং, পৃ. ৫৭) মন্তব্য দুটি যে ঠিক নয় তা আমাদের উপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালের বিখ্যাত বেনিয়ান হৃদয়রাম (হিদারাম) বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র এবং বিদ্যাসাগরের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিছুদিনের জন্য হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেছেন রাজকৃষ্ণ। এরপর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেসময় হৃদয়রামের বাড়ির বৈঠকখানা ভাড়া নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। রাজকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত পড়ানো দেখে মুগ্ধ হয়ে সংস্কৃত শেখার বাসনা প্রকাশ করলেন। তাঁকে সহজ প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য বিদ্যাসাগর রচনা করলেন 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'।[১] এখানেই শেষ নয়। বিদ্যাসাগরের আগ্রহাতিশয্যে রাজকৃষ্ণ সংস্কৃত কলেজের

সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এক বেনে বংশের সন্তানের এ কৃতিত্ব সেকালে বড় সহজ কথা নয়।

বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণের বন্ধুত্বের কাহিনী আরও দীর্ঘ। রাজকৃষ্ণের শিশুকন্যা প্রভাবতীর অকালমৃত্যুতে ব্যথিত বিদ্যাসাগর একটি প্রবন্ধ লেখেন। নাম 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের পর ১২৯৯-এর বৈশাখ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন 'স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণরসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না।' (সূত্র ঃ স. কা. বি., পৃ. ১৫২) রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে ১৮৫৬-র ডিসেম্বরে প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। 'নীতিবোধ' ছাড়া রাজকৃষ্ণ ফরাসি কবি ফেনেলন রচিত কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে রচনা করেন 'টেলিমেকস্' (১৮৫৮-৬০)। ১৮৬৪-র মধ্যে এর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৭০-এ তিনি 'উপক্রমণিকা'র ইংরেজি অনুবাদ করেন।

॥ শিশুসেবধি ॥

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলাদেশে সচেতনভাবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার যে আধুনিক প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতে আবির্ভূত হয়েছিল শিশুপাঠযোগ্য দুটি বিখ্যাত সিরিজ। প্রথমটি 'শিশুসেবধি', দ্বিতীয়টি 'শিশুশিক্ষা'। দুটি গ্রন্থমালাই রচিত হয়েছিল দুটি পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহায়ক গ্রন্থরূপে। হিন্দু কলেজ পাঠশালার জন্য 'শিশুসেবধি' আর বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য 'শিশুশিক্ষা'। সেকালে খুব জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য আর একটি গ্রন্থ 'শিশুবোধক'।

হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপনের চিন্তা করেছিলেন। সেই লক্ষ্যে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন হিন্দু কলেজ পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডেভিড হেয়ার। পাঠশালাটিকে 'আদর্শ' করে তোলার পশ্চাতে একটু ইতিহাস আছে। হিন্দু কলেজের ধর্মসংস্রবহীন শিক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ সমাজনেতা। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমুখী হিন্দু কলেজের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রের গভীরতর অধ্যয়ন যুক্ত করার মানসেই পরিকল্পিত হয় কলেজ-অধীনস্থ কলেজ পাঠশালার। পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায়। প্রতিষ্ঠার দিন (১৮ জানুয়ারি, ১৮৪০) প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথ, রামমোহন-পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশি ও বিদেশি বহু মান্যগণ্য অতিথি। নামে 'পাঠশালা' হলেও এটি ছিল এক উচ্চাঙ্গের চতুষ্পাঠী। ঐ পাঠশালায় পাঠদানের জন্য যে গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করা হয়, তার সাধারণ শিরোনাম হল 'শিশুসেবধি'।

এই সিরিজের প্রথম লেখক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি দুটি খণ্ড লিখেছিলেন। প্রথম খণ্ডটি আমরা পাইনি। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তুতে দেখি শব্দজ্ঞানকে প্রাথমিকভাবে রাখা হয়েছে। এরপর বাংলা ব্যাকরণ ও অভিনব পদ্ধতিতে জাতি ও উপাধি পরিচয়। 'নীতিদর্শক' শীর্ষক 'শিশুসেবধি' সিরিজের ২য় গ্রন্থটিতে সামাজিক আচার-আচরণ ও ব্যক্তিগত জীবনাচরণ পদ্ধতির শুদ্ধতা ও সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ৬টি 'শিশুসেবধি'-র মধ্যে দুটি - 'বর্ণমালা'-র ২য় ও ৩য় খণ্ড এবং দুটি ওই বর্ণমালার পরবর্তী সংস্করণ। কোন 'বর্ণমালা'-র ১ম সংস্করণ পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত ছয়টি 'শিশুসেবধি'-র মধ্যে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল তিনটি, ইস্টার্নহোপ প্রেস, জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র এবং সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে একটি করে। ১৮৪০থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত সময়কালে 'শিশুসেবধি'-র নানা বিষয় ও বহু সংস্করণ জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়।

১. শিশুসেবধি - ২ (বর্ণমালা) • রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ • ১৮৪০ (১২৪৬ ব.)

আখ্যাপত্র : ১ম সংস্করণ

শিশুসেবধি। / ২ সংখ্যা। / বালক শিক্ষার্থ পাঠ সংযুক্ত। / বর্ণমালা। / হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে / পাঠশালার ব্যবহারার্থে / সংগৃহীত। / হিন্দু কালেজ / শ্রী ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১২৪৬ পৃ. ৫৬।

লঙ বলেছেন গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার ২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে দেখতে পাই 'শনিবারে বাঙ্গালা পাঠশালার পাঠারম্ভকালীন অনেকানেক এতদ্দেশীয় ইঙ্গলণ্ডীয় মহৎ মনুষ্যের সমাগম হইয়াছিল......'। অতএব হিন্দু কলেজ পাঠশালার উদ্বোধন হয় জানুয়ারি ১৮৪০-এ। 'ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার'-এ ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ সংখ্যা থেকে জানতে পারি 'কলিকাতার নূতন পাঠশালার স্থাপনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কালেজের বাটীতে গত বুধবারে তাঁহারদের এক বৈঠক হইল। ...... কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন।' সেপ্টেম্বরে নতুন গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছিল। গ্রন্থ প্রকাশ পাঠশালার উদ্বোধনের সময়েই ঘটেছিল। আখ্যাপত্রে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম না থাকলেও এটি যে তাঁরই রচনা সে সম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। [সা. সা. চ. ১ / রা. বি.]

'শিশুসেবধি-'র ১ম টি সংখ্যা পাইনি। ২য় সংখ্যার বিষয়বস্তু — অকারাদিক্রমে চতুরক্ষর শব্দ, পঞ্চাক্ষর শব্দ, ষড়ক্ষর শব্দ, তিথি পক্ষ নক্ষত্র নবগ্রহ দ্বাদশ রাশির নাম, কাল ও দিক নিরূপণ, বাংলা ব্যাকরণের কিছুটা, জাতিমালা, বিবিধ উপাধি-পরিচয় এবং সবশেষে ইন্দ্রিয় সংযম ও সত্যকথন প্রয়োজন। এখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিচয় দেওয়া আছে এবং ইন্দ্রিয় সংযম সম্পর্কিত নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 'যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমনের প্রধান কারণ যে সত্য তাহা অবলম্বন করেন তিনিই সর্ব্ব ধর্ম্মের আধার হন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই সত্য কথনের প্রকার দর্শাইয়া বিশেষরূপে বিধি দিয়াছেন অর্থাৎ সত্য কহিবেক প্রিয় কহিবেক, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, আর মিথ্যা প্রিয়ও কহিবেক না, এস্থলে প্রথম বিধি হইল যে সত্য কহিবেক অর্থাৎ যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত কহিবেক তাহার অন্যথা কহিবেক না, দ্বিতীয় বিধি যে প্রিয় অর্থাৎ যাহাকে কহিবেক তাহার প্রিয় কহিবেক।' (পৃ. ৫২)

২. শিশুসেবধি (নীতিদর্শক) • অজ্ঞাত • ১৮৪০ (১২৪৭ব.)

আখ্যাপত্র : ১ম সংস্করণ

শিশুসেবধি / নীতিদর্শক / হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে / পাঠশালার ব্যবহারার্থ / সংগৃহীত / হিন্দু কালেজ / মৃজাপুরস্থ শ্রী ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১২৪৭ পৃ. ২২।

লেখকনামহীন এই গ্রন্থে ভূমিকা বা বিজ্ঞাপন নেই। ২০টি 'পাঠ' আছে। ১ম পাঠে বিদ্যাভ্যাসের সময়, ২য় পাঠে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, ৩য় পাঠে ধৌতবস্ত্রের গুরুত্ব, ৪র্থ পাঠে বিদ্যালাভে পরিশ্রমের ভূমিকা, ৫ম পাঠে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের মনোযোগ, ৬ষ্ঠ পাঠে শিক্ষকের কাছে দুর্বোধ্য বিষয়ের সরলীকরণ, ৭ম পাঠে উদ্যমসহ বারংবার কঠিন বিষয়ের অধ্যয়ন, ৮ম পাঠে বিদ্যা উপার্জনে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে

— বিদ্যার ভার বহন করা সহজ, পিতামাতাকে ভক্তি করা উচিত, পীড়িত মানুষের কাছাকাছি চিৎকার অনুচিত, অপহরণ মহাপাপ, ভদ্র সন্নিধানে বাস করা কর্তব্য, সভাস্থলে আচরণীয় পদ্ধতি, সত্যভাষিতা, মিথ্যাকথার দুর্ভোগ, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা পূর্বক কার্যে নিবিষ্ট হওয়া উচিত, দুর্জন ও শত্রুবাক্যে বিশ্বাস অনুচিত, অহঙ্কার সর্বদা পরিত্যাজ্য ইত্যাদি।

৩. শিশুসেবধি (বর্ণমালা-১/৩) ● অজ্ঞাত ●১৮৪০?

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

শিশুসেবধি / বর্ণমালা / ১ম সংখ্যা। / ৩য় খণ্ড। / হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে / পাঠশালার ব্যবহারার্থ সংশোধনপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার / সংগৃহীত। / হিন্দু কালেজ / মৃজাপুরস্থ শ্রী ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে / মুদ্রিত হইল। সন — (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের সংখ্যাটির এইস্থানে কীটদষ্ট) পৃ. ২১।

পাঠশালার সূচনালগ্নে এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল (১৮৪০)। ২য় সংস্করণ ১৮৪১-এর আগে প্রকাশিত হয়নি বলে মনে হয়। গ্রন্থটিতে ভূমিকা নেই। বিষয়বস্তু — ত্র্যক্ষর শব্দ, যুক্ত ব্যঞ্জন, উহ্য ক্রিয়াবাক্য, উক্ত ক্রিয়াবাক্য, তিনপদে বাক্য, চারপদে বাক্য — ইত্যাদি। এরপর দ্ব্যক্ষর ও ত্র্যক্ষর শব্দের পাঠ। এই দুই পাঠে সরাসরি নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নীতিশিক্ষাগুলির মধ্যে কয়েকটি — 'বর্দ্ধিষ্ঠ মনুষ্যে সম্মান কর্তব্য', 'ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করহ।' 'উত্তম বালক সর্ব্বদা পিতার আদেশ পালন করেন, জনক জননী শিক্ষক ইহারা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কখন ক্রীড়াতে আবিষ্ট নহেন', 'সমক্ষে প্রিয়বাক্য কহে এবং পরোক্ষে শত্রুতা করে এমন যে দুর্জ্জন ব্যক্তি তাহাকে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে যেহেতু তাহার জিহ্বাগ্রে মধু ক্ষরে এবং মনের মধ্যে বিষ থাকে।' — ইত্যাদি।

৪. শিশুসেবধি (বর্ণমালা-৩) ● ক্ষেত্রমোহন দত্ত ● ১৮৫০ (পঞ্চম সং)

আখ্যাপত্র ঃ ৫ম সংস্করণ

SEESOOSABHODHEE / BURNOMALLA / OR / SPELLING. / PART SECOND / COMPLIED BY KHETTERMOHUN DUTT, / Supt. Hindu College Pathshalla. / FOR THE USE OF SCHOOLS. / শিশুসেবধি। / বর্ণমালা / তৃতীয় ভাগ। / পাঠশালার ব্যবহারার্থে / হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার নির্ব্বাহক / শ্রী ক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা / সংগৃহীত হইল। / CALCUTTA, / FIFTH EDITION. / Printed at the Sumachar Chundrika Press. / 1850. পৃ. ২১।

লক্ষণীয় — ইংরেজি আখ্যাপত্রে 'Part second' অংশটি মুদ্রণপ্রমাদ। প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত অজ্ঞাত লেখকের 'শিশুসেবধি' (বর্ণমালা- ১/৩য় খণ্ড)র মত এই 'শিশুসেবধি'-র বিষয়বস্তু একই। উদাহরণও সামান্য ব্যতিক্রমসহ একই। পার্থক্য শুধু মুদ্রাযন্ত্রে, সঙ্কলকের নামে ও সংস্করণে।

ব্রাহ্ম ক্ষেত্রমোহন দত্ত ছিলেন হিন্দু কলেজ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক, 'আত্মীয় সভা'র সভ্য ও বামাবোধিনী পত্রিকা-র পরবর্তী সম্পাদক (১৮৬৩)। স্কুলপাঠ্য বই আরও কয়েকটি লিখেছেন। 'ক্ষেত্রমোহন ভূগোল' (১৮৪০, ৯ম সং ১৮৫৭), 'চিকিৎসা প্রকরণ' (১৮৬৫) ইত্যাদি।

৫. শিশুসেবধি (বর্ণমালা-২) • ক্ষেত্রমোহন দত্ত • ১৮৫৩ (অষ্টম সং)

আখ্যাপত্র ঃ ৮ম সংস্করণ

শিশুসেবধি / বর্ণমালা / দ্বিতীয় ভাগ। / পাঠশালার ব্যবহারার্থে হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গালা / পাঠশালার নির্ব্বাহক / শ্রী ক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা / সংগৃহীত হইয়া / অষ্টমবার মুদ্রাঙ্কিত হইল। / কলিকাতা। / ইষ্টান্‌হোপ্‌ যন্ত্রালয়, নং ১৮৫, বহুবাজার। / ১৮৫৩। পৃ. ১৯।

এই খণ্ডটির দাম ১ আনা। বিষয়বস্তু — অকারাদিক্রমে দ্ব্যক্ষর শব্দ, দুই পদে উহ্যক্রিয় বাক্য, দুইপদে উক্তক্রিয় বাক্য, তিনপদে উহ্যক্রিয় বাক্য ও উক্তক্রিয় বাক্য। এইসব অধ্যায়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এরপর চারি পদে বাক্য, একাক্ষর শব্দের পাঠ ও দ্ব্যক্ষর শব্দের পাঠ। এখানে বেশ কিছু উদাহরণে নীতিশিক্ষা রয়েছে। যেমন, দম্ভ নাশ, ধর্ম্ম রাখ, নম্র হও, নীতি কহ, সহ্য কর (দুই পদে উক্ত ক্রিয়বাক্য)। জ্ঞান বিনা অন্ধ (তিন পদে উহ্য ক্রিয়বাক্য)। কুষ্ঠ ব্যাধি স্পৃশ্য নহে (চারিপদে বাক্য)। বিজ্ঞ জনে বহুগুণ বর্ত্তে, মূর্খ লোক প্রায় দোষী হয়, এই হেতু শত অজ্ঞ ব্যক্তি এক বিজ্ঞ তুল্য নহে (দ্ব্যক্ষর শব্দেব পাঠ)। ধনী, জ্ঞানী, রাজা, নদী এবং বৈদ্য এই পাঁচ যে দেশে না থাকে, সে স্থানে বাস সুখকর নহে (দ্ব্যক্ষর শব্দের পাঠ)।

৬. শিশুসেবধি (বর্ণমালা-১/২) • অজ্ঞাত • ১৮৫৫ ? (১৭৭৭ শক)

আখ্যাপত্র ঃ সং?

শিশুসেবধি। / বর্ণমালা। / ১ সংখ্যা। / দ্বিতীয় খণ্ড। / পাঠশালার ব্যবহারার্থ। / কলিকাতা / জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দা ১৭৭৭। পৃ. ২২।

সংস্করণ-সংখ্যা জানা যায়নি। বিষয়বস্তু, উদাহরণ কিছুটা ভিন্নতাসহ পূর্বোক্ত গ্রন্থের (শিশুসেবধি / ৮ম সং / ১৮৫৩) মত।

শিশূপদেশ • হরচন্দ্র সেন • ১৮৫৫ ?

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

শিশূপদেশ। / ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা নিবাসি / শ্রী হরচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক / বিরচিত। / দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / কলিকাতা / সুচারু যন্ত্রে শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক / বাহির মৃজাপুর, ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে মুদ্রিত। / ১৮৬২। ১২৬৮ / [মূল্য ./৫ পয়সা মাত্র।] পৃ. ১৭।

প্রথম সংস্করণ পাইনি। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল সম্বন্ধে একারণে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আকাদেমি পঞ্জিতে এই গ্রন্থের প্রকাশ ১৮৫৫-তে হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থে ১ম সংস্করণ ও ২য় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' রয়েছে। কিন্তু কোনো বিজ্ঞাপনেরই তারিখ নেই।

১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে — 'জনকজননী কর্ত্তৃক বালক-বালিকাগণ যে সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহাদের প্রতি বালক বালিকাদিগের যে রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয় বিজ্ঞানার্থে এই পুস্তক সংগ্রহ করা গেল। — শ্রী হরচন্দ্র সেন। / ঢাকা, পাঁচদোনা।

শুকেতিহাস • নীলকমল ভাদুড়ী • ১৮৫২ দ্র. তোতা ইতিহাস

শুকোপাখ্যান • দ্বারকানাথ রায় (সংশোধক) • ১৮৫৫ দ্র. তোতা ইতিহাস

সত্যচন্দ্রোদয় • রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন • ১৮৫৫

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

THE / SATYA CHANDRODAYA, / OR / THE RISING OF THE MOON OF TRUTH. / A PLEASING MORAL TALE, / ADAPTED FROM THE ENGLISH. / BY / RĀMNĀRAYANA VIDYĀRATNA, / AND PUBLISHED BY / W. NASSAU LESS. / CALCUTTA : / PRINTED AT THE CALCUTTA SUCHARU PRESS, BY LALL / CHAND BISWAS AND CO., NO. 13, BAHIR MRIZAPORE. / 1855.

সত্যচন্দ্রোদয়। / মনোরঞ্জন নীতিগর্ভ উপন্যাস। / ইংরাজি হইতে / শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক / বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত, / শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এন. লীজ মহোদয় / কর্ত্তৃক প্রচারিত। / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে / শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি দ্বারা বাহিব মৃজাপুর / নং ১৩ ভবনে মুদ্রিত। /সংবৎ ১৯১১। পৃ. ৮৯।

প্রথম সংস্করণের মূল্য আট আনা। আশা গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশকাল বলেছেন — ১৮৫৪। ইংরেজি ও বাংলায় 'বিজ্ঞাপন' আছে। বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন '...... অবশ্য কর্ত্তব্য পরমধর্ম্মরূপ সত্যের বীজ, শিশুগণের হৃদয়ক্ষেত্রে, বপন করিবার উদ্দেশেই এই ক্ষুদ্র গল্পটি প্রস্তুত হইল। ইহার অবিকল সর্ব্বাংশই না হউক, কিন্তু স্থূল স্থূল গুলি, এক ইংরাজী উপাখ্যান হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ......যে সমুদায় ঘটনা এই উপন্যাসের অন্তর্গত, বর্দ্ধমান নগরকেই তত্তাবতের স্থল বলিয়া কল্পনা করা গিয়াছে। আর ইহাতে যে২ ব্যক্তি উল্লিখিত আছে সে সকলকেই ভারতবর্ষীয় বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।......'

কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ।

১৯এ ফাল্গুন। সংবৎ ১৯১১।

বিষয়বস্তু ঃ বিশ্বপতি নামক ধর্মপরায়ণ নৃপতির সুবিনয় নামক দত্তক পুত্রকে নীতিশিক্ষা দানের ভার অর্পিত হয়েছে ধীনিবাস নামে এক পণ্ডিতের উপর। ধীনিবাস সুবিনয়কে নীতিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বর্ধমান নগরবাসী প্রতাপচন্দ্র নামক যুবরাজের আশ্রিত চিত্রকর অনাথপ্রিয় ও তার তিন পালিত পুত্রকন্যার কাহিনী শোনালেন। সেই কাহিনী শুনে রাজকুমার নীতিপথে চলতে স্বীকৃত হয়।

সদাচার দীপকঃ • জে. টি. রিচার্ড ? • ১৮৩৬

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

School-Book Series BENGALI' NO. 18.

ANECDOTES, / MORAL AND RELIGIOUS, / সদাচার দীপক ঃ / অর্থাৎ ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক ইতিহাসঃ। / সুবাক্য মধুর চাকের ন্যায়, অর্থাৎ মনের প্রতি মিষ্ট / ও অস্থির বলদায়ক। / CALCUTTA / PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK / SOCIETY, / AT THE BAPTIST MISSION PRESS. / 1836.

৫০০০ কপি। পৃ. ৪৮।

প্রথম সংস্করণের মূল্য আট আনা। শেষ সংস্করণ ১৮৫৫-তে। গ্রন্থে সূচিপত্র এবং ভূমিকা নেই। পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৯। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে শিরোনাম রয়েছে এবং অন্তিমে নীতিবাক্য উচ্চারিত। সাধারণ নীতিশিক্ষার সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম অনুসারী নীতিবাক্যও দেখা যায়। সাধারণ নীতিশিক্ষার উদাহরণ — 'ধার্ম্মিকের মনের সঙ্কল্প যথার্থ, কিন্তু দুষ্টের পরামর্শই ভ্রান্তি।' (পরি. ১) 'জ্ঞানি পুত্র পিতাকে আনন্দিত করে'। (পরি. ৩) 'সরলেরদের সারল্য তাহাদিগকে রক্ষা করে'। (পরি. ৪) 'অধর্ম ও উত্তমদিগকে দর্শন করত পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র আছে।' (পরি. ৫) 'ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে আমাদের প্রাণপণ করা উচিত।' (পরি. ৬) 'কোমল প্রত্যুত্তর ক্রোধ ফিরায়।' (পরি. ৮) ইত্যাদি। কয়েকটি অধ্যায়ের শিরোনাম — মরণ ভয় তুচ্ছকারির কথা, মিথ্যাকথনে ভীত এক ক্ষুদ্র বালকের কথা, এক সরলা স্ত্রীলোকের কথা, চুরি করিতে ভীত এক ক্ষুদ্র বালকের কথা, পরের প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টাকারি একজন নাবিকের কথা — ইত্যাদি। গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য পাঠকের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ও তাদের ঈশ্বরবিশ্বাসী, সত্যবাদী, পরোপকারী, সাহসী করে গড়ে তোলা।

যতীন্দ্রমোহন লেখকের নাম বলেছেন Richardt, J.T.। মুদ্রণকাল — ১৮২৫, ১৮৩৬, ১৮৩৯। আকাদেমি পঞ্জিতে এই গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠার একটি সংস্করণের কথা বলা হয়েছে, যদিও প্রকাশকাল সম্বন্ধে সঙ্কলক নিঃসন্দেহ নন (১৮৫৪-৬৩)। সবিতা চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৬-এ প্রকাশিত Anecdotes গ্রন্থের লেখকনাম বলেছেন রেভা. জি. পিয়ার্স।

সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস - ১,২ • জে. সি. মার্শম্যান • ১৮২৯

গ্রন্থটির দুটি ভাগ একত্র মুদ্রিত। মোট পৃষ্ঠা ২৩৯। প্রথম ভাগ ১-১২০, দ্বিতীয় ভাগ ১২১-২৩৯ পৃষ্ঠা। মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৯৫। প্রথম ভাগে ৫০টি এবং দ্বিতীয় ভাগে ৪৫টি পরিচ্ছেদ। গ্রন্থকর্তারূপে জে. সি. মার্শম্যানের নাম স্বীকৃত।

আখ্যাপত্র ঃ ১ম ভাগ ঃ ১ম সংস্করণ

ANECDOTES / OF / VIRTUE AND VALOUR, / TRANSLATED INTO BENGALEE, / And printed with the English and Ben / galee on opposite pages. / Part - I / FROM THE SERAMPORE PRESS. / 1829

সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস। / সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা / করা গেল। / তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গলা। / প্রথম ভাগ। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮২৯। পৃ. ১২০।

প্রথম সংস্করণের মূল্য দেড় টাকা। কিন্তু সমাচার দর্পণের বিজ্ঞাপনে (১৫.৮.১৮২৯) বলা হয়েছিল — '......চারিভাগে সমাপ্ত হইবে প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১টাকা।' গ্রন্থটির ৩য় এবং ৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হয়নি। ২য় সংস্করণ — ১৮৩০? যতীন্দ্রমোহন লেখকরূপে মার্শম্যান ও প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম করেছেন। নবেন্দু সেন বলেছেন 'সদ্‌গুণ ও বীর্য'র লেখক 'সম্ভবত জে. সি. মজুমদার,' [গ. অ. দ. দে., পৃ. ৮২]

আখ্যাপত্র ঃ ২য় ভাগ ঃ ১ম সংস্করণ

ANECDOTES / OF VIRTUE AND VALOUR, / TRANSLATED INTO BENGALEE, / And printed with the English and Ben / galee on opposite pages. / Part II / FROM THE SERAMPORE PRESS. / 1829.

সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস। / সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা / করা গেল। / তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গলা। / দ্বিতীয় ভাগ। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮২৯। পৃ. ১২১-২৩৯।

দ্বিতীয় ভাগের মূল্য দেড় টাকা। সমাচার দর্পণের বিজ্ঞাপনে (২৭.২.১৮৩০) জানানো হয়েছে .... 'দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ১ টাকা।' 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ৯৫টি গল্পের সঙ্কলনগ্রন্থ। নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। তবে কয়েকটি গল্পে নীতিশিক্ষা লক্ষ করা যায়। পাঠ্যপুস্তকরূপে অত্যন্ত সমাদৃত। পরবর্তীকালের কয়েকটি গ্রন্থের উপর এর প্রভাব দেখা যায়। কয়েকটি গল্পের শিরোনাম - ৮. রাজার নীতিকর্ম্ম, ১০. ঘুষের অশুভ ফল, ১৩. অগ্নিতে সকলের সংস্কার হয়, ২৪. সিংহের সঙ্গে সংগ্রাম, ৩৪. বাদশাহ ও শ্যেনপক্ষী, ৩৯. চাকরের বিশ্বস্ততা, ৬০. ঘুমের অশুভ ফল, ৭৪. অত্যন্ত লোভের প্রতিফল ইত্যাদি। শেষোক্ত গল্পটি উদ্ধার করা হচ্ছে।

'একজন কৃষক ফ্রান্স দেশের এক রাজে বৃহৎ এক গাজর উপঢৌকন দিল। বাদশাহ তাহার সারল্যেতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক সহস্র টাকা পারিতোষিক দিতে আজ্ঞা করিলেন। একজন অমাত্য এইমত ক্ষুদ্র বস্তুর এমত পারিতোষিক দেখিয়া উত্তম এক অশ্ব ক্রয় করিয়া অধিক পারিতোষিকের লোভে বাদশাহকে উপঢৌকন দিল। বাদশাহ তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাকে সেই গাজর দিয়া কহিলেন যে মহাশয় হাজার টাকার গাজর লও'। (পৃ. ১৭৫, ১৭৭) গ্রন্থটিতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শীলমোহর (Stamp) রয়েছে।

জোশুয়া মার্শম্যান-পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান পিতার সঙ্গে ভারতে এসেছেন পাঁচ বছর বয়সে (১৭৯৯)। ১৮১২ সালে সতের বছর বয়সে শ্রীরামপুর মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ। সজনীকান্ত দাস মার্শম্যানের কৃতিত্বের এক সূত্রাকার তালিকা দিয়েছেন। ১. 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র সম্পাদনা ও পরিচালনা, ২. শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজের পরিচালনা ও আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণ, ৩. শ্রীরামপুরে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন, ৪. ১৮৪০-১৮৫২ 'গবর্নমেন্ট গেজেট' সম্পাদনা, ৫. ছাত্রপাঠ্য বিবিধ গ্রন্থ রচনা, ৬. ইংরেজি ও বাংলায় সরকারি আইন সঙ্কলন, ৭. সুন্দরবন অঞ্চলে খ্রিস্টীয়ান উপনিবেশ স্থাপনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, ৮. সরকারি বাংলা অনুবাদকের পদ গ্রহণ। তিনি ১৮৫২ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

মার্শম্যান নিজে যেমন বই লিখেছেন তেমনি অপরের লেখা বইও সম্পাদনা করেছেন বা সযত্নে তার ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর সুবিখ্যাত ইংরেজি বই 'Outlıne of the History of Bengal' বাংলায় অনুবাদ করেছেন গোবিন্দচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জন ওয়েঙ্গার, গোপাললাল মিত্র। মার্শম্যান-রচিত গ্রন্থের বিষয়-বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি আমাদের বিস্মিত করে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গল্প, আইন, রাজনীতি, ব্যাকরণ, কৃষি, অভিধান ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ তালিকায় একবার চোখ ফেরানো যেতে পারে। ১. জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায় (১৮১৯), ২. A Dictionary of the Bengalee Language (১৮২৭), ৩. ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৩১), ৪. ক্ষেত্রবাগান বিবরণ (১৮৩১), ৫. পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ (১৮৩৩), ৬. মারিচ ব্যাকরণ (১৮৩৩), ৭. দেওয়ানি আইন সংগ্রহ (১৮৪৩), ৮. দারোগাদের কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ (১৮৫১). ৯. ব্যবস্থাভিধান (১৮৫১)। এর বাইরে আছে ÆSOPS FABLES । মার্শম্যান আরো কিছু পাঠ্যপুস্তক জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কোথাও লেখকের নাম নেই। সারাজীবন ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ না করেও মার্শম্যান আদর্শ খ্রিস্টানজীবন যাপন করে গেছেন।

সন্তান প্রতিপালন • অজ্ঞাত • ১৮৫৩

লঙের তালিকায় উল্লিখিত এই গ্রন্থটি (৬ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। আকাদেমি পঞ্জিতে মুদ্রকের নাম পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র। সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য বিষয়ক গ্রন্থ। লঙ বলেছেন — 'Treats regarding the health of children, their morals, their learning ;' ।

সারসংগ্রহঃ • উইলিয়ম ইয়েটস • ১৮৪৪

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

সারসংগ্রহঃ। / VERNACULAR / CLASS BOOK READER / FOR THE / GOVERNMENT COLLEGES AND SCHOOLS. / TRANSLATED INTO BENGALI' / BY THE / REV. W. YATES, D. D. / CALCUTTA : / PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, CIRCULAR ROAD. / 1844.

পৃ. ২০০। 1st ed. – 1000 copies.

আখ্যাপত্র ঃ ২য় সংস্করণ

সারসংগ্রহঃ। / VERNACULAR / CLASS-BOOK READER / FOR / COLLEGES AND SCHOOLS. / TRANSLATED INTO BENGALI' / BY / THE LATE REV. W. YATES, D.D. / SECOND EDITION, REVISED / C. S. B. S. / CALCUTTA / PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS, / AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD. / 1847. পৃ. ২০২।

লঙ বলেছেন প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি আরও বলেছেন ২য় সংস্করণের মূল্য ৮ আনা। কিন্তু ২য় সংস্করণের শেষে সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদির একটি তালিকা রয়েছে। সেখানে 'সারসংগ্রহ' গ্রন্থের মূল্য মুদ্রিত ১২ আনা।

'সারসংগ্রহ' মূলত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই। তবে প্রসঙ্গক্রমে উপদেশবাক্য ও নীতিবাক্য উচ্চারিত হয়েছে। বেশ কিছু স্থানে ভদ্রতা, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশবাণী বর্ষিত। যেমন — দেশভ্রমণের ফল, বিবেচনার কথা, সভ্য ব্যবহারের কথা, বিদ্যাবৃদ্ধির কথা, আনন্দের কথা, পরিণামদর্শি ও অপরিণামদর্শির কথা, কথোপকথনের রীতি, নৈপুণ্যাদির কথা, আলস্যের কথা ইত্যাদি। এছাড়া আছে এথেন্স, কলকাতা, ঢাকা, জালালপুর, মুর্শিদাবাদ, গয়া, কাশী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লি, লাহোর, জাভা উপদ্বীপ ইত্যাদি নগরের কথা। ইতিহাস সম্বন্ধীয় বিষয় হল — পলাশির যুদ্ধ, সিরাজদ্দৌল্লার মৃত্যু, ক্লাইভ, শেরখান, কলকাতা হস্তগত হওয়ার ইতিহাস ইত্যাদি। জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক অনেকগুলি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

ব্যাপটিস্ট মিশনারি হিসেবে ইয়েটস্ এদেশে এসেছেন ১৮১৫-তে। অন্যান্য ধর্মযাজকের মত তিনিও প্রাচ্য বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। শ্রীরামপুর গোষ্ঠীর সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে কলকাতায় এসে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন ১৮১৭ সালে। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে স্বদেশে ফিরে যান ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এবং দু'বছর পর প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে প্রথম

থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কঠোর পরিশ্রমে সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করেন। তিন বছর সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক ছিলেন। সরকারের কাউন্সিল অব এডুকেশন 'শিশুসেবধি' সম্পর্কে তাঁর মতামত চেয়েছিলেন। তিনি বিরূপ মত দেন। ১৮১৫-১৮৪৫ — এই তিরিশ বছরে শুধু বাংলা নয়, ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থের তিনটি দিক ১. বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, ২. অভিধান, ব্যাকরণ ও সঙ্কলন গ্রন্থ, ৩. ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলি — ১. পদার্থবিদ্যাসার (১৮২৫), ২. জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩০), ৩. সত্য ইতিহাস সার (১৮৩০), ৪. প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় (১৮৩০)।

ইয়েটস্ সম্পর্কে ২৮/৭/১৮৩৮ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ ঃ 'এই পাদরি সাহেব বাহির রাস্তার নিকটে গীর্য্যা আছে তাহার পাদরি ইনি বাঙ্গালা বিষয়ে যেমন উত্তম বিজ্ঞ এমত বিজ্ঞ ইংলণ্ডীয় মধ্যে প্রায় নাই। ঐ পাদরি সাহেব বাঙ্গলা ভাষা বিষয়ে পারদর্শী এবং যে অতিশয় ভারি কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কর্ম্মসংস্থানের যে রীতিনীতি এবং তদ্বিষয়ের পারিপাট্য জানিতেন এবং তাহার যে প্রকার শীলতা সর্ব্ব সমীপে নম্রতা আর স্বভাবত বাক্যের কোমলতা আর তিনি যে প্রকার কএক বৎসর ঐ কর্ম্ম করিতেছেন ইহাতে তিনি ঐ কার্য্যে অতিনিপুণতম হইয়াছেন।'

সুধাসিন্ধু • অজ্ঞাত • ১৮??

LONG - '52 তালিকায় অজ্ঞাতনামা লেখকের এই গ্রন্থটির উল্লেখ আছে। আর কোথাও এই নামে কোনো গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এ কারণে ১৮৫২ বা তার পূর্বে রচিত গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে নীরব থাকা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

সুশীল চরিত্র • গুরুপদ রায় ? • ১৮২৭

লঙ বলেছেন ১২৭ পৃষ্ঠার এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে। লেখকের বাসস্থান কাঁচড়াপাড়া। লেখক কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। গ্রন্থটি আমাদের সন্ধানে নেই। আকাদেমি পঞ্জিতে একই নামের একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। সেখানে কোন প্রকাশকাল নেই। লেখকনাম দ্বারকানাথ মল্লিক। যদিও তার যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। লঙও 'সুশীল চরিত্র' শীর্ষক গ্রন্থের লেখকনাম বলেছেন দ্বারকানাথ মল্লিক। অতএব এই গ্রন্থের প্রকৃত লেখকনাম বিষয়ে সংশয় থেকে যায়।

গুরুপদ রায় সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। দ্বারকানাথ মল্লিক বড়বাজার নিবাসী প্রখ্যাত ধনী ও দাতা রামমোহন মল্লিকের বড় পুত্র। কলকাতায় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ১৩ মার্চ অনেক 'সম্ভ্রান্ত' বাঙালির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি আশুতোষ দেব। সভার বিষয়বস্তু ১৮৪০ সালের ২৪ আইনের ৪ ধারা অনুসারে কলকাতার বাড়ির ট্যাক্স নির্ধারণ করা, আদায় করা ইত্যাদি। [illegible] বক্তৃতা করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এরপর একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির একজন সদস্য ছিলেন 'শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক'। লেখক দ্বারকানাথ এবং 'বাবু' দ্বারকানাথ একই ব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় নই।

মধুসূদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর দেওয়া বিবরণ থেকে জানা যায় ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে সেকালের অনেক কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁদের মধ্যে পটলডাঙার দ্বারকানাথ মল্লিক অন্যতম।

॥ হিতোপদেশ ॥

সংস্কৃত কথাসাহিত্যে গল্পের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়েছে 'পঞ্চতন্ত্র'। রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ। রাজা অমরশক্তির জড়ধী পুত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকের পরে গ্রন্থটি রচিত হয় বলে মনে করা হয়। বাইবেলের পর 'পঞ্চতন্ত্র'ই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য অনুবাদিত হয়েছে।[১] এই গ্রন্থে রয়েছে জীব বা প্রাণীমূলক বহু গল্প এবং প্রায় প্রবাদে পরিণত হওয়া অসংখ্য শ্লোক। সেসব শ্লোকে লোকজীবন ও লৌকিক উপাদান সনিষ্ঠ এবং বিদগ্ধ সম্পাদনায় বিবৃত। বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র'-কে অবলম্বন ও মূল উৎস করে প্রাচীন ভারতে আর একটি গ্রন্থ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেটি নারায়ণ রচিত চারটি অংশে বিভক্ত (মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি) 'হিতোপদেশ'। রাজা ধবলচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিতোপদেশ' একাদশ শতাব্দীর পরে রচিত হয়নি বলে কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেছেন।

রচনাকাল যাই হোক না কেন, 'হিতোপদেশ' নামের মধ্যে এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। রচনাকাল বা সঙ্কলনকর্তা বলেছেন — 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।' সাধারণ নীতিশিক্ষার সঙ্গে রয়েছে সমাজনীতি ও রাজনীতির প্রসঙ্গ। ফলে শিশু কিশোরদের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদের কাছেও 'হিতোপদেশ' সমান সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। যদিও বিদ্যাসাগর সংস্কৃত হিতোপদেশের প্রশংসা করতে পারেননি। '......... মধ্যে মধ্যে আদিরসঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি বুঝিয়া, গ্রন্থকর্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন, বলিতে পারা যায় না।'

'হিতোপদেশ'-এর প্রথম তিনটি অংশ 'পঞ্চতন্ত্র'র সুস্পষ্ট প্রভাবে রচিত। 'সন্ধি' অংশটি সঙ্কলকের স্বকীয় উদ্ভাবন। চারটি অংশেই নতুন লোককথা সংযোজিত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের মত হিতোপদেশেও পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা ছ'মাসের মধ্যে রাজপুত্রদের নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করে তুলেছিলেন। তবে এখানে রাজার নাম সুদর্শন। 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' গ্রন্থদুটির মধ্যে বিষয়গত, বিন্যাসগত ও শৈলীগত ঐক্য থাকার ফলে একসময় বিষ্ণুশর্মাকেই 'হিতোপদেশে'র রচয়িতা মনে করা হত।[২] 'পঞ্চতন্ত্রকার নীতিশিক্ষণেচ্ছু হলেও মূলত গল্পকথক; আর হিতোপদেশের কথক মূলত নীতিশিক্ষক, গল্পকথন তাঁর গৌণ উদ্দেশ্য। .... এদিক থেকে হিতোপদেশের সাহিত্যিক মূল্য পঞ্চতন্ত্রের চাইতে অনেক কম, ... ।' (সা. ছো., পৃ. ৪২)

সর্বজনগ্রাহ্য রূপের ফলে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে ভারতে ও বহির্ভারতে বিভিন্ন ভাষায় 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' অনুবাদিত হয়।[৩] বাংলা ভাষা তার মধ্যে অন্যতম। বাংলা ভাষাতেই অন্তত দু'লক্ষ কপি 'হিতোপদেশ' ছাপা হয়েছিল। 'হিতোপদেশ'-এর হাত ধরেই বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষার আবির্ভাব। সেই সঙ্গে বাংলা গদ্য সাহিত্যে অনুবাদকর্মেরও প্রথম পদক্ষেপ। উনবিংশ শতকে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ 'হিতোপদেশ' অনুবাদে পণ্ডিতদের উৎসাহিত করেছেন এবং 'হিতোপদেশ'কে কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'হিতোপদেশ'-এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে বাংলার সঙ্গে ইংরেজিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে দ্বি-ভাষিক অনুবাদও দেখা যায় এবং সেসঙ্গে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়সাধনের উদ্দেশ্যে বিদেশীয়দের কোন কোন সঙ্কলনগ্রন্থে 'হিতোপদেশ'-এর অংশবিশেষ সঙ্কলিত হয়েছে। যেমন —Introduction to the Bengali language – Vol II, Yates,

1847। 'হিতোপদেশ' নামটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ঈশপের গল্পের অনুবাদ (রামকমল সেন - ১৮২০) এবং বাইবেলের অনুবাদ (ব্যাপটিস্ট মিশন প্রকাশিত) একই আখ্যা গ্রহণ করেছে।

'হিতোপদেশ' এবং 'পঞ্চতন্ত্র' এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে আমরা কেবল 'হিতোপদেশ'-এর কয়েকটি গদ্যানুবাদের সন্ধান পেয়েছি। কয়েকটির উল্লেখ পেয়েছি, সন্ধান পাইনি। 'পঞ্চতন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ পেয়েছি কিন্তু সন্ধান পাইনি। 'হিতোপদেশ' অনুবাদকদের মধ্যে আছেন গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার প্রমুখ। আরও রয়েছেন বেশ কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখক। তাঁদের পরিচয় সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রায় সকলেই বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের উল্লেখ নামপত্রে করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নারায়ণশর্মার 'হিতোপদেশ'কেই অনুসরণ করেছেন। প্রাপ্ত অনুবাদগুলিকে কয়েকটি ধারায় ভাগ করা যেতে পারে — ১. সম্পূর্ণ গদ্যানুবাদ ২. মূল সংস্কৃত শ্লোকসহ অনুবাদ ৩. দ্বি-ভাষিক অনুবাদ ৪. ত্রি-ভাষিক অনুবাদ ৫. সঙ্কলন ৬. সম্পাদিত (সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ) ৭. দ্বৈত-অনুবাদ (বাংলা ও ইংরেজি ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদককৃত)।

১. হিতোপদেশ • গোলোকনাথ শর্মা • ১৮০২

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

HEETOPADESHU. / OR / Beneficial Instructions. / Translated from the original Sangskrit, / BY GOLUK NATH, Pundit, / SERAMPORE, / PRINTED AT THE MISSION PRESS. / 1802.

হিতোপদেশ। / সংগ্রহ ভাষাতে / গোলোক নাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮০১ পৃ. ২৪৭।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে ইংরেজি আখ্যাপত্রটি কিছুটা পৃথকভাবে ছাপা হয়েছে '...... Beneficial Introduction/ ...... Sungskrit ......'. [বা. সা. ই. বৃ. - ৫, পৃ. ৯৫৮ (পাদটীকা)] ইংরেজি ও বাংলা আখ্যাপত্রে ভিন্ন প্রকাশকাল থাকায় প্রকৃত প্রকাশকাল নিয়ে বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে। কিছু তালিকায় ও গ্রন্থে ১৮০১ এবং কিছু তালিকায় ও গ্রন্থে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দকে প্রকৃত প্রকাশকাল বলা হয়েছে। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে রাইল্যান্ডকে লেখা উইলিয়ম কেরির চিঠি উদ্ধৃত করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত। ঐ চিঠিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন প্রকাশকাল ১৮০২, আর সজনীকান্ত বলেছেন — ১৮০১। আমাদের মনে হয় গ্রন্থটি ছাপা শুরু হয় ১৮০১-এর শেষদিকে, শেষ হয় ১৮০২ এর প্রথম দিকে।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিখণ্ড ৮ টাকা দামে ১০০ কপি 'হিতোপদেশ কিনেছিলেন। গ্রন্থটির পরবর্তী কোন সংস্করণের খোঁজ আমরা পাইনি। যদিও যতীন্দ্রমোহন তাঁর তালিকায় অনেকগুলি সংস্করণের উল্লেখ করেছেন।

গোলোকনাথ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত না হলেও তাঁর গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন গোলোকনাথ শর্মার পুরো নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত মহীপালদীঘির কোন স্থান। কেরি শ্রীরামপুরে

আসার সময় গোলোকনাথও সঙ্গে এসেছিলেন। ১৭৯৪ থেকে আমৃত্যু গোলোকনাথ মিশনারি-সাহচর্য পরিত্যাগ করেন নি। যদিও তিনি তাদের ধর্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বরং নিজ ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সদা-সচেষ্ট ছিলেন। মৃত্যুর পর হিন্দুমতে তাঁর অন্ত্যেষ্টি হয় এবং তাঁর পত্নী সহমৃতা হন।

২. হিতোপদেশ • মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • ১৮০৮

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। / মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। / এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ। / বিষ্ণুশর্ম্ম কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / বাঙ্গালা ভাষাতে। / মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / ১৮০৮ পৃ. ২৪৩।

২য় সং - ১৮১৪, ১৯৭ পৃ., শ্রীরামপুর (সা. সা. চ. - ১ / মৃ. বি.)। যতীন্দ্রমোহন ১৮১২ সালের একটি সংস্করণের উল্লেখ করেছেন। গ্রিয়ার্সন ১৮২১ এর সংস্করণকে ২য় সংস্করণ বলেছেন। [E. P. S. M., p. 10]

আখ্যাপত্রাংশ ঃ ৩য় সংস্করণ - ১৮২১

.... *মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়ত। / শ্রীরামপুরে তৃতীয়বার ছাপা হইল। / সন ১৮২১ সাল।* পৃ. ১৪৬।

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ২.২.১৮২২-তারিখের সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল শ্রীরামপুরে 'হিতোপদেশ' তৃতীয়বার ছাপা হচ্ছে। (স. সে. ক. - ১, পৃ. ৬৫) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২১-এ ২য় সংস্করণ এবং ১৮২২-এর সংস্করণকে তৃতীয় সংস্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। (বা. সা. ই. বৃ. -৫, পৃ. ৪২২) অন্যত্র বলেছেন 'এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৪ সালে, তৃতীয় মুদ্রণ - ১৮২১ সালে। এর প্রথম সংস্করণের কোনো কপি পাওয়া যায় নি।' (ঐ, পৃ. ৯০৫) যতীন্দ্রমোহন ১৮২১ (৩য় সং) এবং ১৮২২ দুটি সালই উল্লেখ করেছেন। (পৃ. ৪৬/১,২) পরবর্তী সংস্করণ — ১৮২৪ (১৭৪৫ শক), পৃ. ৩৪৫, ১৮৪১ (১৭৬৩ শক), মিশন যন্ত্রালয়। মু. বা. গ্র. প.-তে ১৮৫৩-র পরবর্তী একটি সংস্করণ উল্লিখিত। সঠিক কাল মুদ্রিত নেই।

৩. হিতোপদেশ • রামকিশোর তর্কচূড়ামণি • ১৮০৮

রোবাক 'রামকিশোর তর্কালঙ্কার' লিখিত 'হিতোপদেশ'-এর উল্লেখ করেছেন। [Annals, App.II, p. 29] ঐ গ্রন্থে অন্যত্র বলেছেন ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত হিসেবে কাজে যোগদান করেছিলেন রামকিশোর তর্কচূড়ামণি। [p. 50] লঙ নাম বলেছেন 'রাজকিশোর চূড়ামণি'। [515] মিশনারিরা 'রাজকিশোর তর্কচূড়ামণি' বলেছেন। মু. বা. গ্র. প.-তে রাজকিশোর চূড়ামণি রচিত 'হিতোপদেশ'-এর ১৮৫৫ সালের সংস্করণের উল্লেখ আছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্যবিবরণী এবং কেরির চিঠিতে 'রামকিশোর' নামটিই উল্লিখিত। মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় লিখিত 'হিতোপদেশ' অধিক প্রচারিত ও জনপ্রিয় হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ রামকিশোরের 'হিতোপদেশ'-এর পুনর্মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা করেননি। বইটি পাওয়া যায়নি।

৪. হিতোপদেশ • ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় • ১৮২৩

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

শ্রী শ্রী হরিঃ। / হিতোপদেশ / পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত / শ্রী বিষ্ণুশর্ম্ম কর্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ / তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় / শ্রী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় / সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দাঃ ১৭৪৫ / সন ১২৩০

পৃ. ৩৪৫।

'....... অজ্ঞ বিজ্ঞ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরি উপকারজনক এই হিতোপদেশ গ্রন্থ শ্রীল শ্রীযুত কুমার শিবচন্দ্র রায় তথা শ্রীমৎ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরদিগের অনুমত্যনুসারে 'সংস্কৃত মূল শ্লোক রাখিয়া তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল .... এই গ্রন্থ মতে কর্ম্ম করিলে লোকের ইহকালে ও পরকালে কোন দোষ স্পর্শে না ....।' — ভূমিকা।

এই গ্রন্থের পরবর্তী কোন সংস্করণ প্রকাশের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। তবে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার ২ মে ১৮৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে জানানো হয় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে ৩।।৹ দামের 'হিতোপদেশ' বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। এটি সম্ভবত ভবানীচরণ রচিত 'হিতোপদেশ'।

'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) পত্রিকায় একদা রামমোহনের ঘনিষ্ঠ এবং পরবর্তীকালে রামমোহনের ঘোরতর বিরোধী, কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ প্রথার অন্ধ সমর্থক, 'ধর্মসভা'র সংস্থাপক ও আমৃত্যু সম্পাদক, 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র (১৮২২) সম্পাদক, স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী, রক্ষণশীল হিন্দু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকে প্রথমার্ধে এক বিতর্কিত অথচ অনস্বীকার্য চরিত্র। জন্মেছেন আঠেরো শতকের শেষপ্রান্তে (১৭৮৭)। ন'বছর বয়সে উপনয়ন। দশ বছরে বিবাহ। কুড়ি বছর বয়সে (১৮০৭) প্রথম পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। দার পরিগ্রহ করেছেন দু'বার।

তাঁর কর্মজীবন বিচিত্র এবং দীর্ঘ। প্রথমে নিয়েছিলেন ডকেট কোম্পানির সরকারি চাকরি। এরপর 'সদর মেটের কর্মে নিযুক্ত হন।' একবছর পর সেখানে মুৎসুদ্দি। ২৭থেকে ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত তীর্থভ্রমণ। ফিরে এসে ফোর্ট উইলিয়মের মেজর জেনারেল উইলিয়ম কারের মুৎসুদ্দি, এরপর 'কেম্পটন সাহেবের বাটীতে কার্যাভিষিক্ত'। তারপর ক্রমান্বয়ে করেছেন ডাইলি সাহেবের অধীনে 'কলিকাতা পরমিটের দারোগাগিরি,' পদোন্নতি ঘটে 'প্রধান কলকিউলেটরের কর্মে', আবার কার সাহেবের চাকরি, বিশপ মিডলটন সাহেবের চাকরি, হেনরি ব্লাপেট সাহেবের মুৎসুদ্দি, বিশপ হিবর সাহেবের চাকরি, ক্রিস্টোফার পুলারের অধীনে চাকরি, বিশপ মিডলটন প্রতিষ্ঠিত বিশপস কলেজে অধ্যক্ষতা, 'শোলা দানার নিমক এজেন্ট মেং জিনিং সাহেবের অধীনে শোলা দানার মধ্য ডিবিজনের সিরিস্তাদারী' (১৮২৬), হুগলি কালেকটারির খাজাঞ্চিগিরি, 'ইংলিসম্যান'পত্রিকা-সম্পাদক 'ইষ্টাকুইলর' সাহেবের অফিসে 'অধ্যক্ষৈকত্ব', ট্যাক্স অফিসের দেওয়ানি, হিকি বেলি কোম্পানির বাণিজ্যালয়ে প্রধানগিরি। সারাজীবন অপরের আয়ব্যয়ের হিসাব রেখেছেন নিষ্ঠাভরে। কিন্তু 'ধর্মসভা'র আয়-ব্যয়ের হিসেব দিতে অস্বীকার করেছিলেন। হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনে ভবানীচরণ একদিকে লিখেছেন 'শ্রীশ্রী গয়াতীর্থ বিস্তার' (১৮৩১), 'পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা' (১৮৪৪), তুলট কাগজে ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর দিয়ে ছাপিয়েছেন 'শ্রীমদ্ভাগবত' (১৮৩০), 'মনুসংহিতা' (১৮৩৩), 'উনবিংশ সংহিতা' (১৮৩৩), 'শ্রীভগবদ্গীতা' (১৮৩৫); অন্যদিকে ব্যঙ্গধর্মী রচনায় আদিরসের ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), 'আদিরস

ভক্তিরসঘটিত .... রসদায়ক' 'দূতীবিলাস' (১৮২৫), 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১) ইত্যাদি গ্রন্থে।

তবে একথাও ঠিক, তিনিই প্রথম মানুষ যিনি এদেশের শিল্প-বাণিজ্যে বিদেশি অর্থ বিনিয়োগের এবং বিদেশি প্রথার বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে তিনি জমিদারদের তাঁদের সম্পদ দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যে বিস্তারে ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান। আবার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়ে সরাসরি এও বলেছিলেন, ভারতে কিংবা পৃথিবীর অন্য যে কোন সভ্য দেশে জমিদারদের অধিকার রক্ষা করা অন্য যে-কোন শ্রেণীর অধিকার রক্ষার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় নীলকরদের অত্যাচারের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক কলকাতার দুর্নীতি, 'বাবু' গোষ্ঠীর ভণ্ডামি, 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মাত্রাতিরেক — এসবের বিরুদ্ধেও তাঁর শাণিত বিদ্রূপের পরিচয় রয়েছে 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস' ও অসংখ্য ব্যঙ্গাত্মক রচনায়। মোটকথা, রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সমাজশোধন চেয়েছিলেন। স্রোতের বিপরীতমুখী হলেও সে চেষ্টায় কোন ফাঁকি ছিল না। তাঁর সবটুকুই আন্তরিক।

গ্রন্থটির পৃষ্ঠপোষক বাবু শিবচন্দ্র ও নৃসিংহচন্দ্র (নরসিংহ) রায় রাজা সুখময় রায়ের উত্তরাধিকারী। সুখময় রায় দেওয়ানি করে প্রভূত সম্পত্তি উপার্জন করেন এবং সেকালে সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের একজন। লর্ড মিন্টোর আমলে সুখময় 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। 'সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষানিমিত্ত' শিবচন্দ্র ও নৃসিংহ ২০,০০০ টাকা করে দান করেছিলেন। নেটিভ ফিভার হসপিটালে তাঁদের যথেষ্ট দান ছিল। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজেও তাঁদের অবদানের উল্লেখ সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। আফগান যুদ্ধে জয়ী ইংরেজদের বন্দনাগান ও গবর্নর জেনারেলের স্তুতিপাঠের জন্য ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল শীল, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ দেব, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, আশুতোষ দেব ও রাজা নরসিংহ চন্দ্র রায়। [সূত্র- স. সে. ক. - ২]

৫. হিতোপদেশ • লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার • ১৮৩০

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

THE / HITOPADESHA. / A COLLECTION OF / Fables and Tales in Sanscrit / BY / VISHNUSARMA.'/ WITH THE BENGALI AND THE ENGLISH TRANSLATIONS / REVISED. / EDITED BY / LAKSHAMI NA'RA'YANA NYA'LANKA'R. / Calcutta : / PRINTED AT THE SHA'STRA PRAKASHA PRESS, SOBHA'BA'ZAR STREET. / 1830

সাধু গৌড়ীয় ভাষায় সংগৃহীত / হিতোপদেশ / শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক / সংশোধিত হইয়া /কলিকাতা মহানগর শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে / মুদ্রিত হইল / সন ১২৩৭ শাল।

পৃ. ৫১৪।

এই দুটি আখ্যাপত্র ছাড়া সংস্কৃতেও আখ্যাপত্রটি মুদ্রিত। এটি ত্রি-ভাষিক গ্রন্থ। সূচিপত্রও ত্রিভাষিক। বিষয়বস্তু চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি। বাংলা সূচিপত্রের পৃষ্ঠাঙ্কে কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে।

১৮৪৪ সালে গ্রন্থটির সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংশোধক ঈশ্বরচন্দ্র

ভট্টাচার্য। স্কুল বুক সোসাইটি দেশীয় লেখকদের উৎসাহিত করার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের 'হিতোপদেশ' ৫০ কপি কিনেছিলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১-এ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে জানানো হয় '...... শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার .... পূর্ব্ব সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা এই তিন ভাষায় সংগৃহীত যে হিতোপদেশ ছাপা করিয়াছেন পূর্ব্বে২ ১২ বার টাকায় বিক্রীত হইয়াছে এইক্ষণে দশ টাকা তন্মূল্য স্থির করিয়াছেন যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি পটলডাঙার সংস্কৃত পাঠশালাতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।' [স. সে ক. - ২, পৃ. ১৫০]

লক্ষ্মীনারায়ণ কলকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রথম লাইব্রেরিয়ান (১৮২৪ ফেব্রু - ১৮৩১)। এরপর তিনি পূর্ণিয়া জেলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত হন। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ২৯ ফ্রেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয় — 'শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত ন্যূনাধিক দশ বৎসর হইল পূরণিয়া জিলায় থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী সদর আমিনী এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত অধিকন্তু ফৌজদারি মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন ....।' [স. সে. ক. -২, পৃ. ১০৭] 'বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে জহরলাল বসু বলেছেন 'ইনি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন।' (পৃ. ৯২) পূর্ণেন্দু পত্রীও একই মত পোষণ করেছেন। [ব. যু., পৃ. ২৭]

'শাস্ত্রপ্রকাশ' (১৮৩০) পত্রিকার সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন 'ধর্মসভা'র সদস্য এবং সতীদাহ প্রথার সমর্থক। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজে ধর্মসভার এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সভ্যগণ 'সতীবিষয়ে বিলাতে আপীল করা কর্ত্তব্য' বিবেচনা করেন এবং যতদিন 'প্রার্থনার উত্তর না আইসে তাবৎকাল সতী হওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে' — এও প্রার্থনা করেছিলেন। এরপর ব্যয় নির্বাহের জন্য সভ্যরা সকলে চাঁদা দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার নগদ ১০০ টাকা দান করেছিলেন।

বা. মু. গ্র. তা.-য় লক্ষ্মীনারায়ণের গ্রন্থতালিকা — ১. দত্তক কৌমুদী (১৮২২) ২. দায়ভাগের ব্যবস্থা (১৮২২) ৩. ব্যবস্থা-সংগ্রহ (১৮২৪) ৪. ব্যবস্থা রত্নমালা (১৮২৪) ৫. মিতাক্ষরা দর্পণ (১৮২৪) ৬. শাস্ত্র সর্বস্ব (১৮২৬) ৭. দায়তত্ত্ব (১৮২৮) ৮. দায়সংগ্রহ (১৮২৮) ৯. দায়দত্তক রত্নাকর (১৮৩০) ১০. ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান (১৮৩৮)। [পৃ. ১৪০] মু. বা. গ্র. প.-তে অতিরিক্ত আর একটি গ্রন্থনাম পাওয়া যাচ্ছে — ' ব্যবহারতত্ত্ব', প্রকাশকাল নির্দেশিত নেই।

৬. হিতোপদেশ • অজ্ঞাত • ১৮৩২ (১২৩৯ ব.)

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

শ্রী শ্রী হরিঃ / হিতোপদেশ / পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত / শ্রী বিষ্ণুশর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ / তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় / শ্রী হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী গঙ্গাধর নেয়োগীর / ভবসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল / শকাব্দাঃ ১৭৫৭ / সন ১২৩৯ পৃ. ২৯৪।

মূল শ্লোকের উদ্ধৃতিসহ বঙ্গানুবাদ। যতীন্দ্রমোহন ১৮৫০ (১২৫৭ বাং)-এ সার সংগ্রহ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত অজ্ঞাতনামা লেখকের অপর একটি সংস্করণের কথা বলেছেন।

৭. হিতোপদেশ • ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য (সংশোধক) • ১৮৪৪ (১২৫১ ব.)

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

সাধু গৌড়ীয় ভাষায় সংগৃহীত / হিতোপদেশ ঃ / শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারেণ তদর্থানুবাদিত / ইদানীং / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংশোধিত হইয়া / কলিকাতা সারসংগ্রহ যন্ত্রালয়ে / মুদ্রিত হইল / পুস্তক গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা শোভাবাজারের বটতলায় / উক্ত যন্ত্রালয়ে পাইবেন / সন ১২৫১ শাল পৃ. ৫২৪।

এটিও ত্রি-ভাষিক গ্রন্থ। IOLC (1923) ও BMC (1886) -তে এই গ্রন্থটির উল্লেখ আছে। তবে উভয় তালিকাতেই পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫১৪। ইংরেজি অনুবাদ সি. উইলকিন্সের। সারসংগ্রহ যন্ত্র থেকে ছাপা আর একটি 'হিতোপদেশ' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৫৭ বঙ্গাব্দে (১৮৫০-৫১ ইং)। এটি ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদিত হিতোপদেশের অপর কোন সংস্করণ হওয়া সম্ভব।

ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত আর কয়েকটি বই — সারসংগ্রহ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক ৯৭ পৃষ্ঠার বই 'দ্রব্যগুণ', পদ্মাপুরাণ থেকে উদাহরণ সম্বলিত অর্থকরী বিদ্যা সম্বন্ধীয় 'লক্ষ্মীচরিত্র' (১৮৪৲) এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'উদ্ধব দূত'।

৮. হিতোপদেশ • জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি (সংশোধক) • ১৮৪৭

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

THE / HITOPADESHA / হিতোপদেশ। / পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রোদ্ধৃতঃ / মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধ্যবয়বান্বিতঃ। /শ্রীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুশর্ম্মণেন সংগৃহীত সংস্কৃত তদীয়ার্থ / সাধু গৌড়ীয় ভাষায় সংগ্রহপূর্ব্বক / শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি করণক / সংশোধিত হইয়া / শ্রীরাধামাধব শীল ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শীল এবং / শ্রীমধুসূদন শীলস্যানুমত্যনুসারে / কলিকাতা / (C.G.R.P.) / জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।/ এই গ্রন্থ যিনি গ্রহণেচ্ছ (গ্রহণেচ্ছু) হইবেন তিনি কলিকাতা / আহিরীটোলা ৯ নম্বর বাটীতে তত্ব (মুদ্রণপ্রমাদ) করিলে পাইবেন। / সন ১২৫৪ সাল তারিখ ৮ জ্যৈষ্ঠ। পৃ. ৩১৯।

গ্রন্থটিতে মূল সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে। মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি এই চারটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তু বিন্যস্ত। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোদেশে 'শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণশরণং' কথাটি মুদ্রিত। আখ্যাপত্রের শীলমোহরটি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির অতিপরিচিত শীলমোহরের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। সোসাইটির শীলমোহর যে সেকালে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এটি তার প্রমাণ।

গ্রন্থটির পৃষ্ঠপোষক রাধামাধব শীল, রাধাগোবিন্দ শীল এবং মধুসূদন শীল যে একই পরিবারভুক্ত এ বিষয়টি অনুমান করা যায়। কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি সম্পর্কেও কোন তথ্য হস্তগত হয়নি।

৯. হিতোপদেশ • অজ্ঞাত (C. S. B. S) • ১৮৪৭?

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম ইয়েটস্-এর 'সারসংগ্রহ' গ্রন্থের ২য় সংস্করণে স্কুল বুক সোসাইটির একটি বিজ্ঞাপনে সোসাইটির পুস্তকালয়ে বাংলা ভাষার যেসব পুস্তক 'প্রস্তুত আছে', তাদের নাম ও মূল্য রয়েছে। তালিকায় 'হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্ম কর্তৃক সংগৃহীত' — মূল্য ১৪ আনা উল্লিখিত।

১৮০২-১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যতগুলি 'হিতোপদেশ'-এর সন্ধান পেয়েছি, তার মধ্যে রামকমল

সেনের 'হিতোপদেশ' ছাড়া 'হিতোপদেশ' নামাঙ্কিত আর কোনো বই স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়নি। এ কারণে মনে হয় সোসাইটি এই গ্রন্থটির ১ম সংস্করণ প্রকাশ করেননি।

১০. হিতোপদেশ • অজ্ঞাত • ১৮৪৮

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

শ্রী শ্রী দুর্গা। / শরণং। / হিতোপদেশ। / অর্থাৎ। / পণ্ডিতবর বিষ্ণু শর্ম্ম সংগৃহীত মিত্রলাভ সুহৃ / ভেদ বিগ্রহ সন্ধি বিষয়ক প্রস্তাবীয় সংস্কৃত / গ্রন্থ এবং গৌড়ীয় সাধু ভাষায় / তদীয়ার্থ। / কলিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / ১২৫৫ সাল। / Printed by R. RODRIGUES, at the Sumachar Chundrika Press. পৃ. ৪৬৩।

গ্রন্থটিতে সূচিপত্র নেই। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত। বিষয় চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। IOLC (1923)-এ ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অজ্ঞাত লেখকের ৫০৩ পৃষ্ঠার একটি দ্বি-ভাষিক হিতোপদেশের উল্লেখ আছে। BMC (1886)-তে লক্ষ্মীনারায়ণের বঙ্গানুবাদসহ ৪৬৩ পৃষ্ঠার আর একটি হিতোপদেশের (১৮৪৮) উল্লেখ রয়েছে।

ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আলোচ্য হিতোপদেশের যে কপিটির ফটোকপি আমরা দেখেছি তাতে শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক বাংলায় মুদ্রিত ৪৫৫। আগের পৃষ্ঠাসংখ্যা মুদ্রিত ৫০২। দুটি পৃষ্ঠাঙ্কই হাতে কেটে ইংরেজিতে লেখা 462 এবং 463 । অতএব IOLC-তে শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক মুদ্রণপ্রমাদ ধরে নিয়ে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ছাপা হয়েছে ৫০৩ এবং BMC-তে সংশোধিত পৃষ্ঠাসংখ্যাকেই মান্য করা হয়েছে। আসলে তালিকাদুটির উল্লিখিত 'হিতোপদেশ' এবং আমাদের আলোচ্য 'হিতোপদেশ' অভিন্ন।

আলোচ্য সময়সীমায় প্রকাশিত আর যেসব 'হিতোপদেশ'-এর উল্লেখ বিভিন্ন তালিকায় পাওয়া গেছে, অথচ তাদের প্রাপ্তি বা সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি - কালানুযায়ী তাদের নাম ঃ- **১১. হিতোপদেশ • অজ্ঞাত (পৃ. ৩৩০, দ্বি-ভাষিক) • ১৮৪৮ [IOLC, 1923] ১২. হিতোপদেশ • অজ্ঞাত (জ্ঞানোদয় প্রেস) • পৃ. ৩০৫ • ১২৬০ ব. [LRP] ১৩. হিতোপদেশ • অজ্ঞাত (অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস) • পৃ. ১৩৪ • ১২৬০ ব. [LRP] ১৪. হিতোপদেশ • অজ্ঞাত (চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র) • পৃ. ৩৩২ • ১৮৫৫ [মু. বা. গ্র. প.] ১৫. হিতোপদেশ • লক্ষ্মীনারায়ণ শীল • পৃ. ? • ১৮৫৫-র পূর্বে। [LONG - 515]**

পঞ্চতন্ত্র • অজ্ঞাত • ১৮২৯

বা. মু. গ্র. তা-য় ১৮২৯-এ অনুবাদিত অজ্ঞাত লেখকের 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থের উল্লেখ আছে। গ্রন্থটির সন্ধান পাইনি।

হিতোপদেশ • রামকমল সেন • ১৮২০ দ্র. ঈশপ ও নীতিকথা - ৩

হিতোপদেশ • অজ্ঞাত (ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস) • ১৮৫৪

আখ্যাপত্র ঃ ১৮৫৪ সংস্করণ

ইব্রীয় ভাষা হইতে ভাষান্তরীকৃত / সুলেমান লিখিত / হিতোপদেশ / THE /

PROVERBS OF SOLOMON / IN BENGA'LI'. / TRANSLATED FROM THE ORIGINAL HEBREW / By/ The Calcutta Baptist Missionaries. / CALCUTTA / PRINTED FOR THE CALCUTTA AUXILIARY BIBLE SOCIETY, / AT THE BAPTIST MISSION PRESS. / 1854. পৃষ্ঠা ৫৯।

'হিতোপদেশ' নামটি সংস্কৃত 'হিতোপদেশ' প্রভাবিত। এটি বাইবেলের অনুবাদ। অধ্যায় সংখ্যা ৩১টি। বিষয় — পাপসঙ্গ পরিহার, জ্ঞানপথ অবলম্বন, পরমেশ্বরের বিশ্বাস, জ্ঞানের ফল, নানা উপদেশ, বেশ্যার বিরুদ্ধে কথা, বিবাহের প্রশংসা, আলস্যের বিরুদ্ধে কথা, দুষ্ট লোকের বিরুদ্ধে কথা, অজ্ঞানতার ফল, বিবিধ হিতোপদেশ, কলহের কথা ইত্যাদি। সাধারণ উপদেশবাক্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভেদ নেই। অধ্যায়গুলিতে কোনো কাহিনীর অবতারণা করা হয়নি। তবে বারাঙ্গনা সম্পর্কিত একটি ঘটনার বিবরণ আছে।

এটি (১৮৫৪) প্রথম সংস্করণ কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যতীন্দ্রমোহন 'সুলেমান লিখিত হিতোপদেশ'-এর দুটি পূর্ববর্তী সংস্করণের সংবাদ দিয়েছেন — ১৮৪২, ১৮৪৯। [পৃ. ৬৪/১]

হিতোপদেশ সংগ্রহ • উইলিয়ম মর্টন • ১৮৪৩

আখ্যাপত্র : ১ম সংস্করণ?

PROVERBS OF SOLOMON / IN BENGALI / TRANSLATED / FOR THE / Calcutta Auxiliary Bible Society / BY THE / REV. W. MORTON. / PRINTED AT THE ASIATIC PRESS, 72 CREEK ROW. / 1843. পৃ. ৭৬।

এটি আসলে খ্রিস্টীয় প্রার্থনা পুস্তক। বাইবেলের অনুবাদ। মোট অধ্যায় সংখ্যা ৩১টি। অধ্যায়গুলিতে সূত্রাকারে নীতিশিক্ষা বিবৃত। খ্রিস্টীয় ভাবনার অনুসরণ থাকলেও সাধারণ নীতিশিক্ষা রয়েছে। সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণাবলী প্রশংসিত এবং পরনারীগমন নিন্দিত।

ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটির প্রকাশকাল সম্বন্ধে বলেছেন 'ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাই পরে স্কিমিড সাহেব কর্তৃক Prayer Book নামে পরিবর্ধিত আকারে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। .... বিশপস্ কলেজ সিণ্ডিকেট কর্তৃক মর্টনের বইটির আর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯৪)'। আমরা ১৮৩৩, ১৮৪৬ এবং ১৮৫২-এ প্রকাশিত সংস্করণের সন্ধান পাইনি। মু. বা. গ্র. প.-তে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ৭৬ পৃষ্ঠার আর একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে।

লন্ডন মিশনারি সোসাইটির যাজক মর্টন বিহারে থেকে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরে দিনাজপুরের মিশনে কাজ করেছেন। শেষে শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাভাষায় দক্ষ হন। তাঁর বিখ্যাত বই 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' (১৮৩২)।

Bengali Selections • জি. সি. হটন • ১৮২২

আখ্যাপত্র : ১ম সংস্করণ

BENGALI SELECTIONS, / WITH / TRANSLATIONS AND A VOCABULARY. / BY / GRAVES CHAMNEY HAUGHTON, M. A., F. R. S. /

PROFESSOR OF SANSCRIT AND BENGALI IN THE HONOURABLE / EAST INDIA COMPANY'S COLLEGE. / LONDON / PRINTED FOR THE AUTHOR, / By Cox and Baylis, Great Queen Street, Lincon's Inn. Fields, / And sold by KINGSBURY, PURBURY, and ALLEN, Book-sellers to the Honourable / East India Company, Leadenhall Street. / 1822. পৃ. ১৪০, বঙ্গাংশ - ৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

লঙ বলেছেন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৮, মূল্য ১০ টাকা। এটি একটি দ্বি-ভাষিক সঙ্কলনগ্রন্থ। চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর 'তোতা ইতিহাস' থেকে ১০টি কাহিনী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে ৪টি গল্প এবং হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' থেকে ৪টি কাহিনী এখানে সঙ্কলিত। সঙ্কলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হটন মুখবন্ধে মন্তব্য করেছেন — The choice of stories has been guided by the desire of affording a variety of styles; and as the popular work called The Tale of a Parrot, contain the best specimens of the colluquial language, more than half the stories have been drawn from that source.' গ্রন্থটির পরিচয় প্রসঙ্গে ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায় কিছুটা অসতর্কভাবে মন্তব্য করেছেন — ' চণ্ডীচবণের হিতোপদেশ, মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন, হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থের কিছু কিছু লইয়া পাঠসঙ্কলনটি প্রস্তুত হইয়াছিল।' [পৃ. ৩৫৩]

গ্রেভস সি. হটন সেনারিভাগের চাকরি নিয়ে লন্ডন থেকে এদেশে এসেছেন ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে। অপরিসীম কৌতূহল ও অপরিমিত অধ্যবসায়ে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে প্রাচ্যভাষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮১৫-তে স্বদেশে ফিরে প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আজীবন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এবং বাংলায় ব্যাকরণ, অভিধান প্রস্তুত করেছিলেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে নাইট খেতাব লাভ করেন।

English Reader – No. 1 • অজ্ঞাত • ১৮৩৩ ?

বইটির সন্ধান পাওয়া যায় নি। লঙ বলেছেন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বইটি প্রকাশিত হয়। এখানে ২৮টি নীতিমূলক বিষয়ের পাঠ আছে।

Introduction to the Bengali Language • উইলিয়ম ইয়েটস্ • ১৮৪৭

এই গ্রন্থটির দুটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডটি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, দ্বিতীয় খণ্ড দেশীয় লেখকদের বাংলা রচনা-সঙ্কলন। দুটি খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম খণ্ডটি আমরা পাইনি। ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায় প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্র উল্লেখ করেছেন।

আখ্যাপত্র ঃ ১ম খণ্ড ঃ ১ম সংস্করণ

Introduction / To / the Bengali Language / By the Late Rev. W. Yates, D. D. / IN two Volumes / Edited By J. Wenger / Vo 1 / containing a Grammer, a reader, and explanatory notes, / with and index and vocabulary / Calcutta : / Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road / 1847.

লঙ বলেছেন প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৮, মূল্য ৫ টাকা। ছাপা হয়েছিল স্কুল বুক সোসাইটি

থেকে। যদিও আখ্যাপত্রে মুদ্রকের নাম ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লঙ বলেছেন — '........ Contains a Grammer by J. Wenger, select sentences, easy colloquies, 75 fables, 50 anecdotes, moral and historical, 28 moral stories, 10 historical extracts from scripture, with copies explanatory notes.' [D. C.] লঙের বিবরণের সঙ্গে আখ্যাপত্র এবং সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণের অনেকটাই ফারাক। 'প্রথম খণ্ডে ব্যাকরণ, বাঙ্গালা গদ্যের কিছু নমুনা, সরল বাক্যগঠন প্রণালী ও গল্পসঙ্কলন আছে।' [বা. সা. ই. লে., পৃ. ৩১৩] গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

আখ্যাপত্র : ২য় খণ্ড : ১ম সংস্করণ

Introduction / To / The Bengali Language / By the Late Rev. W. Yates, D. D. / In two volumes / Edited By J. Wenger / Vol II / Containing selections from Bengali Literature. / .... To be had also at Messrs. Thaker and Co., Messrs. Ostel / and Lepage, and Messrs. De Rozario and Co. / 1847. [বা. সা. ই. লে., পৃ. ৩১৯]

যোগেশচন্দ্র বাগল ২য় খণ্ডের যে আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করেছেন তা অনেকাংশে পৃথক। [দ্র. সা. সা. চ. - ৯, উইলিয়াম ইয়েটস্, পৃ. ২৬] আমরা ব.সা.প. এ যে কপিটি পেয়েছি তার আখ্যাপত্র ও শেষাংশ খণ্ডিত। লঙ বলেছেন দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৭। আখ্যাপত্রে মুদ্রকের নাম নেই। লঙ বলেছেন মুদ্রক স্কুল বুক সোসাইটি। কিন্তু স্কুল-বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হলে অন্য প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ থাকতো না। তাই মনে হয় গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় 'ডি. রোজারিও এন্ড কোং' থেকে।

দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সঙ্কলন করা হয়েছে। বিষয়সূচি এরকম — তোতা ইতিহাস - ১৮টি কাহিনী; লিপিমালা - ৯টি চিঠি, ১০টি উদাহরণ; বত্রিশ সিংহাসন -২টি পরিচ্ছেদ ও ১২টি পুতুলের কাহিনী; রাজাবলি - ৮টি পরিচ্ছেদ; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র - ৮টি পরিচ্ছেদ; পুরুষ পরীক্ষা - ১৬টি পুরুষের কথা; হিতোপদেশ - ৫টি পরিচ্ছেদ; জ্ঞানচন্দ্রিকা - ৯টি পরিচ্ছেদ; জ্ঞানার্ণব : - ৯টি পরিচ্ছেদ; তথ্যপ্রকাশ - ২টি পরিচ্ছেদ। লক্ষণীয়, সঙ্কলিত ১১টি গ্রন্থের মধ্যে ৭টিই নীতিশিক্ষামূলক।

এরপর পরিশিষ্ট — নলোপাখ্যান, রামমোহন রায়ের রচনা, 'প্রার্থনাসঙ্গীত' থেকে নির্বাচন, 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত রচনা, 'সত্যসঞ্চারিণী' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত বচনা। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে বাংলা শিরোনামের সঙ্গে ইংরেজি শিরোনামও ব্যবহৃত। যোগেশচন্দ্র বাগল জানিয়েছেন 'দ্বিতীয় খণ্ডের মূল অংশ ইয়েটস্ কর্তৃক সঙ্কলিত। এই অংশে শুধু দেশীয় লেখকদের রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশ ইয়েটস্ যেরূপ ঠিক করিয়াছিলেন, সম্পাদক ওয়েঙ্গার তাহা অন্যরূপ করিয়াছেন। ইয়েটস্ বাংলা প্রবাদ ও নীতিবচন সঙ্কলন করিয়া পরিশিষ্টে দিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহা সঙ্কলন করিয়া যান নাই।' [সা. সা. চ. উইলিয়াম ইয়েটস্, পৃ. - ২৭]

ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন —'ইয়েটস্ ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া 'সার সংগ্রহ' নামে (১৮৪৪) একটি পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন। সারসংগ্রহ বা Introduction to Bengali Language গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড হইতেছে Selections from Bengali literature.' [বা. সা. গ., ১৯৯৮, পৃ. ৩৭] আমরা দেখেছি যে 'সারসংগ্রহ' এবং 'Introduction to the Bengali Language' দুটি পৃথক গ্রন্থ এবং ড. সেন কথিত ইংরেজি শিরোনামটিও অসম্পূর্ণ।

Pleasant Stories • জর্জ গলওয়ে • ১৮৪০

আখ্যাপত্র ঃ ১ম সংস্করণ

PLEASANT STORIES / OF GLADWIN'S PERSIAN MOONSHEE. / TRANSLATED FROM THE ORIGINAL PERSIAN AND ENGLISH / VERSION INTO THE BENGALI LANGUAGE / BY / GEORGE GALLOWAY. / CALCUTTA. / PRINTED BY P. S. D. ROZARIO AND CO. 5, TANK SQUARE. / 1840. পৃ. ৪৫।

দ্বি-ভাষিক গ্রন্থ। বাঁদিকে বাংলা, ডানদিকে ইংরেজি । উভয় দিকের পৃষ্ঠাসংখ্যাতে একই পৃষ্ঠাসংখ্যা রয়েছে। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শীলমোহর রয়েছে। ভূমিকা বা সূচিপত্র নেই। মোট ৭৬ টি গল্প আছে। প্রথম গল্পের শিরোনামে 'মনোহর ইতিহাসমালা' নামটি রয়েছে। গল্পের সূচনায় অথবা অন্তিমে নীতিবাক্য নেই। কোনো কোনো গল্প নীতিকথা প্রচারের উদ্দেশ্যেও লিখিত নয়। তবে গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে নীতি উপদেশ স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায়।

বা. মু. গ্র. তা.-য় গ্রন্থনাম রয়েছে — 'মনোহর ইতিহাস বা মনোহর মালা' [পৃ. ৫৯/১] B. M. C - 1886-তে লেখকনাম Gladwin । লঙও তাঁর তালিকায় লেখকনাম বলেছেন Gladwin। [১।১] ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটির নাম লিখেছেন এভাবে — 'গ্লাডউইন সাহেবের ইতিহাস সার। Gladwin's Pleasant Stories, 1840 (R. N. W.).' [পৃ. ৪৯৭]

The Oriental Fabulist • তারিণীচরণ মিত্র • ১৮০৩ দ্র. ঈশপ

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. গ্রন্থ ও লেখক পরিচয়

□ ঈশপ

১. 'লোকসাহিত্যে ঈশপ' গ্রন্থে ড. সুধীর করণ ২৪৮টি ঈশপীয় নীতিগল্পের বাংলা ভাষান্তর লিপিবদ্ধ করেছেন।

২. লো. সা. ঈ., পৃ. ২৫। গল্পের সংখ্যা ৫৪৭।

৩. লো. ক. ঐ., পৃ. ১১১। গল্পসংখ্যা ৮৪।

□ তোতা ইতিহাস

১. Tota-Kahani. The Tales of a Parrot. Translated by Haidar Bakhsh (Haidari) from Muhammad Qadiri's abridged Persian version of the Tuti-namah of Nakhshabi. pp. 168 4to Calcutta, 1804 - I.O L C, Vol.-II, pt.-II, pp. 151.

২. একই বই কলকাতা থেকে ১৮৩৬-এ, চেন্নাই থেকে ১৮৪১-এ, মুম্বাই থেকে ১৮৪৪-এ প্রকাশিত হয়। (I O L C.,Vol-II, pt.II,)। এছাড়া Duncan Forbes -এর সম্পাদনায় একটি 'তোতা কহানী' ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। — I.O.L C., Vol.-II, pt.-II, pp. 152। লন্ডন থেকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল পারসি ভাষায় 'তুতিনামা'। — H.E.I.C. (1845), PP.228।

৩. কয়েকটি তালিকায় 'তুতিনামা' বা 'তুতীনামা' নামে বইয়ের নাম পাওয়া যাচ্ছে।

৩.১ তুতীনামা . অজ্ঞাত . ১৮২১-২৫

'Friend of India'(May 1825) পত্রিকায় ১৮২১ থেকে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থের তালিকায় লেখক-প্রকাশকের নামহীন 'তুতীনামা' গ্রন্থটি উল্লিখিত। যতীন্দ্রমোহন ১৮২২-এ প্রকাশিত চণ্ডীচরণের গ্রন্থের একটি সংস্করণের কথা বলেছেন। (পৃ. ২৪/২)

৩.২. তুতীনামা . অজ্ঞাত . ১৮২২-২৬

লঙ তাঁর একটি তালিকার (-'57) পরিশিষ্টে ১৮২২-২৬ সময়সীমায় প্রকাশিত আর একটি 'তুতীনামা'র সন্ধান দিয়েছেন। তবে এটিও চণ্ডীচরণের গ্রন্থের কোন সংস্করণ হওয়া সম্ভব।

৩.৩. তুতিনামা . অজ্ঞাত . ১৮৩১

২ মে ১৮৩১ / ২০ বৈশাখ ১২৩৮ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে ছাপা যেসব গ্রন্থ 'বিক্রয়ার্থে আছে' তার এক তালিকা প্রকাশিত হয়। (স.সে.ক.-২, পৃ. ৬৬৭) সেই তালিকায় দেখা যায় 'তুতিনামা' গ্রন্থের মূল্য ২টাকা। এটির লেখক কে, গ্রন্থটি গদ্যে রচিত কিনা তা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

৪. 'হুগলী জিলার মধ্যে থানা রাজাপুর।
তাহায় সেখালা গ্রাম যেন স্বর্গপুর।।
তার পার্শ্বে ফুরফুরা বাঁধপুর আর।
এই দুই গ্রাম অতিশয় চমৎকার।।
তার মধ্যে বাঁধপুরে নিবাস আমার।
যথা আছে সাত শত ঘর আয়্‌মাদাব।।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ যত আছয়ে কুলীন।
সে সকল জাতি আয়্ মাদারের অধীন।।
কাজী আসরুল্লা যে আমার পিতামহ্।
ধর্ম্মপথে যার মতি ছিল অহ্‌রহ।।
দ্বিসপ্ততি পর্গণার কাজী ছিলা তিনি।
যাঁর ধর্ম্ম সুবিচাব বিখ্যাত মেদিনী।।
তাঁর পুত্র কাজী জেলেরুদ্দীন প্রবীণ।
ভক্তিপথে বিরাজিলা যিনি চিরদিন।।
তাঁর পুত্র এই দীন শ্রী সফীউদ্দীন।।
বাসাবাটী চাঁদনী চকে আমার এখন।
পার্সী গ্রন্থ অনুবাদে সদা মম মন।।'

৫. চণ্ডীচরণ মুন্‌শির গ্রন্থের নাম 'তোতা ইতিহাস'। 'তোতা কাহিনী' নয়।

□ **নীতিকথা-২ (উপদেশ কথা)**

১ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'আত্মীয়-সভার কথা' গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুর 'সারদাচরণ বাবুর হিন্দু বেনাভোলান্ট স্কুল'-এর জন্য 'মুক্তহস্তে অর্থ দান' করেছেন। প্রভাতচন্দ্র শারদাপ্রসাদ-কে সারদাচরণ বলে ভুল করেছেন।

□ **প্রবোধচন্দ্রিকা**

১. বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'-কে অনুসরণ করে বলেছেন — "১৮১৩ খৃষ্টাব্দে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' উৎকল নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।" (বিদ্যাসাগর, পৃ.১৩০)

□ **বত্রিশ সিংহাসন**

১. 'The date and authorship of the work are unknown .. .. it cannot date from a time earlier than the 13h century.' – History of Sanskrit Literature, S N. Das Gupta & S K. Dey, pp 425

২. যেমন, 'সিংহাসন বত্তিশী' — মির্জা আলি জুয়ান এবং লল্লূ লাল, হরকরা প্রেস, [Annals , Roebuck. 1819] 'সিংহাসন বত্তিশী' — মির্জা আলি জুয়ান এবং লল্লূ লাল, হিন্দুস্তানী প্রেস, ১৮০৫। [Annals, Roebuck, 1819] 'সিংহাসন বত্তিশী', আগ্রা, ১৮৪৩। [H E I C , 1845, p 192]

৩. ড অমিতা ঘোষ (সরকার), তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর অবদান' — গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় আমাদের একটি অভিনব সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'বত্রিশ সিংহাসন' গদ্যে অনুবাদ করেছেন পূর্ণচন্দ্র দে। তাঁর এই সংবাদ পরিবেশনের সূত্র লঙের তালিকা- [LONG-'55, No 37]। আসলে লঙ লিখেছেন — 'Batrish Sinhasan, translated by the Editor of the <u>Purnachandraday.</u>' — ড. ঘোষ নিম্নরেখ শব্দটিকে নিজের মত সাজিয়ে নিয়ে লিখেছেন Purnachandra Day। এইখানেই বিপত্তি।

৪. অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের আরও গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪.১. বত্রিশ সিংহাসন . অজ্ঞাত . ১৮২১-২৫

'Friend of India' [(Qly.), No XII, May, 1825, page- 148-149] পত্রিকায় চার বছরের মধ্যে (১৮২১-২৫) দেশীয় প্রেস থেকে ছাপা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থতালিকা ('Of the chief works which have issued from the Native Press within the last four years'....) প্রকাশিত হয়।

তালিকায় লেখকনামহীন 'বত্রিশ সিংহাসন' আছে। এই 'বত্রিশ সিংহাসন' শিবচন্দ্র ঘোষ কৃত বা বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত 'বত্রিশ সিংহাসন' হওয়া সম্ভব।

৪.২. বত্রিশ সিংহাসন . অজ্ঞাত . ১৮২২-২৬

লঙের তালিকায় ('57) অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের এই গ্রন্থের নাম রয়েছে। এটিও ১৮২৪-এ ছাপা শিবচন্দ্র ঘোষের 'বত্রিশ সিংহাসন' বা ১৮২৫-এ বিশ্বনাথ দেবের প্রেস থেকে ছাপা 'বত্রিশ সিংহাসন' হতে পারে।

৪.৩. বত্রিশ সিংহাসন . অজ্ঞাত . ১৮৫৩-৫৪ (১২৬০ ব.) ও বত্রিশ সিংহাসন . অজ্ঞাত . ১৮৫৩-৫৪ (১২৬০ব) গ্রন্থদুটির উল্লেখ করেছেন লঙ। [LRP] প্রথম গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে কমলালয় প্রেস থেকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২, মুদ্রণ সংখ্যা ১৫০০ কপি, মূল্য ১ আনা ২ পাই। দ্বিতীয় গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে কমলাসন প্রেস থেকে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭০, মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০ কপি, মূল্য ৪ আনা ৩ পাই। অধিক পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বটতলার এই দুই প্রেস থেকে ছাপানো গ্রন্থদুটি পদ্যে রচিত বলেই মনে হয়।

□ বর্ণমালা

১. আলোচিত বর্ণমালাগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি 'বর্ণমালা'-র উল্লেখ পাওয়া গেছে। গ্রন্থগুলি আমরা পাইনি। তবে বর্ণশিক্ষার সহায়করূপে সেখানে নীতিশিক্ষার উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে।

১.১. বর্ণমালা . অজ্ঞাত . ১৮২০ ? . পৃ ২৪ (IOLC '23, p 363)।

১.২. বর্ণমালা . অজ্ঞাত . ১২৬০ ব (১৮৫৩-৫৪) . পৃ. ২৪ . ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, মূল্য ১ আনা, মুদ্রণ সংখ্যা ৬০০০ কপি (LRP)।

১.৩. বর্ণমালা . অজ্ঞাত . ১২৬০ ব. (১৮৫৩-৫৪) . পৃ. ৩৬ . সত্যার্ণব প্রেস, মূল্য আধ আনা, মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০ কপি (LRP)।

১.৪. বর্ণমালা . অজ্ঞাত . ১২৬০ ব. (১৮৫৩-৫৪) পৃ. ২৪ . কবিতা রত্নাকর প্রেস, মূল্য আধ আনা, মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০ কপি (LRP)।

১.৫. বর্ণমালা-২ . অজ্ঞাত . ১২৬০ ব. (১৮৫৩-৫৪) . পৃ. ৭৫ . চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র, মূল্য ৩ আনা, মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০ কপি (LRP)।

১.৬. বর্ণমালা . অজ্ঞাত . ১২৬০ ব. (১৮৫৩-৫৪) . পৃ. ২২৮ . বিশপস্ কলেজ প্রেস, মূল্য ৩ আনা, মুদ্রণ সংখ্যা ৭৫০ কপি (LRP)।

১.৭. বর্ণমালা . অজ্ঞাত . ১৮৫৫ . পৃ. ২৪ . বিন্দুবাসিনী যন্ত্র?, মূল্য ১ আনা (D.C /No 196)

□ বর্ণপরিচয়

১. শ্রী বিনয়ভূষণ রায় এই গল্পে ব্যবহৃত 'মাসি' বানান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'এখানে একই শব্দের বিভিন্ন বানান দেখা যায়।' (শি. বি. ব., পৃ. ৮৬, পাদটীকা) যে দু'স্থানে 'মাসি' বানান দেখা যায়, সেটি 'বিভিন্ন বানান' নয়, সম্বোধনে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে পরিণত হয় — এই নীতিই অবলম্বিত। এর উদাহরণ — '...... কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি!' (মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম সর্গ), 'ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে/ভারতি!' (ঐ)।

২. গল্পটি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। 'ভুবনের গল্পটি মৌলিক সাহিত্যের ছোট একটি টুকরো... ।..... একটি সরস ও সার্থক ছোট গল্পের আভাসও দেয়।' (শ্যামলকুমার চট্টো., বা গ.ক্র.) '... . ইহা শিশুর অভিভাবকশ্রেণীর পাঠ। ইহাই বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক গল্প। ...... বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গল্পের জনক .. ...।' (প্রতিভাকান্ত মৈত্র, বিদ্যাসাগর স্মরণিকা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়) 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্পটি মৌলিক রচনা।.... এমন শক্তিশালী গল্প খুব কমই পাঠ করা যায়।' (খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ শি সা) '. .... গল্পটিকে প্রথম দিকের বাংলা ছোটগল্পের নমুনা হিসেবে ধরা যেতে পারে।' (বিনতা রায়চৌধুরী, দেশ, ২৪/৭/৯৯) 'এটি বোধহয় প্রথম বাংলা শিশুপাঠ্য মৌলিক গল্প।' (চিত্রা দেব, দু. শ. বা মু)

□ বহুদর্শন

১. এর আগের বছর ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে নীলরত্ন 'কবিতা রত্নাকর' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেখানে সংস্কৃত প্রবাদের সঙ্গে মূল গল্প বর্ণিত হয়েছিল। উইলিয়ম কেরির 'ইতিহাসমালা'য় (১৮১২) ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-য় (রচনা ১৮১৩) বহু বাংলা ও সংস্কৃত প্রবাদের উল্লেখ রয়েছে। যদিও গ্রন্থদুটি প্রবাদসংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। বাংলা প্রবাদসংগ্রহের প্রথম কৃতিত্ব একজন বিদেশির, উইলিয়ম মর্টনের। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' বাংলা প্রবাদের প্রথম সংগ্রহ গ্রন্থ। কিন্তু বইটি তিনি নীতিশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে সঙ্কলন করেন নি। একারণে আমাদের আলোচ্য নয়। তবে ঐ গ্রন্থে বেশ কিছু নীতিশিক্ষামূলক প্রবাদ রয়েছে। যেমন, 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন', 'দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা

জানে না', 'সাবধানের বিনাশ নাই', 'বড় হইবে তো ছোট হও', 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ', 'উপস্থিত ত্যাগ করা নয়', 'সঙ্গদোষে লোহা ভাসে', 'পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়' — ইত্যাদি।

২. 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কয়েকটি বাংলা আবেদনপত্র' (প্রবন্ধ) — শিশিরকুমার দাশ, 'দেশ', ৯ জুন, ১৯৭৩।

□ বালকবোধকেতিহাস

১. কেশবচন্দ্রকে কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় মনে করার পশ্চাতে কিছু কাবণ আছে। ড. সবিতা চট্টোপাধ্যায় বাংলা মুদ্রণশিল্পী পঞ্চানন কর্মকারের যে বংশলতিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় পঞ্চানন-জামাতা মনোহর কর্মকাবেব পাঁচ পুত্র। প্রথম পুত্র যদুনাথ, দ্বিতীয় কৃষ্ণচন্দ্র, তৃতীয় বামচন্দ্র, চতুর্থ শিবচন্দ্র ও পঞ্চম হরচন্দ্র। যদুনাথেব পত্র সনাতন, তস্য পুত্র নবকৃষ্ণ। (বা. সা. ই লে., পৃ ১৪২-১৪৩) কৃষ্ণচন্দ্রের কোন সন্তানাদি ছিল না। ১৮৫০-এ মাত্র ৪৩ বছর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয। মৃত্যুর পর ১৮৫০-এর ২৫মে 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকা লেখে — 'অতি আক্ষেপেব বিষয় এই তাঁহার শোকানল সন্তাপিনী বৃদ্ধা জননী ও সাধ্বীবমণী আছেন পুত্রকন্যামাত্র নাই। প্রত্যাশা রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র নামক তদীয় সহোদরদ্বয় বর্ত্তমান তাঁহারাও কর্ম্মক্ষম বটেন।' (স সে. ক. -২, পৃ. ৭৩২) সম্ভবত কৃষ্ণচন্দ্রেব পূর্বেই তাঁর অনুজ শিবচন্দ্রের প্রয়াণ ঘটেছিল। তাঁর কোন সন্তান ছিল কিনা জানা যায় না।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর চন্দ্রোদয় প্রেস দেখাশুনার ভার পড়েছিল রামচন্দ্র ও হরচন্দ্রের ওপর। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রেসের যন্ত্রাধ্যক্ষ ও সম্পাদক যথাক্রমে এই দুই ভাই। কিন্তু তখন তাঁদের নাম ছাপা হচ্ছে রামচন্দ্র রায় কর্মকার ও হরচন্দ্র রায় কর্মকার। (বা. সা. প. -১, পৃ. ১২৭-১২৮) অতএব কর্মকার-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা 'রায়' পদবিটি ব্যবহার করতেন।

আমরা কেশবচন্দ্র কর্মকারের লেখা দুটি বই 'বালকবোধকেতিহাস' (১৮৫০) এবং প্রহসন 'কলিকৌতুক ও মাসীর মা-র কান্না' (১৮৬৩); কেশবচন্দ্র রায় কর্মকারের লেখা 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' (কবিতা রত্নাকর যন্ত্র, ১৮৬১), 'তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ' (চন্দ্রোদয় যন্ত্র, ১৮৬২), 'ব্রজবিহার' (কবিতা রত্নাকর যন্ত্র, ১৮৬২), 'গণার্থমুক্তাবলী' (১৮৬৬), 'শব্দাবলী' (১৮৬৭)-র নাম পেয়েছি। (মু. বা. গ্র. প.) বইগুলির মধ্যে দুটি বই চন্দ্রোদয় যন্ত্র থেকে ছাপানো।

কৃষ্ণচন্দ্রের এক ভাইপো বিনোদবিহারী কর্মকার। কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র, হরচন্দ্রের মত তিনিও পঞ্জিকার চিত্রশিল্পী ছিলেন। (য. ছা. এ , চিত্রপৃষ্ঠাঙ্ক ৪২; বটতলা, চিত্র নং ৪৮, ৪৯, ৫০) সব মিলিয়ে, উপাধি ও পদবিগত ঐক্য, মধ্যনাম (চন্দ্র) গত ঐক্য, সময়গত ঐক্য, মুদ্রাযন্ত্রগত ঐক্য এবং নামেব ভাবগত ঐক্যের সূত্রে (কৃষ্ণচন্দ্র-কেশবচন্দ্র-বিনোদবিহারী) আমাদের মনে হয়েছে — কেশবচন্দ্র রামচন্দ্র অথবা হরচন্দ্রের বংশধর। এবং সে কারণে কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয়।

□ বেতাল পঞ্চবিংশতি

১. বিভিন্ন তালিকায় আরো কয়েকটি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র নাম পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থের নাম শুধু 'বেতাল' বলেই উল্লিখিত। গ্রন্থগুলি গদ্যে রচিত কিনা সে বিষযেও নিশ্চিত হওয়া যায় না।

১.১. বেতাল পঞ্চবিংশতি . গঙ্গকিশোর ভট্টাচার্য (প্রকাশক). ১৮০৫-২০

গ্রন্থটির উল্লেখ আছে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ৩য় বার্ষিক বিববণেব (১৮২০) পরিশিষ্টে (পৃ. ৩৮-৪৩)। লেখকনামের উল্লেখ নেই। গঙ্গাকিশোরের প্রকাশনায় প্রথম গ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬)। অতএব 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এর পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় বলে ধারণা করা যায়। লঙ বলেছেন ১৮১৮ সালে সংস্কৃত প্রেস থেকে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়। (D C) বাবুরাম পণ্ডিতের পরিচালনায় 'সংস্কৃত প্রেস' স্থাপিত হয ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে। পরে প্রেসটি হস্তান্তরিত হয় গুজরাটী ব্রাহ্মণ লল্লুলালেব কাছে। এই প্রেস থেকে প্রকাশিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রকাশক গঙ্গাকিশোরের আবির্ভাব ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানির প্রেসের সহযোগে। সেখান থেকে মুদ্রিত হয় 'অন্নদামঙ্গল'। এ কারণে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'ও একই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার একটি বচনায় (Sept 1820) ১৮১০-১৮২০র মধ্যে প্রকাশিত লেখক-প্রকাশকনামহীন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র উল্লেখ আছে। সম্ভবত এটিও গঙ্গাকিশোরের পূর্বোক্ত প্রকাশনা।

লঙের আর একটি তালিকার পরিশিষ্টে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অজ্ঞাত লেখকের 'বেতাল' নামক গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। বইটির পুরো নাম 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হতে পারে। এবং এটি গঙ্গাকিশোর-প্রকাশিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ

থেকে যায়।

শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য ক্রীত বাংলা বইয়ের তালিকায় 'বেতাল পচ্চিশী'-র নাম দেখা যায়। এই নাম বাংলায় হওয়া সম্ভব নয়। নামটি হবে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। বইটিকে গঙ্গাকিশোরের আলোচ্য প্রকাশনা বলে মনে করা যেতে পারে।

১.২. বেতাল পঞ্চবিংশতি . কালিদাস দত্ত (কবিরাজ?). ১৮২৫ (২য় সং)

লঙের তালিকায় (515) কালিদাস দত্তের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র উল্লেখ আছে। তিনি রচনাকাল উল্লেখ করেননি। ড. সুকুমার সেন কালীপ্রসাদ (দাস) কবিরাজ নামে এক লেখকের পদ্যে রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র কথা বলেছেন। (বা. সা. ই., পৃ. ৪৯৯, ৫০২) একই গ্রন্থের পাদটীকায় বলেছেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতির প্রথম মুদ্রণ হয় ১২৩৫ সালে (১৮২৫)। ১২৩১ সালে একটি ভণিতাহীন সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল।' (পৃ. ৫৩৫) অপর একটি গ্রন্থে (বটতলার ছাপা ও ছবি) ড. সেন বলেছেন 'কালিদাস কবিরাজের বেতাল পঞ্চবিংশতি সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে (১৮৩১) দুই টাকা, সুধাসিন্ধু যন্ত্রে ছাপা চারি আনা'।

কলকাতা ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানায় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত গ্রন্থের এক তালিকা 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬। ২ মাঘ ১২৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয় — 'কলুটোলা চন্দ্রিকা আপীসে ...... বেতাল কর্তৃক উক্ত পঞ্চবিংশতি ইতিহাসাত্মক বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ দ্বিতীয়বার ছাপা হয়।' [স. সে. ক-১, পৃ. ৭৩]

'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় ২মে ১৮৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে মজুত পুস্তকাদির তালিকায় ২ টাকা দামের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র নাম পাওয়া যাচ্ছে। [স. সে. ক.-২, পৃ. ৬৬৭]

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের মনে হয় কালিদাস দত্ত, কালিদাস কবিরাজ, কালীপ্রসাদ (দাস) কবিরাজ একই ব্যক্তির নামান্তর। বটতলা থেকে ছাপা তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' পদ্যে রচিত। গ্রন্থটির ভণিতাহীন সংস্করণ ১৮২৪ (১২৩১ব.) খ্রিস্টাব্দে, চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় থেকে ১৮২৫-এ ২য় সংস্করণ এবং একই প্রেস থেকে ১৮৩১-এ ৩য় সংস্করণ ছাপা হয়। ১৮৫৬-তে সুধাসিন্ধু যন্ত্র থেকেও আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল।

১.৩. বেতাল (পঞ্চবিংশতি). অজ্ঞাত. ১৮২৯

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ৩০ জানুয়ারি ১৮৩০/১৭ ফাল্গুন ১২৩৬ সংখ্যায় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ৩৭টি পুস্তকের একটি 'ফর্দ্দ' প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে ছাপা 'বেতাল'। গ্রন্থের পুরো নাম 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হওয়া সম্ভব।

১.৪. বেতাল পঞ্চবিংশতি . অজ্ঞাত . ১৮৫২

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র কথা বলেছেন। প্রকাশকাল ১৮৫২। (উ. শ. প্র. বা., পৃ. ৪৩৫) বা. মু. গ্র. তা. -য় বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি-র ১৮৫২ (১২৫৮ব.) সালের একটি সংস্করণের উল্লেখ রয়েছে।

১.৫. বেতাল পঞ্চবিংশতি . অজ্ঞাত . ১২৬০ব. (১৮৫৩-৫৪)

লঙ তাঁর তালিকায় (LRP) বাঁশতলার কমলালয় প্রেস থেকে ১২৬০ বঙ্গাব্দে ছাপা অজ্ঞাতনামা লেখকের ১৫২ পৃষ্ঠার এক 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র কথা বলেছেন। ছাপা হয়েছিল ২০০০ কপি, মূল্য ২ আনা।

□ **শিশুশিক্ষা - ৫**

১. শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেছেন 'প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন।' (রা.লা., পৃ. ১৮৯)

□ **হিতোপদেশ**

১. জেমস লঙ মন্তব্য করেছেন 'Next to the Bible this work has been translated into the greatest number of language ,' [D C.]

২. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার এবং আরো কয়েকজন বিষ্ণুশর্মাকে হিতোপদেশের রচয়িতা বলে গ্রন্থের আখ্যাপত্রে উল্লেখ করেছেন।

৩. পঞ্চতন্ত্র - তামিল অনুবাদ (E I.C.L., p. 174), তেলেগু অনুবাদ ১৮৩৪ (H E I C, p. 203). হিতোপদেশ- জার্মান অনুবাদ - ১৮২৯-৩১ (H.E.I C., p 187), ১৮৪৪ (ঐ, p 189), ইংরেজি অনুবাদ - ১৭৮৭ (ঐ, p. 189), উর্দু অনুবাদ - ১৮০৩ (I O.L C. - Vol-II, pt. II)।

৪. মু. বা. গ্র. প.-তে লক্ষ্মীনারায়ণ শীল কর্তৃক সংস্কৃত থেকে অনুবাদিত 'ভগবদ্‌গীতা'র উল্লেখ আছে। প্রকাশকাল দেওয়া নেই। (পৃ. ১০৩/১) এই লেখকের অন্য কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

BY GOLUK NATH, Pundit,
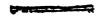
SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS,

1802.

হিতোপদেশ (গোলোকনাথ শর্মা) ১৮০২

তোতা ইতিহাস।

বাঙ্গালা ভাষাতে

শ্রীচণ্ডীচরণ মুনশীতে রচিত।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৫।

তোতা ইতিহাস (চণ্ডীচরণ মুনশী) ১৮০৫

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত।

মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি।

এতচ্চতুষ্টয়াধারে বিশিষ্ট হিতোপদেশ।—

বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত।

বাঙ্গালা ভাষাতে।

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা লিখিত।—

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০৮।—

হিতোপদেশ (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) ১৮০৮

নীতি কথা,

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা ছাপা গেল।

NITI KATHA,

OR

FABLES,

IN THE BENGALI LANGUAGE.

FIRST PART.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.
1855.

নীতিকথা-১ (১৮৫৫ সং)

নীতিকথা।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা ছাপা গেল।

NITIKATHA,

OR

FABLES,

IN THE BENGA'LI' LANGUAGE.

SECOND PART.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS;

AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1855.

নীতি কথা,

তৃতীয় ভাগ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা ছাপা গেল।

NÍTI KATHÁ,

OR

FABLES,

IN THE BENGÁLI LANGUAGE.

THIRD PART.

CALCUTTA:
PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.
1846.

নীতিকথা-৩ (১৮৪৬ সং)

উপদেশ কথা.

(ইতিহাসের পুস্তক.)

পরন্তু

ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক,

এবং ইণ্ডিয়ার বিষয়ে ইংলণ্ডীয় ধম্ম ব্যবস্থা.

ষ্টেওয়ার্ট সাহেব কর্ত্তৃক রচিত.

STEWART's

OOPODES-COTHA,

(Or, Moral Tales of History):

WITH AN HISTORICAL SKETCH OF ENGLAND, AND HER CONNECTION WITH INDIA.

ANGLO-BENGALEE—1ST EDITION.

Calcutta:
PRINTED FOR THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY,
At the School-Press, Dhurumtula.

1820.

A

CHOICE COLLECTION

OF

Sunscrit Couplets,

WITH

A TRANSLATION IN BENGALEE.

কবিতামৃতকূপ।

সৎপদ রত্নাকর হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থহইতে সংগৃহীত।

পাঠশালার বালকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি ও নীতি শিক্ষার কারণ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটিদ্বারা শ্রী গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

শন ১৮২৬।

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS.

1826.

শিশুসেবধি

বর্ণমালা

প্রথম ভাগ

বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে

হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার নির্ব্বাহক

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা

সংগৃহীত হইয়া

নবমবার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

কলিকাতা।

ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়, নং ১৮৩, বহুবাজার।

সন ১৮৫৪ সাল।

শিশুসেবধি।

২ সংখ্যা।

বালক শিক্ষার্থ পাঠ সংযুক্তা

বর্ণমালা।

হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে

পাঠশালার ব্যবহারার্থে

সংগৃহীত।

শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির মুদ্রাযন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৪৬।

শিশুসেবধি-২ (১৮৩৯)

SEESOOSABIDHEE

BURNO MALLA

OR

SPELLING

PART SECOND

COMPILED BY KHETTERMOHUN DUTT,

Supt. Hindu College Pautshalla.

FOR THE USE OF SCHOOLS.

শিশুসেবধি।

বর্ণমালা

তৃতীয় ভাগ।

পাঠশালার ব্যবহারার্থে

হিন্দুকালেজসংস্থাপিত বাঙ্গালা পাঠশালার নির্বাহক

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা

সংগৃহীত হইল।

CALCUTTA,

FIFTH EDITION.

Printed at the Sumachar Chundrika Press.

1850.

শিশুসেবধি-৩ (১৮৫০ সং)

বর্ণমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

BARNA-MALA

PART II.

CALCUTTA:
PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS;
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.
1854.

নীতিদর্শন।

উপদেশ

১ সংখ্যা ।

হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগের হিতার্থে

অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
কর্ত্তৃক বিবৃত।

২১ মাঘ ১২৪৭ সাল।

মৃজাপুরে শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রকাশালয়ে
মুদ্রিত।

বেতাল পঞ্চবিংশতি

কালেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়াধ্যক্ষ

শ্রীযুত মেজর জি টি মার্শল মহোদয়ের

আদেশানুসারে

লিখিত

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্রে

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯০৬।

বেতাল পঞ্চবিংশতি (বিদ্যাসাগর, ২য় সং)

বালকবোধকেতিহাস।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামপুর।

চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত

FABLES FOR STUDENT

(COMPILED)

BY CASUB CHUNDER KURMOKAR

SERAMPORE.

PRINTED AT THE CHUNDRODOY PRESS.

1850

বালকবোধকেতিহাস (কেশবচন্দ্র কর্মকার, ১৮৫০)

শিশুশিক্ষা

চতুর্থ ভাগ

—•○•—

বোধোদয়।

এতদ্দেশীয় বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

———

কলিকাতা

সংস্কৃতযন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯০৭ ।

শিশুশিক্ষা-৪ (বিদ্যাসাগর, ১৮৫০)

বত্রিশ সিংহাসন

Batris Sinhasan

অর্থাৎ

রাজা বিক্রমাদিত্যের কর্ম্মকাণ্ড ও চরিত্র।

হিন্দীপুস্তক হইতে

শ্রীনীলমণি বসাক

কর্ত্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস ও শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা
বাহির মৃজাপুর, নং ১৩, ভবনে মুদ্রাঙ্কিত।

সন ১২৬১। ইং ১৮৫৪ সাল।

THE

HITOPADESHA:

A COLLECTION OF

Fables and Tales in Sanscrit

BY

VISHNUSARMA

WITH THE BENGALI AND THE ENGLISH TRANSLATIONS REVISED.

EDITED BY

LAKSHAMI NARAYAN NYALANKAR.

Calcutta:

PRINTED AT THE SHÁSTRA PRAKÁSHA PRESS, SOBHÁ BÁZAR STREET.

1830.

হিতোপদেশ (লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, ১৮৩০)

THE HITOPADESHA

হিতোপদেশ।

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রোদ্ধৃতঃ
মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধ্যবয়বান্বিতঃ।
শ্রীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুশর্ম্মণেন সংগৃহীত সংস্কৃত তদীয়ার্থ
সাধু গৌড়ীয় ভাষায় সংগ্রহপূর্ব্বক
শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি করণক
সংশোধিত হইয়া
শ্রীরাধামাধব শীল ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শীল এবং
শ্রীমধুসূদন শীলস্যানুমত্যনুসারে
কলিকাতা

জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।
☞ এই গ্রন্থ যিনি গ্রহণেচ্ছু হইবেন তিনি কলিকাতা
আহিরীটোলা ৯ নম্বর বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।
সন ১২৫৩ সাল তারিখ ৮ জ্যৈষ্ঠ।

হিতোপদেশ (জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি, ১৮৪৭)
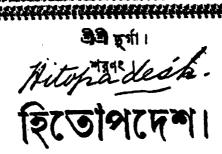
শ্রীশ্রী দুর্গা ।

শরণং

Hitopadesh

হিতোপদেশ ।

অর্থাৎ ।

পণ্ডিতবর বিষ্ণুশর্ম্ম সংগৃহীত মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি বিষয়ক প্রস্তাবীয় সংস্কৃত গ্রন্থ এবং গৌড়ীয় সাধু ভাষায় তদীয়ার্থ ।

কলিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

১২৫৫ সাল ।

Calc., 1848

Printed by D. Rodrigues, at the Sumachar Chundrika Press.

হিতোপদেশ (অজ্ঞাত, ১৮৪৮)

তৃতীয় অধ্যায়

গোপাল ও রাখাল ঃ ঐতিহ্যের অনুবৃত্তি

ভালো এবং মন্দ — দুটি পৃথক বোধ, কিন্তু পরস্পরসম্পৃক্ত। একই মুদ্রার দুটি পিঠ। মানবচরিত্র নামক সেই মুদ্রায় দুই বোধেরই সহাবস্থান। নীতির ক্রিয়াকর্ম এই দুই ভিন্ন মডেলকে নিয়ে। 'গোপাল' ভালোর প্রতিরূপ। মন্দের প্রতিরূপের অনেক নাম। কখনও সে ভোলানাথ, কখনও রাধানাথ, কখনও বেণী আবার কখনও সে রাখাল। অবশ্য মন্দ রাখালের আগে দয়ালু রাখালের দেখা মিলেছে। বাংলা গদ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'গোপাল' বারবার আমাদের সামনে এসেছে। আর মন্দের মডেলটিও নামান্তরে একই চেহারায় ও চরিত্রে আমাদের দেখা দিয়েছে।

ভালোর একটি নির্দিষ্ট ছক আছে, মন্দেরও আছে। ভালো 'অতি সুশীল', 'বড় সুবোধ', পড়াশুনায় গভীর মনোযোগী, পিতামাতার বাধ্য, দুষ্কর্মে মতি নেই, অলসতা তার ধাতে নেই, অযথা সময় নষ্ট করা, অসৎসঙ্গে মেলামেশা করা বা অসময়ে খেলা করা তার স্বভাব-বহির্ভূত। এর ঠিক বিপরীতে মন্দ। সে পিতামাতার অবাধ্য, অগোছালো, বিদ্যার্জনে অনাগ্রহী, খেলাধূলায় তৎপর, আলস্যপরায়ণ, শিক্ষকের অপ্রিয়, নানাবিধ দুষ্কর্ম এমনকি চৌর্যকর্মেও সমান পারঙ্গম।

'গোপাল'কে আমরা প্রথম দেখি স্কুল বুক সোসাইটির 'নীতিকথা-২' (১৮১৮) গ্রন্থে। 'ত্রয়োদশ কথা'য় গোপালের পরিচয় — 'সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গোপাল নামে এক বালক শয্যা হইতে উঠিয়া পাতের তাড়ি বগলে করিয়া পাঠশালায় যাত্রা করিল; সে অতি শিশু, কিন্তু পাঠশালা অনেক দূর, প্রায় এক ক্রোশের অধিক, তথাপি তাহার পাঠশালা যাওনের বাধা ছিল না; কেননা তাহার মনে২ এইরূপ প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিদিন অবাধে শিক্ষার্থে যাইব, এবং পাঠশালাতে না যাইয়া পথমধ্যে দুষ্ট ও অলস পড়ুয়াদের সঙ্গে কখন খেলা করিব না।' গোপালের পাশাপাশি মন্দ ছেলেটি ভোলানাথ। ' ...... গোপাল হইতে ভোলানাথ অধিক বয়স্ক হইয়াও অতি মূর্খ; সে কখন পাঠশালায় যায় নাই, এবং এক অক্ষর কিম্বা এক অঙ্কও লিখিতে ও পড়িতে জানে না। কেবল খেলা ও মন্দ কর্ম্ম ব্যতিরেক আর তাহার কোন যোগ্যতা ছিল না।' (১৮৩০ সং, পৃ. ২৫-২৬)

একই গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদ 'এক বৃদ্ধ মনুষ্য ও তাহার দুই পুত্ত্রের কথা'। দুই পুত্রের বড়টি বদনচাঁদ। '............ সে অতিশয় দুরন্ত ও অধার্ম্মিক, এবং সর্ব্বদা পিতার অবাধ্য, ও পাঠশালায় যাইয়া শিক্ষকের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিত; পরে সে যৌবনাবস্থাতেও এতাদৃশ কুক্রিয়ান্বিত হইল, যে তাহার প্রতিবাসিরা তাহার সহিত আলাপও করিত না, ...'। কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র। '........... সে অতি সুশীল বালক, এবং অন্য২ দুশ্চরিত্র ও অলস বালকদের সহিত ক্রীড়া কিম্বা কুক্রিয়া এ সকল কিছুই করিত না; প্রত্যহ দুইবার পাঠশালায় যাইত, আর সে বিদ্যাতে এমত মনোযোগ করিল, যে অন্য বালকাপেক্ষা শীঘ্র উত্তম স্থানে নিযুক্ত হইল। .... তাহার গুরু মহাশয়ের উষ্মা যাহাতে হয় এমত কর্ম্ম কদাচ করিত না, কিন্তু শিক্ষকের তুষ্টি জন্মাইতে সচেষ্ট থাকিত;' (১৮৩০ সং, পৃ. ১৭-২০)

'নীতিকথা-২'-এর লেখক হলেন চুঁচুড়ার জে. ডি. পিয়ার্সন। ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন এবং বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই বইটি ছাড়া আরও কয়েকটি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ পিয়ার্সন রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে অধিকাংশ বই ইংরেজি

থেকে অনুবাদ। আরও রচনা করেছেন বেশ কিছু ট্র্যাক্ট। 'নীতিকথা-২' রচনায় সহযোগী ছিলেন রেভারেন্ড মে ও জন হার্লে। এই তিনজনই খ্রিস্টীয় ভাবধারা-প্রভাবিত শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী। গ্রন্থ রচনায় পাশ্চাত্য রীতি ও নীতি তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। 'নীতিকথা-২'-এ ১৪টি অধ্যায়ের মধ্যে ঈশপের গল্পের বঙ্গানুবাদ, আরবি গল্পের বঙ্গানুবাদ রয়েছে। এ কারণে আমরা অনুমান করতে পারি 'একাদশ কথা'র বদনচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্র এবং 'ত্রয়োদশ কথা'র গোপাল ও ভোলানাথ কোনো বিদেশি আদর্শের অনুসরণ, যাদের ভারতীয় আবহে ও পোষাকে পরিবেশন করা হয়েছে।

গোপালের পথচলা সেই শুরু। এরপর তার কথা শুনতে পাই কেশবচন্দ্র কর্মকারের 'বালকবোধকেতিহাস' (১৮৫০) গ্রন্থে। সেখানেও সে অতি শিশু, এক 'সুশীল' বালক। পাঁচ বছর মাত্র বয়স। এই বয়সেই তার পাঠে অত্যন্ত মনোযোগ। এরপর লেখকের ভাষাতেই বলি — '..... সে প্রতিদিন প্রাতে অতিশীঘ্র করিয়া পাঠশালায় যাইয়া আপন পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস করিত; আর সে বিদ্যাভ্যাসে এমত যত্নবান হইল, যে অন্যান্য বালকাপেক্ষা অতি শীঘ্র উচ্চ পঁক্তিতে নিযুক্ত হইল। সে পাঠশালায় অন্য বালকের সহিত বিবাদ কি গল্প কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে কোন শব্দ কিছুই করিত না, ...। যখন ঐ বালক পাঠাশালা (মুদ্রণপ্রমাদ) হইতে বাটীতে আসিত, তখন পথের মধ্যে কাহারও সহিত বিবাদ করিত না। এবং ঘরে আইলে কোন বালকের সহিত ক্রীড়া কিম্বা কুক্রিয়াদি কিছুই করিত না; প্রায় সর্ব্বদাই কাগজ ও কলম লইয়া অন্য২ লেখাপড়া করিত, তাহাতে ক্রমে২ তাহার বিদ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।' যার ফলে উত্তরোত্তর তার জ্ঞান ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিজ দক্ষতায় রাজসভায় দেওয়ানি পদও লাভ করেছে।

একই বছরে 'গোপাল' আবার আমাদের কাছে এসেছে 'শিশুশিক্ষা-২' ও 'শিশুশিক্ষা-৩' গ্রন্থে। লেখক মদনমোহন তর্কালঙ্কার। 'শিশুশিক্ষা-২' গ্রন্থে গোপালকে দেখি মাধবের বন্ধু হিসেবে। 'মাধবের সদ্ব্যবহার' কাহিনীতে ভাল ছেলে মাধবের সৎ বন্ধু গোপাল। তারা দুই বন্ধু পাঠশালা থেকে বাড়ি ফেরার পথে পথ-হারানো এক ছেলেকে খোঁজ করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। আর 'শিশুশিক্ষা-৩' এর গোপাল পাঠশালার পড়ুয়া, মাতৃভক্ত এবং পরদুঃখকাতর। সবচেয়ে বড় কথা সে পরের দ্রব্যে লোভ করে না। পাঠশালায় সোনার হার কুড়িয়ে পেয়ে দারোয়ানের কাছে না রেখে মায়ের কাছে নিয়ে গেছে। মা তার সততা দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। পরদিন মায়ের কথামত পাঠশালার গিয়ে ওই হার সে ফেরত দিয়েছে এবং সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। গোপাল-এর অপরপিঠ বেণী। বেণী 'বড় দুরন্ত'। সে কারও কথা শোনে না, লেখাপড়া করে না, শুধু খেলা করে। যেখানে সেখানে বইপত্র ফেলে রাখে, চিৎকার করে সবাইকে বিরক্ত করে, এমনকি মা-কেও কটু কথা বলে। সে ঝগড়া করে, শিক্ষকের তিরস্কার শোনে, তবু তার চৈতন্য নেই। তাই 'বেণীকে কেহ ভাল বাসে না।' শেষে লেখক বলেছেন — 'দেখিও তুমি যেন বেণীর মত হইও না।'

'শিশুশিক্ষা-২'-এর মাধব 'বর্ণপরিচয়-১'-এ ৯ম পাঠে একটু মুখ দেখিয়েছে। বিদ্যাসাগর বলেছেন 'মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে।' মাধব 'শিশুশিক্ষা'-তে পড়ুয়া। এখানেও একই ধারা বজায় রেখেছে। একই পাঠে 'রাখাল' দেখা দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের স্নেহবঞ্চিত রাখাল 'সারাদিন খেলা করে।' 'শিশুশিক্ষা-৩'-এ 'চুরি করা বড় দোষ' পরিচ্ছেদে গোপাল নামক এক শ্রোতার উল্লেখ আছে। ওই পরিচ্ছেদে গোপালকে লেখক যে গল্পটি শুনিয়েছেন তাতে স্পষ্টত ঈশপের সুবিখ্যাত 'চোর ও তার মা' গল্পের ছায়াপাত আছে। প্রথমাংশ উদ্ধার করা যাচ্ছে — 'দেখ গোপাল! ঐ যে বেড়ী পায়, গৌরবর্ণ, যুবা পুরুষ, মাটী কাটিয়া পথ বাঁধিতেছে। ও কে, তুমি জানিতে চাও? তবে শুন। ঐ

হতভাগা তোমাদের পাঠশালাতেই পাঠ করিত। সকলে উহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসাও করিত। কিন্তু, চিরকালই একপাঠিদিগের ছুরী, কাঁচী, কাগজ, কলম, পয়সা চুরি করিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। উহার মা বাপ জানিয়া শুনিয়াও বারণ করিত না। ক্রমে ক্রমে উহার এমন কু অভ্যাস জন্মিল যে কাহার কোন ভাল বস্তু দেখিলে চুরি করিতে ইচ্ছা হইত। এবং সুযোগ পাইলে চুরিও করিত।' গল্পে 'হতভাগা' অনামা। তবে কিছুদিন পরে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তার নাম হয় 'ভুবন'।

রাখালের আবির্ভাব 'শিশুশিক্ষা-৩' গ্রন্থেই। এখানে শ্রোতা 'রাখাল' আছে, আবার চরিত্র 'রাখাল'ও আছে। আমাদের আলোচ্য, চরিত্র-রাখাল। 'অন্ধজনে দয়া কর' পরিচ্ছেদে রাখাল এক অন্ধ ভিক্ষুককে দেখে বেদনায় কাতর হয়ে মা-কে বলেছে — 'ঐ অন্ধ এমন শীর্ণ কেন? উহার কি খাবার যো নাই? ভাল কাপড় নাই ?........ কাহারও বাড়ীতে কেন চাকরী করে না? ...... উহাকে একখানি কাপড় আর চারিটি পয়সা দাও।' (পৃ. ৬ - ৭) লেখা বাহুল্য, তার মা 'অতিশয় আহ্লাদিত' হয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। আমাদের অবাক লাগে এই ভেবে, দয়ালু 'রাখাল' কিভাবে বিদ্যাসাগরের হাতে দুরন্ত ও অবাধ্য 'রাখাল'-এ পরিণত হল!

বাংলাসাহিত্যে 'গোপাল' বিখ্যাত হয়ে গেছে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়-১ম ভাগ' (১৮৫৫)-এ। বিদ্যাসাগরের 'গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ-মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। ...... গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে; ...... বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; .... সে একদিনও, কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। ... .. গোপাল কখনও লেখাপড়ায় অবহেলা করে না।' (১৯ পাঠ)

গোপাল-এর অপর পিঠ রাখাল। মদনমোহনের বেণীর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি বিদ্যাসাগরের রাখালকে। 'রাখাল, পড়িতে যাইবার সময়, পথে খেলা করে; মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। .... খেলিবার ছুটী হইলে, রাখাল বড় খুসী। খেলিতে পাইলে, সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময়, সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে; এ কারণে গুরুমহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।' রাখালের গুণকীর্তন শেষে বিদ্যাসাগর বলেছেন — 'রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোনও বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়।' (২০ পাঠ) এখানেও কি মদনমোহনের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে না ?

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'নীতিসার-১ ভাগ' (১৮৫৬) গ্রন্থে গোপালের পুনরাগমন ঘটেছে। তৃতীয় পাঠে দেখি গোপাল খেলতে খেলতে জলভর্তি মাটির কলসি ভেঙে ফেলেছে। কৃতকর্ম গোপন না করে মায়ের কাছে সে স্বীকার করেছে। তার স্বীকারোক্তিতে সন্তুষ্ট মা গোপালের মুখ চুম্বন করেছেন। লেখক নীতিশিক্ষা দিয়েছেন — 'সদা সাবধানে থাকিবে, কদাচ মন্দ কর্ম্ম করিবে না। যদি দৈবাৎ মন্দ কর্ম্ম কর স্বীকার করিবে।' এই বইয়ে ৭ম পাঠের বেণী ভালো ছেলে।

'বিদ্যাসাগরচরিত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। .... নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এ ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়।'[১]

আমরা দেখিয়েছি, বিদ্যাসাগরের গোপাল ও রাখাল বাংলা গদ্যে এক ধারাবাহিকতার ফসল। ভালো ছেলে ও মন্দ ছেলের আদর্শ স্থিরীকৃত হয়েছে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে 'নীতিকথা-২' গ্রন্থে। বিদ্যাসাগরের গোপাল ও রাখাল 'নীতিকথা-২' ও 'শিশুশিক্ষা-৩'-এর যোগফল। বিস্ময়ের ব্যাপার এই, ভালো ছেলের 'গোপাল' নামকরণের ক্ষেত্রেও তিনি কোন মৌলিকতা দেখাননি। গোপাল বরাবরের ভালো ছেলে। রাখাল 'শিশুশিক্ষা-৩'-এ ভালো ছেলে, এখানে খারাপ ছেলে। 'নীতিকথা-২'-এর গোপাল সূর্যোদয়ের আগেই পাঠশালায় যাত্রা করে, আর বর্ণপরিচয়ের গোপাল সবার আগে পাঠশালায় যায়। 'নীতিকথা-২'-এর গোপাল পথের মধ্যে দুষ্ট ও অলস পড়ুয়াদের সঙ্গে খেলা করে না, বিদ্যাসাগরের গোপাল পথে খেলা করে না। 'নীতিকথা-২'-এর গোবিন্দচন্দ্র 'অতি সুশীল', কেশবচন্দ্র কর্মকারের গোপাল 'সুশীল', মদনমোহনের গোপাল পড়ুয়া এবং মাতৃভক্ত, বিদ্যাসাগরের গোপাল 'বড় সুবোধ'।

খারাপ ছেলের মডেলটি নাম পাল্টালেও ক্রিয়াকর্মে এক। সে সম্পর্কিত উদাহরণ আমরা দিয়ে এসেছি। রবীন্দ্রনাথ যে-অর্থে রাখালের আগমনী গেয়েছেন তা স্বদেশভাবনাজাত। এমন দুরন্ত যৌবনের আগমনী রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও করেছেন। মানবজীবন যে দুই বিরোধমূলক ভাবের সমন্বয়, এটিই প্রতিষ্ঠিত সত্য। এখানে গোপাল আছে রাখালও আছে। বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা, নীতিকথা — সবাই এই কথাটিই প্রচার করেছে।

পাঠ্যপুস্তক

স্কুল কলেজে পাঠ্যপুস্তক

বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অন্ধকার ঘরে প্রথম আলো জ্বালিয়েছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। কলেজ অবশ্য পাঠশালার পাঠ্যপুস্তক রচনা বা প্রকাশ করেনি। কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্যতম বিষয় ছিল নীতিশাস্ত্র। এই দিকটি মাথায় রেখে পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন উইলিয়ম কেরি। কলেজের পণ্ডিত মুন্‌শীদের দিয়ে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করালেন কয়েকটি গ্রন্থ। কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণরেখাবাহী কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বাংলা গদ্যের চলার পথটিকে কিছুটা মসৃণ করে দিল। সে-ই শুরু। তারপর সে পথে অগণিত পথিকের পদধ্বনি।

১৮০১ থেকে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের জন্য যেসব বাংলা বই ও বাংলা ভাষা সংক্রান্ত ইংরেজি বই প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে ১০টি বই নীতিশিক্ষামূলক— ১.'হিতোপদেশ' (গোলোকনাথ), ২.'বত্রিশ সিংহাসন', ৩. 'The Oriental Fabulist', ৪.'তোতা ইতিহাস', ৫. 'হিতোপদেশ' (মৃত্যুঞ্জয়), ৬.'হিতোপদেশ' (রামকিশোর), ৭. 'ইতিহাসমালা', ৮. 'পুরুষপরীক্ষা', ৯. 'প্রবোধচন্দ্রিকা', ১০. 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (বিদ্যাসাগর)। এছাড়া কলেজের শীলমোহর অঙ্কিত আরও দুটি বই আমরা পেয়েছি। প্রথমটি 'Pleasant Stories' বা 'মনোহর ইতিহাসমালা', দ্বিতীয়টি 'গোপাল কামিনী'। কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে 'ইতিহাসমালা' ব্যবহৃত হয়নি।[১] ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন — 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মূল্য অত্যধিক ছিল বলিয়া সাধারণ বিদ্যালয়ে এই বইগুলির চলন ছিল না।'[২] পাঠ্যপুস্তকগুলির মূল্য অধিক ছিল ঠিকই, তবে এর মধ্যে কোন কোন বই যে কিছু স্কুলে পাঠ্য ছিল, সে সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ আমরা দাখিল করেছি।

১৮০০-তেই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর মিশন। প্রাথমিকভাবে মিশনের লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার। কিন্তু ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শ্রীরামপুরে বালকদের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরপর ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ৬টি এবং ১৮১২-র মধ্যে ৮টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ধারায় শিক্ষাব্যবস্থাও তাঁদের কাছে সমান গুরুত্ব পেয়েছিল। এ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করে তাঁরা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে । নাম Hints Relative to Native Education। প্রতিবেদনে দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কারণ ব্যাখ্যাত হয়। প্রথমত এদেশীয়দের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার প্রাবল্য, দ্বিতীয়ত নিদারুণ দারিদ্র্য, তৃতীয়ত উপযুক্ত শিক্ষক, সুনির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী ও মুদ্রিত পুস্তকের অভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির করুণ অবস্থা। তাঁরা চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তার। শিক্ষাদানের বিষয় হিসেবে নীতিশিক্ষাতেও জোর দেবার কথা বলা হয়েছিল। এ কারণে তাঁরা নীতিশিক্ষাকে সরল ভাষায় ও প্রাঞ্জলভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন যাতে তা শিশুদেব কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।[৩]

মিশনারিরা দেখেছিলেন মুদ্রিত পুস্তকের অভাবই এদেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অন্তরায়। তাই তাঁরা বিদ্যালয় স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার পরিকল্পনা করেন। এর মধ্যে অন্যতম নীতিশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থাদির প্রকাশ। গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। এক বছরের মধ্যে শতাধিক বিদ্যালয়ে ৭০০০-এর ওপর ছাত্রসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায়।[৪] ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের আগেই ১৬০টির বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয় ও ফারসি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যাদের বেশিরভাগ পরিচালনা করতেন শ্রীরামপুর মিশনারিরা। এইসব বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষাও অবশ্যপাঠ্য হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে নীতিশিক্ষা প্রচারে শ্রীরামপুর মিশনারিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার ইতিহাসে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন প্রতিষ্ঠিত হয় Calcutta School-Book Society। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন — 'এই সভার (ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি) স্থাপন নবযুগের একটি প্রধান ঘটনা। কারণ এই সভার মুদ্রিত গ্রন্থাবলী এদেশে শিক্ষার এক নূতন দ্বার ও নূতন রীতি উন্মুক্ত করিয়াছিল।'[৫] কোন ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ না করাই ছিল সোসাইটির প্রকাশন সংক্রান্ত নীতি। তবে সাধারণ নীতিমূলক গ্রন্থপ্রকাশ করতে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন।[৬] সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য এদেশে বিদ্যালয়ের দেশীয় ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ, স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে বিতরণ। সোসাইটি কর্তৃপক্ষ ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদের দ্বারা দেশীয় মানুষকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সোসাইটির তত্ত্বাবধানে তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ৯৪টি দেশীয় বিদ্যালয় পরিচালিত হত। তাদের নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল সোসাইটি প্রকাশিত পুস্তকাদি। ফলে চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধি এবং গ্রন্থগুলির একাধিক সংস্করণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সোসাইটি নীতিশিক্ষামূলক যেসব পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন সেগুলি হল — ১. নীতিকথা-১ (১৮১৮), ২. নীতিকথা-২ (১৮১৮), ৩. নীতিকথা-৩ (১৮২০?), ৪. বর্ণমালা (স্টুয়ার্ট-১৮১৮), ৫. মনোরঞ্জনেতিহাস- (১৮১৯), ৬. উপদেশকথা- (১৮১৯-২য় সং), ৭. হিতোপদেশ (রামকমল সেন-১৮২০), ৮. বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ (১৮২১), ৯. কবিতামৃতকূপ (১৮২৬), ১০. বর্ণমালা-২ (১৮৪৬?), ১১. Introduction to the Bengali Language (১৮৪৭), ১২. শিশুশিক্ষা-২ (১৮৫০), ১৩. বঙ্গীয় পাঠাবলী-৩ (১৮৫৪), ১৪. জ্ঞানদীপিকা (১৮৫৫)।

সোসাইটির 'নীতিকথা' সিরিজ সে যুগের অন্যতম জনপ্রিয় বই। নীতিকথা-র মাধ্যমেই ঈশপের গল্পের প্রকৃত পরিচয় বাঙালি প্রথম লাভ করে। এর আগে ১৮০৩-এ লেখা 'দি ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' রোমান হরফে ছাপানো। এ কারণে ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন — 'তখন ছোট ছোট ছেলেদের পড়িবার উপযোগী বাঙ্গলা বই বড় বেশী ছিল না। একখানা বইয়ের নাম আমার মনে আছে, 'নীতিকথা'। বাড়ীতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িতাম।'[৭] বাংলা ভাষায় সিরিজ আকারে গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম কৃতিত্ব অবশ্যই সোসাইটি কর্তৃপক্ষের। প্রকৃতপক্ষে 'শিশুশিক্ষা' ও 'শিশুসেবধি' সিরিজ প্রকাশের আগে 'নীতিকথা'-রই একাধিপত্য।

'নীতিকথা' সিরিজের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল 'মনোরঞ্জনেতিহাস'। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বাংলা এবং দ্বি-ভাষিক সংস্করণ। ১৮১৯ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দুই সংস্করণ মিলিয়ে অন্তত ৩৫০০০ কপি ছাপানো হয়েছে। স্কুল বুক সোসাইটির অধীনস্থ স্কুল ছাড়াও বহু স্কুলে পাঠ্য ছিল 'মনোরঞ্জনেতিহাস'। ১৮১৮-তে প্রকাশিত হয় স্টুয়ার্টের 'বর্ণমালা'। ছাপার হরফে বর্ণশিক্ষা দেবার 'প্রথম প্রচেষ্টা' হলেও গ্রন্থটি খুব বেশি সংস্করণের মুখ দেখেনি। যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখছি ১৮১৮-১৮৪০-এর মধ্যে অন্তত চারটি সংস্করণ হয়েছে। হিন্দু কলেজ পাঠশালা এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় তাঁদের নিজস্ব বর্ণমালা পড়ানো হত। সম্ভবত সোসাইটির বর্ণমালা তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এরপর সোসাইটি কর্তৃপক্ষ আবার বর্ণমালার ২টি খণ্ড প্রকাশ করেন। আমরা খণ্ডদুটির ১৮৫৩ ও ১৮৫৪ সালের সংস্করণ দেখেছি। ১মটি ৭ম সংস্করণ, ২য়টিও কাছাকাছি সংস্করণ হওয়া সম্ভব। ২টি ভাগ ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা।

সোসাইটি কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছিলেন 'শিশুশিক্ষা-২'-এর প্রথম সংস্করণ। সংবাদটি আমাদের কাছে কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ 'শিশুশিক্ষা' সিরিজ লিখিত হয়েছিল বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য। ১ম ভাগের ১ম সংস্করণ আমরা পাইনি। ২য় সংস্করণ ছাপা হয়েছে সংস্কৃত প্রেস থেকে। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ভাগের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে সংস্কৃত প্রেস থেকে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ২য় ভাগের ১ম সংস্করণ স্কুল-বুক সোসাইটি থেকে ছাপা হওয়ার খবর আমাদের বিস্মিত করে বইকি! সোসাইটির প্রকাশনায় অপর বিখ্যাত গ্রন্থ রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ'। 'ইংরেজী রীত্যনুসারে প্রস্তুত' এই গ্রন্থটি সমসাময়িক সমাজে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ পাঠশালা। পাঠশালায় 'তিন সম্প্রদায় ছাত্র' ছিল। প্রথম শ্রেণীতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে 'হিতোপদেশক ইতিহাস' এবং তৃতীয় শ্রেণীতে নীতিবিদ্যা পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিল। পাঠশালায় পড়ানোর জন্য পরিকল্পিত গ্রন্থমালার নাম 'শিশুসেবধি'। এই শিরোনামে প্রথম দুটি খণ্ড লিখেছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। অন্যান্য 'শিশুসেবধি'-র অন্তর্গত 'বর্ণমালা-১/৩', 'বর্ণমালা-২', 'বর্ণমালা-৩' এবং 'নীতিদর্শক'। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পাঠশালার জন্য 'নীতিদর্শন' নামে আর একটি গ্রন্থমালা লিখেছিলেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে (১৭৬২ শক, ১৩ জুন) স্থাপিত হল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। এই পাঠশালার জন্য পৃথক 'বর্ণমালা' রচিত হয়। ছ'টি শ্রেণীতে মোট ১২৭ জন ছাত্র যেসব বই পড়ত সেগুলি হল — দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'জ্ঞানার্ণব', তৃতীয় শ্রেণীতে 'বর্ণমালা-২য়', 'মনোরঞ্জনেতিহাস', চতুর্থ শ্রেণীতে 'নীতিকথা-২য়', 'বর্ণমালা-২য়', পঞ্চম শ্রেণীতে 'নীতিকথা-১ম', 'বর্ণমালা-১ম', ষষ্ঠ শ্রেণীতে 'বর্ণমালা-১ম' ইত্যাদি।[৮] হিন্দু কলেজ পাঠশালার মত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতেও পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত নিজেই পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

'চারুপাঠ-১' (১৮৫৩), 'চারুপাঠ-২' (১৮৫৪), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬)- এই তিনটি পাঠ্যপুস্তক তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বাইরে বহু বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য হয়ে উঠেছিল।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়। ছাত্রীদের জন্য লিখিত হল 'শিশুশিক্ষা' সিরিজ। গ্রন্থমালার প্রথম তিন খণ্ড লিখেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ৪র্থ খণ্ড বা 'বোধোদয়' এবং ৫ম খণ্ড বা 'নীতিবোধ' লিখেছিলেন যথাক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫টি খণ্ডের আখ্যাপত্রেই ১ম সংস্করণে মুদ্রিত ছিল 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' কথাটুকু। 'শিশুশিক্ষা-৪' (বোধোদয়) ২য় সংস্করণ থেকেই 'শিশুশিক্ষা-চতুর্থ ভাগ' ও 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' অংশটুকু পরিত্যাগ করে। ৫ম ভাগও পরবর্তীকালে 'নীতিবোধ' নামে পরিচিতি লাভ করে। লঙ তথ্যসহ জানিয়েছেন — ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'নীতিবোধ'-এর ৭ম ও ৮ম সংস্করণ সংস্কৃত প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রকাশের ৬ বছরের মধ্যে ৮টি সংস্করণ।[৯]

বিশেষ কোন বিদ্যালয়ের জন্য লেখা হলেও বাংলার ঘরে ঘরে 'শিশুশিক্ষা' সমাদৃত হয়েছিল। শুধু বালিকা বিদ্যালয় নয়, সকলের জন্যই 'শিশুশিক্ষা' আদর্শশিক্ষা হতে পেরেছিল। প্রবোধচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন—'শিশুশিক্ষা' বইটি যেন শিশুশিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে সহসা আধুনিকতার অরুণালোকে নিয়ে এল।.......তিনি (মদনমোহন) মধ্যযুগীয় মানসিকতার .... স্থলে আনলেন দেশকালপাত্রবিচারে যুক্তিপ্রয়োগের আদর্শ। প্রথার বদলে বিচার, রীতির বদলে নীতি।'[১০]

স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হয়েছিল আরও কয়েকটি সংস্থা। যেমন Calcutta Christian Tract and Book Society (১৮২৩), Calcutta Christian School-Book Society (১৮৩৯), Vernacular Literature Society বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫০)। দ্বিতীয় সংস্থার 'জ্ঞানকিরণোদয়ঃ', 'জ্ঞানারুণোদয়ঃ' প্রধানত মিশনারি স্কুলগুলিতে পাঠ্য ছিল। প্রথম সংস্থার 'বালকের প্রথম পড়িবার বহি' ও 'সদাচার দীপক' খ্রিস্টীয় আদর্শভিত্তিক হলেও পাঠ্য হিসেবে সমাদৃত হয়েছিল। বিশেষত 'সদাচার দীপক' একাদিক্রমে ১৯ বছর ধরে প্রচলিত ছিল। গ্রন্থটির বিবিধ বিষয়ক গল্পই এই জনপ্রিয়তার কারণ।[১১] তৃতীয় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। আলোচ্য সময়সীমায় এই সংস্থা প্রকাশিত একটি নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থ পাওয়া গেছে — 'মনোরম্য পাঠ' (রামচন্দ্র মিত্র, ১৮৫৫)। ইংরেজি 'Percy Anecdotes' গ্রন্থ থেকে অনুবাদিত।

বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উদ্যোগের বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে রচিত বা অনুবাদিত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাও কম নয়। দেখা গেছে এইসব গ্রন্থের অধিকাংশই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহুল প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য বিদ্যাসাগর রচিত — কথামালা, চরিতাবলী, বর্ণপরিচয়- ১ম ও ২য়। বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তকের জগতে প্রবেশ করেছেন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র মাধ্যমে। এরপর 'শিশুশিক্ষা-৪' (বোধোদয়-১৮৫১), 'বর্ণপরিচয়' ২ ভাগ (১৮৫৫), 'কথামালা' (১৮৫৬), 'চরিতাবলী' (১৮৫৬)। এর মধ্যে 'বর্ণপরিচয়' ও 'কথামালা' একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও সমান জনপ্রিয়। তালে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী'। লঙের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় 'বোধোদয়' প্রথম ৭ বছরে ১৪,০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। ১৮৫৭-তে ছাপা হয়েছে ৯ম সংস্করণ।[১২] জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে গ্রন্থগুলি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে গিয়েছিল এবং অনেকের অপ্রিয়ভাজন হয়েছিল।[১৩] বিতর্ক সত্ত্বেও বাংলার মিশনারি পরিচালিত স্কুলগুলিতে (২৪পরগণার ব্যাপটিস্ট মিশন পরিচালিত

স্কুল বাদে) বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী পড়ানো হত। বিশেষত বর্ণপরিচয় ও বোধোদয় ছিল অবশ্যপাঠ্য।[১৪] গোঁড়া খ্রিস্টধর্ম প্রচারক জন মার্ডকও বলেছেন, মিশনারি স্কুলগুলিতে বর্ণপরিচয়ের ২টি ভাগ এবং বোধোদয় পড়ানো হত।[১৫]

সেকালে শিশুপাঠ্য জগতে 'শিশুশিক্ষা' ও 'বর্ণপরিচয়ে'র কতখানি প্রভাব ছিল, বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ থেকে তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। 'শিশুশিক্ষা'-১ম ভাগের ১০টি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল প্রথম ৬ বছরে, ২য় ভাগের ৬টি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল প্রথম ৪ বছরে। ৩য় ভাগের ৬টি সংস্করণ প্রথম ৫ বছরে, ৪র্থ ভাগের ৪টি সংস্করণ প্রথম ৩ বছরে, ৫ম ভাগের ৪টি সংস্করণ প্রথম ৪ বছরে। লঙ বলেছেন ১ম ভাগ 'A good elementary work', ২য় ভাগ '.....on a very useful new plan.......', ৪র্থ ভাগে - 'Lessons in elegant Bengali', এবং ৫ম ভাগের - 'The style is elegant.....'।[১৬]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত প্রেস থেকে 'শিশুশিক্ষা-১ম ভাগ'- ১৭শ সংস্করণ এবং ১৮শ সংস্করণ ৫০০০ কপি করে ছাপা হয়। তখন তার দাম ছিল দেড় আনা। 'শিশুশিক্ষা-২য়' ভাগের মুদ্রণ সংখ্যা ও দাম একই। সংস্করণ সংখ্যা ১৫শ ও ১৬শ। 'শিশুশিক্ষা- ৩য়' ভাগও মুদ্রণ সংখ্যা ও দামের ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত। সংস্করণ সংখ্যা ১১শ ও ১২শ। অর্থাৎ প্রকাশের ৭-৮ বছরের মধ্যেই গ্রন্থটি বহু সংস্করণের মুখ দেখেছিল। ১৮৫৭-র দু'বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে 'বর্ণপরিচয়- ১ম ও ২য় ভাগ'। ১৮৫৭-তে 'বর্ণপরিচয় ২য়' ভাগেব ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১ম ভাগের সংস্করণ সংখ্যা লঙ না দিলেও অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে অন্তত ৭টি সংস্করণ ঐ সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

৮ মার্চ ১৮৫৮ তারিখে গর্ডন ইয়ং কয়েকটি গ্রন্থের বিশদ তথ্য সম্বলিত একটি পরিসংখ্যান সরকারেব কাছে পেশ করেন। সেখানে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে — 'বর্ণপরিচয়' ১ম ও ২য় ভাগ, 'শিশুশিক্ষা' ৩য় ভাগ, 'বোধোদয়', 'নীতিবোধ', 'চারুপাঠ' - ১ম ও ২য় ভাগ, 'নীতিসার' ১ম ও ২য় ভাগ। মুদ্রণসংখ্যা — 'বর্ণপরিচয় - ১-২' — ২৫০০০ (১১শ মুদ্রণ), 'শিশুশিক্ষা' - ১০০০০, 'বোধোদয়' - ১০০০০, 'নীতিবোধ' - ৫০০০, 'চারুপাঠ - ১-২' — ২৫০০, 'নীতিসার'-১ম - ৫০০০, ২য় - ২৫০০ কপি। অর্থাৎ ছাত্রপাঠ্য অন্যান্য গ্রন্থ থেকে 'বর্ণপরিচয়' তখন অনেকটা এগিয়ে। বর্ণপরিচয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪, মূল্য ৯ পাই, কমিয়ে করা হয়েছিল ৬ পাই।[১৭] লঙ জানিয়েছেন প্রথম ৯টি সংস্করণে 'বর্ণপরিচয়' ১ম ভাগের ৫৮,০০০ কপি বিক্রয় হয়। ৯ম সংস্করণে ১০০০০ কপি এবং ১০ম সংস্করণে ৫০০০ কপি মুদ্রিত হয়। 'বর্ণপরিচয়'-২য় ভাগের ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংস্করণ ৫০০০ কপি করে মুদ্রিত হয়েছিল।[১৮]

এছাড়া পাঠ্যহিসেবে সমাদৃত গ্রন্থের মধ্যে আছে — 'চেষ্টরফিল্ডের উপদেশ', 'জ্ঞানচন্দ্রিকা', 'জ্ঞানপ্রদীপ-১ম ও ২য় ভাগ', 'জ্ঞানসুধাকর', 'জ্ঞানাকর', 'জ্ঞানার্ণব', 'নীতিসার-১ম ও ২য় ভাগ', 'পাঠামৃত', 'বঙ্গ বর্ণমালা', 'বত্রিশ সিংহাসন' (নীলমণি বসাক), 'বহুদর্শন', 'বালকবোধকেতিহাস', 'বালকরঞ্জন বর্ণমালা', 'শব্দাবলী' ইত্যাদি। পাঠ্যহিসাবে অজ্ঞাত লেখকের একাধিক 'বর্ণমালা'-রও উল্লেখ পেয়েছি।

নীতিশিক্ষামূলক বাংলা গদ্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় চোখে পড়ে। বইগুলির রচনা ও প্রকাশনায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা। গ্রন্থের রচনাগত উৎকর্ষ ও লেখকের শ্রমের পুরস্কার হিসেবে অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠানগুলি কার্পণ্য করেনি। তার মধ্যে অগ্রগণ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। তাঁরা লেখককে যেমন আর্থিক সহায়তা করেছেন, তেমনি গ্রন্থের বেশ কিছু কপি

কলেজের জন্য কিনেছেন। 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' এবং 'বহুদর্শন' তাঁদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। 'তোতা ইতিহাস' বচনার জন্য চণ্ডীচরণকে এবং 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনার জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে পুরস্কৃত করেছিলেন। কলেজে ব্যবহারের জন্য কিনেছিলেন 'বত্রিশ সিংহাসন' (মৃত্যুঞ্জয়) ৬ টাকা প্রতি কপি হিসেবে ১০০ কপি, 'হিতোপদেশ' (গোলোকনাথ) ৮ টাকা প্রতি কপি হিসেবে ১০০ কপি, 'তোতা ইতিহাস' ৬ টাকা প্রতি কপি হিসেবে ১০০ কপি, 'পুরুষ পরীক্ষা' ১০ টাকা প্রতি কপি হিসেবে ১০০ কপি। 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ২ টাকা করে ৫০ কপি, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ৩ টাকা করে ১০০ কপি[১৯] এবং 'প্রবোধচন্দ্রিকা-'র ৫০ কপি কিনতে তাঁরা স্বীকৃত হয়েছিলেন। শুধু বই কেনা নয় — কয়েকটি বইকে কলেজপাঠ্য করতেও তাঁরা সহায়তা করেছিলেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'গোপাল কামিনী', 'সত্যচন্দ্রোদয়' তার উদাহরণ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মত স্কুল-বুক সোসাইটিও গ্রন্থ প্রকাশে প্রচুর সাহায্য করেছেন। আবার দেশীয় লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহও দিয়েছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের 'হিতোপদেশ' তাঁরা ৫০ কপি কিনে নিয়েছিলেন।[২০]

প্রতিষ্ঠানগত সাহায্য ছাড়াও ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার নজিরও আছে। কয়েকটি গ্রন্থের আখ্যাপত্র এবং ভূমিকা থেকে তার প্রমাণ মেলে। পৃষ্ঠপোষকদের নামের উল্লেখ করতে গিয়ে 'অনুমত্যনুসারে', 'আদেশে', 'সহায়তায়', 'আনুকূল্যে' ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকের নামের বিশেষণবাহুল্য কৌতুকের উদ্রেক করে। যেমন, 'আনবার শোহেলি'-র পৃষ্ঠপোষক কমলকৃষ্ণ বাহাদুবের বিশেষণ। কখনও একটি গ্রন্থের একাধিক পৃষ্ঠপোষকের নাম পাওয়া যায়। যেমন, জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণির 'হিতোপদেশ'। বিদেশিদের 'আদেশে', 'অভিপ্রায়ে' বা 'সহায়তায়' স্বদেশিদের গ্রন্থ রচনার উদাহরণও আছে। যেমন, বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'কথামালা', রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের 'গোপাল কামিনী'। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'শিশুসেবধি - ২', অজ্ঞাত লেখকের 'শিশুসেবধি' (নীতিদর্শক) ও 'শিশুসেবধি' (বর্ণমালা - ১/৩) রচিত হয় 'হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে'।

পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনায় লেখক ছাড়া সংশোধকেরও একটা ভূমিকা আছে। হয় লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থটি কেউ সম্পাদনা বা সংশোধন করেছেন, না হয় লেখক তাঁর জীবদ্দশাতেই অপর কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে তা সংশোধন করিয়ে নিয়েছেন। গ্রন্থ ও লেখক পরিচয়- অংশে আমরা তার পরিচয় দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। বিদেশীয়রা যখনই এদেশীয়দের গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন তখনই তাঁরা সম্পাদনা কার্যটি যথানিয়মে সমাধা করেছেন। প্রমাণ রয়েছে গদ্য নিদর্শনে।

বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকার ১ আগস্ট ১৮৪৩ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় — 'শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত যে ধারার প্রস্তাব করেন .... উক্ত ধারানুসারে শিক্ষাদানের নিয়ম না হওয়াতে হিন্দুকালেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টের বিদ্যার্থিবর্গের বঙ্গীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিতেছে না......। ......অতএব যদবধি উক্ত ধারার লিখিত পুস্তক প্রস্তুত হইয়া তদনুসাবে পাঠনার প্রথা না হয় তদবধি নিম্নলিখিত পুস্তক সকলের অধ্যাপনানুমতি হউক।

১ শ্রেণী প্রবোধচন্দ্রিকা

২ শ্রেণী ১ ডিবিজন, জ্ঞানপ্রদীপ, ...

৩ ডিং, জ্ঞানচন্দ্রিকা,

৩ শ্রেণী ১ ডিং, হিতোপদেশ ......
২ ডিং, জ্ঞানার্ণব ....
৪ শ্রেণী ১ ডিং, মনোরঞ্জন ও বর্ণমালা নং ৩
২ ডিং, নীতিকথা ২/৩ নং এবং বর্ণমালা নং ২
৩ ডিং, নীতিকথা, ...ও বর্ণমালা
৪ ডিং, নীতিকথা, বর্ণমালা।'[২১]

এপ্রিল ১৮৪৮ (২২.১২.১২৫৪ ব.)-এ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে সংবাদ দেওয়া হয় — 'ওরিএন্টেল সিমিনরিতে এইক্ষণে ৫৮২ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, ...। উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারিণী পাঠশালায় ৮৫ জন ছাত্র নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভুক্ত হইয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা সংস্কৃত ব্যাকরণ হিতোপদেশ এবং জ্ঞানপ্রদীপ ইত্যাদি পুস্তক অধ্যয়ন করেন,......।'[২২]

সরকারি রিপোর্টে জানা যায় ১৮৪৮-৪৯ সময়কালে মুর্শিদাবাদ জেলার সৈদাবাদ স্কুলে পড়ানো হত প্রবোধচন্দ্রিকা, হিতোপদেশ; নাটোরের স্কুলে বর্ণমালা, নীতিকথা, মনোরঞ্জনেতিহাস; বগুড়ার পাঠশালায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সারসংগ্রহ; চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে বর্ণমালা, শিশুসেবধি ও নীতিকথা।[২৩] ১৮৫০ এর আগস্ট মাসে ৮ নং সুকিয়া স্ট্রিটে 'বাঙ্গালা পাঠশালা'র পত্তন হয়। পরিচালক ছিলেন মহেন্দ্রনাথ রায় ও রমানাথ লাহা। প্রথমে ছাত্র ছিল ৭০ জন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা জানাচ্ছে — 'তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া উপযুক্ত পণ্ডিতদিগের অধীনে ভূগোল, খগোল, নীতি ইতিহাস, ব্যাকরণ, বর্ণমালা ইত্যাদি বিবিধ পুস্তক অনুশীলন করিবেক, ...।'[২৪] বিভিন্ন স্কুলে বর্ণমালা নীতিকথা পাঠ্য থাকলেও কোথাও কোথাও তা গুরুভার হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে জানতে পারি যে যশোর জেলায় কোন পাঠশালায় ছাত্ররা তিন বছরের মধ্যে বর্ণমালা ও নীতিকথা শেষ করতে পারে নি।[২৫]

বিদ্যাসাগর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যসূচি প্রণয়নে এবং পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পাবার পর যেসব গ্রন্থগুলিকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সেগুলি হল — নীতিবোধ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, চারুপাঠ, বোধোদয় ইত্যাদি। দু'একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে — ১৩ জুলাই ১৮৫২ তারিখে এফ. জে. ময়েট. -কে লেখা এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর মেডিকেল কলেজের বাংলা শ্রেণীতে ভবিষ্যতে ভর্তির জন্য মৌখিক পরীক্ষার পাঠ্যসূচির মধ্যে 'নীতিবোধ' ও 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-কে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন।[২৬] ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫-তে বিদ্যাসাগর এক চিঠিতে সরকারকে জানালেন ১৮৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে সংস্কৃত কলেজে জুনিয়ার স্কলারদের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট গ্রন্থ 'নীতিবোধ' ও 'চারুপাঠ'-২ খণ্ড'।[২৭] ১৭ জুলাই ১৮৫৫-তে সংস্কৃত কলেজ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় নর্মাল স্কুলের। ১৫০ টাকা মাসিক বেতনে প্রধান শিক্ষক হন অক্ষয়কুমার দত্ত। ৭১ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হওয়া সেই স্কুলে পাঠ্যসূচিতে ছিল — 'বোধোদয়' 'নীতিবোধ' 'চারুপাঠ'। ভর্তির পরীক্ষা এরকম— '......candidates reading the Nitibodh with fluency and correctness, and explaining passages therefrom with tolerable accuracy;' কিন্তু সে পরীক্ষার মান ভাল হয়নি। অসন্তুষ্ট বিদ্যাসাগর সুপারিশ করলেন — '......the following books is now required as a necessary qualification:– Nitibodha, Sacontalah, Betal Pancha Binsati, Introduction to Sanscrit Grammer.'[২৮] জি. টি. মার্শালের সঙ্গে

বিদ্যাসাগর যুক্তভাবে ১০১টি বঙ্গবিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত বইয়ের অভাবে তাঁকে 'পুরুষপরীক্ষা' 'জ্ঞানপ্রদীপ' 'হিতোপদেশ' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে পরীক্ষা নিতে হয়েছিল।[২৯] সরকারি রিপোর্টে জানা যায় সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল 'নীতিবোধ' এবং পঞ্চম ব্যাকরণ শ্রেণীতে 'বোধোদয়'।[৩০]

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী থেকে আমরা সেসময়কার পাঠ্যগ্রন্থের নাম জানতে পারি। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজের স্কুল বিভাগে জুনিয়র ডিভিশনে ভর্তি হন। তখন সেখানে 'জ্ঞানার্ণব' গ্রন্থটি পড়ানো হত।[৩১] ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁকে পড়তে হয়েছিল 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র ২য় সংস্করণ।[৩২] আমাদের আলোচ্য সময়সীমার দু'বছর পরে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। প্রথম বছরই পরীক্ষায় বসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলায় পাঠ্য ছিল 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'পুরুষ পরীক্ষা'।[৩৩]

হিন্দু কলেজ ও নীতিশিক্ষা

সে সময় হিন্দু কলেজে পড়ানো হত প্রধানত বাংলা ও ইংরেজি ভাষা। এছাড়া ব্যাকরণ, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পাশ্চাত্য অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। সেখানে নীতিশাস্ত্র পাঠে স্বল্পতা অনেক মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ডিসেম্বর ১৮৪২। ১৩ সংখ্যার স্পেকটেটরে তারই প্রতিফলন —

'এডুকেশন কমিটির যে রিপোর্ট পুস্তক হইয়াছে ....।

ঐ রিপোর্টের ক্রোড়পত্রে লা কমিসনর মেং কেমরিন সাহেব এডুকেশন কমিটির অধ্যক্ষ প্রযুক্ত যে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের নীতি শিক্ষার বিষয়ে লিখিত আছে; এবং ঐ সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের নীতি শিক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে স্মিথ সাহেবের কৃত নীতি শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক পাঠ করাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উক্ত পুস্তকে ধর্ম্মের বিষয়ে কিছু মাত্র তর্ক বিতর্ক নাই। কেবল নীতির বিষয় লিখিত আছে অতএব যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা হয় না তথাকার ছাত্রদিগের তাহাই উপযুক্ত পাঠ্য গ্রন্থ; আর বেন্থম ও ক্রোম ভিন্ন অন্যান্য তাবৎ নীতি শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের পোষকতা ও তৎপ্রতি পক্ষপাত আছে এই জন্য ঐ মহাত্মা ছাত্রগণের পাঠের নিমিত্ত যে সকল পুস্তকের উল্লেখ করেন নাই।

হিন্দুকালেজস্থ ছাত্রগণের নীতি শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ জন্মাইবার নিমিত্ত ঐ সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে তত্রস্থ প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রদিগের মধ্যে যে বালক নীতি বিষয়ে উত্তম রচনা করিতে পারিবেন তিনি স্বনাম স্বাক্ষরিত এক স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন। অবগত হইলাম কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব উক্ত কেমেরিন সাহেবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগকে নীতি বিষয়ের ৩টা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রথমে স্মিথের মারল সেন্টিমেণ্ট নামক পুস্তকের বিষয় কথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই, ঐ উপদেশ প্রদান কি জন্য রহিত হইল? কৌন্সেল আব এডুকেসনের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা কি এবিষয়ে প্রতিবন্ধক হইলেন? অথবা অধ্যাপক মহাশয় স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিবন্ধক হইলেন? হায়! কি খেদের বিষয়, উক্ত বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার নিমিত্ত যে কোন উপায় হয় তাহার অঙ্কুর হইবা মাত্র নষ্ট হইয়া যায়; ইহাতে বোধ হয় স্মিথ সাহেবের পুস্তকের অর্থ কেপুলার্ড সাহেবের গোরের সহিত নষ্ট হইয়া গেল। ....

.... ফলত হিন্দু কালেজে নীতি শিক্ষা প্রদানের প্রথা না থাকাতে যে একটা গুরুতর অভাব আছে তাহা যত শীঘ্র দূর হয় ততই ভাল, অতএব কৌন্সেল আব এডুকেসন দ্বারা বিদ্যাদান বিষয়ে যে সকল নিয়ম হইয়া থাকে তন্মধ্যে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ না থাকাতে মহৎ দোষ হইতেছে।

হে সম্পাদক কৌন্সেল আব এডুকেসনের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ছাত্রগণের অনাবশ্যক বিদ্যা শিক্ষার জন্য অতিশয় মনোযোগ করিতেছেন কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় নীতিশিক্ষা দানের প্রতি তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন দেখি না এইহেতু আমরা তাঁহাদিগকে অবশ্যই দোষি করিতে পারি; ফলত আমার অভিপ্রায় এই, কেবল লেখাপড়া শিখাইলেই ছাত্রদিগের সুনীতি জন্মে না ও বিদ্যাশিক্ষার যথার্থ ফল কেবল বুদ্ধির প্রাচুর্য্য করা নহে, কিন্তু দয়া ও স্নেহের উদ্রেক হইয়া মানসিক সুখোৎপাদন এই বিদ্যোপার্জ্জনের ফল, তাহা নীতি শিক্ষার ব্যতিরেকে কখনই হয় না। .... আমার প্রার্থনা এই, এতদ্বিষয়ে কৌন্সেল আব এডুকেসনের যাদৃশ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য তাহা শীঘ্র করুন এবং বিদ্যালয় সকলে নীতি শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বিদ্যার্থিগণের নিয়মিতরূপে নীতি শিক্ষা হউক, ও আপাতত উক্ত কৌন্সেল পরীক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে একজন অধ্যাপক আনাইয়া হিন্দু কালেজে নিযুক্ত করুন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।'[৩৪]

হিন্দু কলেজের পঠন-পাঠন নিয়ে শুধু স্পেকটেটর পত্রিকা কেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কলেজের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে সেকালে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের (আশ্বিন ১৭৭২ শক। ৮৬ সংখ্যা) এই চিঠিই তার প্রমাণ।

'হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগের শিক্ষা প্রণালী লইয়া এক্ষণে মহা আন্দোলন হইতেছে। তথায় গণিত বিদ্যা শিক্ষার বাহুল্য ও সাহিত্য ইতিহাস নীতি বিদ্যাদি অধ্যয়নের অল্পতা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। .... ছাত্রেরা নীতি বিদ্যাদি অত্যাবশ্যক সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় উৎকৃষ্ট শাস্ত্র সমুদায়ের যথোচিত উপদেশ প্রাপ্ত হয় না। শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষেরা বুঝি সে সকল শাস্ত্র বালকদিগের অধ্যয়নের উপযুক্তই জ্ঞান করেন না। .... শ্রুত হইয়াছে, ছাত্রদিগকে দুই তিন বৎসরের পরে একবার করিয়া নীতিবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহাতে স্পষ্ট বোধহয়, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উভয়েই সমান মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করা যে আবশ্যক, তাহা হিন্দু কালেজের শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপকেরা বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করেন নাই। এরূপ শিক্ষার যেরূপ ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, ... ছাত্রদিগকে ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিবার নিমিত্ত অনুবাদ, রচনা ও সাহিত্য ইতিহাস; ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম উপদেশার্থে গণিত, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিধান ও নীতি বিদ্যা; অল্পকালে সুলভে অধিক শিক্ষা দানার্থে চেম্বর্স এডুকেশনাল কোর্স নামক গ্রন্থাবলি বা তাদৃশ সুপ্রণালী সিদ্ধ অন্যান্য পুস্তক; সসম্ভ্রমে ধনোপার্জ্জনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত লোকযাত্রাবিধান, রাজনিয়ম ও নানাপ্রকার শিল্প বিদ্যা, এই সমস্ত বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা দেওয়া, এবং বাঙ্গলা ভাষা অধ্যয়ন বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।'[৩৫]

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার অভাব পীড়িত করেছিল হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রাজনারায়ণ বসুকেও। আক্ষেপ করে 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে তিনি বলেছেন — 'শিক্ষা বিষয়ক আর একটি অভাব আছে, সে অভাব নীতি শিক্ষার অভাব। কোন স্কুলে ভাল করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। নীতি শিক্ষা না হইলে, আমি বলি কোন

শিক্ষাই হইল না। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, অন্য মনুষ্যের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, জীবনের উদ্দেশ্য আমরা কিরূপে সম্পাদন করিতে পারি, কি প্রকারে পবিত্রমনা ও মহৎ হইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি, ইহা জানা নীতিশিক্ষা ব্যতীত কি প্রকারে সম্ভবে? কালেজ ও স্কুলে বিশেষ করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না, ও বালকেরা সন্নীতি পালন করে কি না, এ বিষয়ে তত তত্ত্বাবধান নাই, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে।'[৩৬]

স্মৃতিকথায় সেকালের পাঠশালা ও পাঠ্যপুস্তক

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ হয়েছিল রামতনু লাহিড়ীর। সে সময়কার পাঠশালার বিবরণ শোনা যাক শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে — 'সে সময়ে পাঠশালাতে শিশুগণের পাঠারম্ভ হইত। ......সচরাচর বৰ্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন। তাঁহারা আসিয়া কোন ভদ্র গৃহস্থের গৃহে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে মধ্যস্থলে একটি খুঁটি ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। সর্দ্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বালকেরা সময়ে সময়ে শিক্ষকতার কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিত। বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত। ..... কিছুদিন পাঠশালে লিখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানগণ টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিত, এবং যাঁহারা সন্তানদিগকে রাজকার্য্যের জন্য শিক্ষিত করিতে চাহিতেন, তাঁহারা তাহাদিগকে পারসী পড়িতে দিতেন। .....

'পাঠশালে পাঠনার রীতি এই ছিল যে, বালকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়া বর্ণপরিচয় করিত, তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শটিকা, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া প্রভৃতি লিখিত; তৎপর তালপত্র হইতে কদলীপত্রে উন্নীত হইত; তখন তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী প্রভৃতি শিখিত; সর্ব্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠিপত্র লিখিতে শিখিত।' — এইসব পাঠশালাতে শাস্তির প্রকার ও প্রকরণ ছিল বীভৎস ও ভয়ানক। শাস্ত্রী মশাই বলেছেন — 'তাহার অনেকগুলির বিবরণ শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।'[৩৭]

১৮২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। তাঁর আত্মকথায় সেকালের পাঠশালার ছবিটুকু তুলে ধরছি। — 'তৎকালে প্রায় সকল ভদ্র গ্রামেই একজন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা থাকিত। ...... তদানীন্তন গুরুমহাশয়দের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। তাঁহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিসুলভ কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্ট গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত না। কেবল ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্ব্বাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরুমহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত। আর 'পড়ে পড়ে ল্যাখ, তুই ব্যাটা বড় হারামজাদা' এইরূপ কর্কশধ্বনি মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত। প্রথমে এই সকল দর্শনে ও শ্রবণে শিশুর কোমল হৃদয় কম্পিত হইতে থাকিত, তাহার পর বিদ্যা আরম্ভ হইলে নীরস ও কঠিন অঙ্ক অভ্যাসে মন দিতে হইত। ইহার পর আবার গুরু মহাশয়ের নির্দয় ব্যবহারে তাহাদিগকে ব্যথিত হৃদয় করিত।'[৩৮]

গুরুমশাইদের একই ছবি ধরা আছে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিকথা 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে। 'গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রদিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল।' এরপর বসু মশাই গুরুমশাইদের দণ্ডের প্রকরণগুলি বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার রীতি

ও পদ্ধতি এবং বিষয় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন - 'পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত তালপাতে; তারপর পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলার পাতে; তারপর কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে, সামান্য পত্র লিখিতে ও গুরুদক্ষিণা ও দাতাকর্ণ নামক পুস্তক পড়িতে সমর্থ করা, গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল। গুরু মহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন।'[৩৯]

রাজনারায়ণ সেকালের পড়াশুনার বিবরণ দিতে গিয়ে আরও বলেছেন — 'তখন পারশী পড়াই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পারশী ভাষা সকল আদালতে চলিত ছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ব্যবহার আদালতে রহিত হয়। পন্ননায়া, গোলেস্তা, বোস্তা, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি সাধারণ পাঠ্যপুস্তক ছিল।'[৪০]

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে জন্মেছিলেন মীর মশার্‌রফ হোসেন। চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে তাঁর হাতেখড়ি হয়। অর্থাৎ সময়টা ১৮৫২। হিন্দু সমাজের বাংলা শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমান সমাজের প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার স্বরূপ কেমন ছিল — সেটি তাঁর নিজের কথায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'গ্রাম্য শিক্ষক মুন্সী ভিন্ন পাশ করা মৌলবী আমাদের দেশে কেহ ছিল না। ...... তবে কোন কোন গ্রামে গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ছিল। মক্তাব মাদ্রাসার নামও কেহ জানিত না। ফারসী আরবি কেহ পড়িত না। অভিভাবকেরাও প্রয়োজন মনে করিতেন না। বাঙ্গলাবিদ্যা গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল; হাতেখড়ির পর ক খ গ ঘ মাটি আঁচড়ান সারা হইলে, তালপাতা ধরিতে হইত, কলাপাতার পরই তালপাতা। তালপাতা কাটিয়া গোবর আর জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতেই ফলা বানান সট্‌কে কড়াকে নাম, নামতা লেখা হইত। সে সকল শিক্ষা হইলে কাগজ ধরিতে হইত। কাগজে পত্র তেরীজ জমা ওয়াশীল বাকী — চিঠে পাঠে খতিয়ান লেখা হইলেই পাঠশালার বিদ্যা শেষ, পাকা মুহুরী উপাধি। গ্রামে আরবি ফারসী পড়ার নিয়ম নাই, প্রয়োজনও বেশী নাই। পুণ্য জন্য আরবি শিক্ষা। ...... শিশুদিগের পাঠার্থ যে সকল কেতাব নির্ধারিত ছিল, ফারসী বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান না জন্মিলে তাহার একটি পদের অর্থও হৃদ্‌বোধ হওয়া দুঃসাধ্য। ...... সে সময়ের বাঙ্গালা পত্র, কথাবার্তায় ভাষায় অর্থাৎ যে গ্রামের যেরূপ কথা তাহাতেই লেখা হইত। খত্‌ পত্র ভিন্ন অন্য কোন কার্যে ভাষার ব্যবহার ছিল না, কাহারও প্রয়োজনও হয় নাই। ......কাজেই মুন্সী সাহেবেরা বাঙ্গালার কিছুই জানিতেন না। ...... মুন্সী সাহেবেরা ওরকম বিদ্যার নিকটে যাওয়া অপমান বিশেষ বোধ করিতেন। ঐ পরিমাণ বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ...... আমার পূজনীয় পিতা বাঙ্গালার একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষর চিনিতেন, যেমনই কেন জড়ানো লেখা না হউক পড়িতে পারিতেন। .... তিনি ফারসীতে নাম সহি করিতেন।'[৪১]

একই বছরে জন্মেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তাঁর পিতা সেকালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। শিশু শিবনাথের পড়াশুনার প্রথম পাঠ তাঁর মায়ের কাছে। দুপুরবেলা তিনি নিজে রামায়ণ পড়তেন ও ছেলেকে লিখতে পড়তে শেখাতেন। পাঠশালায় পড়ার সুযোগ (!) শিবনাথের বেশিদিন ঘটেনি। গ্রামের নতুন মডেল স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর শিবনাথ বলছেন — 'সেখানে গিয়া আমি 'স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রকাশিত 'বর্ণমালা' ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নবপ্রকাশিত 'শিশুশিক্ষা' পড়িতে লাগিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষায় অনেক পাঠ মিত্রাক্ষর ও কবিতার মত' ছিল, সেগুলি আমার বড় ভাল লাগিত; দুই একবার পড়িলেই মুখস্থ হইয়া যাইত। ইহাতে বর্ণপরিচয়ে ব্যাঘাত হইত বটে, কিন্তু আমি বর্ণ মিলাইয়া মুখে মুখে কবিতা করিতে পারিতাম।'[৪২]

শাস্ত্রী মশাই-এর বিবরণ থেকেই আমরা দেখেছি সেকালে আরবি, ফারসি জানা মানুষ রাজকার্যের জন্য গণ্য হতেন। অবশ্য এ সঙ্গে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হল। দু'চারটি ইংরেজি কথায় পারঙ্গম মানুষ নতুন 'বিদ্বান' হয়ে উঠলেন এবং আরবি ফারসি সংস্কৃতজ্ঞ মানুষদের গৌরবের দিন অস্তমিত হল। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় বলেছেন — 'বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য একরূপ অকর্মণ্য হইল, এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। ......অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা নির্মূল হইয়া গেল।'[৪৩] উনিশ শতকের গোড়াতে কলকাতায় সংস্কৃত ও আরবি, ফারসির চর্চা চলত ভালোভাবে, কলকাতার আশেপাশের নানা অঞ্চল থেকে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত কলকাতায় টোল-চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। চিৎপুর, হাতিবাগান, আড়পুলি, সিমলা, বউবাজার, কাঁসারিপাড়া, ঠনঠনিয়া ইত্যাদি স্থানে অনেকগুলি টোল চতুষ্পাঠী খোলা হয়েছিল। কলকাতার বহু অবস্থাপন্ন ঘরেও (যেমন শোভাবাজারের রাজপরিবার, ঠাকুর পরিবার, মল্লিক পরিবার, সিংহ পরিবার ইত্যাদি) বিখ্যাত পণ্ডিতদের আগমন, অবস্থান এবং প্রতিপালন ঘটত।[৪৪]

একদিকে টোল-চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিতদের সনাতন জ্ঞানচর্চা অথবা পাঠশালাতে দেশীয় গুরুমশায়ের রক্তচক্ষু আর অন্যদিকে কলকাতা শহরে তখন বিপরীতমুখী পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল অভিঘাত। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একাধিপত্য, ১৮১৮ তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, যাঁদের অধীনে ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কিছু স্কুল, শ্রীরামপুরের মিশনারিরা প্রকাশ করেছেন 'Hints Relative to Native Education' ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে, বাংলার নানা স্থানে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন মিশনারি স্কুল, একই সঙ্গে এগিয়ে এসেছে আরও অনেক মিশনারি সোসাইটি। শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছে একের পর এক শিক্ষাসনদ, ডেসপ্যাচ ইত্যাদি।

কিন্তু এত সবের পরেও উনিশ শতকের পাঁচের দশকে এদেশে শিশুশিক্ষা কেমন হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। 'সুলভ পত্রিকা'র ১২৬১ ফাল্গুন (ইং ১৮৫৫) সংখ্যায় লেখা হল — 'অস্মদ্দেশে পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বালকেরা পাঠশালায় বিদ্যাভাসার্থ নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যেরূপ অযোগ্য শিক্ষকেরা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহা বলিবার নহে। তাহাদিগের বিদ্যার সীমা কেবল অত্যন্ত অদূরদর্শী শুভঙ্করের কৃত কএকটি অঙ্কমাত্র; এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের বর্ণজ্ঞানও নাই। অধিক কি কহিব, এতদ্দেশে যে সকল লোক অন্য কোন প্রকার বিষয় কর্ম্ম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম, এবং যাহারা সকল কর্ম্মের অযোগ্য, তাহারাই গুরুমহাশয়ের কর্ম্ম করিয়া দিন নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। .... গুরুমহাশয়দিগের দ্বারা বালকদিগের সুশিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, কেবল কুশিক্ষার প্রাচুর্য্যই দৃষ্ট হয়। ...... আর গুরুমহাশয়দিগের সেই অশুদ্ধ সংস্কারের শিক্ষা দিবার শৃঙ্খলার কথাই বা কি বর্ণনা করিব, তাহারা একদিনে সকল বালককে শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, সকল বালক তাহাদিগের নেত্র গোচরও হয় না। ...... তাহারা করতলে কেবল এক এক বেত্র ধারণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে 'ল্যাখ ল্যাখ' এই শব্দ মাত্র করিতে থাকে। অতএব, এই উপায় দ্বারা বালকদিগের যত সুশিক্ষা হইবার সম্ভাবনা তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ মনোবিবেচনা করিয়া বুঝিবেন। ...... গুরুমহাশয়ের প্রণালীর শিক্ষায় কিছুমাত্র ফল নাই; বরং তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্যক সম্ভাবনা। এক্ষণে, আপনারা সকলে মনোযোগী হইয়া ইংরেজী রীত্যনুসারে পাঠশালা সকল স্থাপন করিতে যত্নযুক্ত হউন।'[৪৫]

নীতিশিক্ষায় সরকারি নীতি

ভারতবর্ষে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশীয়দের শিক্ষাবিস্তারে সরকারি নৈতিক দায়িত্ব ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে স্বীকার করেনি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ পুনর্নবীকরণের সময় এই দায়িত্ব স্বীকৃত হয়। তবে সে দায়িত্ব কাজে পরিণত করতে তখনও বহু বিলম্ব ছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি আবার কুড়ি বছরের শাসনাধিকার লাভ করল বটে, কিন্তু তখন কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রূপান্তরিত হল। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করেছিল। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডাম এ দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান করেন এবং সে বিষয়ে তাঁর মতামত তিনটি রিপোর্টে প্রকাশ করেন। অ্যাডামের অভিমতসহ রিপোর্টগুলি লর্ড অকল্যান্ডের ভূয়সী প্রশংসা পেল। শিক্ষা সমিতি অ্যাডামের নীতির সপক্ষে মত প্রকাশ না করলেও অনুমোদনের জন্য পাঠালেন ইংলন্ডে। ইংলন্ডের নিয়ন্ত্রণ-সভা ১৮৪২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে জানালেন যে, অ্যাডামের প্রস্তাব তাঁর অনুমোদন করলেও উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রচলিত ভাষায় গ্রন্থ রচিত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রস্তাব ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের শিক্ষা-প্রস্তাব প্রচারিত হল ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এ সম্পর্কিত আদেশ প্রচারিত হল। অকল্যান্ড বলেছিলেন জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা বিষয়ে প্রাচ্যশিক্ষা অবহেলার নয় তবে অনুবাদের মাধ্যমে সে শিক্ষার প্রসার ঘটানো অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। তাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য শিক্ষাদানকে তিনি প্রকৃষ্ট উপায় বলে বিবেচনা করলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা যেমন প্রাধান্য পেল তেমনই অবহেলিত হল নীতিশিক্ষার দিকটি। কিন্তু জনসাধারণের মনে তখন নীতিশিক্ষার প্রতি বিপুল আগ্রহ। অকল্যান্ডের নীতির তীব্র সমালোচনা শুরু হল পত্র-পত্রিকায়। সরকারি নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা তার থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করছি।

১. এপ্রিল ১৮৪২ । ১ সংখ্যা

'আমাদের পরমাহ্লাদের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে গবর্ণমেন্টের ক্রমশ অধিক যত্ন হইতেছে ......।..... .. ছাত্রদিগের বুদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্তে যাদৃশ মনোযোগ নীতি বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাদৃশ নাই; এস্থলে আমারদিগের এমৎ তাৎপর্য্য নহে যে কেবল নীতি পুস্তকের কিঞ্চিদংশ পাঠ করাইলেই তাহাদিগের সুনীতি জন্মিবে, ফলত প্রতিদিন অনুশীলন দ্বারা তাহাদিগের মনে সৎ প্রবৃত্তির অঙ্কুরের প্রাদুর্ভাব এবং সদ্ব্যবহারের সাময়িক পুরস্কারের নিয়ম ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা তদ্বিষয়ের বিশেষ ফলোৎপত্তি অতি সুকঠিন।

অতএব শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা ছাত্রদিগকে নিয়মিতরূপে নীতিগ্রন্থ পাঠ করান এবং তদতিরিক্ত সচ্চরিত্রতার আবশ্যকতাপক্ষে ও যাহাতে অন্তঃকরণের সদ্ভাব উদয় হয় এতদ্রূপ বিষয়ে পুনঃ২ উপদেশ প্রদান করেন এবং উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক যে সকল ছাত্রেরা সচ্চরিত্র ও সুশীল হয় তাহাদিগের সময়ানুসারে পুরস্কারের নিমিত্তে অধ্যক্ষ সমীপে বিজ্ঞাপন করেন।'[১৬]

২. মে ১৮৪২ । ২ সংখ্যা

গত মাসের চিঠির সূত্রে আর একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক প্রসঙ্গক্রমে খ্রিস্টধর্মের কথাও উত্থাপন করেছেন। সরকারি বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার প্রতি অমনোযোগ তাঁকে যেমন ব্যথিত করেছে

তেমনি হিন্দু কলেজে নীতিশাস্ত্র বিষয়ক পঠন-পাঠনের অভাব তাঁকে অধিক আশ্চর্যান্বিত করেছে। দীর্ঘ চিঠিটির কিছুটা দেখা যাক।

'পূর্ব্ব মাসীয় পত্রে লিখিত আছে "এরূপ শিক্ষা দ্বারা বোধ হইতেছে যে ছাত্রদিগের বুদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্তে যাদৃশ মনোযোগ নীতি বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাদৃশ নাই" এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে এক্ষণে কৌন্সেল আব এডুকেসন যে রীতিতে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন তাহাতে নীতি শিক্ষার সম্পর্ক নাই অতএব তদনুসারে শিক্ষা হইলে বোধ হয় যে বিদ্যোপার্জনের ফলোৎপাদন অতি দুর্ঘট। শিক্ষার নিয়মে নীতি শাস্ত্রের উল্লেখ না থাকিবার বীজ আমারদিগের অনুমান হয় যে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে ধর্ম্মের সম্পর্ক রাখিতে অনিচ্ছুক; ইহাতে কোন২ ব্যক্তিরা কহেন যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত নীতি শাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ প্রযুক্ত গবর্নমেণ্ট বিদ্যালয়ে তৎশিক্ষার প্রথা করেন নাই; ঐ মত কেবল অকারণে ধর্ম্মপক্ষপাতি মিসনরি সাহেবদিগের হইতে পারে বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যে এতাদৃশ অভিপ্রায় তাহা কখন স্বীকার করা যায় না যে হেতু খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত নীতি শাস্ত্রের যে কোন সম্বন্ধ নাই তাহা অতিপ্রসিদ্ধ এবং তদুল্লেখে লিপি বাহুল্য মাত্র আর যদিও নীতি শাস্ত্রের সহিত কাল্পনিক ধর্ম্মের সংস্রব থাকে তথাপি বিদ্যালয়ে তৎশিক্ষা রহিত করা অনুচিত কারণ পৃথিবীর তাবজ্জাতীয় মনুষ্যদিগের কাল্পনিক ধর্ম্ম ভিন্ন২ লইলেও নীতিশাস্ত্র প্রায় এক প্রকার এবং পরম্পরা সিদ্ধ সাধারণ প্রধান২ নীতি সকল সর্ব্বসম্মত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত .... ।

গবর্ণমেণ্টের পাঠশালাতে এবং প্রধান বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নীতি শিক্ষার বিষয়ে যে তাদৃশ মনোযোগ নাই ইহার কারণ যাহা হউক কিন্তু ইহা সত্য যে বিদ্যালয়ে তৎ শিক্ষার প্রথা নাই কেবল দর্শন শাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত অধিক যত্ন। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অত্রস্থ প্রধান বিদ্যালয় হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের গণিত ও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন নিমিত্তে সর্ব্বমতে সর্ব্বদা পুরস্কার প্রদান হইতেছে কিন্তু সেখানে........... নীতি পুস্তক পাঠের নিয়ম অদ্যাবধি হইল না অতএব বোধ করি যে নীতি বিষয়ের সদসদ্বিবেচনার ভার কেবল ছাত্রদিগের অস্থির ও কোমল বুদ্ধিতেই সমর্পিত হইয়াছে....। .... নীতিজ্ঞতা দ্বারা অন্তঃকরণের সদ্ভাব ও সুনীতির আবির্ভাব হয় অতএব গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে যদি নীতি শিক্ষার রীতি না হয় তবে পরমেশ্বরের যে অভিপ্রায়ে মনুষ্য সৃষ্টি তাহা নিস্ফল হইবেক ....।.......... অতএব আমারদিগের প্রস্তাব্য এই যে বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষার রীতি হয় এবং উত্তরোত্তর বালকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধিক্রমে সাধারণোপকারার্থ সৎপ্রবৃত্তি প্রদানারম্ভ হয় আর তদ্ব্যতিরিক্ত তথায় অন্যান্য যে সকল পুস্তক পাঠ হয় তাহা হইতেও নীতি উপদেশ দেওয়া উচিত ......।'[৪৭]

৩. জুলাই ১৮৪২। ৫ সংখ্যা

১৮৪২-এর জুলাই মাসে আর একটি চিঠিতে পত্রলেখকের মনোভাব ও বক্তব্য স্পষ্ট।

'গত মে মাসীয় বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর পত্রে আপনার কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের পাঠশালা সকলে যে প্রকার অন্যান্য বিদ্যার শিক্ষাদানের রীতি আছে তদ্রূপ নীতি বিদ্যা উপদেশের প্রথা করণ অত্যাবশ্যক; ইহাতে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে.......।

নীতি শাস্ত্রোপদেশের আবশ্যকতা প্রদর্শনার্থে আপনকার পত্রপ্রেরক লিখেন যে "প্রধান২ নীতি সকল কেবল মনুষ্য মণ্ডলী বিশেষের মান্য ও গ্রাহ্য নহে কিন্তু তাহা সর্ব্বজন সম্মত অথচ নিত্য"। আমি ইহাতে অস্বীকৃত নহি, কিন্তু এস্থলে প্রধান২ নীতি কি তাহা বিবেচনা করিলে অস্তেয় অহিংসা

এবং সত্য কথন (অর্থাৎ পরস্বাপহরণ, প্রাণি হত্যা, মিথ্যা কথন ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান অকর্ত্তব্য) ইত্যাদি কতিপয় ভিন্ন অন্য প্রায় উপলব্ধ হয় না।

আমার বিবেচনায় উক্ত কতিপয় নীতি শিক্ষার নিমিত্ত সময় ও অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন .... সে যাহা হউক যে সকল হিন্দুদিগের পাঠার্থ মহাশয়ের পত্র প্রচার হইয়া থাকে, তাঁহারা যে ঐ সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দোষী হইবেন অদ্যাপি তাহাদিগের এতাদৃশ সাহস জন্মে নাই। .... পত্রপ্রেরক স্বীয় পত্রে কুত্রাপি নীতি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। যাহা হউক এতদ্বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত তৎপত্রের দুই প্রস্তাব নিম্নভাগে লিখিলাম।

প্রথম "শিক্ষাদানের অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইয়া বিদ্যা বৃদ্ধি ও অনুমান শক্তি হইবেক এবং অন্তঃকরণে দয়ার্দ্রতা পরহিতেচ্ছা ইন্দ্রিয়দমন এবং সাধারণ সুখাকাঙ্ক্ষা জন্মিবেক"।

দ্বিতীয়, 'ইতিহাসের অধ্যাপনা সময়ে কেবল অনর্থক প্রাচীন ঘটনাদি অভ্যাসের উপদেশের দ্বারা বালকদিগের ধারণাশক্তিকে বৃথা নষ্ট না করিয়া পূর্ব্বকালীন নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সদ্‌গুণ এবং রাজাদিগের দৌরাত্ম্য পরাক্রমেচ্ছা প্রভৃতি বর্ণন পুরঃসর তাহাদিগের অন্তঃকরণে সুনীতির বীজ রোপণ করা উচিত।" .....

দ্বিতীয় প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ অধিক লিখনের আবশ্যক, পত্র প্রেরক লেখেন যে বিদ্যালয়ে নীতি বোধক ইতিহাসাদির অধ্যয়নের প্রথা করা উচিত; ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ইতিহাস পাঠ দ্বারা সাধারণ হিন্দুদিগের কি উপকার হইবে?........ আমার মত এই যে সকলে প্রথমতঃ ধনোপার্জ্জনের উপায়ানুসন্ধান ও তদুপযোগি বিদ্যা শিক্ষা করিতে যত্ন করুন যদ্যপি ইহাতে অবজ্ঞা করিয়া কেবল মহদ্ব্যপার মাত্রোপযোগি অন্যান্য উৎকৃষ্ট বিদ্যাধ্যয়নের বাসনা করেন তবে বর্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে তাঁহাদিগের সুখ্যাতি প্রাপ্তি হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ পরিধেয় বস্ত্র ক্রমে অক্ষম শাল দ্বারা উষ্ণীষ বন্ধনকারি ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারা কেবল উপহাসাস্পদ হইবেন। ....

.... আমি এই বিবেচনা করি যে এক্ষণে তাবৎ ব্যক্তিই প্রথমে ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষাতে যত্ন করুন যাহাতে সুখবৃদ্ধি হইতে পারে এবং গবর্ণমেন্টের অধীনে যে২ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং আমার বোধ হয় যে পাঠশালায় পূর্ব্বকালীন ইতিহাসাদি পাঠাপেক্ষা পোলিস অথবা সুপ্রিমকোর্টের রিপোর্ট পাঠের প্রথা হইলে যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা।'[৪৮]

শুধু স্পেকটেটর কেন, 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতেও সরকারি নীতির উল্লেখ আছে। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (৩১.১.১২৫৫ ব.) সম্পাদক লিখলেন — 'ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট এক প্রতিজ্ঞাদ্বারা প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণে একেবারে বিরত হইয়াছেন, এজন্য শিক্ষা কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়েরা আপনারদিগের অধীনস্থ কোন বিদ্যালয়ে কোন প্রকার ধর্মপুস্তকের উপদেশপ্রদান করণের নিয়ম করেন নাই, কেবল নীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ের পুস্তকাদি ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেছেন, এবং তাহাতেই তাঁহারদিগের আচার ব্যবহার ইত্যাদির সংশোধন হইতেছে,........।'[৪৯] সরকারি বিদ্যালয় বা Education Council-এর অধীনস্থ স্কুলগুলিতে কেমন পড়াশুনা চলছে তার বিবরণ আছে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। ১৬.১.১২৫৭ (১৮৫০ ইং)-এ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশে বলা হয় 'শিক্ষা কৌন্সেলের অধীনস্থ কোন বিদ্যালয়ে বাইবেলাদি খ্রীষ্টধর্ম্ম পোষক পুস্তকের অধ্যয়ন হয় না, ... রাজপুরুষেরা অতি সুবিবেচনাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের

ছাত্রদিগ্যে কেবল নীতি ইতিহাস ও রেখাগণিত পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপদেশ করেন, ...।'[৫০] দু'বছর পর ২৬ জুন ১৮৫২-র 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন — 'গুরু মহাশয়ের কর্তৃত্বে যে পাঠশালা আছে তথায় যে ভাবে যেমন শিক্ষা দান হয় গবর্ণমেণ্টের পাঠশালাতেও প্রায় তদ্রূপ শিক্ষা হয় ফলতঃ ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত কেবল বর্ণমালা, নীতিকথা ইত্যাদি দুই তিনখানি পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক পাঠ হয় না।'[৫১]

পাঠ্যপুস্তক রচনার ধারা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর — এই কালসীমায় রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনাগত দিক দিয়ে বৈচিত্র্যহীন। প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সিংহভাগই অনুবাদ। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি শিশুপাঠ্য ব্যাকরণ। এদের সে অর্থে 'মৌলিক' বলা না গেলেও স্বকীয় ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন এখানে দেখা যায়।

ক. অনুবাদ — বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদের বিশাল ভাণ্ডারে কয়েকটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্‌শীদের দিয়ে কেরি অনুবাদ করিয়েছিলেন ভারতীয় সাহিত্যের কয়েকটি অমূল্য রত্ন। উদ্দেশ্য ছিল নবাগত ইংরেজ সিবিলিয়ানদের বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয়সাধন। স্বাভাবিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল সেসব বই, সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদের জনপ্রিয়তা ছিল। সেসময় সংস্কৃত শিক্ষার্থীর কাছে 'হিতোপদেশ' অতি পরিচিত নাম। লোককাহিনীর সঙ্কলন বলে সাধারণ মানুষও তার গল্পরসের দিকে আকৃষ্ট হত। প্রথমে গোলোকনাথ শর্মা এরপর রামকিশোর তর্কচূড়ামণি এবং শেষে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কলেজের পক্ষ থেকে 'হিতোপদেশ' অনুবাদ করেছিলেন। সম্ভবত অনুবাদের গুণগত মানের উন্নতিসাধনের জন্যই কেরি একের পর এক পণ্ডিতকে দিয়ে 'হিতোপদেশ' অনুবাদ করিয়েছিলেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদিত হলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রথম স্তরে অনুবাদ করাননি। বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' অনুবাদ করেছেন ১৮৪৭-এ এবং তা কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়। কেরি নিজে যে গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছেন (ইতিহাসমালা), তার মধ্যেও লোকজীবনসম্পৃক্ত গল্পমালার প্রদর্শনী। সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' থেকে গৃহীত ফারসি 'তুতিনামা' গ্রন্থের নির্বাচনেও একই মনোভাব কাজ করেছে।

দ্বিতীয় স্তরে উদ্দেশ্যটি পরিবর্তিত হল। এল স্কুল-বুক সোসাইটির যুগ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ করিয়েছিলেন, আর সোসাইটি কর্তৃপক্ষ বিদেশি সাহিত্যকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাইলেন। ঈশপেব গল্প রোমান হরফে 'The Oriental Fabulist' গ্রন্থে দেখা গেলেও পূর্ণাঙ্গ আকারে আবির্ভূত হল 'নীতিকথা' সিরিজে। সঙ্গে সঙ্গে এল আরবি ও অন্যান্য ইংরেজি গল্প বা নীতিমূলক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকবৃন্দ সবাই সোৎসাহে নেমে পড়লেন বাইবেল অনুবাদ বা খ্রিস্টীয় নীতিগ্রন্থের বঙ্গানুবাদে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে যোগটিকে নিবিড় করতে এগিয়ে এলেন একদল দেশীয় লেখক। 'গোপাল কামিনী', 'চারুপাঠ', 'জ্ঞানচন্দ্রিকা', 'পাঠামৃত', 'মনোরঞ্জনেতিহাস', 'মনোরম্যপাঠ', 'সত্যচন্দ্রোদয়' তারই ফসল। স্বয়ং বিদ্যাসাগর বিদেশি মহানুভব মানুষের জীবনী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঈশপের গল্প কিছুটা পরিবর্তিত করে বা অবিকৃতভাবে তিনি অনুবাদ করেছেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের হাতে ঈশপের গল্প ভারতীয় পোষাকে উপস্থিত হয়েছে।

এই দুটি স্তরের পাশাপাশি আরও একটি স্তর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল। খ্রিস্টধর্মের ব্যাপক প্রচারের প্রতিঘাতে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ যখন আরও বেশি করে দেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে ডুবতে

চাইছিল, তখন দেখা গেল খ্যাতনামা বা অজ্ঞাত লেখকের বহু 'হিতোপদেশ', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শুকেতিহাস', 'কবিতামৃতকূপ', 'কবিতারত্নাকর', 'চাণক্য শ্লোক', 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'জ্ঞানার্ণব', 'নীতিদর্শন' ইত্যাদি গ্রন্থেও একই মনোবৃত্তির প্রতিফলন।

সমগ্র অনুবাদকর্মকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। ক. প্রত্যক্ষ খ. পরোক্ষ গ. সঙ্কলন। প্রত্যক্ষ বা সরাসরি অনুবাদ আবার দুটি অংশে বিভক্ত। একক গ্রন্থ এবং একাধিক গ্রন্থ। 'হিতোপদেশ', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'তোতা ইতিহাস', 'পুরুষপরীক্ষা', 'পারস্য উপন্যাস', 'আনবার শোহেলি' ইত্যাদি প্রত্যক্ষ একক গ্রন্থানুবাদের উদাহরণ। আর প্রত্যক্ষ একাধিক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের উদাহরণ —'ইতিহাসমালা', 'কবিতামৃতকূপ', 'কবিতারত্নাকর', 'জ্ঞানকিরণোদয়', 'জ্ঞানচন্দ্রিকা', 'মনোরঞ্জনেতিহাস' ইত্যাদি।

পরোক্ষ অনুবাদ বা ভাবানুবাদের মধ্যেও দুটি অংশ। একক গ্রন্থ এবং একাধিক গ্রন্থ। 'গোপাল কামিনী', 'সত্যচন্দ্রোদয়', 'মনোরম্য ইতিহাস' ইত্যাদি একক গ্রন্থ ভাবানুবাদে বাংলা ভাষায় গৃহীত। 'ধর্মনীতি', 'পাঠামৃত', 'চরিতাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থ একাধিক গ্রন্থকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

সঙ্কলন বলতে মূলত অপরের অনুবাদ-সঙ্কলনকেই বোঝানো হচ্ছে। তবে সঙ্কলনের পরিধি আরও অনেক বিস্তৃত। এর মধ্যে আছে প্রবাদ-প্রবচন ও শ্লোক সংগ্রহ, জীবনী সঙ্কলন, গল্প সঙ্কলন, সাময়িকপত্রের রচনা সঙ্কলন, একাধিক গ্রন্থের রচনা সঙ্কলন, অপরের অনুবাদ-সঙ্কলন ইত্যাদি।

ভাষাগত দিক দিয়ে অনুবাদের তিনটি শ্রেণী। একভাষিক (বাংলা), দ্বি-ভাষিক (সং - বাং, ইং - বাং) ও ত্রিভাষিক (সং - ইং - বাং)। বহুভাষিক গ্রন্থের নিদর্শন একটি - 'বহুদর্শন'। অনুবাদের প্রথম পর্বে একভাষিক গ্রন্থের উদ্দেশ্যের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের দ্বি-ভাষিক ও ত্রি-ভাষিক অনুবাদের উদ্দেশ্যের যথেষ্ট ফারাক আছে। প্রথম পর্বে লক্ষ্য ছিল একমুখীন। কিন্তু স্কুল-বুক সোসাইটি সর্বপ্রথম দ্বি-ভাষিক অনুবাদগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। প্রকাশিত হয় 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯ - ১মসং)। এর আগে মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি থাকলেও এক মলাটে দুটি ভাষাকে সমান্তরালভাবে গেঁথে দেবার চেষ্টা সেই প্রথম। পরের বছরে সোসাইটি প্রকাশ করেছে 'উপদেশকথা'-র দ্বি-ভাষিক সংস্করণ। সোসাইটি স্কুলে স্কুলে মূল ভাষার সঙ্গেও পরিচয়সাধন করাতে চেয়েছে।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হল এক নতুন দ্বি-ভাষিক অনুবাদগ্রন্থ। সঙ্কলক গ্রেভস হটন। বিদেশে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটল অনুবাদের মাধ্যমে। এরপর দ্বি-ভাষিক একাধিক 'হিতোপদেশ' দেখা গেছে। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম', 'Esops Fables', 'Pleasant Stories' (মনোহর ইতিহাসমালা) 'কবিতা রত্নাকর' ২য় সংস্করণ (১৮৩০) দ্বি-ভাষিক অনুবাদ। ত্রি-ভাষিক অনুবাদ দেখা গেছে একমাত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের 'হিতোপদেশ' গ্রন্থে। লক্ষ্মীনারায়ণের গ্রন্থটি পরবর্তীকালে একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে।

পাঠ্যগত দিক দিয়ে এইসব অনুবাদ ত্রিধা-বিভক্ত। ক. কলেজপাঠ্য খ. স্কুলপাঠ্য গ. সাধারণ পাঠ্য। নীতিশিক্ষামূলক অনুবাদ-গ্রন্থের সূচনা হয়েছে কলেজপাঠ্য হিসেবে। স্কুল বুক সোসাইটির সময় থেকে বিভিন্ন স্কুলে তার বিস্তার। কলেজ ও স্কুলের বাইরে সাধারণ মানুষের কাছেও কিছু বইয়ের কদর ছিল। লেখকরাও সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে কিছু কিছু বই অনুবাদ করেছেন। যেমন 'আনবার শোহেলি', 'পারস্য উপন্যাস' ইত্যাদি।

অনুবাদিত গ্রন্থগুলির সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যেতে পারে। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ভারতীয় সাহিত্যের আস্বাদন যেমন তাদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার

প্রয়োজনে জরুরি হয়ে পড়েছিল, তেমনি শাসিত ভারতীয়দের পক্ষ থেকেও পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ, বিশেষত ইংরেজি ভাষাচর্চা আত্মোন্নতির অন্যতম সোপান বলে বিবেচিত হয়েছিল। তবে যে প্রয়োজনের নিরিখেই দেখা হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই — এই প্রচেষ্টার এক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলশ্রুতি ছিল। নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থানুবাদের মধ্যে রয়েছে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বহু নিবন্ধ, ইতিহাসচিন্তা ও চর্চার স্বাক্ষর, সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদি নব নব দিকের উন্মোচন। পশ্চিমের জানলা এদেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে উন্মুক্ত হতেই ভারতের সংস্কারাবদ্ধ ঘরে ছুটে এসেছে এক ঝলক মুক্ত বাতাস। এ যেন এক জন্মান্তর। নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থাদির অনুবাদ হয়েছে বিভিন্নমুখী। সংস্কৃত-আরবি-ফারসি-হিন্দি ইত্যাদি সাহিত্য, অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে গেল সাধারণ মানুষের হাতের মুঠোয়। তেমনি একইসঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যানুবাদের রসসম্ভোগে বাঙালি ডুবতে চেয়েছে, তার চিন্তাজগতে হৃদয়জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছিল পাশ্চাত্য বিদ্যা।

খ. শিশুপাঠ্য ব্যাকরণ — নীতিশিক্ষার বীজ বপন করার জন্য শিশুচিত্তই উপযুক্ত ক্ষেত্র — এই বোধ সনাতন শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন ছিল, আধুনিক যুগের শিক্ষাচিন্তাতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্যই সংস্কৃত সাহিত্যে রচিত হয়েছিল পঞ্চতন্ত্র। পাঠশালায় পড়ানো হত 'চাণক্য শ্লোক'। উনিশ শতকে নীতিশিক্ষা প্রসারকালে সব পক্ষেরই লক্ষ্য ছিল শিশুপাঠ্য গ্রন্থ । প্রথম পর্বে গল্প-আখ্যানে নীতিশিক্ষা প্রচারিত হলেও কিছুদিনের মধ্যেই স্কুল-বুক সোসাইটি শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষা গ্রন্থে নীতিশিক্ষার উদাহরণ নিয়ে এল। বইয়ের নাম বর্ণমালা। লেখক জেমস্ স্টুয়ার্ট। রচনাকাল ১৮১৮।

এব কয়েকবছর পর ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ'-এ বিভিন্ন বিষয়ে নীতিশিক্ষা যেমন আছে, তেমনি 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে সঙ্কলিত কয়েকটি গল্পেও নীতিশিক্ষা রয়েছে। বর্ণশিক্ষাগ্রন্থ ও ব্যাকরণগ্রন্থে নীতিশিক্ষা দেবার জোয়ার এসেছে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ পাঠশালা এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, ১৮৪৯-এ বেথুন স্কুল এবং এরপর বাংলার বিভিন্ন জেলায় বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর। পাশাপাশি চলছিল মিশনারি-পরিচালিত বেশ কিছু স্কুল। হিন্দু কলেজ পাঠশালার জন্য রচিত বর্ণশিক্ষার গ্রন্থের নাম 'শিশুসেবধি', তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য রচিত বর্ণশিক্ষার বই 'বর্ণমালা', বেথুন স্কুলের জন্য রচিত বর্ণশিক্ষার বই 'শিশুশিক্ষা'। মিশনারিদের লিখিত বর্ণশিক্ষার বই 'জ্ঞানারুণোদয়', 'বালকের প্রথম পড়িবার বহি', 'শিশুবোধোদয়', 'বর্ণমালা', 'শব্দাবলী' ইত্যাদি। কোন বিশেষ 'পাঠশালা' বা স্কুলের জন্য রচিত না হলেও ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' ব্যাকরণ ও বর্ণশিক্ষার ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলেছিল।

নীতিশিক্ষার সামাজিক ব্যাকরণ

বিষয়

নীতিশিক্ষা মানুষের জন্য। তাই সেখানে মানুষই প্রথম ও শেষ কথা। মানুষের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য নীতিশিক্ষার বিষয়বস্তু। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেকে চিনতে শেখে। নিজের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে তার বোধটি প্রখর হয়। নীতিশিক্ষা একে সাহায্য করে। সম্পর্কসূত্রে সে যেমনই বাঁধা হোক না কেন, গোড়ার কথা তার ব্যক্তি-স্বরূপ।

ব্যক্তিত্বকে উন্নত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই নীতিশিক্ষার ভাবনাচিন্তা। কারণ উন্নত ব্যক্তি অর্থ উন্নত পরিবার। উন্নত পরিবার সবল ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলে। সামাজিক উন্নতিই রাষ্ট্রের অগ্রগতির সহায়ক। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করার জন্য নীতিশিক্ষকরা প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন।

নীতিশিক্ষার বিষয়বস্তুকে সম্পর্কবিচারে চার ভাগে দেখানো যায়। ক. ব্যক্তিগত খ. পারিবারিক গ. সামাজিক ঘ. রাষ্ট্রিক। তবে অনেক গুণ বা নির্গুণ এককভাবে কোনো এক শ্রেণীভুক্ত হয়েও অন্য শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। যেমন, ব্যক্তিগত গুণ পারিবারিক বা সামাজিক ক্ষেত্রেও সম্পর্কিত।

ক. ব্যক্তিগত — শিক্ষাই মানবজীবনে উন্নতির মূল মন্ত্র। শিক্ষায় শুধু ব্যক্তির নয়, তার পারিপার্শ্বিকেরও সার্বিক উন্নতি। ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র এই নিয়মবন্ধনে শিক্ষাই এনে দিতে পারে প্রকৃত অগ্রগতির আস্বাদ। নীতিশিক্ষকেরা এ কারণে বিদ্যাশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। সবিস্তারে তাঁরা বর্ণনা করেছেন বিদ্যার গুণ কি কি, বিদ্যালাভের উপকারিতা কোথায়। বিদ্যার্জনের দ্বারা শুধু রাজদরবারে চাকরি (কেরানিগিরি) পাওয়া যায় তা নয়, বিদ্যা মনের হাজার চোখ খুলে দেয, নিজেকে সর্বমানবের একজন ভাবতে শেখায়। ব্যক্তিত্বের কাঠামোকে শক্ত করতে জ্ঞান অর্জন করা যে একান্ত জরুরি, নীতিশিক্ষায় একথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। বিদ্বান ও ধনী — এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। লেখকরা তাঁদের রচনায় বলেছেন, জ্ঞানার্জন সহজসাধ্য নয়। জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য, নিষ্ঠা, মানসিক দৃঢ়তা ও নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ।

শুধু শিক্ষালাভ করলেই চলবে না। ছাত্রকে অর্জন করতে হবে আরও কিছু মানবীয় গুণ। তাকে হতে হবে বিবেচক, শৃঙ্খলাপরায়ণ, উদ্যোগী, পরিশ্রমী, নম্র, ভদ্র, সাহসী, সহিষ্ণু, বুদ্ধিমান এবং সৎ। শিক্ষার পর যে গুণটি নীতিশিক্ষায় গুরুত্ব পেয়েছে সেটি সততা। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় সূত্র থেকে লেখকরা সৎ মানুষের দৃষ্টান্ত চয়ন করেছেন। সততা রক্ষার জন্য আপন স্বার্থত্যাগের নজির দেখিয়েছেন। সততার তিনটি দিক। ব্যক্তিগত জীবনে সততা রক্ষা করা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সততা রক্ষা করা এবং সৎসঙ্গে বাস করা। সৎসঙ্গ অবশ্য সামাজিক প্রেক্ষাপট জড়িত।

এইসব গুণ অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করতে হবে বেশ কিছু 'নির্গুণ'। যেমন আলস্য, অহঙ্কার, লোভ, অতি উচ্চাশা, মোহ, ভীরুতা, কৃপণতা, মূঢ়তা, কাপুরুষতা, দীর্ঘসূত্রিতা, দাম্ভিকতা, প্রগল্‌ভতা, অপব্যয়, দর্প, আত্মপ্রসাদ, আত্মশ্লাঘা, অবিবেচনা, স্বেচ্ছাচারিতা, এমন কি দিবা নিদ্রা।

গ্রহণ বর্জনের তালিকাটি দীর্ঘ সন্দেহ নেই। আসলে নীতিশিক্ষকরা এই গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমেই কল্পনার মানুষটিকে যথার্থ 'আদর্শবান' করে তুলতে চেয়েছেন। বলা যেতে পারে, সেই মানুষটি হবে 'A Complete Man' । 'সম্পূর্ণ মানুষ' — এই কল্পনা তাঁদের কতখানি স্বকীয়, কতখানিই বা দেশকালসম্ভূত, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। উপনিষদে মানুষকে বলা হয়েছে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। অমৃতের পুত্র প্রার্থনা করেছে — আমায় অসত্য থেকে সত্যের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে চলো। উপনিষদ আমাদের শুনিয়েছে এগিয়ে চলার মন্ত্র।

ব্যক্তি মানুষের নীতিশিক্ষায় ভারতীয় ঐতিহ্য যেমন আছে, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণও আছে। বাইবেল, ঈশপ ও অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থাদির প্রসঙ্গও পূর্বে আলোচিত। নীতিশিক্ষকরা ঈশপ এবং অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থ থেকে যত নীতিশিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাতে নতুনত্ব তেমন কিছু নেই।

ঔপনিবেশিক মনোধর্মেও তা বিবেচিত হতে পারে না। যুগধর্মের প্রয়োজনে পূর্ব-প্রচলিত নীতিশিক্ষার নবরূপায়ণ ঘটেছিল। সাহিত্য যে সমাজের আয়না — একথা যেমন বৈদিক যুগে সত্য ছিল, উনিশ শতকে এসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নীতিশিক্ষা একই আছে, তার খোলসটুকুই পাল্টিয়েছে। রাজা-প্রজার সম্পর্ক, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, অভিভাবক-সন্তান সম্পর্ক শুধুই পূর্বানুবৃত্তি। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক মানসিকতার বিশ্লেষণ।

খ. পারিবারিক — ব্যক্তি যেহেতু পরিবারের সঙ্গে অন্বিত, সেহেতু পরিবারের প্রতি তার দায়-দায়িত্ব আছে। পরিবারে নানা জনের সঙ্গে নানান সম্পর্ক। তাদের সঙ্গে আচরণেরও পৃথক পৃথক রীতি। প্রথমেই আসে সন্তানের সঙ্গে মাতা-পিতার সম্পর্ক। সংস্কৃতে জননীকে স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী বলা হয়েছে। বাংলা গদ্যেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ভারতীয় সাহিত্যেই পিতাকে স্বর্গ, ধর্ম এবং পরম তপস্যার ধন বলা হয়েছে। উদাহরণ রয়েছে দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রের এবং জমদগ্নি-পুত্র পরশুরামের। বাংলা নীতিশিক্ষায় পিতা-মাতা দুজনেরই সমান স্থান। সব ধর্মেই পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অনুরক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। পিতা-মাতার পর ভাই-বোন। এদের সঙ্গেও স্নেহময় মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার উপদেশ আছে। সকল গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন প্রাথমিক কর্তব্যভুক্ত।

ব্যক্তির কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য পারিবারিক বা সামাজিক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত — একথা আগেই বলেছি। সেসব গুণের মধ্যে মুখ্য, সত্য কথা বলা। সত্যবাদিতা ব্যক্তিগত গুণ হয়েও কথোপকথনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে সেটি পারিবারিক বা সামাজিক গণ্ডীভুক্ত। প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই সত্যবাদিতার গুণ ব্যাখ্যাত হয়েছে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে গল্পের মাধ্যমে। নীতিশিক্ষকরা এক সৎ মানুষের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। শিশু-কিশোর-যুবক বয়স নির্বিশেষে প্রত্যেককেই তাই সৎ থাকার, সত্য কথা বলার উপদেশ তাঁরা দিয়েছেন। অন্যান্য গুণ যেমন, সকলের সঙ্গে প্রিয়বাক্য ব্যবহার, পরোপকার, পবহিত, দান, দয়া, আতিথেয়তা, মিত্রতা রক্ষা, শিষ্টাচার, কৃতজ্ঞতাবোধ ইত্যাদি একই সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। পারিবারিক দায়-দায়িত্বের মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশিত হয়েছে বাল্যাবস্থায় কর্তব্য, যৌবনাবস্থায় কর্তব্য, বার্ধক্যাবস্থায় কর্তব্য ইত্যাদি। সরাসরি ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থ প্রভাবিত নীতিশিক্ষা।

যেসব দোষ পরিহার করতে বলা হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান চৌর্যবৃত্তি ও মিথ্যাকথন। দুটিকে নানাভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং 'পাপ' আখ্যায়িত করা হয়েছে। দুটি দোষ অবশ্য সামাজিক সূত্রেও আবদ্ধ। এছাড়া রয়েছে দুর্বাক্য, দুর্ব্যবহার, নির্দয়তা, শঠতা, প্রতিহিংসা, ক্রোধ, কৃতঘ্নতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, পরশ্রীকাতরতা, স্তাবকতা ইত্যাদি পরিত্যাগের উপদেশ।

সন্তানের কর্তব্য নির্দেশের পাশাপাশি আছে সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্যের কথা। অন্যায় প্রশ্রয়ে সন্তানের অনিষ্ট বা সন্তানকে সুশিক্ষা দানের কথাও এখানে উচ্চারিত।

গ. সামাজিক — সামাজিক ন্যায়-নীতি রক্ষা, সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা, সামাজিক গঠন দৃঢ় করার জন্য নীতিশিক্ষকরা বিবিধ পন্থা নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তিকে 'সামাজিক' হয়ে ওঠার পরামর্শ, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি কিভাবে নিজেকে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তার সন্ধান নীতিশিক্ষায় পাওয়া যায়।

প্রথম কথা ব্যক্তির আচার-আচরণকে করতে হবে শিষ্ট, মার্জিত এবং পরিশীলিত। তার আচার-আচরণের মাধ্যমেই ফুটে উঠবে তার ব্যক্তিত্ব। সমাজের ভালো মন্দ সম্বন্ধে সে সচেতন থাকবে, সুজন-দুর্জন চিনবে, সমপর্যায়ে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে। অপরের প্রতি দ্বেষ, হিংসা, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা ইত্যাদি

পরিত্যাগ করে সৎকর্ম, বন্ধুত্ব, ভদ্রাচরণ, সদুপদেশদান, পরোপকার, পরহিত, শিষ্টাচার প্রদর্শন করে সে যথার্থই সামাজিক মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে। মিথ্যাসাক্ষ্য, পাশাখেলা, বারবণিতাসঙ্গ সর্বথা পরিত্যাজ্য। মানুষের আচার-আচরণের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন কথোপকথনের রীতি কি, কথোপকথনের সময় বস্ত্রাঞ্চল ধরা উচিত কিনা, কিভাবে প্রতিবাদ করা উচিত, কোন্ কথা বলা উচিত আর কোন্ কথা বলা অনুচিত, কিভাবে আদেশ করা প্রয়োজন ইত্যাদি। আরও বলা হয়েছে কারও অপমান দেখা উচিত নয়, নম্রতাপূর্বক দয়া প্রকাশ কর্তব্য, হঠকারিতা পরিত্যাগ করা উচিত ইত্যাদি। লক্ষণীয়, কোন ব্যক্তির সামাজিক গুণ বা রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে ভারতীয় সাহিত্যে, ধর্মে বা শাস্ত্রে বলা হলেও সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কে এত বিস্তৃত এবং খুঁটিনাটি এর আগে বলা হয়নি।

পেশাগত দিক দিয়ে সমাজে বহু স্তরবিন্যাস রয়েছে। এক এক স্তরের মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক, এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের সম্পর্ক এক জটিল এবং বিচিত্র বিন্যাস। পরিকাঠামোগত ভাবে একে কোন রকমভাবে বিঘ্নিত করার চেষ্টা তো নীতিশিক্ষাতে নেই-ই, উপরন্তু তাকে বজায় রাখার প্রবল প্রয়াস লক্ষ করা যায়। রাজা-প্রজার সম্পর্ক নতুন নয়। রাজা ও প্রজার অন্তর্বর্তী ব্যবধান সযত্নে রক্ষা করার প্রয়াস চিরাচরিত ধারা অনুসরণ করে উনিশ শতকের নীতিশিক্ষাতেও পরিলক্ষিত হয়। রাজাকে সম্মান করা, রাজাকে আদর করার, মান্য করার তাৎপর্যটুকু অবশ্য আধুনিক যুগে পাল্টিয়েছে। কারণ নব্য যুগে পৌরাণিক রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি নেই। তার পরিবর্তে আছে শীর্ষে শাসক ইংরেজ, নিম্নে অধস্তন জমিদার, ভূস্বামী, ইজারদার, দর-ইজারদার ইত্যাদি। তাই নীতিশিক্ষায় যখনই রাজাকে মান্য করার কথা বলা হয়, তখন সে রাজার অর্থ প্রজার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা শাসক ইংরেজ। মিশনারিদের লিখিত গ্রন্থে রাজাকে মান্য করার কথা তো রয়েইছে, এমনকি 'শিশুসেবধি' গ্রন্থেও বলা হয়েছে 'ধনী, জ্ঞানী, রাজা, নদী এবং বৈদ্য এই পাঁচ যে দেশে না থাকে, সে স্থানে বাস সুখকর নহে।' গ্রন্থের সঙ্কলক ক্ষেত্রমোহন দত্ত। 'শিশুসেবধি' রচিত হয়েছে হিন্দু স্কুলের পাঠশালার জন্য। মদনমোহন তর্কালঙ্কার পর্যন্ত 'শিশুশিক্ষা - ২য়' ভাগে লিখতে পেরেছিলেন 'রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়'।

রাজানুগত্য, রাজভক্তি ও রাজা-প্রজার সম্পর্কের পাশাপাশি আর একটি সম্পর্কের কথাও ঘুরে ফিরে কয়েকবার এসেছে। সেটি প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক। ১৮০৭ সালে ইয়োরোপে দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটি সমাজের নানা ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্র বজায় ছিল এবং আজও আছে। নীতিশিক্ষায় এই দিকটি উপেক্ষিত হয়নি। বরং এই ব্যবস্থা বজায় রাখার অনুশাসন নির্দেশিত। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জের পরিলক্ষিত হয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ অগ্রণী সাহিত্যিকদের রচনায়। 'সমাজ-শৃঙ্খলা' ধরে রাখার তাগিদে তাঁরা নানাভাবে প্রভুভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। এমনকি প্রভুভক্তির নিদর্শন হিসেবে কুকুরের উদাহরণ পর্যন্ত দিয়েছেন। 'শিশুশিক্ষা-৩' (১৮৫০) গ্রন্থে মদনমোহন তর্কালঙ্কার একটি পরিচ্ছেদের নাম রেখেছেন 'কুকুর বড় প্রভুভক্ত'। পরেব বছর (১৮৫১) প্রকাশিত হয় 'শিশুশিক্ষা - ৫' (নীতিবোধ)। লেখক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নীতিবোধ'-এর প্রথম সাতটি অধ্যায় লিখে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার'। অধ্যায়ের শিরোনামেই লেখকের মনোভাব স্পষ্ট। এখানে বিদ্যাসাগর প্রধান বা প্রভুর সংজ্ঞা ও কর্তব্য এবং নিকৃষ্ট বা ভৃত্যের সংজ্ঞা ও কর্তব্য সরাসরি ব্যক্ত করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ উল্লেখ করছি।

'এই সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে; বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত কেহ

প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নিকৃষ্টের কর্ত্তব্য আপন অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তিদিগের সমাদর ও মর্য্যাদা করে। কিন্তু নিতান্ত নম্র বা চাটুকার হওয়া অনুচিত। যে হেতুক, মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হউক না কেন, আপনার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে; লোকে তাদৃশ পুরুষকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করে।

প্রধানেরও কর্তব্য, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তাহাদিগকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করা উচিত। যাহার যেমন পদ, তাহার তদনুযায়ি মর্য্যাদা করা অতি আবশ্যক। অতএব নিকৃষ্টকে যেমন প্রধানের সমাদর ও মর্য্যাদা করিতে হয়, নিকৃষ্টের প্রতি সেই রূপ করা প্রধানেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। ....

যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম্ম করে তাহাকে ভৃত্য কহে। ভৃত্যের কর্ত্তব্য স্বীয় প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে সদা অবহিত থাকে ও তাঁহার সমুচিত সম্মান ও মর্য্যাদা করে। প্রভুরও কর্ত্তব্য, ভৃত্যের প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন। .... প্রভুর সদ্ব্যবহার দেখিলে ভৃত্যেরা প্রভুভক্ত ও প্রভুকার্য্য সম্পাদনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে। প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা প্রভুর নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকে।' (পৃ. ১০,১১)

একই মনোভাব ও প্রকাশভঙ্গি দেখেছি অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায়। 'চারুপাঠ-২' (১৮৫৪) এর তৃতীয় পরিচ্ছেদের একটি বিষয় 'প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার'। আর ১৮৫৬-তে লিখিত 'ধর্মনীতি'র একাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম 'প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পর কর্ত্তব্যাবধারণ'। দুটি গ্রন্থেই যুক্তিবাদী ও মননশীল অক্ষয়কুমার একইভাবে, একই মনোভঙ্গি সহযোগে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন। 'ধর্মনীতি' থেকে কিছুটা দেখা যেতে পারে।

'ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করা উচিত, তাহাদিগকে প্রহার ও প্রভুত্ব প্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোনমতে বিহিত নহে। ....ভৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করা উচিত নহে। তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ, বাৎসল্য ও সৌজন্য প্রকাশ করা, এবং যখন যে বিষয়ের আদেশ করিতে হয় তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদুবচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প।

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহার অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভৃত্যের অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর অত্যাচারে ভৃত্যের তত হইতে দেখা যায় না। .... নিতান্ত চাটুকার হওয়া দূষণীয় বটে, কিন্তু ন্যায়ানুগত আচরণ দ্বারা প্রভুর সন্তুষ্টি সম্পাদনার্থে যত্নবান থাকা কদাপি দূষ্য নহে; প্রত্যুত, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।' (পৃ. ২০০-২০১, ১৮৭২ সং)

দেখা যাচ্ছে, অক্ষয়কুমারের মতানুযায়ী প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্ব একমাত্র ভৃত্যের। মনিব যতই গালমন্দ বা অত্যাচার করুন না কেন, ভৃত্যের আজ্ঞাবহতার যেন বিন্দুমাত্র অন্যথাচরণ না হয়। কারণ তাতে সংসারে 'বিস্তর অনিষ্ট' ঘটার সম্ভাবনা। ব্রাহ্ম, মানবতাবাদী, 'পল্লিগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' প্রবন্ধের লেখক অক্ষয়কুমারের এই আচরণ আমাদের বিস্মিত করে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন 'শিশুশিক্ষা-৩' এবং 'শিশুশিক্ষা-৫' (নীতিবোধ) লিখিত হয়েছিল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য এবং 'চারুপাঠ' ও 'ধর্মনীতি' লিখিত হয় বিদ্যালয়পাঠ্য হিসেবে।

ব্যক্তির সামাজিক গুণ এবং সামাজিক সম্পর্কের পর নীতিশিক্ষায় সামাজিক অবস্থান বিষয়েও লেখকদের মনোভাবের আঁচ পাওয়া যায়। উচ্চ-নীচ ব্যবধান অর্থাৎ অবস্থানগত বৈষম্য রক্ষা

সমাজের প্রবহমান দৃষ্টিভঙ্গি। 'ছোটলোক' — এই অভিধা শুধু দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী 'শূদ্রত্ব' প্রাপ্ত মানুষও এই তিলক পরেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায় 'শূদ্র'দের কখনই সমকক্ষ মনে করেনি। আজও করে না।

বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষার সূচনাপর্বে, যখন সংস্কৃত-অনুবাদের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেখা দিয়েছে, বংশগৌরবের কথা শোনা গেছে কেরির 'ইতিহাসমালা'য় এবং মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য়। কেরি-সঙ্কলিত 'ইতিহাসমালা'য় দেখি 'যদি কোন অধম বংশ জাত ব্যক্তিও উত্তম সংসর্গে থাকিয়া কৃতবিদ্য হয় তথাচ তাহার বংশাধিক ক্ষমতা ও উত্তমতা প্রায় হয় না।' 'ছোটলোককে হিতবাক্য কহিবে না।' 'ক্ষুদ্র লোককে হিতাহিত কিছুই বলিবে না।' 'ছোটলোককে মুখ দেওয়া ভাল নয়।' 'ক্ষুদ্র লোকের ধন হইলে এইরূপ অহংকার হয়।' অর্থাৎ বিদ্যা বুদ্ধি 'অধম বংশজাত' মানুষের জন্য নয়, হিতবাক্য বা হিতাহিত তাদের জন্য নয়, ধনে তাদের কোন অধিকার নেই।

মৃত্যুঞ্জয়ের লেখনীতেও একই কথার প্রতিধ্বনি। 'অসদ্বংশজাত যদি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্নও হয় তবে সে কুবুদ্ধিই হয় সুবুদ্ধি কদাচ হয় না।' 'যার যে জাতীয় ধর্ম্ম সে স্বতঃ প্রকাশ পায়।' 'উত্তমেরা উত্তমের নিকট গমন করিবেন অধমের নিকট যাইবেন না গেলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।' অথচ এর পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন 'জাতি বিদ্যা রূপাদিতেই পুরুষের ভদ্রতা হয় না কিন্তু মনের ভদ্রতাতেই ভদ্রতা এবং মনের অভদ্রতাতে মনুষ্যের অভদ্রতা।' পরবর্তীকালে বংশগৌরবের উচ্চত্ব বা নীচত্ব, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক এবং প্রধান-নিকৃষ্ট সম্পর্কে পর্যবসিত বা রূপান্তরিত হয়েছে।

ব্যক্তির সমাজানুগত্য প্রকাশের একটি দিক ঈশ্বরনিষ্ঠা বা ঈশ্বরপ্রেম। জীবপ্রেমই ঈশ্বরপ্রেম — এই বোধের উদয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নীতিশিক্ষায় হয়নি। বরং সেখানে নির্বিচারে ঈশ্বর-ভজনার কথা সবিস্তারে বর্ণিত। মধ্যযুগীয় দৈবনির্ভরতা, ঈশ্বরানুগ্রহ লাভের আকুল আগ্রহ নীতিশিক্ষায় সহজলভ্য। তবে এ ব্যাপারে একটি বিষয়ে আধুনিক যুগে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। উনিশ শতকে মধ্যযুগের মত বিশেষ দেবদেবীর আরাধনা করা হয়নি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা করুণা ব্যতীত যে কিছুই লাভ করা সম্ভবপর নয় — এই মতবাদটি প্রচারিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকে নীতিশিক্ষায় নানা ধর্মের সম্মিলন ঘটেছিল। ফলে এক এক ধর্মের প্রচারকগণ নিজস্ব ধর্মীয় মতবাদ অনুসারে নীতিশিক্ষা দিয়েছে। মিশনারিদের নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থে মানুষের আদি পাপের কথা বারবার এসেছে। সেই পাপের থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের বা যিশুর করুণাপ্রাপ্তির প্রার্থনা উচ্চারিত। 'জ্ঞানকিরণোদয়', 'জ্ঞানারুণোদয়', 'বালকের প্রথম পড়িবার বহি', 'সদাচার দীপক', 'হিতোপদেশ' (ব্যাপটিস্ট মিশন) , 'হিতোপদেশ সংগ্রহ' ইত্যাদি গ্রন্থে খ্রিস্টধর্মের জয়গান শোনা যায়। মিশনারিদের লক্ষ্য ছিল শিশু, কিশোর, বালক-বালিকাদের নীতিশিক্ষা দানের ভিতর দিয়ে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার। সে কাজে তাঁরা কিছুটা হলেও সফল হয়েছিলেন। 'সদাচার দীপক'-এর কয়েকটি অধ্যায়ের শিরোনাম ও নীতিবাক্য দেখা যেতে পারে — 'ধার্ম্মিকের মনের সঙ্কল্প যথার্থ। কিন্তু দুষ্টের পরামর্শই ভ্রান্তি', 'ধর্ম্মপুস্তক মান্যকারী এক ক্ষুদ্র বালকের কথা', 'অধম ও উত্তমদিগকে দর্শন করত পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র আছে', 'এক ধার্ম্মিক পত্নী ও অধার্ম্মিক পতির কথা' — ইত্যাদি। 'জ্ঞানোরুণোদয়' গ্রন্থে বলা হয়েছে — 'রাজার উপর আর এক পরম রাজা বিরাজমান। তিনি অমর; আর আর রাজা সকল সদাকালীন নয়, এই কারণ উহার অধিক ভজনা ও আরাধনা করা উচিত; আর অতিশয় ভয় করা উচিত।' 'জ্ঞানকিরণোদয়ঃ' গ্রন্থে ঈশপের গল্প আছে, জ্ঞানমূলক বিষয়, ইতিহাস-ভূগোল সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদও আছে। সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে খ্রিস্টনীতি প্রচারক পরিচ্ছেদ।

বিস্ময় জাগে এই দেখে, *ধর্ম নিরপেক্ষ নীতিকথা প্রচারের লক্ষ্য গঠনতন্ত্রে থাকলেও কলিকাতা* স্কুল বুক সোসাইটি সেই নীতি মেনে চলতে পারেননি। তাঁদের প্রকাশনায় *'বর্ণমালা'* দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৬?) আমরা দেখেছি। সেখানে সরাসরি খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা হয়েছে। একটু উদাহরণ দিই। 'ঈশ্বরের নিকটে কিছু গুপ্ত নাই' (১ প্রকরণ), 'ঈশ্বরকে ভয় ও সম্ভ্রম করা কর্ত্তব্য' (২ প্রকরণ), 'পাপি লোক অধর্ম্মের ভয় করে না, ও ঈশ্বরের পথ দেখে না', 'দোষিগণকে যদি আমরা ক্ষমা না করি, তবে ঈশ্বরের কাছে আমরাও নিজ দোষের ক্ষমা পাইব না', 'আপনার ও পরের মন্দ দেখিয়া ঈশ্বরকে নিন্দা করা উচিত নয়; যেহেতু সর্ব্বদর্শী যে ঈশ্বর, তিনি বিবেচনা বিনা কিছুই করেন না', 'ঈশ্বরের দত্ত অবস্থাতেও আনন্দে থাকা জ্ঞানি ও সাধুর চিহ্ন।' (৩ প্রকরণ) ইত্যাদি।

কেরি সঙ্কলিত 'ইতিহাসমালা'য় ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, দৈবনির্ভরতা, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদির বাহুল্য সহজেই চোখে পড়ে। যেমন, 'লোক অত্যন্ত ধন চেষ্টা না করিয়া যদি ঈশ্বরের আরাধনা করে তবে তাবৎ দুঃখ হইতেই মুক্ত হইতে পারে' (পৃ. ৯), 'সংসারে লোকেরা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ক্রমে শুভাশুভ ফলভাগী হয়' (পৃ. ৪৩), 'পৌরুষ হইতে দৈব অবশ্য বলবান' (পৃ. ৬৬), 'সুখভোগজনক ভাগ্য ব্যতিরেকে পুরুষের কেবল বিদ্যা পৌরুষাদিতে কিছু করে না' (পৃ. ৯৮), 'বিপৎকালে ঈশ্বরকে একান্ত চিত্তে স্মরণ করিলে সে বিপৎ হইতে মুক্ত হয়' (পৃ. ১১৮), 'ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন তাহার কোনরূপে আপৎ হয় না' (পৃ. ১৪৫) ইত্যাদি।

মিশনারিদের খ্রিস্টধর্মপ্রভাবিত নীতিশিক্ষার প্রতিঘাতে হিন্দুধর্মপ্রভাবিত নীতিশিক্ষাও দেখা যায়। ঈশ্বরচিন্তা বা ঈশ্বরভজনার উপদেশ রয়েছে রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে'। 'তোমরা কোন ব্যক্তিকে কঠোর বাক্য বলিবা না ঈশ্বর কোমল কথা কহিবার নিমিত্তে জিহ্বা নিরস্থি করিয়াছেন এবং কাহারো সহিত কলহ করিবা না যে লোক কটুভাষী ও বিবাদী হয় তাহার প্রতি কেহ প্রীতি করে না এবং তাহার উপকার ও সঙ্গ কেহ করে না তোমরা সর্ব্বদা শিষ্ট ও সুশীল হইবা শীল দ্বারা সকলকে বশ করিতে পারিবা দুঃশীল যে ব্যক্তি সে কখন সুখী ও লোকের প্রিয় হয় না।' এই উক্তিতে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর 'শিশুশিক্ষা-২' ও 'শিশুশিক্ষা-৩' গ্রন্থেও ঈশ্বরচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। যেমন 'ব্রহ্মোপাসনা করা সকলেরই উচিত', 'ধর্ম্মপথের পান্থ হও' (শিশুশিক্ষা-২)। 'শিশুশিক্ষা-৩'-এ একটি পরিচ্ছেদের নাম 'ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার'। এই ব্রহ্মজ্ঞানবোধের পরিচয় স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁর 'শিশুশিক্ষা-৪' (বোধোদয়) গ্রন্থে রেখেছেন। ঈশ্বরচিন্তা বিষয়ক পরিচ্ছেদের নাম 'ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ'। এই গ্রন্থে ঈশ্বর-প্রসঙ্গের উপস্থিতি নিয়ে চণ্ডীচরণ বলেছেন তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে শুনেছেন, 'বোধোদয়' বেরোবার পর গোস্বামী মশাই বিদ্যাসাগরের কাছে অনুযোগ করেছিলেন —' ..... বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোনো কথা নাই কেন?' একথা শুনে বিদ্যাসাগর নাকি একটু হেসে মন্তব্য করেছিলেন 'যাঁহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।' চণ্ডীচরণের বিবরণকে প্রামাণ্য বলে ধরে নিয়েছেন অনেকেই। বদরুদ্দিন উমর তো বিশদ ব্যাখ্যায় বলেছেন —'বালকদিগের বোধশক্তি বিকাশের জন্য যখন তিনি 'বোধদয়' (মুদ্রণপ্রমাদ?) লিখেছিলেন তখন কয়েক সংস্করণে তার মধ্যে 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তিনি করেন নি। পরে ঈশ্বর প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' — বালকের সাধ্য নেই এই সংজ্ঞা বোঝে। সেই জন্যই তিনি প্রথম

বোধদয়ের (মুদ্রণপ্রমাদ?) মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে চাননি, তা পরিষ্কার বোঝা যায়।' [ঈ. বি. উ. বা., পৃ. ৫৪]

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ পড়েছি। প্রথম সংস্করণ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল — 'ঈশ্বর সকল পদার্থেরই সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই প্রথমে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র, পর্ব্বত, তরু, লতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই তাঁহার সৃষ্টি। এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা কহে।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান; এবং যাহা মনে ভাবি তাহাও জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু এবং সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন। তিনি যাবতীয় জীবজন্তুকে আহার দেন ও রক্ষা করেন। অতএব ঈশ্বরকে ভক্তি, স্তব ও প্রণাম করা আমারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।' (পৃ. ২)

দ্বিতীয় সংস্করণে - 'এবং সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন' অংশটুকু বর্জিত হয়, 'আমারদিগের' শব্দের পরিবর্তে 'আমাদিগের' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, 'এবং যাহা মনে ভাবি' অংশে 'এবং' শব্দটি পরিত্যক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' অংশটুকু ১৮৪১ সালে তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রদত্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার অংশবিশেষ।

অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রহ্মবাদী। তাঁর রচনায় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার খুব স্বাভাবিক। 'ধর্মনীতি' সেই মনোভঙ্গির প্রতিফলন। কিন্তু হিন্দু কলেজের পাঠশালায় পাঠ্য 'শিশুসেবধি বর্ণমালা'তেও 'ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করহ' বাক্যটি মুদ্রিত।

নীতিশিক্ষায় সামাজিক ব্যক্তির নানা পরিচয়, নানা শ্রেণী, নানা পেশা। পৌরাণিক পরিমণ্ডল ব্যবহৃত হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। লেখকরা কোন নীতিশিক্ষা দিতে গিয়ে সাধারণভাবে যে গল্প বা কাহিনী বলেছেন, তাতেও সেই রাজা-রানীর গন্ধটুকু ছড়িয়েছেন। 'এক যে ছিল রাজা' — এভাবে শুরু করলে শিশুমনে যে কল্পিত জগতের ছায়াপাত ঘটে তা লেখকদের অজানা ছিল না। দেশি-বিদেশি সব লেখকই রাজার পোষাক গল্পের গায়ে চড়িয়েছেন। রাজা-রানী, মন্ত্রী, কোটাল, সদাগর, রাজপুত্র, রাজকন্যা, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, সদাগরপুত্র সবাই সে জগতের অধিবাসী। রূপকথার সঙ্গে নীতিকথার এখানে মেশামেশি।

এ জগতে ব্রাহ্মণের প্রবল প্রতাপ। ভারতবর্ষীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নীতিশিক্ষার ভুবনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্বর্ণেরই বিচরণ। বর্ণগত, পেশাগত, স্বভাবগত, আচরণগত এবং শারীরিক আকৃতিগত দিক দিয়ে নানা মুখের মিছিল। যেমন — অন্ধ, কবি, কৃপণ, কৈবর্ত, কোড়াবরদার, খঞ্জ, গণক, গোয়ালা, গ্রামরক্ষী, ঘটক, চণ্ডাল, চর্মকার, চাষী, চিকিৎসক, চিত্রকর, তৈলকার, দস্যু, দারোয়ান, ধোবা, নাপিত, নাবিক, পণ্ডিত, প্রবঞ্চক, ফকির, বিচারক, ব্যাধ, ভিক্ষুক, মহাজন, মাঝি, মালি, যোগী, রণশিঙ্গাবাদ্যকর, রথকার, রাখাল, শিকারী, শৌণ্ডিক, সন্ন্যাসী, স্বর্ণকার ইত্যাদি। এর বাইরে আরও মানুষ আছে। তালিকাকে দীর্ঘ করা হল না। উল্লিখিত তালিকা থেকেই বোঝা যায় নীতিশিক্ষকরা তাঁদের প্রয়োজনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এনেছেন। নীতিশিক্ষা যাতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এজন্য শ্রেণী প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও রেখেছেন। এদের মধ্যে কেউ ভালো, কেউ খারাপ, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ নির্বোধ। কেউ সৎ, কেউ বা অসৎ। ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে পাঠক ভালো-কে চিনতে জানতে পারে। নীতিশিক্ষকদের সেখানেই প্রাপ্তি।

ঘ. রাষ্ট্রিক — বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষায় সচেতন রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার পরিচয়

পাওয়া যায় না। 'চারুপাঠ - ২'-এ 'জন্মভূমি'; 'জ্ঞানচন্দ্রিকা'য় 'স্বকীয় দেশ প্রতি স্নেহ'; 'নীতিদর্শন - ১'-এ 'দেশাধিপতির কর্তব্য', 'প্রজাদের স্বাধীনতা', স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হলেও কোথাও শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করার কথা বলা হয়নি। বরং সেকালে ইংরেজদের প্রভুত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। মিশনারিদের নীতিশিক্ষায় বারংবার রাজাকে মান্য করতে শেখানো হয়েছে। স্বদেশীয়রাও মনে করেছেন 'রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়।' রাজা-প্রজার সুসম্পর্ক কিভাবে বজায় রাখা যায় এ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রও নির্দেশ করেছেন।

দেশপ্রীতি এবং রাজনৈতিক বোধ দুই পৃথক বিষয়। যদিও রাজনীতিকে আশ্রয় করেই দেশপ্রীতি দেশের শাসনতান্ত্রিক অধিকার লাভ করার চেষ্টা করে। উনিশ শতকে ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে এক মোহ ছিল। সেই মোহান্ধকার অপসারিত হয়ে পুঞ্জীভূত ক্রোধের বিপুল প্রকাশ দেখা দিয়েছিল ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে। রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা, পরাধীনতার গ্লানি, শাসক-শোষিত সম্পর্ক বিচার, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, অন্যায়ের প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলি নীতিশিক্ষায় উপেক্ষিত থেকেছে।

নীতিশিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি

ভাঙা-গড়া পতন-উত্থানের বন্ধুর পথে উনিশ শতকের যাত্রা শুরু। যা ছিল 'সত্য', তার গোড়ায় ঘা লাগল। 'সত্য' দেখা দিল নতুন রূপে, নতুন ভাবে। আচারসর্বস্ব ধর্মকে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করার চেষ্টা শুরু হল। মানুষের কথা বলা, মানুষের জন্য কাজ করার প্রয়াস সূচিত হল। পুথি-পোড়োর দলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইলেন কিছু মানুষ। সমাজে এঁরা বুদ্ধিজীবী। যুক্তি ও বুদ্ধির নিরিখে আত্মজিজ্ঞাসা ও নবউন্মোচনে তাঁরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এঁরা চাইলেন এক নতুন সমাজ। সে সমাজের আদর্শ পরিকল্পনায় হাত বাড়ালেন পাশ্চাত্য সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতির আঙিনায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার নবালোকে দীক্ষিত মানুষ চিরাচরিত রীতি-নীতি-পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারেননি। এক নব্য নীতিবোধ উঠে এল তাঁদের কাজে-কর্মে-মানসিকতায়। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অবলম্বন হল সংশয়বাদ, যুক্তিবাদ। ভাবতে অবাক লাগে, দু'চোখে আলোর স্বপ্ন নিয়ে নবজীবনের সূচনা হলেও হিন্দু কলেজের এইসব ছাত্রের ব্যক্তিগত বিশ্বাস আদ্যন্ত বজায় থাকেনি। নীতিশিক্ষকের ভূমিকায় তাঁরা কেউ কেউ এগিয়ে এলেন ঠিকই (যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাললাল মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, নীলমণি বসাক), তবে তাঁদের মত ও পথের পরিবর্তন ঘটে গেল। কেউ হলেন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান এবং পেশাদার যাজক, কেউ ব্রাহ্ম মতের অনুগামী হয়ে খ্রিস্টধর্মের কট্টর বিরোধী, কেউ একই সঙ্গে উদারপন্থী ও ইংরেজ-তোষক সমিতির সভ্য আবার কেউ বা ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনকে নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষক বা সংশোধকরূপেও দেখি। যেমন কমলকৃষ্ণ দেব, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র সেন ও অমৃতলাল মিত্র। কমলকৃষ্ণ তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখেই রক্ষণশীলতার দলে ভিড়লেন, অমৃতলাল ব্রাহ্ম হয়েও গোঁড়া প্রাচীনপন্থী, গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজ শাসনের অনুগত সভার সভ্যপদ গ্রহণ করেন। একমাত্র রাধানাথ শিকদার আজীবন তাঁর বিশ্বাসে অটল থেকেছেন।

ড. ভবতোষ দত্ত মন্তব্য করেছেন 'ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মমনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই নীতিশিক্ষার উপর সবসময়ই জোর দিয়েছে।' (চি. না. ব., পৃ. ১৮৮) এ সম্পর্কে কিছু তথ্যের দিকে

চোখ ফেরানো যেতে পারে। গ্রন্থ ও লেখক পরিচয় অংশে লেখক সম্পর্কে দেওয়া পরিচিতিকে ভিত্তি করে আমাদের অনুমান, — যিনি গণিতশাস্ত্র বিষয়ে বই লিখেছেন, তাঁকে শিক্ষক হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। যিনি শিক্ষক, তিনি সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। যিনি বিধবা বিবাহের সমর্থক, তিনি স্ত্রী-শিক্ষারও সমর্থক হবেন — এটাই স্বাভাবিক। যাঁর পরিচয় শুধু সম্পাদক, তাঁকে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীভুক্ত করতে বাধা নেই। আবার যিনি বেথুন-হেয়ারভক্ত, তাঁকে উদারমতাবলম্বী ভাবতেই পারি। ব্রাহ্মমতাদর্শী ব্যক্তি স্বতঃই খ্রিস্টধর্ম বিরোধী এবং স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের সমর্থক। যাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে হিন্দু ছাড়া কারোর প্রবেশাধিকার নেই, যিনি রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, আশুতোষ দেব প্রমুখ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ তিনি যে রক্ষণশীলতার অনুগামী হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? যিনি ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান, তিনি খ্রিস্টানদের মতই সতীদাহ বা বহুবিবাহের বিরোধী হবেন — এটা ধরে নেওয়া যায়। অনুমানের ভিত্তি হল সেই লেখক রচিত অন্যান্য গ্রন্থ, লেখক সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি, সভা-সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ধর্মমতের পরিচয় ইত্যাদি।

আলোচিত ৫৪ জন দেশীয় লেখকের মধ্যে ৯ জন লেখক সাময়িকপত্রের যুগের পূর্ববর্তী লেখক। অবশিষ্ট ৪৫ জনের মধ্যে ১৫ জন লেখকই কোন না কোন সাময়িকপত্রের সম্পাদক অথবা প্রতিষ্ঠাতা বা পরিচালক। ১২ জন বিদেশি লেখকের মধ্যে ২ জন লেখক এই শ্রেণীতে পড়েন। সেকালে নীতিশিক্ষা কতখানি গুরুত্ব পেয়েছিল এখানেই তার প্রমাণ মেলে। এঁদের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে। অক্ষয়কুমার দত্ত — 'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২)-এর যুগ্ম প্রকাশক বা সম্পাদক, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)-র সম্পাদক। অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য — 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৮৩৫) -এর সম্পাদক (১৮৪১), 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' (১৮৫৫) -র সম্পাদক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার সদস্য, 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' (১৮৫০)-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— পরবর্তীকালে 'মনোহর' (১৮৬০) পত্রিকার সম্পাদক। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় —'সংবাদ সুধাংশু' (১৮৫০) পত্রিকার সম্পাদক, 'গবর্নমেন্ট গেজেট' (১৮৪০)-এর পরবর্তী সম্পাদক। ক্ষেত্রমোহন দত্ত — 'আত্মীয় সভা'র সভ্য ও পরবর্তীকালে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩)র কার্যনির্বাহী সম্পাদক। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ — 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১),'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৩৯)-এর প্রকৃত সম্পাদক, 'সম্বাদ রসরাজ' (১৮৩৯)-এর পরিচালক। জন ক্লার্ক মার্শম্যান — 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮),'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮), 'গবর্নমেন্ট গেজেট' (১৮৪০) -এর সম্পাদক। জেমস লঙ —'সত্যার্ণব' (১৮৫৩) পত্রিকার সম্পাদক। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ — পরবর্তীকালে 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), ও 'কল্পদ্রুম' (১৮৭৮)-এর সম্পাদক। দ্বারকানাথ রায় — 'সুলভ পত্রিকা' (১৮৫৩)-র সম্পাদক। নীলরত্ন হালদার — 'বঙ্গদূত' (১৮২৯) পত্রিকার সম্পাদক। প্রেমচাঁদ রায় — 'সম্বাদ সুধাকর' (১৮৩১) পত্রিকার সম্পাদক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১)-র যুগ্ম সম্পাদক, 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২)-র সম্পাদক। মদনমোহন তর্কালঙ্কার — 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' (১৮৫০)-র যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা। রামচন্দ্র মিত্র —'পশ্বাবলী' (১৮২২) ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার অন্যতম পরিচালক, 'জ্ঞানোদয়' (১৮৩১) পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার — 'শাস্ত্রপ্রকাশঃ' (১৮৩০) এর সম্পাদক।

সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে দেশীয় লেখক সংখ্যা - ৫৪ জন, আংশিক বা পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেছে - ৪৩ জনের। এর মধ্যে মুখ্য লেখক - ১৯ জন। (অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, তারিণীচরণ মিত্র, দ্বারকানাথ

বিদ্যাভূষণ, দ্বারকানাথ রায়, নীলমণি বসাক, নীলরত্ন হালদার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রামচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার) এঁরা প্রায় সকলেই হয় ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয় নানাসূত্রে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্কিত ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী ৩ জন (অক্ষয়কুমার দত্ত, নীলরত্ন হালদার, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ)।

অন্যান্য তথ্য ঃ ১. পেশাগতভাবে শিক্ষক ২১ জন। অনুমিত শিক্ষক ২ জন। এক বা একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আরও ৬ জন। ২. ছাত্র বা শিক্ষকরূপে অথবা অন্যভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত ১৯ জন। উচ্চতর পঠনপাঠনের কেন্দ্র হিসেবে এই তিন প্রতিষ্ঠান ছিল তৎকালীন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত আন্দোলনের পীঠস্থান। বিষয়টি লক্ষ করার মত। ৩. এঁদের মধ্যে নীতিগ্রন্থ ব্যতীত অন্য গ্রন্থের লেখক ৩১ জন। ৪. সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ১৫ জন। ৫. সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত ১৮ জন। ৬. সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে অথবা বিরোধিতায় জড়িয়ে ছিলেন ২৮ জন। ৭. সামাজিক অবস্থানে ধনী ও উচ্চবিত্ত ৮ জন, মধ্যবিত্ত ৩৫ জন। ৮. ধর্মমতে রক্ষণশীল হিন্দু ১০ জন, মধ্যপন্থী হিন্দু ২জন, উদারপন্থী হিন্দু ৫ জন, হিন্দু (পন্থা অজ্ঞাত) ১৮ জন, ব্রাহ্ম ৬ জন, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ২ জন।

উপরের তথ্যগুলি থেকে নীতিশিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার হদিশ পাওয়া যায়। নীতিশিক্ষকদের অর্ধেকের বেশিই শিক্ষক। শিক্ষকতার সূত্রে নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তৎকালীন সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়জনিত কারণে, ধর্ম-সংঘাতের টানাপোড়েনে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায়। একদিকে বহিরাগত খ্রিস্ট ধর্মের প্রবল অভিঘাত অন্যদিকে তার প্রতিরোধে সচেষ্ট রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ। এ দুয়ের মাঝে বিরাট সংখ্যক লেখক প্রগতির পথিক হয়েও খ্রিস্টধর্মের অনুগত হলেন না, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সাঙ্গীকরণ করেও আপন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হলেন না। দু'একজন লেখক মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চাইলেন। তাঁদের মতে, পরিবর্তন আসুক তবে তা ধীরে ধীরে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কোন আইনের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া নয়, মানুষই তাদের আচার-বিচারের খারাপ দিকটা বর্জন করতে শিখুক। এরই মধ্যে দেখা গেল স্ববিরোধিতা। স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থন করছেন অথচ বিধবা-বিবাহ সমর্থন করছেন না, বাল্য-বিবাহ বহুবিবাহের বিরোধিতা করেও বিধবাবিবাহের বিষয়ে নীরব থাকছেন। এঁরা সকলেই নীতিশিক্ষা দিয়েছেন।

নীতিশিক্ষকদের একটা বড় অংশ সেকালে সামাজিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। অনেকেই প্রগতিপন্থী অথবা রক্ষণশীল সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংবাদ সাময়িকপত্রের লেখক বা সম্পাদক হিসেবেও দেখা দিয়েছেন বেশ কয়েকজন নীতিশিক্ষক। ফলে সভা-সমিতি, সংবাদ-সাময়িকপত্র, স্কুল-কলেজে নীতিশিক্ষাচর্চা এক আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল।

নীতিশিক্ষকরা শুধুই যে নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থ লিখেছেন তা নয়। নীতিশিক্ষার পাশাপাশি পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ, নক্‌শা, জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ, অভিধান, ধর্মগ্রন্থ, প্রহসন, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণিজগত, চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ, কোষগ্রন্থ, স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ, অঙ্ক শাস্ত্র, বাণিজ্যশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, কাব্যনাটক, ব্যাকরণগ্রন্থ, ট্যাক্স সংক্রান্ত গ্রন্থ তাঁরা রচনা করেছেন। বিষয়বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে বাঙালি উনিশ শতককে সর্বত্রগামী হতে চেয়েছে। লক্ষণীয়, নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করলেও নীতিশিক্ষাকে তাঁরা অগ্রাধিকারের তালিকাতেই রেখেছেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নীতিশিক্ষকদের মধ্যে ৩৫ জনই মধ্যবিত্ত। উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনে কলকাতা শহরে গড়ে ওঠা নতুন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীই নীতিশিক্ষার বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সামাজিক ন্যায়-নীতি, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক-বন্ধন, কর্তব্য-অধিকার ইত্যাদি নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যতটা আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল, ধনী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের যে ততটা ছিল না — তথ্যই সেকথা বলছে। ধনী বা উচ্চবিত্ত বা অভিজাত সম্প্রদায়ের যে আটজন লেখককে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি তার মধ্যে রামকমল সেন সমাজের মাথা হিসেবে গণ্য হয়েছেন নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে স্বোপার্জিত অর্থের জোরে; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্র সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। সল্ট বোর্ডের দেওয়ান নীলরত্ন হালদারও প্রচুর অর্থ উপার্জন করে প্রতিপত্তির অধিকারী। তাঁর পিতা নীলমণি হালদারও সেকালে এক প্রসিদ্ধ বাবু।

দেখা যাচ্ছে, সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা একদল মানুষ নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার দ্বারাই সমাজের পরিচালনার রাশটি হাতে তুলে নিতে পেরেছিলেন। এঁরাই সভা-সমিতির সদস্য হয়েছেন, সংবাদ-সাময়িকপত্র পরিচালনা করেছেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন, সমাজ সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বিচিত্র বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির মানস-সংযোগ ঘটিয়েছেন। স্কুল কলেজ স্থাপনের পর যত বেশি সংখ্যক মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগল, নীতিশিক্ষার গুরুত্ব তত বেশি বাড়তে লাগল। পরিসংখ্যানে দেখা যায় — ১৮০২ থেকে ১৮৪৯-এর মধ্যে যতসংখ্যক নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, ১৮৫০ - ১৮৫৬ এই সাত বছরে প্রায় একই সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নীতিশিক্ষকের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন আরও বেশি মধ্যবিত্ত।

কৌতূহল জাগে, এঁদের মনোভাব কেমন ছিল? নীতিশিক্ষার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছি, এঁদের ভাবনাচিন্তায় সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই ছিল। তবে কারও কারও রচনায় সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের চেষ্টাটুকুও ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরোধিতা কেউই করেননি। শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা কারও মুখে উচ্চারিত হয়নি। বরং এক নিয়মতান্ত্রিক শাসনে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। নিষেধের বেড়াজালে মানব-ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠুক — এমনটিই তাঁরা চেয়েছিলেন। মনে পড়ে 'তাসের দেশ'। 'চলো নিয়ম মতে, দূরে তাকিয়ো নাকো, ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো।'

নীতিশিক্ষায় বিদ্যার্জন সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে, সেকথা আমরা বলেছি। কোনো কোনো সমালোচক দেখাতে চেয়েছেন, এ হল ঔপনিবেশিক মানসিকতার ফসল। যত বেশি বিদ্যা, তত ভাল চাকরি তত বেশি সুখ। এ বিষয়ে আমরা কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করছি। বিদ্যাশিক্ষার গুরুত্ব সনাতন কাল থেকেই ভারতবর্ষে ছিল। তবে সে বিদ্যা অর্থকরী হয়ে ওঠে ইংরেজ শাসনে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে বিদ্যার মাধ্যমে অর্জিত অর্থের বিকল্পের সন্ধান নীতিশিক্ষায় নেই। বিদ্বান ও ধনীর মধ্যে বিদ্বানকেই অগ্রগণ্য করা হয়েছে। ইংরেজ শাসকবর্গ অনুগত কেরানিকুলের সৃজন করেছেন। তারা যে সবাই সেই আনুগত্য রক্ষা করেছেন এমন নয়। বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিরোধিতাই করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্রটিই সেখানে প্রকাশিত।

বিদেশীয় নীতিশিক্ষকদের কার্যাবলীতে বৈচিত্র্য নেই। প্রায় সকলেই পেশায় ধর্মযাজক। জেমস্ স্টুয়ার্ট ও গ্রেভস্ হটন এর ব্যতিক্রম। জে. সি মার্শম্যানও পেশায় ধর্মযাজক ছিলেন না। তবে সকলেরই মূল লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার। এই লক্ষ্যে নীতিশিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে অনুগত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে চেয়েছেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে বাংলার নানা প্রান্তে অসংখ্য স্কুল

তাঁরা স্থাপন করেছেন। এসব স্কুলে খ্রিস্টীয় নীতি শেখানো হত পুরোদমে। নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠ্যসূচির অঙ্গ হওয়ায় শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যও একই সঙ্গে সাধিত হয়েছে। বিদেশীয় নীতিশিক্ষকের মধ্যে কেরি-মার্শম্যান প্রথম জীবনে হিন্দুধর্মের ঘোরতর বিদ্বেষী থাকলেও পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জেমস্ লঙেব কীর্তি (বাংলা গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ন) তো অনস্বীকার্য। হাতে গোনা এমন দু'তিনজনের কথা বাদ দিলে বাকি সকলেই আজীবন খ্রিস্টধর্মের উগ্র প্রচারক। নীতিশিক্ষাকে তাঁরা ধর্মপ্রচারের অঙ্গ করে নিয়েছিলেন। কখনও শিশুপাঠ্য বর্ণমালায়, কখনও গল্পের ছলে, কখনও প্রবন্ধের আকারে তাঁরা নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। তবে ঈশ্বরানুগত্য, রাজানুগত্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাও তাঁদের থেকে পাওয়া যায়।

রীতি

নীতিশিক্ষার দুটি রীতি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ রীতি বলতে বুঝি সূত্রাকারে, প্রবন্ধাকারে বা গল্পের সমাপ্তিতে বর্ণিত নীতিশিক্ষাকে। কোনো এক বিশেষ নীতিশিক্ষা গল্পের সূচনায় কখনও কখনও উদ্ধৃত হয়। এরপর সেই শিক্ষাটি গল্পের বা আখ্যানের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। এক্ষেত্রে সূচনায় উদ্ধৃত বাক্যটিও প্রত্যক্ষ রীতির অন্তর্ভুক্ত। প্রবন্ধকারে বা সূত্রাকারে নীতিশিক্ষা সরাসরি লেখকের মনোভাবকে প্রকাশ করে। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

'এই ভূমণ্ডলে এবম্বিধ বহুতর ক্ষুদ্র জীবজন্তু আছে, যে তাহারা মানবজাতিব কখন কোন অপকার করে না। কিন্তু কোন কোন লেখক স্বভাবতঃ এমত নিষ্ঠুর, যে দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় ও উহাদিগের প্রাণবধ করে। কিন্তু কখনই এরূপ কর্ম্ম করা আমাদিগের উচিত নহে; কারণ, অকারণে কোন প্রাণিকে ক্লেশ দেওয়া অত্যন্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম।' (নীতিবোধ, পৃ. ১)

'তোমরা অন্যের কথোপকথনে বিঘ্ন জন্মাইও না। কেহ যদি তোমাদের কথোপকথনে দৈবাৎ বিঘ্ন জন্মায়, তাহাতেও বিরক্ত হইও না; কেননা লোকদিগকে সুখ ও উপদেশপ্রদান কিম্বা অন্য কোন লোক হইতে সুখ ও উপদেশগ্রহণ কথোপকথনের এই অভিপ্রায়।' (সারসংগ্রহ, পৃ. ৩৭)

'আমি এই কর্ম্ম করিব এই প্রকার যে কথন তাহার নাম প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞদিগের উচিত হয় পূর্ব্বে বিবেচনা করেন যে এই কার্য্য সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য এবং এই কার্য্যকরণে আমার ক্ষমতা আছে কি না অনন্তর যদি যোগ্য হয়েন তবে প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য কারণ প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে অসমর্থ হয়েন তবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গজন্য নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য হয় তাহাতে বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়েন।' (জ্ঞানচন্দ্রিকা, পৃ. ১৮৫)

তিনটি উদ্ধৃতির উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট। উদ্দেশ্য এক হলেও তিনটি উদ্ধৃতির ভঙ্গি এক নয়। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে নিষেধাত্মক অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে প্রত্যক্ষভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম উদ্ধৃতিতে প্রত্যক্ষতা থাকলেও বাচ্যটি পরিবর্তিত। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে নির্দেশাত্মক ভঙ্গিটি বজায় আছে। তবে উচিতার্থের প্রয়োগে সমগ্র উদ্ধৃতিতে পরোক্ষ রূপের ছায়াপাত। এ প্রসঙ্গে আর একটি উদ্ধৃতি দেখে নিতে পারি।

'মনোমধ্যে দ্বেষ হিংসাকে স্থান দিও না, ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিও না এবং পরোপকার

রূপ ব্রত পালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইও না। সাধুগণের সহিত সতত সহবাস করিবে, এবং সকল গুণের ভূষণ স্বরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইবে। কেবল পরিবার প্রতিপালন ও স্বজনের শুভানুসন্ধান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মনুষ্যের পক্ষে উচিত নহে।' (চারুপাঠ -২, পৃ. ৩)

প্রথম বাক্যটি নিষেধাত্মক অনুজ্ঞাবাচক প্রত্যক্ষ বাক্য। দ্বিতীয় বাক্যটি অস্ত্যর্থক অনুজ্ঞাবাচক প্রত্যক্ষ বাক্য। তৃতীয় বাক্য পরোক্ষ বাক্যে রূপান্তরিত। তবে পুরো উদ্ধৃতির মুড প্রত্যক্ষ রীতি।

প্রবন্ধে যেমন লেখক ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে বাগ্‌বিস্তার করতে পারেন, গল্পের অন্তিমে সার-নির্যাসে বা সূত্রাকারে সেই সুযোগ লেখক পান না। লেখককে তখন হতে হয় স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ। অর্থপূর্ণ বাক্যকে লেখক সাজিয়ে তোলেন নানাভাবে। কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য ভাববাচ্য, সরলবাক্য জটিল বাক্য যৌগিক বাক্য, অস্ত্যর্থক বা নঞর্থক বাক্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাক্য ইত্যাদির মাধ্যমে মানবজীবনের উচিত অনুচিত, কর্তব্য অকর্তব্য নির্দেশিত হয়। যে ভাবেই বলা হোক না কেন, মাস্টারসুলভ গম্ভীরভাবে বা আধুনিক অভিভাবকসুলভ স্নেহের সুরে, নির্দেশাত্মক বা অনুজ্ঞাবাচক ভঙ্গিটি কিন্তু বজায় থাকে।

প্রত্যক্ষ রীতিকে নীতিশিক্ষার দেবার পদ্ধতিটি বিচিত্র।

১. প্রথম পদ্ধতিতে লেখকের গলায় আদেশের সুর। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দেন, কি করতে হবে। অস্ত্যর্থক অনুজ্ঞাবাচক সরল বাক্যে সাধারণত এই পদ্ধতিতে উপদেশ দেওয়া হয়। নীতিশিক্ষার এটি প্রথম ধাপ। কখনও কখনও সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যৌগিক বাক্যরীতিও ব্যবহৃত। লেখক-নির্দেশিত পন্থার যে কোন বিকল্প নেই, অনুজ্ঞার ধরণে তা স্পষ্ট। যেমন, 'সদা সত্য কথা বলিবে' বললে বোঝায় এটিই একমাত্র আচরণীয় বিধি। লেখকের লক্ষ্য পজেটিভ দিক তুলে ধরা, নেগেটিভ দিক নয়। অর্থাৎ, লেখক এই কথার সঙ্গে জুড়ে দেন নি — 'কদাপি মিথ্যা বলিবে না।' 'সর্ব্বদা উপদ্রবি স্থান ত্যাগ করিবে' (প্রবোধচন্দ্রিকা) বলার অর্থ 'সর্বদা নিরুপদ্রব স্থানে বাস করিবে' নয়। 'মন্দ স্বভাব ত্যাগ কর' (বর্ণমালা, C. S. B. S) বাক্যে অর্থের পরিণতি 'সু স্বভাব অর্জন কর' হলেও লেখক তা নির্দেশ করেন নি। এই উদাহরণে যেন বিকল্পের আভাস আছে। পরে আর কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক। 'দীন দেখিয়া দয়া করিবে' (শিশুশিক্ষা-১), 'পিপাসায় জল দান করিবে' (শিশুশিক্ষা -১), 'ক্ষুধিত জনে ভোজন করাইবে' (শিশুশিক্ষা-১), 'সকলকেই ভালবাসিবে ও ভাল কথা কহিবে' (শিশুশিক্ষা-১) ,'সকলের প্রতি দয়া কর', (বালকের প্রথম পড়িবার বহি), 'আপন দোষ ব্যক্ত করিবা, পরের দোষ গুপ্ত করিবা' (বর্ণমালা, C. S. B. S), 'দম্ভ নাশ, ধর্ম্ম রাখ, নম্র হও, নীতি কহ, সহ্য কর' (শিশুসেবধি, বর্ণমালা) ইত্যাদি।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রথম পদ্ধতির বিপরীত। এই পদ্ধতির লক্ষ্য অনুচিত, অকরণীয় বা অকর্তব্য নির্দেশ। প্রথম পদ্ধতিতে বাক্য গঠন অস্ত্যর্থক রীতিতে, এখানে বাক্যগঠন নঞর্থক রীতিতে। তবে অনুজ্ঞা বা অনুশাসনের কোন পরিবর্তন নেই। যেমন - 'অলস হইও না' (জ্ঞানারুণোদয়), 'কদাচার করিও না' (জ্ঞানারুণোদয়), 'অন্যকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিও না' (শিশুশিক্ষা-২), 'কদাচ যেন বাক্যের স্খলন হয় না' (শিশুশিক্ষা -২), 'চেঁচিয়া কথা কহিও না' (শিশুশিক্ষা - ১), 'কথায় কথায় শপথ করিও না' (শিশুশিক্ষা -১), 'কাণাকে কাণা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না' (শিশুশিক্ষা -১), 'কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।' (বর্ণপরিচয় -১), 'মূর্খের উপদেশ কদাচ গ্রহণ করিবে না' (প্রবোধ চন্দ্রিকা) ইত্যাদি। নিষেধের আড়ালে লেখকের অভীষ্ট অর্থটি লুকিয়ে থাকে। যেমন , 'মিথ্যা কথা বোল না' — বললে বোঝায় 'সত্যি কথা বল'।

তেমনি 'অলস হইও না' বললে 'কর্মঠ হও' এই সদর্থক উপদেশটি বোঝা যায়। একই ভাবে 'কদাচার করিও না' > সদাচার কর, 'চেঁচিয়া কথা কহিও না' > আস্তে (নীচু স্বরে) কথা বল, 'মূর্খের উপদেশ কদাচ গ্রহণ করিবে না' > জ্ঞানীর উপদেশই গ্রহণ করবে — এই অর্থটুকু বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ লক্ষ্যার্থ হল বাচ্যার্থের বিপরীত। নঞর্থক বাক্যের দ্বারা অস্ত্যর্থক বাক্যের প্রতীয়মানতা।

কিন্তু সব নঞর্থক বাক্যই অস্ত্যর্থক নয়। যেমন 'অন্যাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিও না' অর্থ নিশ্চয়ই 'অন্যকে লক্ষ্য করে গম্ভীর থেকো' নয়।

৩. তৃতীয় পদ্ধতিতে বক্তার সুর অনেকটাই নরম। বক্তা শুধু উচিত-অনুচিতটুকু উল্লেখ করেন। বাক্যগঠন সাধারণত সরল। বাচ্যরীতি ভাববাচ্য। অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের পরিবর্তে নির্দেশক বাক্যের প্রাধান্য। যেমন, 'সংগ্রাম শিক্ষা করা আবশ্যক' (ইতিহাসমালা), 'বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ আবশ্যক' (নীতিসার), 'পিতামাতাকে ভক্তি করা উচিত' (নীতিদর্শক), 'ভদ্র সন্নিধানে বাস করা কর্তব্য' (নীতিদর্শক), 'কার্য্যসিদ্ধ হইলেই উৎসব কর্ত্তব্য' (প্রবোধচন্দ্রিকা), 'সকলের সহিত সদাচার করা উচিত' (বালকের প্রথম পড়িবার বহি)।

উচিত নির্দেশের সঙ্গেই রয়েছে অনুচিত নির্দেশ। 'মর্ম্মচ্ছেদী বিরোধ কর্ত্তব্য নহে' (ইতিহাসমালা), 'যার তার সঙ্গে বন্ধুতা করা উচিত নয়' (নীতিসার), 'অন্যের অপকার চিন্তাও অনুচিত' (নীতিসার), 'বৃথা ব্যয় করে অর্থ নষ্ট অনুচিত' (নীতিসার), 'পীড়িত মানুষের কাছাকাছি চিৎকার অনুচিত' (নীতিদর্শক), 'সহসা কোন কার্য্য কর্ত্তব্য নহে' (প্রবোধচন্দ্রিকা), 'কটু বাক্য কহা অনুচিত' (শিশুশিক্ষা - ২), 'অনুচিত প্রশ্ন করা অনুচিত' (শিশুশিক্ষা -২)।

অনুচিত-কে নিষেধে পরিণত করতে লেখক সহজেই পারতেন। কিন্তু বক্তা যেন সেটি এড়িয়ে গেলেন। উচিত-কেও প্রত্যক্ষ অনুজ্ঞায় রূপান্তরিত করা যায়। আসলে মনে হয় লেখকের উদ্দেশ্য পাঠকের ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য বোধটি জাগিয়ে তোলা, তাকে জোর করে আরোপ করা নয়।

৪. চতুর্থ পদ্ধতিতে কোন্‌টা কর্তব্য বা উচিত, কোন্‌টা অকর্তব্য বা অনুচিত তা বলা হয় না। এখানে কোন্‌টা মন্দ শুধু সেটুকুই বলা হয়। পাঠকের দায়িত্ব গ্রহণযোগ্যটি স্থির করা। লেখক যেন পাঠকের ওপর তাঁর মতামতটা চাপিয়ে দিচ্ছেন না। বরং পাঠকের ওপর সবটুকু দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন। বাক্যরূপ মিশ্র। সরল, জটিল, যৌগিক তিনরূপই দেখা যায়। বাচ্যরূপও মিশ্র। তবে প্রাধান্য অবশ্যই ভাববাচ্যের।

উদাহরণ দেখা যাক। 'ছোট লোককে মুখ দেওয়া ভাল নয়' (ইতিহাসমালা), 'বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সমূলে বিনষ্ট হয়' (ইতিহাসমালা), 'অন্যায় প্রশ্রয়ে সন্তানের অনিষ্ট' (নীতিসার)। 'মিথ্যাকথা বড় দোষ' (নীতিসার), 'বিদ্যার ভার বহন করা সহজ' (নীতিদর্শক), 'অপহরণ মহাপাপ' (নীতিদর্শক), 'স্বীকারের আগে বিচার করা ভাল' (বর্ণমালা, C. S. B. S), 'সকল ধন হইতে বিদ্যাধন বড়' (বর্ণমালা, C. S. B. S), 'দয়ার সমান গুণ নাই' (শিশুশিক্ষা - ২), 'যাহা করিতে হয় শীঘ্র করাই ভাল' (শিশুশিক্ষা - ২), 'কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়' (বর্ণপরিচয় - ১), 'অবিবেচক বন্ধু থাকা অপেক্ষা বরং বন্ধু না থাকা ভাল' (নীতিকথা - ১)।

উদাহরণগুলিতে কয়েকটি লক্ষণ ফুটে উঠেছে। ক. লেখক না বললেও তাঁর পক্ষপাতিত্ব কোন গুণের প্রতি বা কোনটি উচিত, সেটি দু'একটি শব্দ পরিবর্তন করলেই বোঝা যাবে। উদাহরণের কয়েকটি দেখা যাক। 'ছোট লোককে মুখ দেওয়া <u>উচিত</u> নয়', 'বিবাদে প্রবৃত্ত [হওয়া উচিত নয়]

হইলে সমূলে বিনষ্ট হয়', স্বীকারের আগে বিচার করা উচিত', 'কাহাকেও গালি দেওয়া উচিত নয়' — ইত্যাদি। খ. বিশেষ উদাহরণের সাহায্যে সাধারণীকরণ; লেখক শুধু উদাহরণটুকুই দিলেন, শিক্ষা গ্রহণের দায় পাঠকের। যেমন 'দয়ার সমান গুণ নাই', 'সভ্যজন সভার ভূষণ'। এ রকম আর দু'একটা দেখা যাক। 'মূঢ়ের দিগ্বিদিক বোধ নাই' (শিশুশিক্ষা-২), 'সুশীল বালককে সকলে ভালবাসে' (শিশুশিক্ষা - ৩), 'নির্দ্দয় লোক পশুর সমান' (শিশুশিক্ষা - ৩), 'মধুমক্ষিকার আলস্য নাই' (শিশুশিক্ষা - ৩) ইত্যাদি। গ. তুলনাবাচক শব্দের দ্বারা বক্তার মনোভাবের পরিস্ফুটন। এমন উদাহরণ দেওয়া হয়েছে — 'অবিবেচক বন্ধু থাকা অপেক্ষা বরং বন্ধু না থাকা ভাল'। এখানে 'ভাল' শব্দটি 'উচিত' শব্দের বিকল্প নয়। 'অপেক্ষা' শব্দের মত 'হইতে' শব্দের দ্বারাও এই তুলনা বোঝানো যেতে পারে। যেমন, 'চঞ্চল বলবান হইতেও সুস্থির ব্যক্তির অভিপ্রায় অনায়াসে সিদ্ধ হয়' (নীতিকথা - ১), ' যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে সে মন্দকারি হইতেও অধম' (নীতিকথা - ৩)।

৫. বাক্যের গঠনগত দিকে নীতিশিক্ষায় সকল বাক্যের আবেদন সরাসরি লক্ষ্যভেদী। সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যে লেখক যতটা প্রত্যক্ষ, যৌগিক বা জটিল বাক্যের সাহায্যে লেখকের প্রচেষ্টা যেন কিছুটা পথভ্রষ্ট। উদাহরণ সহ ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যায়। 'গুণীর কদর সর্বত্র' এই ভাব বোঝাতে কোন লেখক যখন বলেন 'গুণবান সকলের নিকট গণ্য হয়' তখন সেটি যতটা স্পষ্ট, 'বিদ্যাযুক্তজন আর রাজা তুল্যরূপে গণ্য নহে, যে ব্যক্তি সমজ্ঞান করে, সে অতি অজ্ঞ, যে হেতু রাজা স্বীয় দেশে পূজ্য বিজ্ঞ বুধ লোক সর্ব্ব দেশে মান্য' (শিশুসেবধি) বললে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব ঘটে। জ্ঞানী ও মূর্খের তুলনা করতে গিয়ে নীতিশিক্ষক যৌগিক বাক্যের আশ্রয় নেন এভাবে — 'বিজ্ঞ জনে বহু গুণ বর্তে, মূর্খ লোক প্রায় দোষী হয়, এই হেতু শত অজ্ঞ ব্যক্তি এক বিজ্ঞ তুল্য নহে' (শিশুসেবধি), 'ফলযুক্ত বৃক্ষ এবং গুণী মনুষ্য সর্বদা নম্র হয়, কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ আর মূর্খ ইহারা কেহ ভগ্ন কেহ বা নষ্ট হয় তথাপি কদাচ নম্র হয় না' (শিশুসেবধি)। 'একতাই বল' — এই ভাবটি যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত — 'ঐক্য হইলে শক্তি হয়, কিন্তু অনৈক্যেতে কেবল দুর্ব্বলতা হয়' (নীতিকথা - ৩)। 'মিথ্যাকথা বড় দোষ' — এই সরল অস্ত্যর্থক বাক্যের ভাবটি প্রকাশ পায় নঞর্থক যৌগিক বাক্যে — 'বালকগণের কোন কারণে মিথ্যাকথা কহা, কি মিথ্যা গল্প করা বিধেয় নহে' (বালকরঞ্জন বর্ণমালা)। স্বভাবতই বক্তার স্বর যেন কিছুটা নিম্নমুখী।

জটিল বাক্যের ক্ষেত্রেও নীতিশিক্ষাটি প্রলম্বিত। যেমন, 'যখন কেহ কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে তখন তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত করা অতি অনুচিত' (নীতিসার), 'যে শাস্ত্র যে ব্যক্তি কিছুমাত্র অধ্যয়ন করে নাই তাহার উপদেশ অগ্রাহ্য' (প্রবোধচন্দ্রিকা), 'যাহারা লোভের বশীভূত হইয়া, কল্পিত লাভের প্রত্যাশায়, ধাবমান হয়, তাহাদের এই দশাই ঘটে' (কথামালা)।

৬. ষষ্ঠ পদ্ধতিতে দেখি সামান্য (Common) গুণকে বিশেষায়িত করা, লেখকের বা বক্তার লক্ষ্য কোন পাঠকবিশেষ নন, সাধারণ গুণের উল্লেখ করা। কিন্তু সেই গুণ ক্রিয়া-সাপেক্ষ। অর্থাৎ, যে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয় তার নির্দিষ্ট পরিণতি আছে। যেমন, 'শঠের কথা বিশ্বাস করিলে বিপদ ঘটে' (শিশুশিক্ষা - ২)। এখানে নীতিশিক্ষা হল— শঠের কথা বিশ্বাস কোর না। বক্তা এর পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয় অংশে— করিলে বিপদ ঘটে। এমন উদাহরণ আরও দেওয়া যায় —'কুমন্ত্রণাতে বিশ্বাস করিলে অবশ্যই প্রতারিত হইতে হয়' (মনোরঞ্জনেতিহাস)। বিশ্বাস করার পরিণতি— প্রতারিত হওয়া। 'হিংস্রক ব্যক্তির উপকার করিলে অপকার হয়' (নীতিকথা -১)। উপকারের ফল— অপকার। 'আপন পরাক্রমের অহঙ্কার করিলে শীঘ্র লজ্জা

পায়' (নীতিকথা - ১)। লজ্জা পাওয়া হল অহঙ্কারের পরিণতি। উদাহরণ আরও আছে; যেমন, 'অতিশয় লোভেতে সকল হারান যায়' (নীতিকথা - ২), 'বালককালে ধনে লোভ করিলে বিদ্যা অভ্যাস হয় না' (নীতিকথা - ২), 'মন যত ক্ষুদ্র আত্মশ্লাঘা তত অধিক হয়' (কথামালা), 'ঐক্য হইলে শক্তি হয়, কিন্তু অনৈক্যেতে কেবল দুর্ব্বলতা হয়' (নীতিকথা - ৩)। জটিল বাক্যে আর একটি উদাহরণ চয়ন করি। 'যে জন আপনার পদের কিম্বা অবস্থার অধিক অথবা অসম্ভব ও দুর্লভ আশাতে মত্ত হয়, তাহাকে নিরাশ ও দুর্দশান্বিত হইতে হয়' (মনোরঞ্জনেতিহাস)।

৭. সপ্তম পদ্ধতিতে দেখা যায় কোনো গল্পের সূচনায় বা সমাপ্তিতে নীতিবাক্য নেই, কেবল একটি শিরোনাম আছে। সমগ্র গল্পটি সেই শিরোনামের ইলাস্ট্রেশান। শিরোনামটি সাধারণ নয়, নীতিশিক্ষামূলক। ধরা যাক, ঈশপের সুপরিচিত গল্প 'The Thief and his mother' (চোর ও তার মা)। এই শিরোনামটি সাধারণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর যখন ভুবন ও মাসির গল্পের শিরোনাম দেন 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়' — তখনই সেটি নীতিশিক্ষামূলক হয়ে দাঁড়ায়। সম উদাহরণ কয়েকটি ঃ 'ঘুষের অশুভ ফল', 'অগ্নিতে সকলের সংস্কার হয়', 'ঘুমের অশুভ ফল', 'অত্যন্ত লোভের প্রতিফল' (সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস); 'শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগে মদনমোহন এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন। সেখানে গল্প নেই, আছে কিছু রচনাধর্মী বা গল্পধর্মী কিছু কথা। শিরোনামগুলি লক্ষ করি — 'সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে', 'দুরন্ত বালককে কেহ দেখিতে পারে না', 'পরের দ্রব্যে লোভ করিও না', 'সুশীল বালক সকলকে সমান ভাল বাসে' অন্ধজনে দয়া কর', 'নির্দ্দয় লোক পশুর সমান', 'মিথ্যা কথার অনেক দোষ' (এই শিরোনামে মদনমোহন ঈশপের সুবিখ্যাত মিথ্যাবাদী মেষপালকের গল্পটিকে ভারতীয় চেহারা দিয়েছেন), 'চুরি করা বড় দোষ', 'ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার'।

৮. গল্পের তাৎপর্যে নীতিশিক্ষায় বাক্যের দৈর্ঘ্য হ্রস্ব এবং দীর্ঘ দুই-ই পাওয়া যায়। 'ইতিহাসমালা'য় কোন কোন গল্পে দীর্ঘ নীতিবাক্য ব্যবহৃত। পরবর্তীকালে স্কুল বুক সোসাইটির 'নীতিকথা' সিরিজে এর বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন, 'যাহার যে কর্ম্ম করণের ক্ষমতা না থাকে, সে যদি আপনাকে অতি বিজ্ঞ জানাইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার কথা মিথ্যা ও অকৃতিত্ব প্রকাশ হয়, এবং সমুচিত ফলও হয়', 'কাহারও সহিত কৌতুক করিতে গেলে সে ফিরে গদ্য করিলে তাহা আমরা সহিতে পারিব কিনা তাহা পূর্ব্বেই আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য', 'শঠ এবং অসদ্ ব্যক্তি আপন দুঃসময়ে অন্যের নিকট নানাবিধ প্রীতিজনক বাক্যদ্বারা, ও কল্পিত সরলতা ব্যবহারদ্বারা, কেবল আপন কার্য্যোদ্ধার করণ নিমিত্তে আত্মীয়তা করে। পরে কার্য্যোদ্ধার হইলে, প্রত্যুপকার দূরে থাকুক, মিথ্যা কোন দোষ দিয়া ত্যাগ করে', 'দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ অগ্নির ন্যায়; অতএব এই সকল যাহাতে উৎপন্ন হয় তাহাকেই প্রথমতঃ নষ্ট করে, অতএব এই তিন হইতে সাবধান হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য', 'চুরি ও মহাপাতক করিলে প্রায়ই ধরা পড়ে। যদ্যপি মনুষ্য হইতে উত্তীর্ণ হয়, তথাপি পরমেশ্বর হইতে কদাচ উত্তীর্ণ হয় না, তিনি তাহার প্রতিফল অবশ্যই দেন, যেহেতুক তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ; অতএব চুরি করা মনুষ্যের কখন উচিত নয়' (নীতিকথা - ২)। উদাহরণগুলিতে একাধিক বাক্যের সমন্বয় ঘটেছে। উপরন্তু এত দীর্ঘ তাৎপর্যে বক্তৃতার গন্ধ আছে, সূক্ষ্মতার পরিচয় কম। 'নীতিকথা' ৩য় ভাগেও বক্তৃতাধর্মী এরকম নীতিশিক্ষা রয়েছে। 'প্রতারক ও মন্দকারি ব্যক্তির কখনও ভাল হয় না। মন্দ করিলেই স্বয়ং নষ্ট হয়, অতএব লোভ সম্বরণেব চেষ্টা করা মনুষ্যের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; লোভ দ্বারা মনুষ্য কি পর্য্যন্ত দুষ্কর্ম না করে', 'ক্ষুদ্র

হইতে অপরাধ হইলে তাহার প্রতিফল না করিয়া ক্ষমা করা প্রধান জ্ঞানবান্ লোকের উচিত। যাহাদিগের পরস্পর উপকার না হয়, পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে এমন কেহ নাই; অতি ক্ষুদ্র হইতেও অতি প্রধানের উপকার হইতে পারে, অতএব কাহাকেও ক্ষুদ্র বোধ করিয়া হেয়জ্ঞান করা মনুষ্যের অনুচিত'।

পরোক্ষ রীতির অর্থ নীতিশিক্ষাকে গল্পের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া। সেখানে পরিণামী তাৎপর্য বা সূচনার নীতিবাক্য বিচ্ছিন্ন করে নিলেও গল্পের কোন অঙ্গহানি ঘটে না। ঈশপের গল্প তার সার্থক উদাহরণ। নীতিশিক্ষায় সাহিত্যরসের আবেদন এই পরোক্ষ রীতিতে। গল্পের আবরণে নীতিশিক্ষার শুষ্কতাকে সরস করে তোলার উদাহরণ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডেই আছে। প্রধানত পরোক্ষ রীতিতেই মানুষ শিক্ষিত হয়, গল্পটিকে মনে রাখে এবং সেই গল্প পুরুষানুক্রমে বাহিত হয়ে আসে। লোককথার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করি। পরোক্ষ রীতিতে প্রখরতার পরিবর্তে আছে স্নিগ্ধতা, কাঠিন্যের পরিবর্তে কোমলতা, গাম্ভীর্যের পরিবর্তে স্নেহময়তা। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা চিরকাল তাতেই মুগ্ধ হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

গোপাল ও রাখাল ঃ ঐতিহ্যের অনুবৃত্তি

১. বিদ্যাসাগরচরিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ২৬-২৭। রবীন্দ্রনাথ গোপাল ও রাখালকে সামাজিক প্রকরণযুক্ত করে দেখতে চেয়েছেন। আর সম্প্রতি বিনয় ঘোষও 'গোপাল ও রাখালেব কাহিনীর মধ্যে' 'সমাজ পরিচয়' লক্ষ করেছেন। (বি বা.স., পৃ. ৩৩০)

পাঠ্যপুস্তক

১. বা. ন. উ. কে, পৃ. ৫৪।
২. বা. সা. গ. (১৯৯৮ সং), পৃ. ৩৫।
৩. দ্র. বা. ন. উ. কে., পৃ ১৩৪-১৩৭।
৪. First Report on Native Schools, 1817, Serampore Mission (বা. ন. উ কে - গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৭)
৫ রা লা., পৃ ৪৯।
৬. Rules of the Society, the First Report of the C S.B S, 1818
৭. পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়। (সা. সা. চ. - ৬, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৫)
৮. সা বা স - ৫, পৃ ৯-১০।
৯ LONG - '57।
১০. শি. শি ব (প্রবন্ধ), 'পশ্চিমবঙ্গ' বিদ্যাসাগব সংখ্যা, ১৪০১-এ পুনর্মুদ্রিত। পৃ. ৩১২।
১১. শ. শি. সা., পৃ. ৪৩।
১২ LONG - '57।
১৩. দ্র. স. কা বি. - পৃ. ৯৯-১৩৩।
১৪. স. কা. বি, পৃ ১২৪।
১৫. On the reading books chiefly used in Mission Schools in Bengal –1871. pp 6-7.
১৬. LONG - '55, D.C
১৭. U.P.L V., pp. 186
১৮. LONG - '57, শি. বি. ব. গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৩-২৪।
১৯. বা. গ. সা. ই., পৃ. ১৬৬। সজনীকান্ত 'পুরুষ পরীক্ষা'-র মূল্য ৮ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই উল্লেখ করেছেন।
২০. '50 copies of Hito'pade'sh, published by Lakshmi Narayana, with a Bengalee and English translation accompanying the original, have however been purchased, with a view to encourage Native enterprise.'–C S B.S., 9th Report, 1832, p 8.
২১. সা. বা. স. - ৬, পৃ. ১৩৯।
২২. সা. বা. স. - ২, পৃ. ১৬-১৭।
২৩. G R P I, 1848-1849, p 332-333 (শি. বি. ব.-গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬)।
২৪. সা. বা. স. - ২, পৃ. ৪০।
২৫. সা. বা. স. - ২, পৃ. ৫৬।
২৬ U P L V., পৃ. 32।
২৭. U P.L V., পৃ. 73।
২৮. দ্র. U.P.L.V., p 24-25.
২৯. বিদ্যাসাগর জীবনচরিত - শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৩০ দ্র. U P.L.V., Introduction, p. 45
৩১. সা. সা. চ - ২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১০।
৩২ তদেব, পৃ ১৪।
৩৩. তদেব, পৃ. ২১।
৩৪ সা. বা. স. -৬, পৃ. ১২৮ ১৩০।
৩৫. সা. বা স. - ৫, পৃ ৩০-৩৯।
৩৬ সে কা এ. কা, পৃ. ৪৬-৪৭।
৩৭. রা. লা, পৃ ৩৪-৩৫।
৩৮. আ. জী চ., পৃ. ৫।
৩৯. সে. কা. এ কা., পৃ. ৬।
৪০. তদেব, পৃ ৭।
৪১. আ. জী., মীর মশার্‌রফ হোসেন, পৃ ৭৮-৭৯।
৪২. আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ২৫।
৪৩. আ. জী. চ., পৃ ৩০।
৪৪. বি. বা. স., পৃ. ৪৮-৪৯।
৪৫. সা. বা. স.- ৩, পৃ. ১৩০-১৩২।
৪৬. সা. বা. স. - ৬: পৃ. ১১২।
৪৭. সা. বা. স. - ৬: পৃ ১১৪-১১৭।
৪৮. তদেব, পৃ. ১২০-১২২।
৪৯. সা. বা. স. - ২, পৃ. ২১।
৫০. তদেব, পৃ. ৩৯।
৫১. শি. বি. ব - গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৭।

চতুর্থ অধ্যায়

গদ্য নিদর্শন

[গদ্য নিদর্শনে মুদ্রণপ্রমাদসহ বানান যথাযথ রক্ষিত]

ক. একই গ্রন্থের ভিন্ন সংস্করণ ও সঙ্কলন

১. বত্রিশ সিংহাসন • মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • ১৮০২

• ১৮০২ ক. 'দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক সস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক সস্য ক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যূতী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন।' (পৃ. ৩)

খ. 'রাজা বিক্রমাদিত্যে কহিলেন হে যোগী যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না। পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়। ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে পুরুষ কহিলা এ নীতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ নীতি শাস্ত্রের মতে যে পুরুষ উদ্যোগ সর্ব্বদা করে সেই উত্তম পুরুষ। আর ভবিতব্যই হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেতেও হয় না এ কাপুরুযের কথা অতএব কোন কর্ম্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেক হয় না। সে যে হউক অনুদ্যোগী পুরুস যে হয় সে কাপুরুষ। অতএব বিষয়কর্ম্মে সর্ব্বদা উদ্যোগ করিবে।' (পৃ. ১০৬)

• ১৮০৮ ক. '............ এক শস্যক্ষেত্র থাকে .... শস্য ক্ষেত্রের ...... মালতী যূথী ....।' (অনুল্লেখিত অংশ ১৮০২ সংস্করণেব অনুরূপ)

খ. '.......... হে যোগি .... কদাচ হয় না পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়। .... তুমি যে কহিলা .... নীতি শাস্ত্রের মত যে পুরুষ ......। .... পুরুষার্থ ব্যতিরেকে হয় না। .... অনুদ্যোগী পুরুষ......। অতএব সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মে উদ্যোগ করিবে।'

• ১৮১৮ ক. '....... সেই উদ্যানের মধ্যে থাকে।' (অনুল্লেখিত অংশ ১৮০৮-এর অনুরূপ)

খ. '...... তুমি যে পুরুষ কহিলা .... নীতি শাস্ত্রেব মতে ...... উদ্যোগ.....। ....ব্যতিরেক হয় না। ...... অতএব বিষয়কর্ম্মে সর্ব্বদা উদ্যোগ করিবে।' (অনুল্লেখিত অংশ ১৮০৮ সংস্করণের অনুরূপ)

• ১৮৩৪ (লন্ডন সং) ক. '........ নাম যজ্ঞদত্ত। সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রে ..... কদলী দাড়িম . ... উদ্যানের মধ্যে থাকেন।' (অনুল্লেখিত অংশ ১৮০৮ সংস্করণের অনুরূপ)

খ. '......... উদ্‌যোগ ....। আর ভবিতব্য হয় যে .... অনুদ্‌যোগী পুরুষ ....। অতএব সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মের উদ্‌যোগ করিবে।' (অনুল্লেখিত অংশ ১৮০৮ সংস্করণের অনুরূপ)

• ১৮৪৭ [Introduc. to the Bengali Lang. (ইয়েটস্)] ক. '..... এক পুরী ছিল, ... এক শস্যক্ষেত্র থাকে; তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত। সেই কৃষক শস্যক্ষেত্রের চতুর্দ্দিগে .... মালতী যুতী ..... দাড়িমী ......।' (পৃ. ৫০)

২. তোতা ইতিহাস • চণ্ডীচরণ মুন্‌শী • ১৮০৫

• ১৮০৫ 'পূর্ব্বকালের ধনবানেরদের মধ্যে আমদ সুল্‌তান নামে একজন ছিলেন যাঁহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী একশত উষ্ট্র ভারের সহিত

তাঁহার দ্বারে হাজীর থাকিত কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাঁহাকে দিলেন।' (ময়মুনের জন্ম ...., পৃ. ১)

• **১৮২২ [Bengali Selections] (হটন)]** '...... একজন ছিলেন তাহার প্রচুর ধন .... সৈন্যসামন্ত ছিল। ....নবশত উষ্ট্র .... তাহার দ্বারে ...... কিন্তু তাহার ...... ছিল না। ..... ঈশ্বরপূজকদের নিকট .... এক পুত্র তাহাকে দিলেন।'

• **দ্বি-ভাষিক সংস্করণ ঃ কাল অজ্ঞাত** 'পূর্ব্বকালে রাজাদিগের মধ্যে আমদ শুলতান নামে এক রাজা ছিলেন তাহার .... এক সহশ্র অশ্ব ও পোনের সত হস্তি ও নবশত ভার লওনের উট তাহার দ্বারে নিয়ত উপস্থিত থাকিত কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্তথি ছিল না একারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকাল ঈশ্বরপূজক ও মহাজন ব্যক্তি দিগের নিকটে গমন করিয়া সেবা ভক্তির দ্বারা সন্তানের প্রার্থনা করিতেন এরূপে কতক দিবস পরে ভগবান শ্রীষ্ঠী কর্ত্তা ঐ ধনবান ব্যক্তিকে এক সন্তান সূর্য্যের ন্যায় আভা ও চন্দ্রের ন্যায় মুখদেশ অতিত সৌন্দর্য্য দিলেন ....'

• **১৮৪৭ (Introduc. to the Bengali Lang. ইয়েটস্)** 'পূর্ব্বকালের ধনবানদের মধ্যে আমদ সুল্তান নামে এক জন ছিলেন; তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল; এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাঁহার দ্বারে হাজির থাকিত। কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না, এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকদের নিকট গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন।'

• **১৮৫৫ (শুকোপাখ্যান — দ্বারকানাথ রায়)** 'পূর্ব্বকালে আমোদ সুলতান নামে এক মহা ধনবান রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রচুর ঐশ্বর্য্য এবং সৈন্যসামন্ত ছিল; এক সহস্র অশ্ব, পঞ্চশত হস্তী, নব শত উষ্ট্র ভারের সহিত তাঁহার দ্বারে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না; এই কারণে তিনি দিবারাত্রি সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের নিকটে সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন।

কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা প্রসন্ন হইয়া পরম সুন্দর এক পুত্ররত্ন তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন।'

৩. হিতোপদেশ • মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • ১৮০৮

• **১৮০৮ ও ১৮২১** 'নর্ম্মদাতীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্ম্মিত নীড়মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে (।) অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য মেঘসমূহেতে গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরুতলেতে বানরেরদিগকে আর্দ্রীভূত শীতার্ত্ত (শীতার্ত) কম্পিত কলেবর দেখিয়া করুণাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ও হে বানরেরা শুন .....' (পৃ. ১৩৭ - ১৩৮) [( ) বন্ধনীভুক্ত অংশ তৃতীয় সংস্করণ ১৮২১]

• **১৮৪৭ (Introduc. to...... ইয়েটস্)** '...... শাল্মলী বৃক্ষ থাকে, ...সুখেতে বাস করে। .... নীলবর্ণ পটের তুল্য ...... অতিবড় বৃষ্টি হইল। .... বানরদিগকে আর্দ্রীভূত .... বানরেরা শুন, ...'

৪. পুরুষ পরীক্ষা • হরপ্রসাদ রায় • ১৮১৫

• **১৮১৫** ক. 'মথুরা নগরীতে গূঢ়ধন নামা এক বণিক অত্যন্ত কৃপণ ছিল সে পিপ্পলীর

বাণিজ্য করিয়া অতিশয় ধনবান হইল। এক সময় আসন্ন দুর্ভিক্ষ দেখিয়া এই চিন্তা করিল যদি এই দুর্ভিক্ষেতে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারগণ আমার সকল অর্থ ভোজন করে তবে সেই ধনশোকেতে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে ....' (অথকৃপণকথা, পৃ. ৫২)

খ. 'পূর্ব্বকালে পৃথু নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক সময়ে সুলোচনা নামে নিজ প্রেয়সীর সহিত মৃগয়ার কৌতুক দেখিতে রথারোহণ করিয়া ও চতুরঙ্গিণী সেনাতে বেষ্টিত হইয়া নগরের বাহিরে গেলেন পশ্চাৎ এক বনমধ্যে উপস্থিত হইলে সৈন্যেরা মৃগের অনুসন্ধান করিতে নানা দিগে গেল।' (অথসপ্রতিভ কথা, পৃ. ৬০)

• **১৮৪৭ (Introduction .... ইয়েটস্)** ক. '..... কৃপণ ছিল। .... এক সময়ে ..... চিন্তা করিল, ... স্ত্রীপুত্রাদি ...... অর্থ ভোজন করে, ... প্রাণবিয়োগ হইবে;'

খ. '....রাজা ছিলেন, ...নগরের বাহিরে গেলেন। ....উপস্থিত হইলে, ...নানা দিগে গেল, '

৫. নীতিকথা - ১ • মিত্র - দেব - সেন • ১৮১৮

• **১৮১৮** 'কোন সময় এক সিংহ একটা বলদ শিকার করিতে মনস্থ করিলেক কিন্তু বলদের বলাধিক্য হওন প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিলেক না পরে তাহাকে ছলিবার জন্য নিকটে গিয়া কহিলেক ওহে বলদ আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি অতএব আমার বাশনা এই যে অদ্য রাত্রে তুমি আমার গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া ভোজন কর বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেক যখন বলদ সিংহের আলয়ে গেল দেখিলেক যে সিংহ অনেক কাষ্ঠ ও বড়২ হাঁড়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে বলদ ইহা দেখিয়া ফিরিয়া চলিল.

তাৎপর্য্য — বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে যে শত্রুর কথা সত্য জানে ও তাহার সহিত প্রীতি করে।' (সিংহ ও বলদ, পৃ. ১০-১১) (সা. সা. চ. -১ থেকে সংগৃহীত)

• **১৮৫৫** '.........মনস্থ করিল .... বলাধিক্য প্রযুক্ত .... পারিল না। পরে ছলেতে তাহার নিকট গিয়া কহিল, ওহে বলদ, ... মারিয়াছি; অতএব আমার ইচ্ছা এই, যে অদ্য রাত্রিতে .... উপস্থিত হইয়া ভোজন কর। বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া সিংহের আলয়ে গমন করিল। কিন্তু সিংহ .... রাখিয়াছে, ইহা দেখিয়া বলদ ফিরিয়া চলিল।

তাৎপর্য্য — হিংস্রকের কথা সত্য জ্ঞান করা ও তাহার সহিত প্রীতি করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।'

৬. নীতিকথা - ২ • পিয়ার্সন • ১৮১৮

• **১৮৩০** 'অনেক ধনি লোক অহঙ্কার করে না, অনেক দরিদ্র লোক অহঙ্কার করে। যদি ধনে অহঙ্কার জন্মাইত, তবে সমস্ত ধনি লোকই অহঙ্কারী হইত। অতএব অহঙ্কার ধনে নহে, কেবল মনে, আপনাকে বড় করিয়া জানা। কোন২ বিদ্বানও মনে করেন, যে আমি বড়, আমা হইতে আর কেহই বড নাই, ও আমার সদৃশ আর নাই; তৎপ্রযুক্ত অপর ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করেন।' (অহঙ্কারের কথা, পৃ. ১)

• **১৮৪১** ' .... কেবল মনে আপনাকে বড় করিয়া জানা সেই অহঙ্কার। কোন২ বিদ্বান মনে করেন, আমি বড়, ...।'

• **১৮৫৫** '........... কোন কোন বিদ্বানও ....।' (অনুল্লেখিত অংশ ১৮৪১-এর অনুরূপ)

• **১৮৩০** 'এক প্রজার উদ্যানের মধ্যে এক উত্তম আতা বৃক্ষ ছিল, কিন্তু সে বৃক্ষ উদ্যানস্থ আব২ সকল হইতে মূল্যবান্; সে প্রজা প্রতিবৎসর বৃক্ষের আতা রাজাকে দিত; রাজাও সেই

আতাতে অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তিনি কিছুকাল পরে ঠাহরাইলেন, যে ঐ আতা বৃক্ষ নিজ উদ্যানে রোপণ করিলে আমি সমস্ত ফল পাইব; এই মনে করিয়া স্থানান্তর করাতে সেই বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল, তাহাতে ফলের এবং বৃক্ষের দুয়েরই শেষ হইল।' (লোভির কথা, পৃ. ৫-৬)

• **১৮৫৫** .... মধ্যে সকল বৃক্ষ হইতে মূল্যবান এক উত্তম আতা বৃক্ষ ছিল; সেই বৃক্ষের আতা প্রজা প্রতিবৎসর রাজাকে দিত; রাজারও সেই আতায় অতিশয় প্রীতি ছিল; অতএব তিনি কিছুকাল .... রোপণ করিলে তাহার সমস্ত ফল আমি পাইব। ইহা মনে করিয়া তাহাকে স্থানান্তর করাতে বৃক্ষ শুষ্ক .... শেষ হইল।'

৭. মনোরঞ্জনেতিহাস • তারাচাঁদ দত্ত • ১৮১৯

• **১৮১৯ (বাংলা)** এক গৃহস্থের বাটীতে এক কপট সন্ন্যাসী আসিয়া কহিলেক, যে আমি রূপাকে স্বর্ণ করিতে পারি. এই কথা পরীক্ষার কারণ গৃহস্থ তাহাকে এক রূপার মুদ্রা স্বর্ণ করিতে দিল. সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়িব বলিয়া, এক নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিল. কিছুকাল পরে বাহিরে আসিয়া রূপার মুদ্রা আপন নিকট রাখিয়া আপনার স্থানে যে স্বর্ণমুদ্রা ছিল তাহা গৃহস্থকে দিল. তাহাতে গৃহস্থ বিস্ময়াপন্ন হইয়া সন্ন্যাসীর কুমন্ত্রে বিশ্বাস করিল, এবং অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক সপরিবারে তাহার সেবা করিতে লাগিল; আর কহিলেক, আমার রূপার মুদ্রা অলঙ্কারাদি যত আছে, মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া সে সকল স্বর্ণ করিয়া দেন. সন্ন্যাসী কহিলেক, এক নির্জ্জন গৃহ নিরূপণ কর, সেখানে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হইবেক. (পৃ. ১১-১২)

• **১৮২৫ (দ্বি-ভাষিক) ও ৩৫ পৃষ্ঠার বাংলা সংস্করণ (১৮২৫)** ......আসিয়া কহিল, ... এই কথার পরীক্ষার ...... যে স্বর্ণমুদ্রা ছিল, ... আর কহিল, ...সন্ন্যাসী কহিল, ...করিতে হইবে.

• **১৮২৮ (দ্বি-ভাষিক)** ......স্বর্ণ করিতে পারি। .... করিতে দিল; ..... গৃহে প্রবেশ করিল, ... আসিয়া ঐ রূপার মুদ্রা ..... যে স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা গৃহস্থকে দিল। ..... রূপার মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি ..... স্বর্ণ করিয়া দেন। ..... করিতে হইবে। (অনুল্লেখিত অংশ ১৮২৫ সংস্করণের অনুরূপ)

• **১৮৫০ (বাংলা) ও ১৮৫৪ (বাংলা)** .... আসিয়া কহিল, আমি রূপাকে ..... স্বর্ণ করিতে দিল। ..... পড়িব বলিয়া এক নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিল। ..... আসিয়া রূপার মুদ্রা আপন নিকটে রাখিয়া ..... যে এক স্বর্ণমুদ্রা ছিল তাহা গৃহস্থকে দিল। .... বিস্ময়াপন্ন হইয়া সন্ন্যাসির প্রবঞ্চনাতে বিশ্বাস .... রূপার মুদ্রা অলঙ্কারাদি ..... তাহা অনুগ্রহ করিয়া সকলি স্বর্ণ করিয়া দিউন্। .... করিতে হইবে। (অনুল্লেখিত অংশ ১৮২৮ সংস্করণের অনুরূপ)

৮. জ্ঞানার্ণবঃ • প্রেমচাঁদ রায় • ১৮৩২

• **১৮৪২ (পুনর্মুদ্রণ সং)** 'সকল শরীরাপেক্ষা উত্তম মানবদেহ, এই দেহক্ষেত্রে বিদ্যাবৃক্ষ রোপণ করিলে তাহাতে যে সকল উত্তম ফল জন্মে তাহা পাইবার নিমিত্ত সকলেরি লোভ হয় আর সেই উত্তম ফল দেখিয়া বিদ্যাবৃক্ষে আরোহণ করণে কোন্ মনুষ্য আকাংক্ষা না করেন। সামান্য ভূমিতে সকল ফল জন্মে না কোন স্থান বিশেষে কোন ফল জন্মে আর মরুভূম্যাদিতে কিছুই হয় না। (বিদ্যার ফল, পৃ. ১৫)

• **১৮৪৭ (Introduction .... ইয়েটস্)** '.......... উত্তম অতি দুর্লভ যে মানবদেহ, এই দেহরূপ যে ক্ষেত্র ইহাতে বিদ্যারূপ যে বৃক্ষ, তাহা রোপণ করিলে তাহার যে সকল নানাবিধ উত্তম ফল জন্মে, সে সকল ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত কোন্ জনের না লোভ জন্মে? অর্থাৎ সকলেরি লোভ

হয়। আর সেই ফলার্থ সর্ব্বসাধারণেই বিদ্যাবৃক্ষে আরোহণ আকাংক্ষা করেন। যে যেহেতু অন্যান্য ভূমিতে সকল ফল জন্মে না, কোন .... কিছুই ফল হয় না।'

৯. প্রবোধচন্দ্রিকা • মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • ১৮৩৩

• ১৮৩৩ 'অনন্তর ঐ স্ত্রী পতিকে কহিত হে প্রাণনাথ প্রতিদিবস প্রত্যূষ সময়ে এ গুলা কি ডাকে শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প হয় ও মা এ বালাইগুলার ডাক এমন কেন আজি হইতে এ পাপ গুলার ডাক এমত যেন না হয় তাহা তুমি কর তোমার পায়ে পড়ি আমার মাথা খাও ভাগ্যে২ আজি বাঁচিলাম এমনি হইতে২ না জানি কোন দিন মরিয়া যাইব।' (পৃ. ৫১)

• ১৮৪৭ (Introduction .... ইয়েটস্) ...... পতিকে কহিত, হে প্রাণনাথ, প্রতিদিবস ...... কি ডাকে? শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প হয়, ও মা, ... এমন কেন? .... যেন না হয়, তাহা তুমি কর; তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও; ভাগ্যে২ আজি বাঁচিলাম, ... জানি কোন দিন মরিয়া যাইব।' [Impulse of an unsafe guide]

১০. জ্ঞানচন্দ্রিকা • গোপাললাল মিত্র • ১৮৩৮

• ১৮৩৮ 'মনুষ্যদিগের সকল কার্য্যে মনঃসংযোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিদ্যা বিষয়ে বালকদিগের সতত মানস সংযোগি হওন! যেহেতু নিরন্তর চঞ্চলচিত্ত নানা বিষয়ে গত হয়েন কিন্তু ঐ মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন বিষয় বোধ হয় না অতএব উচিত যে মনঃসংযোগ করা, আরো দেখ কারণ ব্যতিরেকে কদাচ কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যেমত কারণ সমূহ সমবায়ে ও একতর কারণা ভাবে বস্তু হয় না! সেই প্রকার জ্ঞানের প্রতি প্রধান কারণ যে মনঃসংযোগ তদ্ব্যতিরেকে কদাচ হইতে পারে না।' (মনোযোগ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি, পৃ. ২০)

• ১৮৪৪ ও ১৮৫২ (২য় ও ৩য় সং) '....... সতত মনোযোগ করা, যেহেতু চিত্ত নিরন্তর চঞ্চল নানা বিষয়ে গমন করে ...... বোধ হয় না, ... মনঃসংযোগ দৃঢ়রূপে করিতে হয়, ... উৎপত্তি হয় না যেমত কারণসমূহ থাকিলেও এক কারণাভাবে বস্তু হয় না, ... কদাচ কিছুই হইতে পারে না।'

• ১৮৪৭ (Introduction .... ইয়েটস্) '..... সতত মানস সংযোগী হওন। .... নানা বিষয়ে গত হয়েন, ...বোধ হয় না; অতএব মনঃসংযোগ করা উচিত। আরো দেখ, ...উৎপত্তি হয় না।'

• সঙ্কলন সংস্করণ, কাল অজ্ঞাত '.......অবশ্য কর্ত্তব্য বিশেষতঃ ... . সংযোগী হওন। ...... গত হয়েন, .. . বোধ হয় না; অতএব মনঃসংযোগ করা উচিত। আরো দেখ, ... হয় না। .... বস্তু হয় না, ... কারণ যে মনঃসংযোগ, ... পারে না।' (অনুল্লেখিত অংশ ১ম সংস্করণের অনুরূপ)

১১. সারসংগ্রহঃ • ইয়েটস্ • ১৮৪৪

• ১৮৪৪ 'ক্রিয়াজন্য সুখাপেক্ষা আমি সদানন্দ মনের সুখ ভালবাসি; ক্রিয়াজন্য সুখ ক্ষণিক ও অল্পকালস্থায়ি হয় কিন্তু সদানন্দ মনের সুখ স্থির ও চিরস্থায়ি। যাহারা নানা ক্রিয়া দ্বারা সুখ লাভ করে তাহারা কোন সময়ে কোন দুঃখ দ্বারা ম্লানবদন হয়, কিন্তু সদানন্দ লোকেরা সর্ব্ব সময়ে সুখী হইয়া অত্যন্ত দুঃখে মগ্ন হয় না। (আনন্দের কথা, পৃ. ৩২)

• ১৮৪৭ 'কৌতুকজন্য সুখাপেক্ষা ......; কৌতুকজন্য সুখ অস্থির ও অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু ...... স্থির ও চিরস্থায়ী। যাহারা কৌতুকাদি দ্বারা সুখ লাভ করে, ... অত্যন্ত দুঃখেও কাতর হয় না।' (সদানন্দ মনের কথা।)

১২. বেতাল পঞ্চবিংশতি • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • ১৮৪৭

• ১৮৪৭ 'পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে এক প্রজাবল্লভ নরপতি ছিলেন। সত্যপ্রকাশ নামে

তাঁহার এক সত্যপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। এক দিবস রাজা সত্যপ্রকাশের নিকট কহিলেন দেখ যে ব্যক্তি রাজ্যেশ্বর হইয়া অভিলাষানুরূপ বিষয়াভোগ না করে। তাহার রাজ্য কেবল ক্লেশপ্রপঞ্চমাত্র। অতএব অদ্যাবধি আমি ইচ্ছানুরূপ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলাম তুমি স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্যের ভার লইয়া আমাকে অবসর দাও।' (একাদশ উপাখ্যান, পৃ. ৯২)

• **১৮৫০** '........... তাঁহার সত্যপ্রকাশ নামে এক .... বিষয়ভোগ না করে তাহার রাজ্য .... ইচ্ছানুরূপ সুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত .... অবসর দাও।'

১৩. শিশুশিক্ষা - ৪ (বোধোদয়) • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • ১৮৫১

• **১৮৫১** ক. 'বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান যায়। যাহারা বাল্যকালে যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা অভ্যাস করে তাহারা চিরদিন ধনে, মানে ও মনের সুখে কাল যাপন করে। আর যাহারা বিদ্যাভ্যাসে ঔদাস্য ও অবহেলা করিয়া কেবল খেলা করিয়া বেড়ায় তাহারা মূর্খ হয় ও যাবৎ জীবন দুঃখ পায়।' (মানবজাতি, পৃ. ১৮)

খ. 'পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। এই ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নয়। .... এক্ষণে ভারতবর্ষে যত ভাষা চলিত আছে, সংস্কৃত সকলেরই মূল স্বরূপ। সংস্কৃত ভাল না জানিলে এদেশের কোন ভাষাতেই উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।' (বাক্যকথন - ভাষা, পৃ. ৩৩)

• **১৮৫২** ক. '.......... ধনে, মানে, মনের সুখে ....'।

খ. '............ যত ভাষা চলিত, সংস্কৃত প্রায় সকলেরই মূল স্বরূপ। ....'।

খ. একই গ্রন্থের ভিন্ন অনুবাদক

১. হিতোপদেশ

• **গোলোকনাথ শর্মা • ১৮০২** 'চম্পকবতী নামেতে এক অরণ্য আছে সেই বনের মধ্যে মৃগ ও এক কাক এই দুইজনে অত্যন্ত সম্প্রীতিপূর্ব্বক উভয় বাস করেন ইতি মধ্যে এক দিন সেই মৃগ ইচ্ছা ক্রমে বেড়াইতে২ এক শৃগাল দেখিল তাহাকে সুন্দর হৃষ্ট পুষ্ট স্নিগ্ধ শরীর। তাহা দেখিলে মনে বিবেচনা করিতেছেন আঃ এই যে পরিপাটীর কোমল মাংস আমি কি রূপে খাইতে পাই। এইটা ভাবিলে মৃগের নিকট আসিয়া কহিলেন বন্ধু হে সকল মঙ্গল অনেকদিন অবধি তোমার নাম শুনিয়া চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছি। অতএব আজি আমার সুপ্রভাতা রাত্রি যে তোমার সাক্ষাৎ হইল। মৃগ কহিলেন তুমি কে হে। শৃগাল কহিতেছেন ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে আমি জম্বুক এই অরণ্যের মধ্যে বন্ধুহীন মৃতবৎ একাকী বাস করি ....। (পৃ. ৩১-৩২)

• **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • ১৮০৮** 'মগধদেশে চম্পকাবতী নামে এক বন থাকে তাহাতে হরিণ ও কাক দুইজন বহুকাল বড় স্নেহেতে বাস করে সেই হরিণ আপন ইচ্ছাতে ভ্রমণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া কোন শৃগাল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল তাহাকে দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল আঃ কি প্রকারে এই উত্তম ললিত মাংস খাইব যা হউক বিশ্বাস জন্মাই এই পরামর্শ করিয়া সমীপে গিয়া বলিল হে মিত্র তোমার মঙ্গল। মৃগ কর্ত্তৃক কথিত হইল কে তুমি শৃগাল কহিতেছে ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে শৃগাল আমি।' (পৃ. ২৮)

• **ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় • ১৮২৩** '..... যা হা হউক বিশ্বাস জন্মাই .... সমীপে গিয়া কহিল ....।' (পৃ. ৩৮) (অনুল্লেখিত অংশ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুরূপ)

• **অজ্ঞাত (ভবসিন্ধু যন্ত্র) • ১৮৩২** ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরূপ।

• **ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য (সংশোধক) • ১৮৪৪** '...... ভ্রমণ করত কোন শৃগাল তাহাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখিয়া চিন্তা করিল .... যা হউক বিশ্বাস জন্মাই। এই পরামর্শ করিয়া সমীপে গিয়া বলিল ....। মৃগ কহিল কে তুমি ...... শৃগাল আমি এই বনেতে মৃত শরীরের ন্যায় বান্ধবহীন হইয়া বাস করি ....।' (পৃ. ৫৪) (অনুল্লেখিত অংশ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুরূপ)

• **ইয়েটস্ (Introduction ....) • ১৮৪৭** '...... এক বন আছে, ... বড় স্নেহেতে বাস করে; .... ভ্রমণ করিলে কোন শৃগাল তাহাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখিয়া চিন্তা করিল, ... ললিত মাংস খাইব? যাহা হউক, বিশ্বাস জন্মাই। .... সমীপে গিয়া বলিল, হে মিত্র, তোমার কি মঙ্গল? মৃগ কহিল, কে তুমি? শৃগাল কহিতেছে, ... শৃগাল আমি, এই বনেতে বান্ধবহীন হইয়া মৃত শরীরের ন্যায় বাস করি, ...' (পৃ. ১৯৩) (অনুল্লেখিত অংশ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুরূপ)

২. বত্রিশ সিংহাসন

• **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • ১৮০২** ক. '......... অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য প্রত্যহ নষ্ট করে এজন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেইমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চর্য্য। এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রিকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন।' (পৃ. ৩-৪)

খ. 'রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পণ্ডিত তুমি কোন২ শাস্ত্রে জ্ঞানবান। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞানবান। রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমার রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন আমার দেশে নীত (নীতি) শাস্ত্রো লঙ্ঘন (শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন) কদাচ নাহি অনীতের অঙ্কুর মাত্রও নাহি প্রজা পীড়ন স্বপ্নেতে ও নাহি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান ভঙ্গ কদাচিৎ নাহি এবং ব্রাহ্মণ হিংসা প্রজা কলহ নিরপরাধ দণ্ড অসৎ নিরূপণ পাপ প্রবৃত্তি দেবতা প্রতিমাভঙ্গ সাধুজন মনস্তাপ শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাহি তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে।' (পৃ. ১৫৫)

• **নীলমণি বসাক • ১৮৫৪** ক. 'এই রাজার ক্রীড়া কাননের সান্নিধ্যে এক কৃষকের ক্ষেত্র ছিল। ক্ষেত্রপতি উহাতে সশা বপন করিয়াছিল, কিয়ৎকাল পরে তাবৎ ক্ষেত্র সশার লতাপল্লব ও ফল ফুলে অতিসুশোভিত হইল। কেবল কতকটা ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই, ঐ স্থানে ক্ষেত্রপাল এক মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে উপবেশন পূর্ব্বক ক্ষেত্র রক্ষা করিত। কিন্তু সে যখন যখন ঐ মঞ্চে আরোহণ করিত তখনি তাহার শরীর অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইত। একদিবস ক্ষেত্রপতি মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিগ দৃষ্টি করিতে করিতে কহিল অরে কে আছিস, তোরা এখনি রাজা ভোজকে দুর্গ হইতে আনিয়া দণ্ড দে। দৈবায়ত্ত তৎকালে ভোজরাজের এক কিঙ্কর ঐ পথ দিয়া গমন করিতেছিল, কৃষকের এই সাহঙ্কার বাক্য শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মঞ্চ হইতে অবরোহণ করাইয়া প্রথমতঃ তাহার মুখে চপেটাঘাত করিল, পরে কর্ণাকর্ষণ করিয়া একবার উঠা একবার বসা এই প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে লাগিল।' (পৃ. ২-৩)

খ. 'একদিবস রাজা সভাতে বসিয়া আছেন এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন মহারাজ উত্তরদিকে অতিদূরে এক অরণ্য আছে, তাহার পরে এক পর্ব্বত আছে, এবং তাহার পরে এক সরোবরে এক স্ফটিকের স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভ সূর্য্যোদয়কালে সরোবর হইতে উচ্চ হইতে আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য যেমন উর্দ্ধে গমন করেন স্তম্ভও সেই প্রকার ক্রমশঃ উর্দ্ধে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মধ্যাহ্নকালে তাহা সূর্য্যরথের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সূর্য্যদেব রথ স্থগিত করিয়া স্তম্ভের উপর গিয়া আহার করেন। পরে রথোপরি আরোহণ করিলে, রথ যেমন গমন করে স্তম্ভও ক্রমে ক্রমে তেমনি হ্রস্ব হইয়া সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণীতে একেবারে লীন হয়। এই আশ্চর্য্য স্তম্ভ এখন পর্য্যন্ত কেহ দেখেন নাই। অন্যে কি, দেবতা বা গন্ধর্ব ইহারাও তাহার সমাচার জানেন না।' (পৃ. ৫৫-৫৬)

৩. তোতা ইতিহাস

• চণ্ডীচরণ মুন্‌শী • ১৮০৫ 'পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির উপরে বসিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী সারী ও স্ত্রী এ সব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক ইহা বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন পরে সারী নীতিবাক্য দ্বারা কহিলেক যে এ কর্ম্ম স্ত্রীজাতির অতি অকর্ত্তব্য ইহাতে বড় দূর্নাম হইবে আর লজ্জা পাইবে খোজেস্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন অতএব সারীর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতি দৃঢ় করি ধরিয়া সারীকে ভূমিতে এমত আছাড়িলেন যে সারীর প্রাণ শরীর হইতে ত্যাগ করিলেক সেই সারী মরিলে পরে সারীর পিঞ্জর খালি পড়িয়া রহিল॥' (পৃ. ৯-১০)

• অজ্ঞাত (দ্বি-ভাষিক সং) • কাল অজ্ঞাত 'তদনন্তর রাত্রি আগতা সময়ে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সমুক্ষে আসিয়া আসনোপবিষ্ট হইয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী সারীও স্ত্রীলোক অতএব আমার মনো দুঃখ সারী প্রবিধান করিবেক আর এ কার্য্যে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজপুত্রের নিকট জাইতে আমাকে অবশ্য অনুমতি দিবেক এমত বুঝাইয়া সমস্ত বিস্তারিত মনকথা সারীকে সুগোচর করিবাতে সারী আপন বুদ্ধি সাধ্যে ও নীতিবাক্য দ্বারায় কহিলেক যে একর্ম্ম স্ত্রীজাতির অতি অকর্ত্তব্য ইহাতে বড় দুর্নাম হইবে এবং সমুহ লজ্জা পাইবে খোজেস্তা সারীর এ সকল কথা শুনিয়া অতি কোপান্বিতা হইয়া সারীর দুই পদে দৃঢ় করি ধরিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিলেক তৎক্ষণাৎ সারী প্রাণত্যাগ করিলেন ও পিঞ্জর সূন্য রহিল ......।' (পৃ - ৭)

শুকেতিহাস

• নীলকমল ভাদুড়ী • ১৮৫২ 'যখন দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন এবং নিশানাথ উডুপতি গগনমণ্ডলে প্রকাশ হইয়া অতি নির্ম্মল সুধাভিষিক্ত কিরণ ভুবনমণ্ডলের চতুর্দ্দিগ বিস্তার করিতে লাগিলেন, এই কালে সুষমা শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নানালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া অনুমত্যর্থ শুকের নিকট গমন করিলে সে নিবেদন করিল, আমি কল্যই আপনাকে তথায় যাইতে পরামর্শ দিয়াছি, তথাপি অদ্য এ ক্ষণ পর্য্যন্ত কেন গৌণ করিতেছেন?' (পৃ. ১৪)

(নীলকমল সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' থেকে অনুবাদ করেছেন। এ কারণে একই অংশ উদ্ধৃত হয়নি।)

শুকোপাখ্যান

• দ্বারকানাথ রায় (সংশোধক) • ১৮৫৫ 'পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া, শারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকীর উপরে বসিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল, যে আমি স্ত্রী

এবং শারীও স্ত্রী, এ সকল কার্য্যে শারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক। ইহা স্থির করিয়া সকল বৃত্তান্ত শারীকে গোচর করিল। পরে শারী নীতিবাক্য দ্বারা কহিল, এ কর্ম্ম স্ত্রী জাতির অতি অকর্ত্তব্য; ইহাতে বড় দুর্ণাম হইবে ও লজ্জা পাইবে। খোজেস্তা এই নীতিবাক্যে ক্রোধোন্মত্তা হইয়া শারীর দুই পদ দৃঢ়পূর্ব্বক ধরিয়া ভূমিতে এমন আছাড় মারিল যে শারীর প্রাণ বিনষ্ট হইল।' (পৃ. ৬)

গ. একই গল্পের ভিন্ন অনুবাদক ও ভিন্ন তাৎপর্য

গল্পসূত্র ঃ *এক কাকের মুখে লোভনীয় আহার — লোভার্ত শিয়ালের স্তব — কাকের মুখব্যাদন — আহার্য বস্তুর পতন — শিয়ালের আহার। (ঈশপ)*

১. The Oriental Fabulist • তারিণীচরণ মিত্র • ১৮০৩

'এক খেঁকশিয়ালী দেখিলেক এক দাঁড়কাক ভালো এক টুকরো পনীরের আপন মুখে লইয়া এক গাছের ডালের উপর বসিয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ খেঁকশিয়ালী বিবেচনা করিতে লাগিল যে এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব। কহিলেক, হে প্রিয় কাক, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি ঃ তোমার সুন্দর মূর্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চোখের জ্যোতি, যদি নম্রতাক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটী গান শুনাইতে, তবে নিঃসন্দেহে জানিতাম যে তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের সমান বটে। আনন্দোন্মত্ত কাক এই নয় কথাতে ভুলিয়া তাহাকে আপন স্বরের পরিপাটী দেখাইবার জন্যে মুখ খুলিলেক তখন পনীর নীচে পড়িল, তাহা তখনি খেঁকশিয়ালী উঠাইয়া লইয়া জয়যুক্ত প্রস্থান করিলেক, আর দাঁড়কাককে অবসরক্রমে আপন মিথ্যা গরিমার খেদ করিতে রাখিয়া গেল।

ইহার ফল এই, যেখানে আরোপিত কথা প্রবেশ করে সেখানে জ্ঞান গোচর লোপ পায়।' (ষষ্ঠ কথা, পৃ. ৩৪-৩৫)

২. নীতিকথা - ৩ • C. S. B. S. • ১৮৪৬ সং (২য়)

'এক কাক বৃক্ষের উপরে যৎকিঞ্চিৎ মাংস মুখে করিয়া বসিয়া আছে, কোন খেঁকশিয়াল ইহা দেখিয়া ঐ মাংসখণ্ড কি প্রকারে আমার হইবে ইহা মনে ভাবিয়া কাককে সম্বোধন করিয়া কহিল, ওহে কাক, তুমি ধন্য পক্ষী, দেবতা ও মানুষদের আহ্লাদজনক; তোমার শরীরের কি সৌন্দর্য্য, ও তোমার পক্ষের বর্ণ কি সুন্দর! ঈশ্বর যদি তোমাকে সুস্বর দিতেন, তবে বুঝি পৃথিবীতে তোমার সদৃশ আর কোন পক্ষী থাকিত না। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কাক সন্তুষ্ট হইয়া সেই শৃগালকে স্বীয় স্বর শ্রবণ করাইবার নিমিত্তে মুখব্যাদান করিল, তাহাতে মুখস্থ মাংসখণ্ড ভূমিতে পড়িল। তৎক্ষণ মাত্রে শৃগাল সেই মাংসখণ্ড ভোজন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

তাৎপর্য। — যে লোক আত্মস্তুতি বাক্যেতে আনন্দিত হয়, তাহার ক্ষতি অবশ্য হয়।' (২৫ সংখ্যক, পৃ. ২১-২২)

৩. জ্ঞানকিরণোদয় ঃ • রেভা. ডি. রোডট • ১৮৪৩

'কোন কাক দোকান হইতে এক পিটা চুরি করিয়া উড়িয়া গিয়া বনের মধ্যে এক উচ্চ গাছে বসিল। সেই গাছতলাতে ক্ষুধিত এক শীয়াল ছিল। কাককে দেখিয়া ঐ শীয়াল মনে২ বলিল, আহাঃ ঐ পিটা যদি আমি খাইতে পাইতাম, তবে বড় ভাল হইত, কেননা পেটের জ্বালাতে মরিতেছি। পরে সে ধূর্ত্ত শীয়াল কাকের প্রতি মুখ ফিরাইয়া অতি মৃদুভাবে বলিতে লাগিল, ও হে প্রিয় মহাশয়,

আপনকাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হই। আহাঃ আপনি কেমন সুন্দর পক্ষী। যে লোকেরা আপনকার নিন্দা করিয়া বলে, কাকের আকার ভাল নয় ও তাহার বর্ণ কুৎসিত ও মলিন, তাহারা অতি দুষ্ট ও অজ্ঞান, আহাঃ মরি২ আপনকার রূপ লাবণ্য দেখিয়া প্রায় হতজ্ঞান হইতেছি, আপনকার শ্যামবর্ণ কলেবর সূর্য্যের কিরণে কিবা ঝলমল করিতেছে। এ কথা শুনিয়া কাক মহাশয় অতি আহ্লাদিত হইয়া পাখা ঝাড়িতে ও বুক ফুলাইতে লাগিল। পরে শীয়াল আরবার তাঁহার প্রতি ধীরে২ বলিতে লাগিল, আপনকার শ্রী মুখের সুমধুর গান যদি শুনিতে পাইতাম, তবে আমার জন্ম সফল হইত, লোকেরা বলে, আপনকার গান শুনিতে ভাল লাগে না, হে মহাশয়, তাহাদের কথা কি মানিব; আপনি আমার এই সন্দেহটী ঘুচাউন, তবে আমি সর্ব্বস্থানে আপনকার সুখ্যাতি প্রচার করিব। কাক শীয়ালের এই সকল কথাতে ভুলিয়া মনে করিল, শীয়াল সরল হইয়া কথা কহিতেছে; তাহাতে সে ঠোঁট খুলিয়া কা কা করিলে পিটা পড়িয়া গেল। পরে শীয়াল দৌড়িয়া গিয়া তাহা ধরিয়া তুলিয়া হাসিয়া গ্রাস করিল এবং কাক অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিল, আমি পাগল শীয়ালের স্তুতিবাদে মন দিলাম কেন।

হে প্রিয় বালক, তোমরা কাহারো স্তবস্তুতি করিও না, এবং কেহ তোমাদের স্তব স্তুতি করিলে তাহাতে মন দিও না, কেননা যাহারা তোমাদের স্তব স্তুতি করে তাহারা তোমাদের মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া কেবল আপনাদের লাভ চেষ্টা করে।' (পৃ. ৫৪-৫৬)

৪. কথামালা • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • ১৮৭৮ সং

'এক কাক, কোনও স্থান হইতে, এক খণ্ড মাংস আনিয়া, মুখে করিয়া, বৃক্ষের শাখায় বসিল। সে ঐ মাংস ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে, এক শৃগাল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, কাকের মুখে মাংসখণ্ড দেখিযা, মনে মনে স্থির করিল, কোনও উপায়ে, কাকের মুখ হইতে ঐ মাংস লইয়া আহার করিতে হইবেক। অনন্তর, সে কাককে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই কাক! আমি তোমার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পক্ষী কখনও দেখি নাই। কেমন পাখা! কেমন চক্ষু! কেমন গ্রীবা! কেমন বক্ষঃস্থল! কেমন নখর! দেখ, তোমার সকলই সুন্দর; দুঃখের বিষয় এই, তুমি বোবা।

কাক, শৃগালের মুখে, এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইল, এবং মনে করিল, শৃগাল ভাবিয়াছে, আমি বোবা। এই সময়ে, যদি আমি শব্দ করি, তাহা হইলে, শৃগাল একেবারে চমৎকৃত হইবেক। এই বলিয়া, মুখ বিস্তার করিয়া, কাক যেমন শব্দ করিতে গেল, অমনি তাহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড ভূমিতে পড়িয়া গেল। শৃগাল তাহা উঠাইয়া লইল, এবং মনের সুখে খাইতে খাইতে, তথা হইতে চলিয়া গেল। কাক হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

আপন ইষ্ট সিদ্ধ করা অভিপ্রেত না হইলে, প্রায় কেহ খোসামোদী করে না। আর, যাহারা খোসমোদীর বশীভূত হয়, তাহাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।' (পৃ. ৮৫)

***গল্পসূত্র ঃ** মিথ্যাবাদী রাখাল বালক — 'পালে বাঘ পড়েছে' বলে চীৎকার — প্রথমে সকলের বিশ্বাস ও আগমন — পরে অবিশ্বাস — সত্যই বাঘের আবির্ভাব ও তাকে হত্যা। (ঈশপ)*

১. নীতিকথা-১ • মিত্র - দেব - সেন • ১৮৫৫ সং

'কোন মাঠের মধ্যে এক রাখাল গোচারণ করিতে করিতে কখন কখন পরিহাসক্রমে মিথ্যা চীৎকার শব্দ করিয়া কহিত, হে কৃষক লোক, আমার গোরুর মধ্যে একটা ব্যাঘ্র আসিয়াছে, তোমরা আসিয়া রক্ষা কর; তাহাতে চাসা লোক রাখালের এই শব্দ শুনিয়া লগুড় ও আর আর অস্ত্র লইয়া ব্যাঘ্র মারিতে যাইয়া বাঘ নাই, রাখাল প্রতারণা করিতেছে, ইহা দেখিত। এই রূপ

রাখালের মিথ্যা পরিহাসে কৃষক লোক অপ্রস্তুত ও পরাঙ্মুখ হইয়া যাইত। পরে একদিন বাস্তবিক একটা ব্যাঘ্র গোরুর পালের মধ্যে আইল; ইহাতে রাখাল পূর্ব্বমত উচ্চৈঃস্বরে কৃষক লোককে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু কৃষকেরা বিবেচনা করিল, রাখাল আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, সুতরাং কেহ তাহার রক্ষার্থে নিকটে না যাওয়াতে ব্যাঘ্র অনেক গোরুকে নষ্ট করিয়া শেষে রাখালকেও বধ করিল। রাখাল মরণকালে খেদ করিয়া বলিতে লাগিল, হায় হায় কৃষক লোকের সহিত পূর্ব্বে কেন প্রতারণা করিয়াছিলাম? যে সময়ে মিথ্যা ছলে কৃষকদিগকে ডাকিয়াছিলাম, সে সময়ে তাহারা আসিয়াছিল, কিন্তু এই ক্ষণে ব্যাঘ্র আমাকে বধ করিল, তথাপি কেহ আসিয়া রক্ষা করিল না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি কোন ক্রমে সত্য কথা কহিলেও কেহ প্রত্যয় করে না।' (২৪ সংখ্যক, পৃ. ২২-২৪)

২. নীতিকথা - ৩ ● C. S. B. S. ● ১৮৪৬ সং

'এক ধূর্ত্ত রাখাল ব্যাঘ্র আসিয়াছে পুনঃ২ এ মিথ্যা কথা কহিয়া চীৎকার করে, তাহা শুনিয়া নিকটস্থ সকল লোক ব্যাঘ্র মারিবার জন্য একত্র হয়, এই রূপে কৌতুক পূর্ব্বক কিছু দিন গেল; কিন্তু একদিন প্রকৃত ব্যাঘ্র দেখিয়া সে রাখাল ব্যাঘ্র২ এই শব্দ করিয়া উঠিল, তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া কোন লোকই আইল না, পরে ব্যাঘ্র মেষদিগকে খাইয়া ফেলিল।

তাৎপর্য্য। — মিথ্যাবাদির সত্য কথাতেও বিশ্বাস হয় না।' (২৮ সংখ্যক, পৃ. ২৩)

৩. শিশুশিক্ষা - ৩ ● মদনমোহন তর্কালঙ্কার ● ১৮৫০

'কৃষ্ণদাস নামে এক রাখাল কোন বনের ধারে গরু চরাইত। একদিন সে তামাসা দেখিবার জন্যে এই বলিয়া মিছামিছি চেচাইতে লাগিল (ভাই রে কে কোথায় আছ দৌড়িয়া আইস আমার পালে বাঘ পড়িয়াছে।) নিকটে কৃষকেরা চাস করিতেছিল, রাখালের চীৎকার শুনিয়া সকলে দৌড়িয়া আসিল; দেখিল বাঘ নাই, বালক হী হী করিয়া হাসিতেছে। তখন তাহারা রাখালের তামাসা বুঝিতে পারিয়া গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। দুর্ব্বুদ্ধি রাখাল মধ্যে মধ্যে এইরূপ মিথ্যা চীৎকার করিয়া কৃষকদিগকে ডাকিত ও কৌতুক দেখিত।

দৈবাৎ এক দিন সত্য সত্যই বাঘ আসিয়া গরুর পালে পড়িল। রাখাল বালক বাঘ আসিয়াছে বলিয়া বার বার চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সে দিন কেহই আসিল না। সকলেই মনে করিল মিছামিছি ডাকিতেছে। তখন বাঘ গরুর পাল নষ্ট করিয়া মিথ্যাবাদী রাখালের ঘাড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল।' (মিথ্যা কথার অনেক দোষ, পৃ. ১০-১১)

৪. কথামালা ● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ● ১৮৭৮ সং

'এক রাখাল মাঠে গরু চরাইত। ঐ মাঠের নিকটবর্ত্তী বনে বাঘ থাকিত। রাখাল, তামাসা দেখিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত। নিকটস্থ লোক, বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া, অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া, তাহার সাহায্যেব নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইত। রাখাল দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিত। আগত লোকেরা অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া যাইত।

অবশেষে একদিন, সত্য সত্যই, বাঘ আসিয়া তাহার পালের গরু আক্রমণ করিল। তখন রাখাল, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহু চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সে দিবস, এক প্রাণীও তাহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল না। সকলেই মনে করিল, ধূর্ত্ত রাখাল, পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের মত, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, আমাদের সঙ্গে তামাসা করিতেছে। বাঘ

ইচ্ছামত পালের গরু বধ করিল, এবং অবশেষে, রাখালের প্রাণ সংহার করিয়া, চলিয়া গেল। নির্ব্বোধ রাখাল, সকলকে এই উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে, মিথ্যাবাদীরা সত্য কহিলেও, কেহ বিশ্বাস করে না।' (পৃ. ২৮)

গল্পসূত্র ঃ *মাঠে চরে বেড়ানো বিশাল-শরীর বলদ — ব্যাঙের ঈর্ষা — বলদের মত শারীরিক আয়তন করার চেষ্টা — পেট ফেটে মৃত্যু (ঈশপ)*

১. The Oriental Fabulist • তারিণীচরণ মিত্র • ১৮০৩

'এক বলদ যে নাবল ভূমে চরিতেছিল, তাহার প্রাশস্ত্য ও তেজ এক বেঙ দেখিয়া বড় চকিত হইল, এবং অধৈর্য্য হইয়া চাহিলেক যে সেই প্রকাণ্ড স্থৌল্য মত আপনাকে বিস্তার করে। ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত বায়ু পূরিত হইয়া এবং ফুলিয়া কহিলেক, " হে ভগিনী, তুমি কি বুঝ ইহাতেই হইবেক।" সে বলিলেক, অহা হইতে অনেক দূর আছ। ফিরে কহিলেক, "এখন হইল?" সে কহিলেক, কিছুই হয় নাহিঁ। পুনশ্চ জিজ্ঞাসিলেক, "কেমন নিঃসন্দেহ এই হইল?" সে উত্তর দিলেক, কিছু অহার ন্যায় হয় নাহিঁ। পরে, এমত বৃথা মনঃস্থতে বিস্তর হাস্যস্পদ চেষ্টা পাইয়া, সেই বেঙ আপন চাম ফাটাইলেক, এবং সেইখানে ব্যামোহতে সারা হইল।

ফল, মহৎ ব্যক্তিরদিগের আন্ত্রিক গুণ অপেক্ষা, তাহারদিগের বাহ্য বিষয়ের সহিত সমান হইবার মিথ্যা বাসনা করণ পুন পুন আমাবদিগের নষ্ট হওনের হেতু ইতি।' (ত্রয়োবিংশতি কথা, 'ভেক ও বলদের')

২. হিতোপদেশ • রামকমল সেন • ১৮২০

'কোন প্রান্তরমধ্যে এক প্রকাণ্ডশরীর বৃষ চরিতেছিল, সেখানে একটা বৃদ্ধ হিংস্র অতিপ্রবীণ ভেক আসিয়া বৃষের দিকে মুখ বিস্তৃত করিয়া আপন অপত্যেরদিগকে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, যে হেরো দেখ, একটা অসম্ভাবাকার সাঁড় চরিতেছে, বৃষের শরীর বৃহৎ আর পেটমোটা কিন্তু যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ইহা অপেক্ষায় এই ক্ষণে দ্বিগুণ হইতে পাবি. ইহা কহিয়া ভেক দুই চারিবার লম্ফ দিয়া শ্বাস অবরোধ করিয়া আপন উদর স্ফীত করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকালে উদরের চর্ম্ম ফাটিয়া ভেক মরিয়া গেল. (এক ভেক আর বৃষ)

গল্পসূত্র ঃ *গাছে যুগল কপোত — নিচে মাটিতে ধনুক হাতে ব্যাধ — আকাশে বাজ পাখি — ব্যাধকে সর্পদংশন — হাতের তীর ছুটে বাজপাখির মৃত্যু — সাপের বিষে ব্যাধের মৃত্যু — যুগল কপোতের রক্ষা।*

১. ইতিহাসমালা • উইলিয়ম কেরি • ১৮১২

'চম্পকারণ্যে চন্দন বৃক্ষে কপোত ও কপোতিকা দুই জন অনেককাল পর্য্যন্ত বাস করে। একদিন প্রাতঃকালে কপোতিকা অনিষ্ট দর্শন করিয়া অতি কাতর হইয়া কপোতকে কহিল হে প্রাণনাথ অদ্য আমারদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, দেখ, বৃক্ষের তলেতে এক ব্যাধ ধনুকেতে বাণ সংযোগ করিতেছে এবং বৃক্ষের উপর শূন্য ভাগে এক শ্যেন পক্ষী উড়িতেছে এ কারণ এখন ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতিরেকে আমারদিগের বাঁচিবার আর উপায় নাই। ইতোমধ্যে এক সর্প আসিয়া সেই ব্যাধকে দংশন করিলে বিষ জ্বালাতে ব্যাধের শরীর অবশ হইল তাহাতে সেই শর শ্যেন পক্ষির অঙ্গে লাগিয়া শ্যেন পক্ষী মরিল ও সর্পাঘাতে সেই ব্যাধ বৃক্ষতলে মারা পড়িল কপোতেরা নিরাতঙ্ক হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

অতএব বলি প্রাণিরদিগের রক্ষার্থে পরমেশ্বরের কেমন ইচ্ছা তাহা কহা যায় না। ইতি।' (পৃ. ৬৬-৬৭)

২. কবিতা রত্নাকর • নীলরত্ন হালদার • ১৮৩০ সং

'কপোত কপোতিকা এক বৃক্ষে বসিয়া আছে, এমত কালে সমাগত ব্যাধ ও শ্যেন পক্ষিকে দেখিয়া কপোতিকা ব্যাকুল হইয়া, আপন স্বামিকে কহিল যে, হে নাথ! এক্ষণে অন্তকাল উপস্থিত, যেহেতু বৃক্ষের অধোতে ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া আছে, এবং উপরে শ্যেন পক্ষী ভ্রমণ করিতেছে, আর জীবনের প্রত্যাশা নাই, ইতি মধ্যে একটা সর্প ব্যাধকে দংশন করিল ও তৎক্ষণাৎ ব্যাধের হস্তনিক্ষিপ্ত শরের দ্বারা উপরিস্থিত শ্যেন পক্ষী হত হইবায় হঠাৎ দুইজনেই যমালয়ে প্রস্থান করিল, অতএব দৈবের গতি অতি বিচিত্রা।' (পৃ. ৭-৮)

গল্পসূত্র ঃ *অলস ও কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি — সামান্য মজুরি প্রাপ্তির আশা — কল্পনায় তাকে বহুগুণ বাড়ানো — কল্পনায় বড়লোক হওয়া — অবশেষে কঠিন বাস্তবে প্রত্যাবর্তন।*

১. ইতিহাসমালা • উইলিয়ম কেরি • ১৮১২

'কাশ্মীব দেশেতে মন্দবুদ্ধি নামে এক সেকচিল্লী থাকে সে নগরে মোট বহিয়া মজুরী করিয়া খায় এমতে কথক দিন যায়। এক দিবস কোন সিপাই হস্তিনা নগর হইতে সেখানে আসিয়া এক ঘড়া ঘৃত খরিদ করিয়া মজুর তল্বাস করিতে ঐ মন্দবুদ্ধি বলিল যে আমি এই ঘৃতকুম্ভ লইয়া যাইব কিন্তু রোজ চারি আনা মজুরী লইব সিপাই তাহা স্বীকার করিল। পরে মন্দবুদ্ধি তাহার সঙ্গে ঘৃতকুম্ভ লইয়া যাইতে২ পথি মধ্যে মনে২ বিচার করিতে লাগিল ঐ যে সিপাইর ঠাঁই মজুরী পাইব তাহাতে প্রথম মুরগী খরিদ করিব তাহার অনেক বাচ্চা হইলে পাল বাড়িলে মুরগী বেচিয়া বকরী কিনিব তাহার পাল বাঢ়াইয়া বেচিয়া গরু কিনিব গরুর পাল বাঢ়াইয়া বেচিয়া হাতি কিনিব হাতির পাল বাঢ়াইয়া বেচিলে টাকা অনেক হইবে সেই টাকাতে কোঠা করিব এবং বিবাহ করিব বিবাহ কবিলে পুত্র হইবে আমি বড়মানুষ হইব পুত্র ডাগর হইবে আমি দালানে বসিয়া থাকিব আমাকে ভাত খাইতে ডাকিতে আইলে আমি ভাত খাইব না ইহা বলিয়া মাথা লাড়িতেই মাথা হইতে সে ঘৃত কুম্ভ ভূমিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সিপাই তাহাকে ধরিয়া মারিল ....।' (চতুঃসপ্ততিতম কথা, পৃ. ১৫৩-১৫৪)

২. মনোরঞ্জনেতিহাস • তারাচাঁদ দত্ত • ১৮১৯

'এক জন ক্ষত্রিয় এক কলসী ঘৃত ক্রয় করিয়া বাজার হইতে আপনার ঘর আনিবার কারণ, চারি আনা মূল্যেতেএক মুটিয়া ভাড়া করিল; সেই মুটিয়া সেই কুম্ভ মস্তকে লইয়া, অতিশয় উল্লাসিত হইয়া, মনে২ কহিতে লাগিল, ইহাতে যে বেতন পাইব তাহাতে এক দম্পতী হংস ক্রয় করিব, তাহার বাচ্চা ক্রমে২ অনেক হইবেক; পরে সে সকল বিক্রয় করিয়া এক দম্পতী অজা কিনিব; তাহার বাচ্চা হইলে দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া, আমার নির্ব্বাহ হইবেক; এবং ক্রমে২ পাল বাড়িলে সকল বিক্রয় করিব. সাত আট সের দুগ্ধ দেয় এমত এক গাভী ক্রয় করিয়া ধন সঞ্চয় হইবেক; অল্প সময়ে বিস্তর বৎস ও ধেনু ঐ গাভী দ্বারা হইবেক, তাহার মধ্যে যাহারদের দুই চারি দন্ত হইবে তাহা উত্তম মূল্যে বিক্রয় হইবেক; এই রূপে বহু ধনাধিপতি হইলে এক সুন্দরী ও উপযুক্তা কন্যা বিবাহ করিব, এবং দুই এক বৎসরের মধ্যে সন্তানও হইতে পারিবেক; তখন আপনি কোন কর্ম্ম করিব না; আমার দাসেরাই সকল করিবেক, আমি কেবল বসিয়া ঠাকুরালী করিব. যখন আমার পুত্র অন্তঃপুর হইতে আসিয়া আমাকে বলিবেক, পিতা ভোজন কর আসিয়া, এখন এমনি করিয়া (মাতা নাড়িয়া) বলিব, এখন ভোজন

করিব না. এই কথা কহিয়া মস্তক নাড়িবামাত্র ঘৃতকুম্ভ মস্তক হইতে ভূমিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; তাহাতে সিপাহী তাহাকে বেত্রাঘাত করিল.

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে আপনার পদের কিম্বা অবস্থার অধিক অথবা অসম্ভব ও দুর্লভ আশাতে মত্ত হইলে নিরাশা ও দুর্দ্দশান্বিত হইতে হয়.' (অসার আশা, পৃ. ১২-১৩)

৩. জ্ঞানচন্দ্রিকা • গোপাললাল মিত্র • ১৮৩৮

এই গল্পটি এখানে কিছুটা ভিন্ন চেহারায় দেখা দিয়েছে। গল্পটি আমাদের ভাষায় বর্ণনা করছি।

ক্ষেত্রপাল নামে এক অলস বণিকপুত্র পিতার মৃত্যুর পর কিছু তামার মুদ্রা পেয়ে কয়েকটি সুন্দর মাটির কলসি কিনল। এরপর ভাবল — এই কলসি বিক্রি করে যা লাভ হবে তা দিয়ে সে মিষ্টান্ন কিনবে, মিষ্টান্ন বিক্রির টাকায় কাপড় কিনবে, কাপড় বিক্রির টাকায় প্রচুর অর্থ সঞ্চয় হবে, সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সে বিশাল বাড়ি তৈরি করবে। এরপর দামি মণিমুক্তো সংগ্রহ করে দাস-দাসী আনবে, নীলকান্তমণি কিনবে এবং প্রতিবেশী রাজাকে হারিয়ে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসবে। রাজা হওয়ার পর সে প্রধান সচিবের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করবে। নববিবাহিতা পত্নীকে সে নীতিশিক্ষা দেবে। স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হবে, স্ত্রী পায়ে পড়বে কিন্তু ক্ষেত্রপাল পদাঘাত করবে। ভেবে উত্তেজনায় সে মাটির কলসিগুলিতেই পদাঘাত করে বসল। (আশা বিষয়ক)

ঘ. কালানুক্রমিক নিদর্শন

• ১৮০২ • ১ ক. 'কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়।' **(হিতোপদেশ, গোলোকনাথ শর্মা)**

খ. 'কোন তরুর ওপর বায়স দম্পতী বাস করে। সেই বৃক্ষের কোটরে এক কৃষ্ণ সর্প তিনিও থাকেন। সেই সর্পেতে ঐ কাকে যখন ডিম্ব করে তখনি খাইয়া ফেলে। তারপর বায়সী পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইলে স্বামীকে কহিতেছে। হে নাথ তুমি এ তরু ত্যাগ কর তাহা না করিলে দেখ এই সর্পে বার২ আমারদের অপত্য নষ্ট করে। এ বারো খাইয়া ফেলিবে। শুন দুষ্টা স্ত্রী শঠ মিত্র উত্তরদায়ক ভৃত্য সসর্প গৃহে বাস করিলে মৃত্যুর সংশয় নাহি।' **(ঐ, গোলোকনাথ শর্মা)**

গ. 'নর্ম্মদাতীরে বিশাল শালমলী নামে এক তরু আছে। সেই তরুতে বর্ষা কালে পক্ষী সকল বাসা করে সুখে বাস করে। তারপর এক দিন অতি ঘোরতর মেঘেতে মুষুল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ হইতেছে। সেই তরুর তলেতে কতকগুলি বানর শীতে কম্পবান হইয়াছে। তাহারদিগকে দেখিয়া পক্ষীরা বলিল ওহে বানরেরা শুন আমারদের এই বাসার তৃণ দিয়া হস্তপদাদি আচ্ছাদন কর।' **(ঐ, গোলোকনাথ শর্মা)**

২. 'এই পরামর্শ করিয়া রাজা হাজার হূণ দেয়াইলেন রাজার নিকট হূণ পাইয়াও তথা হইতে গেল না কথাও কিছু কহিল না। তখন রাজা কহিলেন হে যাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লজ্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হূণ দেওয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য কথা কিছু যদি জান তবে কহ।' **(বত্রিশ সিংহাসন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)**

● ১৮০৩ ● ক. 'এক নেকড়িয়া অত্যন্ত লোভেতে একখান হাড় গিলিতে, তাহা দুরাদৃষ্টক্রমে তাহার গলাতে আটকিল; আর আপন অতিশয় বেদনাতে তাহা বাহির করিবার নিমিত্তে সকল পশুর নিকট মিনতি করিয়া, প্রার্থনা করিলেক। কেহ এমন ভয়ানক কপাল পরিক্ষার ঝুঁকী লইলেক না, কেবল সারস তাহার পুরুষ্কারের ধর্মত বচনে সম্মত হইয়া, আপন অত্যন্ত লম্বা গলা তাহার গলার ভিতর প্রবেশ করিতে অসংসাহসি করিলেক, এবং স্বচ্ছন্দে কর্ম সম্পন্ন করিয়া পুরুষ্কার চাহিলেক। নেকড়িয়া কহিলেক, দেখ কোন কোন পশুর এ কি অন্যায়! আমি কি তোকে আপন গলা আমার মুখে হইতে স্বচ্ছন্দে বাহির করিতে দি নাহিঁ, যে তুই আপন উচিত জ্ঞানে আর পুরুষ্কার চাহিস?' (**The Oriental Fabulist, তারিণীচরণ মিত্র**)

খ. 'দুই মিত্র একত্রে এক ভয়ানক বনের মধ্যে দিয়া ভ্রমণ করিতে যাত্রা করিয়া, উভয়ে এই নির্বন্ধ করিলেক, যদি কাহার উপর কিছু বিঘটিত হয় তবে পরস্পর সহকার্য্য করিবেক। তাহারা অনেক দূর না যাইতে দেখিলেক এক ভালুক বড় ক্রোধ করিয়া তাহারদিগের প্রতি আসিতেছে। পলাইবার কোন উপায় ছিল না ঃ কিন্তু তাহারদিগের একজন যে বড় প্রখর ছিল, এক গাছের উপর লাফাইয়া চড়িল; তাহাতে আর এক জন যে শুনিয়াছিল, যে এ জন্তু মৃত শরীরকে ধরে না, তাহা স্মরণ করিয়া উপুড় হইয়া ভূমে পড়িল, এবং নিঃশ্বাস বদ্ধ করিয়া মড়া হইয়া রহিল। ভালুক আসিয়া উপস্থিত হইল, আর ক্ষণেককাল তাহাকে সুঁখিয়া ছাড়িয়া গেল। যখন সে দৃষ্টের ও শব্দ শ্রবণের বহির্ভূত বিলক্ষণ হইল, বীর বৃক্ষের উপর হইতে কহিলেক — ভাল, হে বন্ধু, ভালুক কি কহিলেক? দেখি ও যে বড় কাছাকাছি তোমার কানাকানী করিলেক। সে উত্তর দিলেক, করিলেক বটে, আর আমাকে এই অপূর্ব নীতি কহিয়া গেল; — যে দুরাত্মা আপন বন্ধুকে বিপত্তি কালে ত্যাগ করে, তাহার সঙ্গ কখনো করিও না।' (**ঐ, তারিণীচরণ মিত্র**)

● ১৮০৫ ● ক. ' এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাইতে মস্তক প্রবেশ করাইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহু শ্রমে জালা হইতে বাহির হইয়া বনে গেল। আর২ জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎ জন্তু হইবেক। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্তু তাহার শব্দেতেও তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক না।' (**তোতা ইতিহাস, চণ্ডীচরণ মুন্‌শী**)

খ. '..... এক নগরমধ্যে এক জন প্রধান লোক ছিল তাহার কুরূপ আর মন্দ চরিত্র ও নির্বোধ এক পুত্র ছিল। পরে সে বালকের যুবাকাল হইলে সেই সয়দাগরের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেক —। সয়দাগরের কন্যা অতি সুন্দরী গীতশাস্ত্রে বড় নিপুণা। পরে এক রাত্রিতে সেই স্ত্রী আপন অট্টালিকার ছাতের উপর বসিয়া রহিয়াছে ইতিমধ্যে একজন যুবাপুরুষ সেই অট্টালিকার দেয়ালের নীচে দাঁড়াইয়া গীত গাইতেছিল। ঐ স্ত্রী তাহার গীতের শব্দ শুনিয়া তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া অট্টালিকা হইতে নীচে আসিয়া সেই যুবার নিকট যাইয়া কহিলেক যে ওহে যুবা তুমি শুন আমার স্বামী বড় নির্বোধ ও কুৎসিত অতএব তুমি আমাকে আপন সঙ্গে লইতে পার? (**ঐ, চণ্ডীচরণ মুন্‌শী**)

● ১৮০৮ ● ১.ক. 'ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নাম নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণ যুক্ত সুদর্শন নাম রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্ত্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ

করিলেন তাহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেই অনর্থের নিমিত্ত হয় যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না।' **(হিতোপদেশ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)**

খ. 'কোন বৃক্ষেতে কাকদম্পতী বাস করে বৃক্ষকোটরে স্থিত তাহারদিগের সন্তানসকল কাল সর্পেতে খায়। তদনন্তর পুনর্ব্বার কাকী অন্তরাপত্যা হইয়া কাককে কহিল। হে স্বামি এ বৃক্ষ ত্যাগ কর এই তরুতে অবস্থিত কৃষ্ণসর্প সর্ব্বদা আমারদিগের সন্তানকে ভক্ষণ করে। যে হেতুক ভ্রষ্টা স্ত্রী খল মিত্র প্রত্যুত্তরদায়ক দাস আর সর্পের সহিত বর্ত্তমান গৃহেতে বাস এই সকল মৃত্যু স্বরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই।' **(ঐ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)**

গ. 'অনন্তর ব্রাহ্মণকে রাজার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার নিমিত্তে আহ্বান আইল তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য স্বভাবপ্রযুক্ত ভাবনা করিলেন যদি শীঘ্র না যাই তবে অন্য কেহ শুনিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবেক। যেহেতুক ধনাদির গ্রহণ ও ধনাদির দান ও অন্য২ করণোপযুক্ত কর্ম্ম এই সকলকে যদি শীঘ্র না করে তবে কাল তাহারদিগের রস পান করেন। এ স্থানে বালকের রক্ষক নাই এই নিমিত্তে কি করি যাউক এখন নকুলকে পুত্রতুল্য করিয়া বহুকাল পালন করিয়াছি অতএব শিশুরক্ষণেতে স্থাপন করিয়া যাই। তাহা করিয়া গেলেন।' **(ঐ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)**

● ১৮১২ ● 'এক ব্যাধের নিকটে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিলেক হে ভাই তোমার নিকটে ভালূকের চর্ম্ম আছে কি না যদি থাকে তবে এই চারিটি টাকা লও আমাকে একখানি চর্ম্ম দেও ব্যাধ কহিলেক আমার ঘরে চর্ম্ম নাই আমার সঙ্গে বনে চল আমি ভালূক মারিয়া চর্ম্ম দিব। পরে উভয়ে একত্র হইয়া বনে গিয়া সেই ব্রাহ্মণ বৃক্ষের উপরে থাকিলেক। ব্যাধ নীচে ধনুর্ব্বাণ লইয়া থাকত এক ভালূক দর্শন করিয়া বাণক্ষেপ করিলেক বাণ ভালূকের গায়ে লাগিলেক না। ভালূক ব্যাধকে মারিবে ইহা ব্যাধ বুঝিয়া মৃতপ্রায় হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিলেক ভালূক আসিয়া ব্যাধকে মৃত দেখিয়া কর্ণে ও মুখে ঘ্রাণ লইয়া চলিল। পরে ব্রাহ্মণ বৃক্ষ হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক হে ব্যাধ ভালূক তোমার কর্ণে কি কহিয়া গেল ব্যাধ কহিল হে বিপ্র ভালূক আমাকে বলিল যে হে ব্যাধ তোমার চর্ম্মের সঙ্গতি নাই তুমি কেন টাকা লইয়াছ এমন কর্ম্ম আর কখনও করিওনা।' **(ইতিহাসমালা, উইলিযম কেরি)**

● ১৮১৫ ● 'কালিন্দী নদীতীরে যোগিনীপুর নামে এক নগর তাহাতে অলাবুদ্দিন নামে এক যবনরাজ ছিল সে এক সময় কোনহ কারণে মহিমাসাহ নামে আপন সেনাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। মহিমাসাহ কুপিত প্রভুকে প্রাণগ্রাহক জানিয়া এই চিন্তা করিল যে সক্রোধ নরপতিতে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন রাজা এবং সূচক ও সর্প ইহারা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হয় না যে হেতুক সম্ভ্রম দর্শন করাইয়া নষ্ট করে তাহা পূর্ব্বে অনুভব করা যায় না অতএব যাবৎ আমি বদ্ধ না হই তাহার মধ্যে সম্প্রতি কোন স্থানে গিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করি এই বিবেচনা করিয়া নিজ পরিবারের সহিত পলায়ন করিল এবং পলায়ন করত এই বিবেচনা করিল যে আমার পরিজনের দূর গমনের সাধ্য হইবে না এবং পরিজন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা অকর্ত্তব্য।' **(পুরুষপরীক্ষা, হরপ্রসাদ রায়)**

● ১৮১৯ ● 'এক শৃগাল ক্ষুধিত হইয়া আহারান্বেষণ করিতেছিল, দৈবাৎ সম্মুখে এক বৃক্ষোপরি এক কাটবিড়ালি দেখিল; সে কোমল জন্তু, ও শৃগালের উপাদেয় খাদ্য; সুতরাং (মু.প্র.) কিন্তু

তাহাকে ধরিবার কোন উপায় না পাইয়া শৃগাল তাহাকে কহিল, তোমার পিতা পিতামহ অতিশয় যোগ্যতাবন্ত ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তাঁহারা এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে লম্ফ দিতে পারিতেন. সেও তাহা করিল. পরে শৃগাল বলিল, তাঁহারা বৃক্ষের ডাল হইতে এক লম্ফ দিয়া মূলে আসিতে পারিতেন; কাটবিড়াল শৃগালের স্তবে মগ্ন হইয়া মূলে লম্ফ দিয়া, নামিবামাত্র শৃগাল তাহাকে গ্রাস করিল.'

দেখ স্তাবক কেবল স্বকার্য্য সাধনার্থ ব্যতিরিক্ত অন্য হেতু স্তব করে না, অতএব স্তব যাহার কর্ণে কণ্টকের ন্যায় বাজে, সেই সুবোধ, স্তবের দ্বারা সে কখন প্রতারিত হয় না; কিন্তু বালকেরদিগের কর্ণে অঙ্গুলি দেওনের ন্যায় মিথ্যা স্তবে ও প্রশংসাতে যাহার সুখ বোধ হয়, সেই নির্ব্বোধ, তাহাতে অবশ্য ক্ষতি হয়.' **(মনোরঞ্জনেতিহাস, তারাচাঁদ দত্ত)**

● ১৮২০ ● ১. 'এক মহাপক্ষী উচ্চ পর্ব্বত হইতে উল্লম্ফন করিয়া এক ক্ষুদ্র মেষের উপরে পড়িয়া তাহাকে লইয়া পর্ব্বতে উঠিল, তাহা দেখিয়া এক কাক সেই বৃহৎ কর্ম্ম করিতে উৎসুক হইয়া এক মেষের উপরে আক্রমণ কবিয়া পড়িবামাত্র তাহার পা মেষের রোমসমূহের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল, পরে কৃষকেবা তাহাকে ধরিযা মারিয়া ফেলিল.' **(হিতোপদেশ, রামকমল সেন)**

২. ক. 'কোনলোক একজন বিচক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেক, যে বালকেরদিগের কিং শিক্ষা করা উচিত হয়? তাহাতে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিলেন, যে মনুয্যভাবাপন্ন হওয়াকালে যাহা আবশ্যক, তাহাই বালকেরদিগের শিক্ষা কবা কর্ত্তব্য. আর এক পণ্ডিত ও ইহা কহিয়াছেন, যে বালকেরদিগকে সৎপথই লওয়াও, কেননা তাহারা বৃদ্ধ হইলেও, সে পথ ত্যাগ করিবে না.' **(উপদেশকথা, দ্বি-ভাষিক সংস্করণ, জেমস্ স্টুয়ার্ট)**

খ. 'যেঃ বিষয়ে তোমারদিগের পিতামাতাব আজ্ঞা আছে, তাহা যদি ঈশ্বরাজ্ঞার বিপরীত না হয; তবে সেই আজ্ঞাই যত্নপূর্ব্বক পালন কর. এবং সৎসঙ্গে বাস করিয়া ভাল ব্যবহার শিক্ষা করত পিতামাতার প্রতি ভক্তি কর.

মনুয্যের উচিত হয়, যে পিতামাতাকে শ্রদ্ধাভক্তি করেন; কেননা পিতামাতার সন্তানাকাঙ্ক্ষার হেতু, এই পুত্র জন্মিয়া জ্ঞানবান হইয়া, সকলের কাছে মান্য হইবেন. তাহাতে করিয়া আমরাও মান্য হইব.' (ঐ)

গ. 'শান্ত এবং শিষ্ট হইবার প্রথম উপায় এই যে আপনারদিগকে রাগের বশতাপন না করিয়া সর্ব্বদা সাবধান পূর্ব্বক থাকিয়া রাগকে আপনার বশে রাখা বড় ভাল হয়. যে ব্যক্তি রাগকে পরাজয় করিতে পারে, সে ব্যক্তি বড় বলবান শত্রুকেও পরাজয় করিতে পারে. যদি আমরা রাগকে পরাভব করিতে না পারি, তবে রাগ আমারদিগকে পরাভব করিবেক. (ঐ)

● ১৮২৫ ● 'এক ব্রাহ্মণের চারি জামাতা এক রাত্রে তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিল, তাহারা শ্বশুরালয়ের সুখে বিশেষতঃ চারিজনের পরস্পর আমোদ প্রমোদে বহুকাল বাস করিল, তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ও তাহার সন্তানেরা বিরক্ত হইয়া হরি নামক জ্যেষ্ঠ জামাতাকে একদিন ভোজনকালে অন্নে ঘৃত দিল না, তাহাতেই হরি অনাদর ভাবিয়া প্রস্থান করিলেন, পশ্চাৎ দ্বিতীয় জামাতা মাধব তাঁহাকে পীঠাসন না দেওয়াতে, ভূমিতে বসিয়া ভোজন করিয়া পরদিনে পলায়ন করিলেন, তৃতীয় পুণ্ডরীকাক্ষ একদিন কদন্ন আহার করিয়া অসম্মান বোধ হওয়াতে প্রস্থান করিলেন, কনিষ্ঠ জামাতা ধনঞ্জয় এ সকল অপমান মনে না করিয়া পাঁচজন শালি শেলজের

আমোদে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা কন্যার পতি হওয়াতে আপনাকে প্রিয় অভিমান করিয়া, শ্বশুর বাটীর সুখ কেবল দুগ্ধের মুখ চাহিয়া রহিলেন, পরে ঐ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা বাক্‌কৌশলে কলে ছলে বলে কোনহ দিগে না পারিয়া সকলে পরামর্শ করিয়া এক দিন মিথ্যা বাদানুবাদে ঐ ধনঞ্জয়কে এমত প্রহার করিল যে, তিনি বিদায় হইলেন, ...।' **(কবিতারত্নাকর, নীলরত্ন হালদার)**

● ১৮২৯ ● ক. 'তুরুকীয়েরদের বাদশাহ্ সোলিমান বেলগ্রেদ নগব দখল করিলে দরিদ্রা এক স্ত্রী রোদন করণপূর্ব্বক আসিয়া তাঁহার নিকটে এই নালিশ করিল যে কতক সৈন্য তাহার যে গবাদিতে তাহার সর্ব্বস্ব ছিল তাহা হরণ করিয়াছে বাদশাহ উত্তব করিলেন যে তুমি যদি ডাকাইতদের শব্দ না শুনিলা তবে সে সময়ে তোমার অবশ্য অতিশয় নিদ্রা ছিল। তাহাতে স্ত্রী এই প্রত্যুত্তর করিল যে 'আমি নিদ্রিত ছিলাম বটে কিন্তু এই ভরসাতে ঘুমাইলাম যে আপনি সকলের মঙ্গলের নিমিত্তে জাগ্রৎ ছিলেন। বাদশাহ্ তাহার এই কথাতে কিছু বিরক্ত না হইয়া তাহার হৃত বস্তু সকল ফিরিয়া দিলেন।' **(সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস, জে. সি. মার্শম্যান)**

খ. 'তুরুক দেশে এক ব্যক্তি দুঃখির গৃহ তাহার ধনবান প্রতিবাসী হরণ করিয়া লইল। দরিদ্রের নিকটে আপন স্বত্ত (মু.প্র.) সাব্যস্ত করণোপযুক্ত পাট্টাপ্রভৃতি সমুদায় ছিল কিন্তু তাহার বিপক্ষ সেই পাট্টাপ্রভৃতি অপ্রমাণকরণার্থে কতক বব্বলিয়াকে টাকা দিয়া আনিল এবং মোকদ্দমাতে জয়িহওনার্থে কাজীকে পাঁচ শত টাকা ঘুষ দিল।

মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইলে দরিদ্র ব্যক্তি সকল বেওয়া কহিল এবং পাট্টাপ্রভৃতি দাখিল করিল কিন্তু তাহা প্রমাণ করণার্থে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে পারিল না। তাহার শত্রুর আপন পক্ষে অনেক মিথ্যা সাক্ষি থাকাতে সে আপন মোকদ্দমার তাবৎ ভার সাক্ষিরদের উপরে রাখিল এবং দরিদ্র ব্যক্তি যে তাহার স্বত্ত (মু.প্র.) সাব্যস্ত করিতে পাবিল না ইহা কহিয়া কাজীকে ডিক্রী করিতে প্রার্থনা করিল।' **(ঐ, জে. সি. মার্শম্যান)**

● ১৮৩০ ● ১. 'ভাগীরথীতীরে পাটলীপুত্র নামে এক নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণবশিষ্ট (রাজগুণবিশিষ্ট) সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন্ সেই ভুপতি (ভূপতি) এক সময় কাহারও কর্ত্তৃকপঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন্ তাহার অর্থ এই যে অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের দর্শক এমত যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাহি সেই অন্ধ। আর যৌবন আর ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেই অনর্থের নিমিত্ত হয় আর যেখানে এ চতুষ্টয় একাধারবর্ত্তি সেখানে কি হয় তাহা কহিতে পারিনা।' **(হিতোপদেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার)**

২. 'আমাদিগের উপর যে আপদ ঘটিবে তাহা উভয়ে সহ্য করিব, এবং পরস্পর সহকারী হইব; এই নিয়ম করিয়া দুই বন্ধু দেশভ্রমণ করিতে লাগিল। যাইতে২ পথের মধ্যে অকস্মাৎ এক ভয়ঙ্কর ভালূকের সহিত সংঘটন হইল; তাহাতে পলাইবার কোন উপায় চেষ্টা করিয়া, না পাইয়া এক জন এক বৃক্ষে উঠিল, আর এক জন নিরুপায় হইয়া মৃত্তিকার উপরে মৃত্তিকায় মুখ দিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রহিল। পরে ভালূক আসিয়া তাহার গায়ে মুখ দিয়া বেড়াইতেলাগিল, ও তাহার নাসিকায় ও কর্ণে মুখ দিয়া অনুভব করিল, যে কেবল মৃত্যু শরীর, অতএব তাহাকে ছাড়িয়া গেল। কিন্তু ভালূক যাইবামাত্র অন্যজন বৃক্ষ হইতে নামিয়া বলিল, যে হে বন্ধো, ভালূক তোমার কাণে২ কি বলিল? তাহাতে সেই ব্যক্তি এই উত্তর দিল, যে ভালূক

আমাকে এই কথা বলিল, যে কেমন করিয়া এ-প্রকার লোকের সহিত বাস কর যাহারা আপদের সময় বন্ধুদিগকে আপদে ফেলিয়া পলায়ন করে? ইতি।' **(নীতিকথা- ২, ১৮৩০ সং, পিয়ার্সন)**

● ১৮৩২ ● ১. ক. 'পুত্ত্র সকল মাতা পিতার কার্য্যে অবিরত থাকিবেন, যে যাহাতে তৎকার্য্য সম্পন্ন করণে সমর্থ হন, অতএব লোকে ও শাস্ত্রে কথিত আছে যে মাতা পিতার অভিমত কর্ম্মচারী পুত্ত্র, উত্তম আর মাতা পিতার বাক্য প্রতিপালনকারী পুত্ত্র মধ্যম এবং মাতা পিতার অসম্মত কার্য্যে ও আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে নিয়ত রত পুত্ত্র, অধম,॥' **(জ্ঞানার্ণবঃ, ২য় সং-১৮৪২, প্রেমচাঁদ রায়)**

খ. 'দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় বস্তু মধ্যে বিদ্যা অত্যুত্তম বস্তু যে হেতু বিদ্যা নির্লিপ্তা অদৃশ্যা সদা শুচি অগ্নিতে দগ্ধা ও জলেতে মগ্না হয় না। এবং অস্পৃশ্যা অতএব চৌর দস্যু কর্ত্তৃক অপহার যোগ্যা নহে ও রাজা রাজ দণ্ডাদি ছসে (ছলে) বলে কলে কৌশলে অপহরণ করিতে পারে না আর বিদ্যা অপরিমত (অপরিমিত) আস্বাদ করিলে ও তৃপ্তি জনক বহিত অর্থাৎ বহুতর আলোচনা করিলেও পুনঃ২ আলোচনা করণে ইচ্ছা জন্মে।' **(ঐ, প্রেমচাঁদ রায়)**

● ১৮৩৩ ● ১. 'মিথ্যাবাক্যের তুল্য দোষী ও অধম এবং উপহাসযোগ্য আর কোন বিষয় নাই। দ্বেষ ও ভয় কিম্বা মিথ্যাহংকার এই তিন হইতে ইহার উৎপত্তি হয় কিন্তু এই তিন বিষয়ের প্রত্যেকেই লোকদের সচরাচর ভদ্রাভিপ্রায় নষ্ট করে কারণ মিথ্যাবাক্য শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে প্রকাশ হয়।' **(চেষ্টরফিল্ডের উপদেশ, অজ্ঞাত অনুবাদক)**

২. ক. 'সর্ব্বধন মধ্যে বিদ্যাধন অত্যুত্তম যে বিদ্যাধন অন্যকে প্রদান করিলে দিনে২ বাড়ে কোন প্রকারে সুজাত বিদ্যাধন নষ্ট হয় না রাজদণ্ডেতে হৃত হয় না অগ্নিতে দগ্ধ হয় না দায়াদেরা বিভাগ করিয়া লইতে পারে না চাকরেরা খাইয়া ফেলিতে পারে না কোথাও অপ্রকাশিত থাকে না মরিলে পরও সঙ্গে যায়।' **(প্রবোধচন্দ্রিকা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)**

খ. 'এক অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরালয়ে গমন করত মাঠের মধ্যে এক গোয়ালাকে কহিলেন যে হে গোপ আমি অন্ধ তুমি আমাকে আমার শ্বশুরের ঘরে লইয়া যাও গোপ কহিলেন আমি অনেকের গরু চরাই আমাকে তোমার শ্বশুরের বাটী লইয়া গেলে গরু সব কে কমনে যাবে। অতএব আমার যাওয়া হয় না তোমার শ্বশুরের গরু এইটি অতিবড় সুশীলা ইহার লাঙ্গুল ধরিয়া তুমি যাও এ যে গৃহে প্রবিষ্ট হবে তোমার শ্বশুরের বাড়ী সেই। অন্ধ গোপের এই বাক্য শুনিয়া দৃঢ়মুষ্ঠিতে গোপুচ্ছ ধরিল পরে ঐ গরু অন্ধের দৃঢ়মুষ্ঠি চাপনেতে প্রমাদ ভাবিয়া উত্তরোত্তর যেমন২ পদাঘাত করে অন্ধও পরপর তেমনি মুষ্টি দ্বয়েতে দৃঢ়তর আঁটিয়া ধরে ইহাতে ঐ গরু অতিশয় লম্ফ ঝম্ফ করাতেও ছেঁচুড়ী দিয়া লইয়া যাওযাতে ঐ অন্ধ ছিন্নভিন্ন ভগ্নাঙ্গ ও নগ্ন হইয়া দুই এক দণ্ড রাত্রি সময়ে অতিশয় কষ্টেতে গ্রাম নিকটে পহুঁছিলে পর ঐ অন্ধের শ্বশুরের চাকর লোকেরা দেখিয়া গোচর (গো চোর) জ্ঞানে কিল চাপড় লাথী গুতা ধাক্কা প্রহার মারিয়া দিয়া করিয়া গরুকে তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গেল।' **(ঐ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)**

● ১৮৩৬ ● 'রুষিয়া দেশে সেন্ট পিতসবর্গ নামক সহর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র নগরে এক দরিদ্রা জর্ম্মানি স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহার এক ক্ষুদ্র সরাইঘর ব্যতিরেকে অন্য সম্পত্তি কিছুই ছিল না। কিন্তু পিতসবর্গ নগরে যে২ জাহাজ আসিত, সেই সকল জাহাজের কোন২ কর্ত্তারা কখন২ কিছু দিনের নিমিত্ত সেই সরাইঘরে বাস করিত, তাহাতে সে উপস্বত্ব

লাভ হইত তদ্দ্বারা সেই স্ত্রীলোক প্রতিপালিত হইত। এক রাত্রিতে কতকগুলি ওলন্দাজ নাবিকেরা সেই সরাইতে ভোজন করিয়া বিস্মৃতিক্রমে এক তোড়া টাকা মেজের নীচে ফেলিয়া গেলে পর, সে স্ত্রী তাহা দেখিয়া টাকার স্বামী আইলে পুনর্ব্বার তাহাকে দিবে, এই অভিপ্রায়ে তাহা আপন সিন্দুকে সাবধানপূর্ব্বক উঠাইয়া রাখিল। কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে আইল না।' **(সদাচার দীপক, জে. রিচার্ড)**

● ১৮৩৮ ● 'আমি এই কর্ম্ম করিব এই প্রকার যে কথন তাহার নাম প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞদিগের উচিত হয় পূর্ব্বে বিবেচনা করেন যে এই কার্য্য সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য এবং এই কার্য্যকরণে আমার ক্ষমতা আছে কি না অনন্তর যদি যোগ্য হয়েন তবে প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য কারণ প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে অসমর্থ হয়েন তবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গজন্য নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য হয় তাহাতে বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়েন।' **(জ্ঞানচন্দ্রিকা, গোপাললাল মিত্র)**

● ১৮৪০ ● ১. 'সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে, সত্য ভাষিলোকেরা কেবল যথার্থ বাক্য কহিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হএন এবং যাথার্থ্য গুণে সকলেব নিকট বিশ্বস্ত হওয়াতে অনায়াসেই আপনারদিগের কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন কিন্তু যাহারা অনৃত বাক্য কহে তাহারা সর্ব্বত্র মিথ্যাবাদীরূপে খ্যাত হইয়া সকলের ঘৃণার্হ হয় ....।' **(নীতিদর্শক, অজ্ঞাত)**

২. 'যে বাক্যেতে শ্রোতার আহ্লাদ ও হিতোপদেশ হয় নীতিজ্ঞেরা বাক্যালাপেতে নিরন্তর সেই বাক্যের ব্যবহার করেন এবং তাহাকেই প্রিয়বাক্য কহেন, এস্থলে ভগবান মনুও লিখিয়াছেন সত্য কহিবে, প্রিয়বাক্য কহিবে, এবং যুক্তিতে ও প্রকাশ পাইতেছে যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বসাধারণকে প্রিয়বাক্য কহেন তাঁহারা সকলের প্রিয়তম হয়েন আর প্রিয়বাদিকে সকলে শ্রদ্ধা করেন ....' **(জ্ঞানপ্রদীপ-১, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ)**

৩. ক. 'এক কৌতুকী এক স্ত্রীকে বিবাহ করিল। ঐ স্ত্রী চারি মাস পরে এক পুত্র প্রসব হইল, পরে তাহার পতিকে জিজ্ঞাসা করিল যে পুত্রের নাম কি রাখিবা? পতি উত্তর করিল উহার নাম ধাবক রাখহ। কারণ নবম মাসের অবস্থিতি চারি মাসে শেষ করিয়াছে।' **(Pleasant Stories, জর্জ গলওয়ে)**

খ. 'এক ব্যক্তি নিয়ম করিয়া প্রতিদিন ছয় রুটী ক্রয় করিত, এক দিবস তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, প্রতিদিন ছয় রুটী লইয়া কি কর? সে বলিল এক রুটী আমি রাখি অন্য এক নিঃক্ষেপ করি, দুই রুটী ফিরিয়া দেই, আর অন্য দুই রুটী ধার দেই, পরে ঐ বন্ধু কহিল তোমার বাক্যের তাৎপর্য্য আমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম না, অতএব তুমি স্পষ্টরূপে বল ইহাতে ঐ ব্যক্তি কহিল যে রুটী আমি রাখি তাহা ভক্ষণ করি, আর যাহা নিঃক্ষেপ করি তাহা আমার শ্বশ্রূকে দেই, ও অন্য দুই যে ফিরিয়া দেই তাহা আমার পিতা এবং মাতাকে দেই, আব যে দুই রুটী ধার দেই তাহা আমার সন্তানদিগকে দেই।' **(ঐ, জর্জ গলওয়ে)**

● ১৮৪৩ ● ১. ক. 'কোন দিনে এক কুকুর আপন কর্ত্তার গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে ভ্রমণ করিতে গেল ও সেখানে এক শিয়ালের সহিত তাহার দেখা হইল। শিয়াল বলিল, কেমন আছ কুকুর মহাশয়? কুকুর বলিল, আমি তো ভাল আছি, তুমি কেমন আছ? শিয়াল বলিল, আছি ভাল; হে মহাশয়, তোমার শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও তোমার চুল সুন্দর চিকন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, বুঝি সুখে কাল কাটাও। কুকুর বলিল, হাঁ, আমার কর্ত্তার ঘরে সুখে আছি, কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, কোন শ্রম নাই, আর দিনে২ যথেষ্ট ভাত খাইতে পাই, ও কখন২ সমস্ত দিন ঘুমিয়া

থাকি; আমার সঙ্গে যাইবা, চল না, তাহাতে আমার যে গতি, তাহা তোমারও হইবে।' **(জ্ঞানকিরণোদয়ঃ, রেভা. ডি. রোডট)**

খ. 'এক কাক কচ্ছপ ইন্দুর এবং হরিণ ইহারা পরস্পর মিত্রতা করিয়া সুখেতে বাস করে। পরে এক দিবস কচ্ছপ ব্যাধের ভয়ে ভীত হইয়া অন্য পুষ্করিণীতে (মু.প্র.) চলিল; তাহাতে কাক হরিণ ইন্দুর তাহার তিন মিত্র বলিল, তুমি জলজন্তু, স্থলে তোমার গমন উচিত নহে। কিন্তু কচ্ছপ তাহাদের কথা শুনিল না। পরে পথের মধ্যে কোন ব্যাধ ঐ কচ্ছপকে ধরিয়া ধনুতে বান্ধিয়া আপন ঘরে চলিল। অনন্তর হরিণ ও কাক ও ইন্দুর অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ গেল, এবং ইন্দুর বিবেচনা করিয়া বলিল, আহাঃ ঐ কচ্ছপ কি আমাদের মিত্র নয়, তবে এই ভারী বিপদকালেতে তাহার উদ্ধার করা আমাদের উচিত হয়;' **(ঐ, রেভা. ডি. রোডট)**

● ১৮৪৭ ● ১. ক. 'বারাণসী নগরীতে প্রতাপমুকুট নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাহার বজ্রমুকুট নামে নন্দন ও মহাদেবীনাম্নী মহিষী ছিল। এক দিবস রাজকুমার প্রাড়্বিবাকপুত্রকে সমভিব্যাহারী করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। ক্রমে২ নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক তন্মধ্যবর্ত্তি পরম রমণীয় এক সুশোভিত সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন ঐ সরসীর তীরে হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতেছে।' **(বেতাল পঞ্চবিংশতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)**

খ. 'এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ সায়ংকালে দেখিতে পাইলেন এক তরুমূলে দুই পরমাসুন্দরী নারী অবিরলবিগলিতজলধারাকুল লোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত যূথবিরহিত কুররীযুগলের ন্যায় প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কাল যাপন করিতেছে। অনন্তর প্রণয়গর্ভ সম্ভাষণপূর্ব্বক তৎকালোচিত সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রাজা রাজকন্যাকে লইলেন। এবং রাজকুমার (মু. প্র.) রাজমহিষীকে গ্রহণ করিলেন।' **(ঐ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)**

২. 'ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে এক নগর আছে সেখানে সকল রাজ গুণ বিশিষ্ট সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্ত্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার কবিতা এই। .... অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের দর্শক এমত যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাহি সেই অন্ধ। ....যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেই অনর্থের নিমিত্ত হয় আর যেখানে এ চতুষ্টয় একাধারবর্ত্তি সেখানে কি হয় তাহা কহিতে পারি না।' **(হিতোপদেশ, জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি)** ,

● ১৮৪৮ ● 'ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে এক নগর আছে সে স্থানে সকল রাজগুণ বিশিষ্ট সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্ত্তৃক পঠ্যমান শ্লোক দ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার কবিতা এই। ....অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের দর্শক এমত যে শাস্ত্র সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাহি সেই অন্ধ। ....যৌবন ও ধন সম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেই অনর্থের নিমিত্ত হয় আর যেখানে এই চতুষ্টয় একাধার বর্ত্তী সেখানে কি হয় তাহা কহিতে পারি না।' **(হিতোপদেশ, অজ্ঞাত, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র)**

● ১৮৪৯ ● 'পরে দাতব্য ধন সমুদয় ব্যয় হওন পর্য্যন্ত কোলাহলের নিবৃত্তি হইল না, অনন্তর

প্রকাশ্য রূপে নগর পরিভ্রমণ করিয়া গমন করিবার নিমিত্ত বন্দী দূতগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিল তাহাতে ঐ দীন দুঃখি ব্যক্তিরা তূরী ধ্বনির তালে২ আনন্দ পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া গমন করাতে অপূর্ব্ব কৌতুক বোধ হইল এবং দূরবস্থ লোক সকল ধন রত্নের ভার বহন করাতে বিপরীত ভাব হইতে লাগিল।' **(বিদ্যাকল্পদ্রুম - ১০, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)**

● ১৮৫০ ● ১. ক. 'এক মদোন্মত্ত সিংহ আপন শক্তি অতিক্রম করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জনে বনের লতাপাতা ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, এমতকালে ঐ স্থানে এক ধূর্ত্ত শৃগাল গর্ত্ত হইতে বহির্গমন করিবামাত্রই সমাগত সিংহকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া বিবেচনা করিল; যে এক্ষণে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত; কিন্তু নীতিশাস্ত্রে কহে যে, উপস্থিত বিপদ দেখিয়া অবসন্ন না হইয়া, বিপদুত্তীর্ণ হওনের জন্যে আপন বুদ্ধ্যনুসারে কোন উপায় চেষ্টা করিবেক; যেহেতু শক্তি দ্বারা আমি উহাকে কোনক্রমেই পরাভব করিতে পারিব না। এতদ্বিবেচনায় অতি নম্র হইয়া বিনয়পূর্ব্বক সিংহকে ছলবাক্য কহিল; হে পশুরাজ, আপনকার বিপদ দেখিযা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অদ্য তিন দিবস গত হইল অনাহারে গর্ত্তে পড়িয়াছিলাম; যেহেতুক রাজার বিপদে প্রজারও বিপদ হয়। যাহা হউক, অদ্য রাজ দর্শনে বড় প্রীতি পাইলাম।' **(বালকবোধকেতিহাস, কেশবচন্দ্র কর্মকার)**

খ. 'এক সওদাগর বাণিজ্য করণার্থে মণি মুক্তা প্রবালাদি বহুমূল্য (মু.প্র.) দ্রব্য লইয়া বাণিজ্যস্থানে গমন করত তদ্দেশস্থ এক মুসলমানের সহিত বন্ধুতা করিয়াছিল। এক দিবস ঐ মুসলমান সওদাগারের (মু.প্র.) জাহাজে আসিয়া বলিল, হে বন্ধো যে সকল দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ আহরণ করিয়াছ তাহা আমাকে কিঞ্চিৎ দেও, বিক্রয় করিয়া মূল্য প্রদান করিব, তাহাতে সওদাগার (মু. প্র.) বন্ধুর বন্ধুত্বে দৃঢ় বিশ্বাসক্রমে এক খান বহুমূল্য হীরক তাহাকে প্রদান করিলেন। অতঃপর মুসলমান তাহা বিক্রয় করিয়া মুদ্রা প্রাপ্তান্তে হৃষ্টচিত্তে স্বনিবাসে গমন করত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল, এবং বন্ধুর সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না।' **(ঐ, কেশবচন্দ্র কর্মকার)**

২ 'রাখাল! তুমি ঘোষালদের সামা ও বামাকে দেখিয়াছ? আমি তাহাদের গুণের কথা শুনিয়া দুই তিন দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। আহা! তাহাদের যেমন রূপ তেমনি গুণ। দুটী বইনে কেমন ভাব। কেহ কাহাকে উচ্চ কথাটী কয় না। মুখে সদাই হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। দুজনে একত্রে শয়ন করে, একত্রে ভোজন করে, এক সঙ্গে বেড়ায়, এক সঙ্গে খেলা করে। কেহ কাহারো কাছ ছাড়া হয় না।' **(শিশুশিক্ষা-৩, মদনমোহন তর্কালঙ্কার)**

● ১৮৫১ ● ১. 'পরিশ্রম না করিলে কেহ কখন ধনবান্ হইতে পারে না। ....পিতামাতা যখন বৃদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতে অক্ষম হন তখন তাঁহাদের প্রতিপালন করা পুত্রদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; না করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়। ....বালকগণের উচিত বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে। ...... সকল শাস্ত্রেই চুরি করিতে নিষেধ আছে। চুরি করা বড় পাপ। দেখ ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। তাহার কত অপমান; চোর বলিয়া কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতেও চাহে না। অতএব প্রাণান্তেও পরের দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত নহে।' **(বোধোদয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)**

২. 'চুরি করা অতি অসৎ কর্ম্ম। দেখ, যে ব্যক্তি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিল, সে আপন পরিশ্রমের ধন ভোগ করিতে পাইল না; আর ঐ ধন উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত যাহাকে এক মুহূর্ত্তও পরিশ্রম করিতে হয় নাই, সে অনায়াসে সেই সমস্ত হস্তগত করিয়া ভোগ

করিতে লাগিল। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে। এই নিমিত্তই নীতিজ্ঞেরা পরের দ্রব্য অপহরণ করিতে এত নিষেধ করিয়াছেন, এবং এই নিমিত্তই চোরেরা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।' **(নীতিবোধ, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)**

● ১৮৫৩ ● ১. 'বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আপনার ও অন্যের দুঃখহ্রাস ও সুখ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কি ইতর কি ভদ্র, কি ধনী কি নির্দ্ধন, কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই বিদ্যানুশীলন করা কর্ত্তব্য। .... কিরূপে শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা যায়, কিরূপে সুনিয়মে পরিবার প্রতিপালন ও সন্তানগণকে শিক্ষা দান করিতে হয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি এবং আত্মীয় বন্ধু ও অপর সাধারণ সকলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপে রাজ্য পালন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হয়, এই সমুদায় বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে সুচারু রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না।' **(চারুপাঠ-১, অক্ষয়কুমার দত্ত)**

২. 'এতদ্দর্শনে গৃহিণী মহা রাগান্ধ হইয়া আপন সন্তানদিগের প্রতি অতি কটু কাটব্যে কহিতে লাগিল। হায় হায়! এই হাবাতে ছেলে গুলা যেন আমার এই পেটরাতে কি দেখিয়াছে। এই পেটরাটি আমার দ্বিরাগমনের সময়ে আমার বাপ আপনি বাজার থাকিয়া কিনিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তো কোন্‌কালে মরিয়া গিয়াছেন, আমি পেটরাটিকে যত্ন করিয়া রাখিয়াছি তাই আছে, এবং তাঁর নাম আছে।' **(মনোরম্য ইতিহাস, অভয়চরণ দাস)**

● ১৮৫৪ ● ১. 'পিতা মাতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে সচেষ্ট থাকিবে। ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত সতত সদ্ভাব রাখিয়া তাহারদের কল্যাণচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিবে। ভৃত্যবর্গের প্রতি সদয় ও অনুকূল হইবে, এবং পরিজনবর্গের মধ্যে কাহাকেও অনর্থক প্রভুত্ব প্রদর্শন ও কাহারও প্রতি কর্কশ বচন প্রয়োগ না করিয়া, সকলকেই মৃদুবচন ও প্রিয়াচরণ দ্বারা সুখী করিবে।' **(চারুপাঠ - ২, অক্ষয়কুমার দত্ত)**

২. 'অনন্তর এক দিবস রাজা বিক্রমাদিত্য মহা সমারোহ পূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিলেন। এবং অরণ্য মধ্যে এক মনোহর মৃগ দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কোন সঙ্গী তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিল না। রাজা একাকী এক নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন হায় আমি কোথায় আসিলাম, সঙ্গীগণ কোথায় রহিল, এবং এই ক্ষণে কোথায় যাই। এই চিন্তা করিতে করিতে এক বৃহৎ মহীরুহে (মু.প্র.) আরোহণ করিয়া দেখিলেন সকল দিক অরণ্যময়, কেবল এক দিকে এক নগর মাত্র আছে। তাহা দেখিয়া মনে মনে সাহস হইল। পরে নগরের শোভা ও তন্নিকটে কপোত ও চিল উড্ডীয়মান ও অট্টালিকার উপরিস্থিত কলসের চাক্‌চক্য অবলোকন করিয়া কহিলেন এ এক নূতন নগর দেখিলাম, ইহা গ্রহণ করিতে হইবে।' **(বত্রিশ সিংহাসন, নীলমণি বসাক)**

● ১৮৫৫ ● ১. 'অনন্তর এক দিবস হঠাৎ ঐ রাজা মৃগয়াতে গমন করিলেন তাহাতে ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ ঐ মন্ত্রী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন পরে যখন ঐ মৃগয়ার মাঠে রাজার চরণস্পর্শ হইল তখন তাহা দর্শন করিয়া আকাশ অভিমানী হইলেন আকাশস্থিত নসরতায়ের নামক যে নক্ষত্র তিনি রাজার সমভিব্যাহৃত শাহিন নামক শিকারী পক্ষী আমার শরীরের মাংস ভক্ষণ করিবেক এই মানসে পৃথিবীতে পতনেচ্ছু হইলেন এবং রাজার সমভিব্যাহৃত বদ্ধ শিকারী পক্ষী ও জন্তু সকল বন্ধনচ্যুত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল।' **(আনবার শোহেলি, গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়)**

২. ক. 'একটা মশা একটা ষাঁড়ের শৃঙ্গের উপর বসিয়া অহঙ্কার প্রযুক্ত আপনাকে ভারি জ্ঞান করিয়া ষাঁড়কে কহিল, ওহে ষাঁড়, আমার বসাতে যদি তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল, আমি স্থানান্তরে উড়িয়া যাই। এই কথা শুনিয়া বৃষ বলিল, ওহে মশা, তুমি যে আমার উপর বসিয়াছ তাহা আমি টেরও পাই না।' **(নীতিকথা-১, মিত্র - দেব - সেন, ১৮৫৫ সং)**

খ. 'এক মনুষ্য কাষ্টের বোঝা লইয়া যাইতে ভার প্রযুক্ত অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বোঝা ফেলিয়া দিল, আর আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিল। ইহাতে মৃত্যু তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, তুমি আমাকে কি জন্য ডাকিলা, তাহা বলহ। এই কথা শুনিয়া মনুষ্য বলিল, এই বোঝা আমার মস্তকে তুলিয়া দিবার জন্যে তোমাকে ডাকিয়াছি।' **(ঐ, ১৮৫৫ সং)**

গ. 'এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া চূণ লইয়া গায় মাখিতেছিল। তাহাতে কোন ব্যক্তি তাহাকে কহিল, ওহে, তুমি কেন গাত্রে চূর্ণ লেপণ করিতেছ? ইহা শুনিয়া সে উত্তর করিল, গৌরবর্ণ হইবার জন্যে। পরে ঐ ব্যক্তি কহিল, ওহে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, তুমি আপন শরীরকে বৃথা ক্লেশ দিও না, কেননা তোমার শরীর চূণকে কাল করিতে পারে, কিন্তু চূণ তোমার কৃষ্ণবর্ণ ঘুচাইতে পারে না।' **(ঐ, ১৮৫৫ সং)**

৩. 'একদা মেসিদোনিয়া দেশস্থ কোন সেনা সেকন্দর শাহ ভূপতির ব্যবহারার্থে একভার কাঞ্চন একটা অশ্বতরীর পৃষ্ঠে দিয়া ঐ রাজসন্নিধানে লইয়া যাইতেছিল। সে পথিমধ্যে ঐ খচ্চরীকে অতিশয় ভারাক্রান্ত ও চলিতে অসমর্থ দেখিয়া স্বর্ণভার স্বয়ং মস্তকোপরি ধারণপূর্ব্বক অতি ক্লেশে অনেক দূরে লইয়া গেল। পরে ভারাবসর হওনার্থ স্বর্ণভার ভূতলে রাখিতে উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে সেকেন্দর ভূপতি তাহা নিরীক্ষণ করিয়া সকরুণ বচনে কহিলেন, হে বন্ধো! তুমি এই হেমরাশি আনয়নে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ, অতএব আমি পরিতুষ্ট হইয়া ইহা তোমাকে দিলাম, তুমি আরো কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক আপনার শিবিরে লইয়া যাও।' **(মনোরম্য পাঠ, রামচন্দ্র মিত্র ২য় সং, ১৮৫৭)**

● ১৮৫৬ ● ১.ক. 'একটা কুকুর, এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া, নদী পার হইতেছিল। নদীর নির্ম্মল জলে তাহার যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, সেই প্রতিবিম্বকে অন্য কুকুর স্থির করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল যে এই কুকুরের মুখে যে মাংসখণ্ড আছে কাড়িয়া লই, তাহা হইলে আমার দুই খণ্ড মাংস হইবেক।

এইরূপ লোভে পড়িয়া, মুখ বিস্তার করিয়া, কুকুর যেমন সেই অলীক মাংসখণ্ড ধরিতে গেল, অমনি, উহার আপন মুখস্থিত মাংসখণ্ড জলে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া গেল। তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরিশেষে এই ভাবিতে ভাবিতে নদী পার হইয়া চলিয়া গেল যে, যাহারা লোভের বশীভূত হইয়া, কল্পিত লাভের প্রত্যাশায় ধাবমান হয় তাহাদের এই দশা ঘটে।' **(কথামালা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৩য় সং, ১৮৫৮)**

খ. 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না। অবশেষে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। যে জন্তুকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই কহে ভাই রে! যদি তুমি আমার গলা হইতে হাড় বাহির করিয়া দিতে পার. তাহা হইলে, আমি তোমাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দি এবং চিরকালের জন্যে তোমার কেনা হইয়া থাকি। কোন জন্তুই সম্মত হইল না।

সর্ব্বশেষে, এক বক পুরস্কারের লোভে সম্মত হইল; এবং বাঘের মুখের ভিতর আপন

লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অনেক যত্নে সেই হাড় বাহির করিয়া আনিল। বাঘ সুস্থ হইল। পরে বক পুরস্কারের কথা উত্থাপন করিবামাত্র, সে দাঁত কড়মড় ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল অরে নির্ব্বোধ! তুই বাঘের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করিয়া দিয়াছিলি। ধর্ম্মে ধর্ম্মে তুই যে নির্ব্বিঘ্নে ঠোঁট বাহির করিয়া লইয়াছিস্, তাহাই ভাগ্য করিয়া না মানিয়া, আবার পুরস্কার চাহিতেছিস্। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে আমার সম্মুখ হইতে যা, নতুবা এখনি তোর ঘাড় ভাঙ্গিব। বক শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিল।' **(ঐ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)**

২. 'বাবুর স্ত্রী গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন। পতির মতেই সম্মতা হইলেন এবং কহিলেন, "ইহা ভাল কথা! আমার মতে গোপাল ও কামিনীর বিবাহ অগ্রে দেওয়াই কর্ত্তব্য।" তাহাতে বাবু তখনই ঘটকদিগকে ডাকিয়া তাহাদের উভয়ের জন্য একটি সৎপাত্র ও একটি উপযুক্ত কন্যা অন্বেষণ করিতে অনুমতি করিলে, তাহারা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া একটি সুলক্ষণা কন্যা, এবং গুণশালিনী কামিনীর জন্য একটি উপযুক্ত পাত্র যোটাইয়া আসিল।' **(গোপাল কামিনী, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন)**

৩. 'সময় অমূল্য নিধি। সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, যশঃ প্রভৃতি সমুদায়ই লাভ হয়। পুরাকালে যে সকল মহাত্মা এই অবনিমণ্ডলে মহা মহা কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেবল সময়ের সদ্ব্যবহার প্রভাবেই যে সমুদায় বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা কত কাল সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের অক্ষয় নাম অদ্যাপি লোকের চিত্তে পাষাণরেখার ন্যায় খোদিত আছে।' **(পাঠামৃত, দ্বারকানাথ রায় ও গোপালচন্দ্র দত্ত, ২য় সং, ১৮৫৯)**

৪. 'এই দেশে যে রাজা রাজ্য করেন তিনি আমার পিতা। আমি একদিন উদ্যানে স্নান করিবার জন্য রাজপুরী হইতে বহির্গমন করিয়া ছিলাম। তৎকালে নামারণ স্বীয় পণ্যবীথিকায় বসিয়া ছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি সামান্য, আমি রাজকন্যা হইয়া তাহার সহিত কিরূপে আলাপ করিব, এই বিবেচনায় মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মনের চাঞ্চল্য কোন প্রকারে দূর হইল না, মদনানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া শরীরে নানা রোগ উপস্থিত হইল, ঐ রোগে প্রাণবিয়োগের লক্ষণ হইল।' **(পারস্য উপন্যাস, নীলমণি বসাক, ২য় সং, ১৮৬৮)**

৫. 'ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করা উচিত, তাহাদিগকে প্রহার ও প্রভুত্ব প্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করা কোনমতে বিহিত নহে। .... ভৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করা উচিত নহে। তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ, বাৎসল্য ও সৌজন্য প্রকাশ করা, এবং যখন যে বিষয়ের আদেশ করিতে হয়, তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদুবচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প।' **(ধর্মনীতি, অক্ষয়কুমার দত্ত, ৭ম সং, ১৮৭২)**

[কিছু গ্রন্থের প্রাপ্ত সংস্করণ অনুযায়ী নির্দশন আমরা তুলে ধরেছি।]

পরিশিষ্ট - ১

॥ বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থনাম ॥

আনবার শোহেলি • ১৮৫৫
গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র

ইতিহাসমালা • ১৮১২
উইলিয়ম কেরি (সঙ্কলক), মিশন প্রেস (শ্রীরামপুর)

উপদেশকথা (ইতিহাস কথা) • ১৮১৯ (২য় সং)
জেমস্ স্টুয়ার্ট, স্কুল প্রেস, ধর্মতলা

উপদেশকল্পলতা • ১৮৫৫
বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, ক্যাল. স্কুল বুক সোসা.

কথামালা • ১৮৫৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত প্রেস

কবিতামৃতকূপ • ১৮২৬
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, সোসাইটি প্রেস

কবিতা রত্নাকর • ১৮২৫
নীলবত্ন শর্মা হালদার, নীলমণি হালদারের ছাপাখানা

গোপাল কামিনী • ১৮৫৬
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, 'বিশপস্ কালেজের যন্ত্র'

চরিতাবলী • ১৮৫৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত যন্ত্র

চাণক্য শ্লোক • ১৮৫৪
অজ্ঞাত

চারুপাঠ - ১ • ১৮৫৩ (১৭৭৫ শক, শ্রাবণ)
অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্ববোধিনী যন্ত্র

চারুপাঠ -২ • ১৮৫৪ (১৭৭৬ শক)
অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রভাকর যন্ত্র

চেষ্টরফিল্ডের উপদেশ • ১৮৩৩
অজ্ঞাত, জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্র

জ্ঞানকিরণোদয়ঃ • ১৮৪৩
রেভা. ডি. রোজট, হে এন্ড কোং

জ্ঞানচন্দ্রিকা • ১৮৩৮
গোপাললাল মিত্র, গুণাকর প্রেস

জ্ঞানদীপিকা • ১৮৫৫
মৌলবী আলী মোল্লা? ক্যাল. স্কুল-বুক সোসা.

জ্ঞানপ্রদীপ - ১ • ১৮৪০
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্র

জ্ঞানপ্রদীপ - ২ • ১৮৫৩
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্র

জ্ঞানসুধাকর - ১ম • ১৮৫৫
মধুসূদন তর্কালঙ্কার, 'মিলেটরি আর্ফেন যন্ত্রালয়'

জ্ঞানাকর • ১৮৪৬
চন্দ্রনাথ রায় ও শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
কবিতা রত্নাকর যন্ত্র

জ্ঞানাঙ্কুর • ১৮৩৬
পূর্ণানন্দ চট্টরাজ গোস্বামী

জ্ঞানারুণোদয় ঃ • ১৮৪১
রেভা. ডি. রোজট, ব্যাপ. মিশন প্রেস

জ্ঞানার্ণব • ১৮৩২ ? (২য় সং - ১৮৪২)
প্রেমচাঁদ বায়, সার সংগ্রহ যন্ত্র

জ্ঞানোল্লাস • ১৮৫৪
ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক , বিন্দুবাসিনী যন্ত্র

তোতা ইতিহাস • ১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুন্শী, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস

ধর্মনীতি • ১৮৫৬ (মাঘ, ১৭৭৭ শক)
অক্ষয়কুমার দত্ত, সুচারু যন্ত্র

নবনীতি কথা • ১৮৫৫
অজ্ঞাত, গার্হস্থ্য পুস্তক সংগ্রহ

নবরত্ন • ১৮৫৪
নবকান্ত তর্কপঞ্চানন

নীতিকথা - ১ • ১৮১৮
তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন
বিশ্বনাথ দেবের প্রেস

নীতিকথা - ২ • ১৮১৮
জে. ডি. পিয়ার্সন, বিশ্বনাথ দেবের প্রেস

নীতিকথা - ২ (উপদেশকথা) • ১৮৩৪
শাবদাপ্রসাদ বসু , রোমানেজিং প্রেস

নীতিকথা - ৩ • ১৮২০
অজ্ঞাত (রামকমল সেন ?), সোসাইটি প্রেস

নীতিকথা - ১ • কাল অজ্ঞাত

ঠাকুরদাস মিত্র

নীতিকথা - ৫ ● ১৮৩০-৩১

অজ্ঞাত

নীতিকথা ● কাল অজ্ঞাত

রাজকিশোর ? (ফুল্লশালী-র)

নীতিকথা ● ১৮৫৩-৫৪

অজ্ঞাত, সুপিরিয়র প্রেস

নীতিদর্শন - ১ ● ১৮৪১

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হিন্দু কলেজ, প্রজ্ঞাযন্ত্র

নীতিদর্শন - ২ ● ১৮৪১

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হিন্দু কলেজ, প্রজ্ঞাযন্ত্র

নীতিদর্শন - ৩ - ৫ ● ১৮৪১

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হিন্দু কলেজ, প্রজ্ঞাযন্ত্র

নীতিবাক্য - ১-২ ● ১৮১৮ (?)

অজ্ঞাত, শ্রীরামপুব মিশন

নীতিমালা ● ১৮৫৬

উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর

নীতিসার - ১ ● ১৮৫৬

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বাঙ্গালা যন্ত্র, চাঁপাতলা

নীতিসার - ২ ● ১৮৫৬

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বাঙ্গালা যন্ত্র, চাঁপাতলা

পঞ্চতন্ত্র ● ১৮২৯

অজ্ঞাত

পঞ্চরত্ন ● ১৮৫৪

নবকান্ত তর্কপঞ্চানন, রোজারিও এন্ড কোং

পাঠামৃত ● ১৮৫৬

দ্বারকানাথ রায় ও গোপালচন্দ্র দত্ত

জি. পি. রায় এন্ড কোং

পারসিক ইতিহাস ● ১৮৫৩

অজ্ঞাত, রোজারিও এন্ড কোং

পারস্য উপন্যাস ● ১৮৫৬

নীলমণি বসাক, গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র (২য় সং)

পুরুষপরীক্ষা ● ১৮১৫

হরপ্রসাদ রায়, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস

প্রবোধচন্দ্রিকা ● ১৮৩৩

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস

বঙ্গ বর্ণমালা ● ১৮৩৫

অজ্ঞাত, তমোহর প্রেস (শ্রীরামপুর)

বঙ্গীয় পাঠাবলী - ৩ ● ১৮৫৪

জেমস্ লঙ, ক্যা. স্কুল বুক সোসা. , সত্যার্ণব প্রেস

বঙ্গীয় পাঠাবলী - ৪ ● ১৮৫২

জেমস্ লঙ, এনসাইক্লোপিডিয়া প্রেস

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮০২

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮২০

অজ্ঞাত

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮২৪

শিবচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮২৫

অজ্ঞাত, বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮৩১ ?

অজ্ঞাত, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮৫৪

অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮৫৪

নীলমণি বসাক , সুচারু যন্ত্র

বর্ণপরিচয় - ১ ● ১৮৫৫

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত যন্ত্র

বর্ণপরিচয় - ২ ● ১৮৫৫

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব, সংস্কৃত যন্ত্র

বর্ণমালা ● ১৮১৮

জেমস্ স্টুয়ার্ট , শ্রীরামপুর মিশন প্রেস

বর্ণমালা ● কাল অজ্ঞাত

অজ্ঞাত, তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী প্রেস ?

বর্ণমালা - ২ ● ১৮৪৬ ?

অজ্ঞাত , সোসাইটি প্রেস

বস্তুদর্শন ● ১৮২৬

নীলরত্ন শর্মা হালদার, নীলমণি হালদারের ছাপাখানা

বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ ● ১৮২১

রাধাকান্ত দেব, বিশ্বনাথ দেবের প্রেস

বালকবোধকেতিহাস - ১ ● ১৮৫০

কেশবচন্দ্র কর্মকার, চন্দ্রোদয় যন্ত্র (শ্রীরামপুর)

বালকরঞ্জন বর্ণমালা - ২ ● ১৮৫৬

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বালকের প্রথম পড়িবার বহি ● ১৮৩৬

অজ্ঞাত , ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস

বিদ্যাকল্পদ্রুম - ১০ (নীতিবোধক ইতিহাস) • ১৮৪৯
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র
বেতাল পঞ্চবিংশতি • ১৮৪৭ (১৯০৩ সম্বৎ)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্র
বৈরাগ্যশতক • ১৮৫৫
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, সুচারু যন্ত্র
বোধার্ণব • ১৮৩৬
রামকৃষ্ণ
মনোরঞ্জনেতিহাস • ১৮১৯
তারাচাঁদ দত্ত, মিশন প্রেস, কলকাতা
মনোরম্য ইতিহাস • ১৮৫৩
অভয়চরণ দাস, নিউ প্রেস
মনোরম্য পাঠ • ১৮৫৫
রামচন্দ্র মিত্র, জেল প্রেস (আলিপুর)
শব্দাবলী • ১৮৫০
অজ্ঞাত, বিশপস্ কলেজ প্রেস
শিশুবোধোদয় • ১৮৫৪
জে. ইয়ুল
শিশুশিক্ষা - ১ • ১৮৪৯
মদনমোহন তর্কালঙ্কার, সংস্কৃত যন্ত্র (২য় সং)
শিশুশিক্ষা - ২ • ১৮৫০
মদনমোহন তর্কালঙ্কার, সোসাইটি প্রেস
শিশুশিক্ষা - ৩ (ঋজুপাঠ) • ১৮৫০
মদনমোহন তর্কালঙ্কার, সংস্কৃত যন্ত্র
শিশুশিক্ষা - ৪ (বোধোদয়) • ১৮৫১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত যন্ত্র
শিশুশিক্ষা - ৫ (নীতিবোধ) • ১৮৫১
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় , সংস্কৃত যন্ত্র
শিশুসেবধি- ১ • ১৮৪০ (১২৪৬ ব.)
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, প্রজ্ঞাযন্ত্র ?
শিশুসেবধি -২ • ১৮৪০ (১২৪৬ ব.)
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, প্রজ্ঞাযন্ত্র
শিশুসেবধি (নীতিদর্শক) • ১৮৪০ (১২৪৭ ব.)
অজ্ঞাত , হিন্দু কলেজ , প্রজ্ঞাযন্ত্র
শিশুসেবধি (বর্ণমালা ১ম / ৩য় খণ্ড) • প্রকাশ অজ্ঞাত
অজ্ঞাত , হিন্দু কলেজ , প্রজ্ঞাযন্ত্র
শিশুসেবধি (বর্ণমালা ৩য় ভাগ)• ১৮৫০-৫ম সং
ক্ষেত্রমোহন দত্ত , সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র

শিশুসেবধি (বর্ণমালা ২য় ভাগ) • ১৮৫৩ ৮ম সং
ক্ষেত্রমোহন দত্ত, ইস্টার্নহোপ যন্ত্রালয়
শিশুসেবধি (বর্ণমালা ১/২য় খণ্ড)•১৮৫৫ ? ১৭৭৭ শক
অজ্ঞাত , জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র
শিশূপদেশ • ১৮৫৫ ? (২য় সং ১৮৬২)
হরচন্দ্র সেন, সুচারু যন্ত্র
শুকেতিহাস • ১৮৫২
নীলকমল ভাদুড়ী , প্রভাকব যন্ত্র
শুকোপাখ্যান • ১৮৫৫
দ্বারকানাথ রায় (সংশোধক)
জি. পি. রায় এন্ড কোম্পানি
সত্যচন্দ্রোদয় • ১৮৫৫
বামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, সুচারু যন্ত্র
সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস -১ •১৮২৯
জন ক্লার্ক মার্শম্যান, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস
সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস - ২ •১৮২৯
জন ক্লার্ক মার্শম্যান, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস
সদাচার দীপক • ১৮৩৬
জে টি বিচার্ড, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস
সন্তান প্রতিপালন • ১৮৫৩
অজ্ঞাত, পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র
সারসংগ্রহ • ১৮৪৪
উইলিয়ম ইয়েটস্ , ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস
সুধাসিন্ধু • প্রকাশকাল অজ্ঞাত
অজ্ঞাত
সুশীল চরিত্র • ১৮২৭
গুরুপদ রায় (মল্লিক ?)
হিতোপদেশ • ১৮০২
গোলোকনাথ শর্মা, মিশন প্রেস (শ্রীরামপুর)
হিতোপদেশ • ১৮০৮
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, মিশন প্রেস (শ্রীরামপুর)
হিতোপদেশ • ১৮০৮
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, মিশন প্রেস ?
হিতোপদেশ • ১৮২০
রামকমল সেন, মিশন প্রেস (শ্রীরামপুর)
হিতোপদেশ • ১৮২৩
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়
হিতোপদেশ • ১৮৩০

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্র

হিতোপদেশ • ১৮৩২

অজ্ঞাত, ভবসিন্ধু যন্ত্র

হিতোপদেশ • ১৮৪৪

ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য (সংশোধক), সারসংগ্রহ যন্ত্র

হিতোপদেশ • ১৮৪৭

জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি (সংশোধক)

জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র

হিতোপদেশ • ১৮৪৭ ?

অজ্ঞাত, সোসাইটি প্রেস

হিতোপদেশ • ১৮৪৮

অজ্ঞাত, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়

হিতোপদেশ • ১৮৪৮ (পৃ. ৩৩০)

অজ্ঞাত

হিতোপদেশ • ১৮৫৩-৫৪ (১২৬০ ব.)

অজ্ঞাত, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস

হিতোপদেশ • ১৮৫৩-৫৪ (১২৬০ ব.)

অজ্ঞাত, জ্ঞানোদয় প্রেস

হিতোপদেশ • ১৮৫৪

অজ্ঞাত, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস

হিতোপদেশ • ১৮৫৫

অজ্ঞাত, চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র

হিতোপদেশ • প্রকাশকাল অজ্ঞাত

লক্ষ্মীনারায়ণ শীল

হিতোপদেশ সংগ্রহ • ১৮৪৩

উইলিয়ম মর্টন, এশিয়াটিক প্রেস

Bengali Selections • ১৮২২

গ্রেভস্ সি. হটন, Cox and Baylis, London

English Reader-1. • ১৮৩৩

অজ্ঞাত

Esop's Fables • ১৮৩৪

জন ক্লার্ক মার্শম্যান, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস

Introduction to the Bengali Language - Vol. 1 • ১৮৪৭

উইলিয়ম ইয়েটস্, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস

Introduction to the Bengali Language – Vol. II • ১৮৪৭

উইলিয়ম ইয়েটস্, সোসাইটি প্রেস

Pleasant Stories (মনোহর ইতিহাসমালা) • ১৮৪০

জর্জ গলওয়ে, রোজারিও এন্ড কোং

The Oriental Fabulist • ১৮০৩

তারিণীচরণ মিত্র (বঙ্গাংশ), হরকরা অফিস

পরিশিষ্ট - ২

।। কালানুক্রমিক গ্রন্থকার ।।

১৮০২
গোলোকনাথ শর্মা • হিতোপদেশ
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • বত্রিশ সিংহাসন

১৮০৩
তারিণীচরণ মিত্র • The Oriental Fabulist

১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুন্‌শী • তোতা ইতিহাস

১৮০৮
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • হিতোপদেশ
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি • হিতোপদেশ

১৮১২
Carey, William • ইতিহাসমালা

১৮১৫
হরপ্রসাদ রায় • পুরুষপরীক্ষা

১৮১৮
অজ্ঞাত (শ্রীরামপুর) • নীতিবাক্য - ১,২
মিত্র, দেব, সেন • নীতিকথা - ১
Pearson, J D • নীতিকথা - ২
Stewart, James • বর্ণমালা

১৮১৯
তারাচাঁদ দত্ত • মনোরঞ্জনেতিহাস
Stewart, James • উপদেশকথা (ইতিহাস কথা) ২য় সং

১৮২০
অজ্ঞাত • বত্রিশ সিংহাসন
রামকমল সেন • হিতোপদেশ (নীতিকথা - ৩ ?)

১৮২১
রাধাকান্ত দেব • বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ

১৮২২
Haughton, Graves • Bengali Selections

১৮২৩
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় • হিতোপদেশ

১৮২৪
শিবচন্দ্র ঘোষ • বত্রিশ সিংহাসন

১৮২৫
অজ্ঞাত • বত্রিশ সিংহাসন (বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা)
নীলরত্ন শর্মা হালদার • কবিতা রত্নাকর

১৮২৬
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার • কবিতামৃতকূপ
নীলরত্ন শর্মা হালদার • বহুদর্শন

১৮২৭
গুরুপদ রায় • সুশীল চরিত্র

১৮২৯
অজ্ঞাত • পঞ্চতন্ত্র
Marshman, J C. • সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস - ১,২

১৮৩০
লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার • হিতোপদেশ

১৮৩০ - ৩১
অজ্ঞাত • নীতিকথা- ৫ (রোমানীয়)

১৮৩১
অজ্ঞাত • বত্রিশ সিংহাসন (চন্দ্রিকা যন্ত্র)

১৮৩২
অজ্ঞাত • হিতোপদেশ (ভবসিন্ধু যন্ত্র)
প্রেমচাঁদ রায় • জ্ঞানার্ণবঃ

১৮৩৩
অজ্ঞাত • চেষ্টরফিল্ডের উপদেশ
অজ্ঞাত • English Reader -1
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার • প্রবোধচন্দ্রিকা

১৮৩৪
শারদাপ্রসাদ বসু • নীতিকথা-২ (উপদেশকথা)
Marshman, J C • Esop's Fables - 1

১৮৩৫
অজ্ঞাত • বঙ্গবর্ণমালা (শ্রীরামপুর)

১৮৩৬
অজ্ঞাত • বালকের প্রথম পড়িবার বহি
পূর্ণানন্দ চট্টরাজ • জ্ঞানাঙ্কুর
রামকৃষ্ণ • বোধার্ণব
Richard, J T. • সদাচার দীপক

১৮৩৮
গোপাললাল মিত্র • জ্ঞানচন্দ্রিকা

১৮৪০
অজ্ঞাত • শিশুসেবধি (নীতিদর্শক)
অজ্ঞাত • শিশুসেবধি - ৩, (বর্ণমালা-১/৩)
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ • জ্ঞানপ্রদীপ - ১
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ • শিশুসেবধি- ১, ২
Galloway, George • Pleasant Stories (মনোহর ইতিহাসমালা)

১৮৪১

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ • নীতিদর্শন - ১-৫

De Rodt Rev R • জ্ঞানারুণোদয় ঃ

১৮৪৩

De. Rodt. Rev. R • জ্ঞানকিরণোদয় ঃ

Morton, William • হিতোপদেশ সংগ্রহ

১৮৪৪

ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদক) • হিতোপদেশ

Yates, William • সার সংগ্রহ ঃ

১৮৪৬

অজ্ঞাত • বর্ণমালা-২ (C S B S.)

চন্দ্রনাথ রায় ও শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় • জ্ঞানাকর

১৮৪৭

অজ্ঞাত • হিতোপদেশ, (C.S B S)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • বেতাল পঞ্চবিংশতি

জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি • হিতোপদেশ, পৃ ৩১৯

Yates, William • Introduction to the Bengali Language – Vol. I, II

১৮৪৮

অজ্ঞাত • হিতোপদেশ, পৃ. ৩৩০

অজ্ঞাত • হিতোপদেশ, পৃ. ৪৬৩ (সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র)

১৮৪৯

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় • বিদ্যাকল্পদ্রুম - ১০

মদনমোহন তর্কালঙ্কার • শিশুশিক্ষা-১

১৮৫০

অজ্ঞাত • শব্দাবলী (বিশপস্ কলেজ প্রেস)

কেশবচন্দ্র কর্মকার • বালকবোধকেতিহাস - ১

ক্ষেত্রমোহন দত্ত • শিশুসেবধি (বর্ণমালা-৩), ৫ম সং

মদনমোহন তর্কালঙ্কার • শিশুশিক্ষা - ২, ৩

১৮৫১

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • শিশুশিক্ষা - ৪ (বোধোদয়)

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় • শিশুশিক্ষা - ৫ (নীতিবোধ)

১৮৫২

নীলকমল ভাদুড়ী • শুকেতিহাস

Long, James • বঙ্গীয় পাঠাবলী - ৪

১৮৫৩

অক্ষয়কুমার দত্ত • চারুপাঠ - ১

অজ্ঞাত • পারসিক ইতিহাস

অজ্ঞাত • সন্তান প্রতিপালন

অভয়চরণ দাস • মনোরম্য ইতিহাস

ক্ষেত্রমোহন দত্ত • শিশুসেবধি (বর্ণমালা-২) ৮ম সং

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ • জ্ঞানপ্রদীপ - ২

১৮৫৩-৫৪ (১২৬০ ব.)

অজ্ঞাত • নীতিকথা, পৃ. ৩৬ (সুপিরিয়র প্রেস)

অজ্ঞাত • হিতোপদেশ, পৃ. ১৩৬ (অ্যাংলো ইন্ডি. প্রেস)

অজ্ঞাত • হিতোপদেশ, পৃ. ৩০৫ (জ্ঞানোদয় প্রেস)

১৮৫৪

অক্ষয়কুমার দত্ত • চারুপাঠ - ২

অজ্ঞাত • চাণক্য শ্লোক, পৃ. ২২

অজ্ঞাত • হিতোপদেশ (ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস)

অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য • বত্রিশ সিংহাসন

ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক • জ্ঞানোল্লাস

নবকান্ত তর্কপঞ্চানন • নবরত্ন • পঞ্চরত্ন

নীলমণি বসাক • বত্রিশ সিংহাসন

Long, James • বঙ্গীয় পাঠাবলী - ৩

Yule, J • শিশুবোধোদয়

১৮৫৫

অজ্ঞাত • নবনীতিকথা

• শিশুসেবধি (বর্ণমালা-১/২)

• হিতোপদেশ (চন্দ্রোদয় প্রেস)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • বর্ণপরিচয় - ১,২

গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় • আনবার শোহেলি

দ্বারকানাথ রায় • শুকোপাখ্যান

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার • বৈরাগ্য শতক

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় • উপদেশকল্পলতা

মধুসূদন তর্কালঙ্কার • জ্ঞানসুধাকব - ১

মৌলবী আলী মোল্লা • জ্ঞানদীপিকা

রামচন্দ্র মিত্র • মনোরম্য পাঠ

রামনারাযণ বিদ্যারত্ন • সত্যচন্দ্রোদয়

হরচন্দ্র সেন • শিশূপদেশ

১৮৫৬

অক্ষয়কুমার দত্ত • ধর্মনীতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • কথামালা • চরিতাবলী

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় • বালকরঞ্জন বর্ণমালা- ২

উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায • নীতিমালা

গোপালচন্দ্র দত্ত ও দ্বারকানাথ রায় • পাঠামৃত

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ • নীতিসার - ১,২

নীলমণি বসাক • পারস্য উপন্যাস

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন • গোপাল কামিনী

কাল অনির্ণীত, তবে ১৮৫৬-র পূর্বে রচিত

অজ্ঞাত • বর্ণমালা (তত্ত্ববোধিনী সভা)

• সুধাসিন্ধু

• হিতোপদেশ (C. S. B S.)

ঠাকুরদাস মিত্র • নীতিকথা - ১

রাজকিশোর (তর্কচূড়ামণি ?) • নীতিকথা

লক্ষ্মীনারায়ণ শীল • হিতোপদেশ

পরিশিষ্ট - ৩

।। গ্রন্থকার সূচি ।।

অক্ষয়কুমার দত্ত

চারুপাঠ - ১ ● ১৮৫৩

চারুপাঠ - ২ ● ১৮৫৪

ধর্মনীতি ● ১৮৫৬

অজ্ঞাত

নীতিবাক্য - ১,২ ● ১৮১৮

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮২০

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮২৫

পঞ্চতন্ত্র ● ১৮২৯

নীতিকথা - ৫ ● ১৮৩০-৩১

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮৩১

হিতোপদেশ ● ১৮৩২

চেষ্টরফিল্ডের উপদেশ ● ১৮৩৩

English Reader - 1 ● ১৮৩৩

বঙ্গ বর্ণমালা ● ১৮৩৫

বালকের প্রথম পড়িবার বহি ● ১৮৩৬

শিশুসেবধি (নীতিদর্শক) ● ১৮৪০

বর্ণমালা - ২ ● ১৮৪৬

হিতোপদেশ ● ১৮৪৭ (C.S.B.S)

হিতোপদেশ ● ১৮৪৮ (পৃ. ৪৬৩)

হিতোপদেশ ● ১৮৪৮ (পৃ. ৩৩০)

শব্দাবলী ● ১৮৫০

পারসিক ইতিহাস ● ১৮৫৩

সন্তান প্রতিপালন ● ১৮৫৩

নীতিকথা ● ১৮৫৩-৫৪

হিতোপদেশ ● ১৮৫৩-৫৪

হিতোপদেশ ● ১৮৫৩-৫৪

চাণক্য শ্লোক ● ১৮৫৪

হিতোপদেশ ● ১৮৫৪

নবনীতিকথা ● ১৮৫৫

শিশুসেবধি (বর্ণমালা-১/২) ● ১৮৫৫

হিতোপদেশ ● ১৮৫৫

বর্ণমালা ● ?

শিশুসেবধি (বর্ণমালা-১/৩) ● ?

সুধাসিন্ধু ● ??

অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য

বত্রিশ সিংহাসন ● ১৮৫৪

অভয়চরণ দাস

মনোরম্য ইতিহাস ● ১৮৫৩

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বেতাল পঞ্চবিংশতি ● ১৮৪৭

শিশুশিক্ষা - ৪ (বোধোদয়) ● ১৮৫১

বর্ণপরিচয় - ১-২ ● ১৮৫৫

কথামালা ● ১৮৫৬

চরিতাবলী ● ১৮৫৬

ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য (সংশোধক)

হিতোপদেশ ● ১৮৪৪

ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক

জ্ঞানোল্লাস ● ১৮৫৪

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বালকরঞ্জন বর্ণমালা - ২ ● ১৮৫৬

উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নীতিমালা ● ১৮৫৬

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাকল্পদ্রুম - ১০ ● ১৮৪৯

কেশবচন্দ্র কর্মকার

বালকবোধকেতিহাস - ১ ● ১৮৫০

ক্ষেত্রমোহন দত্ত

শিশুসেবধি (বর্ণমালা-৩) ● ১৮৫০ ৫ম সং

শিশুসেবধি (বর্ণমালা-২) ● ১৮৫৩ ৮ম সং

গুরুপদ রায় (?)

সুশীল চরিত্র ● ১৮২৭

গোপালচন্দ্র দত্ত ও দ্বারকানাথ রায়

পাঠামৃত ● ১৮৫৬

গোপাললাল মিত্র

জ্ঞানচন্দ্রিকা ● ১৮৩৮

গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়

আনবার শোহেলি ● ১৮৫৫

গোলোকনাথ শর্মা

হিতোপদেশ ● ১৮০২

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
কবিতামৃতকূপ • ১৮২৬
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ
জ্ঞানপ্রদীপ - ১ • ১৮৪০
জ্ঞানপ্রদীপ - ২ • ১৮৫৩
চণ্ডীচরণ মুন্শী
তোতা ইতিহাস • ১৮০৫
চন্দ্রনাথ রায় ও শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
জ্ঞানাকব • ১৮৪৬
জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি (সংশোধক)
হিতোপদেশ • ১৮৪৭
ঠাকুরদাস মিত্র
নীতিকথা-১ • কাল অনির্ণীত
তারাচাঁদ দত্ত
মনোরঞ্জনেতিহাস • ১৮১৯
তারিণীচরণ মিত্র
The Oriental Fabulist (বঙ্গাংশ) • ১৮০৩
তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন
নীতিকথা - ১ • ১৮১৮
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
নীতিসার - ১-২ • ১৮৫৬
দ্বারকানাথ মল্লিক (?)
সুশীল চরিত্র • কাল অনির্ণীত
দ্বারকানাথ রায় (সংশোধক)
শুকোপাখ্যান • ১৮৫৫
দ্বারকানাথ রায় ও গোপালচন্দ্র দত্ত
পাঠামৃত • ১৮৫৬
নবকান্ত তর্কপঞ্চানন
নবরত্ন • ১৮৫৪
পঞ্চরত্ন • ১৮৫৪
নীলকমল ভাদুড়ী
শুকেতিহাস • ১৮৫২
নীলমণি বসাক
বত্রিশ সিংহাসন • ১৮৫৪
পারস্য উপন্যাস • ১৮৫৬
নীলরত্ন শর্মা হালদার
কবিতা রত্নাকর • ১৮২৫
বহুদর্শন • ১৮২৬
পূর্ণানন্দ চট্টরাজ
জ্ঞানাঙ্কুর • ১৮৩৬

প্রেমচাঁদ রায়
জ্ঞানার্ণবঃ • ১৮৩২? (২য় সং ১৮৪২)
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার
বৈরাগ্যশতক • ১৮৫৫
বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়
উপদেশকল্পলতা • ১৮৫৪
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হিতোপদেশ • ১৮২৩
মদনমোহন তর্কালঙ্কার
শিশুশিক্ষা - ১ • ১৮৪৯
শিশুশিক্ষা - ২-৩ • ১৮৫০
মধুসূদন তর্কালঙ্কার
জ্ঞানসুধাকর - ১ • ১৮৫৫
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
বত্রিশ সিংহাসন • ১৮০২
হিতোপদেশ • ১৮০৮
প্রবোধচন্দ্রিকা • ১৮৩৩
মৌলবী আলী মোল্লা
জ্ঞানদীপিকা • ১৮৫৫
রাজকিশোর (তর্কচূড়ামণি ?)
নীতিকথা (হিতকথা) • কাল অনির্ণীত
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিশুশিক্ষা - ৫ (নীতিবোধ) • ১৮৫১
রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও তারিণীচরণ মিত্র
নীতিকথা - ১ • ১৮১৮
রাধাকান্ত দেব
বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ • ১৮২১
রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র
নীতিকথা - ১ • ১৮১৮
রামকমল সেন
হিতোপদেশ (নীতিকথা-৩?) • ১৮২০
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি
হিতোপদেশ • ১৮০৮
রামকৃষ্ণ
বোধার্ণব • ১৮৩৬
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
শিশুসেবধি - ১-২ • ১৮৪০
নীতিদর্শন - ১-৫ • ১৮৪১
রামচন্দ্র মিত্র
মনোরম্য পাঠ • ১৮৫৫

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
- সত্যচন্দ্রোদয় • ১৮৫৫
- গোপাল কামিনী • ১৮৫৬

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
- হিতোপদেশ • ১৮৩০

লক্ষ্মীনারায়ণ শীল
- হিতোপদেশ • কাল অনির্ণীত

শারদাপ্রসাদ বসু
- নীতিকথা-২ (উপদেশকথা) • ১৮৩৪

শিবচন্দ্র ঘোষ
- বত্রিশ সিংহাসন • ১৮২৪

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ রায়
- জ্ঞানাকর • ১৮৪৬

হরচন্দ্র সেন
- শিশূপদেশ • ১৮৫৫ ?

হরপ্রসাদ রায়
- পুরুষপরীক্ষা • ১৮১৫

Carey, William
- ইতিহাসমালা • ১৮১২

De. Rodt. Rev. R.
- জ্ঞানারুণোদয় • ১৮৪১
- জ্ঞানকিরণোদয় • ১৮৪৩

Galloway, George
- Pleasant Stories (মনোহর ইতিহাসমালা) • ১৮৪০

Haughton, Graves
- Bengali Selections • ১৮২২

Long, James
- বঙ্গীয় পাঠাবলী - ৪ • ১৮৫২
- বঙ্গীয় পাঠাবলী - ৩ • ১৮৫৪

Marshman, J. C.
- সদ্‌গুণ বীর্য্যের ইতিহাস - ১-২ • ১৮২৯
- Esop's Fables • ১৮৩৪

Morton, Williom
- হিতোপদেশ সংগ্রহ • ১৮৪৩

Pearson, J. D.
- নীতিকথা - ২ • ১৮১৮

Richard, J.
- সদাচারদীপক • ১৮৩৬

Stewarts, James
- বর্ণমালা • ১৮১৮
- উপদেশকথা (ইতিহাসকথা) • ১৮১৯ (২য় সং)

Yates, Williom
- সারসংগ্রহ • ১৮৪৪
- Introduction to the Bengali Language- 1, 2 • ১৮৪৭

Yule. J.
- শিশুবোধোদয় • ১৮৫৪

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

মুদ্রিত গ্রন্থতালিকা ও রিপোর্ট

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা (১৭৪৩ - ১৮৫২) □ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য □ কলকাতা □ ১৯৯০।

বাংলা শিশুসাহিত্য ঃ গ্রন্থপঞ্জি □ বাণী বসু সঙ্কলিত □ কলকাতা □ ১৩৭২ ব.।

মুদ্রিত গ্রন্থতালিকা □ উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, চন্দননগর পুস্তকাগার, চৈতন্য লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), রামমোহন লাইব্রেরি, সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার।

মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি (১৮৫৩ - ১৮৬৭) □ কলকাতা □ ১৯৯৩।

Catalogue of Bengali Printed books in the library of the British Museum (1886), Supplement (1910), □ Blumhardt, J. F. □ London.

Catalogue of the Library of the India Office, Vol - II, Part II ; Vol - II, Part - IV(1905); Part - IV, Supplement - 1906-1923 □ Blumhardt, J. F. □ London.

A Calalogue of the Chirstian Vernacular Literature of India □ Murdoch, John □ 1870.

An Alphabetical Catalogue of 1100 Bengali Printed Works □ Long, J. □ 1852.
['বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা'য় সঙ্কলিত]

A Descriptive Catalogue of 1400 Books and Pamphlets □ Long, J. □ 1855.
['বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' — ২য় খণ্ড — দীনেশচন্দ্র সেন, গ্রন্থে সঙ্কলিত]

Hony. East India Company Library Catalogue □ 1845 □ London.

East India College Library Catalogue □ 1843 □ London.

The Early Publications of the Serampore Missionaries □ Grierson, G. A. □ Bombay □ 1903.

A Return of the Names and writings of 515 persons connected with Bengali literature □ Long , J. □ 1855.

Returns Relating to Native Printing Presses and Publications in Bengal (1853 - 1854) □ Long, J.

Returns Relating to Publications in the Bengali Language, in 1857 □ Long, J.
[বঙ্গানুবাদ ঃ *আদিপর্ব বাংলা প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা* □ মুহম্মদ হাবীবুর রশিদ অনূদিত □ ঢাকা □ ১৯৮৮]

Report of the Calcutta School-Book Society's Preceedings - (1818 - 1840).

প্রবন্ধ (পত্রিকা)

Friend of India. (Qly) Sept 1820 , No. XII, May 1825.

সহায়ক উপকরণ

(সংকেতসূচি-তে উল্লিখিত গ্রন্থাদির অতিরিক্ত গ্রন্থনাম)

আত্মচরিত (শতবার্ষিক সংস্করণ) ❑ শিবনাথ শাস্ত্রী ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮২।
আত্মজীবনী ❑ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ❑ বিশ্বভারতী ❑ ১৯৬২।
ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য ❑ সুকুমারী ভট্টাচার্য ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯১।
ইসলামি বাংলা সাহিত্য ❑ সুকুমার সেন ❑ কলকাতা ❑ ১৪০০ ব.।
উইলিয়ম কেরী ঃ সাহিত্য সাধনা ❑ শক্তিব্রত ঘোষ ❑ বর্ধমান ❑ ১৯৮০।
উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ ❑ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ❑ ঢাকা ❑ ১৯৮৩।
কলিকাতা দর্পণ ❑ রাধারমণ মিত্র ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯৩।
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ❑ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ কলকাতা ❑ ১৯৪৮।
কালান্তরে বাংলা গদ্য ❑ গোলাম মুরশিদ ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯২।
গদ্যরীতি পদ্যরীতি ❑ পবিত্র সরকার ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৫।
'পশ্চিমবঙ্গ' (পত্রিকা), বিদ্যাসাগর সংখ্যা ❑ ১৪০১ ব.।
বটতলা ❑ শ্রীপান্থ ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯৭।
বটতলার ছাপা ও ছবি ❑ সুকুমার সেন ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৪।
বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা ❑ অরুণকুমার বসু সম্পাদিত ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯২।
বাংলা গদ্যেব চারযুগ ❑ মনোমোহন ঘোষ ❑ কলকাতা ❑ ১৯৪২।
বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ❑ প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত ❑ কলকাতা ❑ ১৩৬৭ ব.।
বাংলা ছোটগল্প ❑ শিশিরকুমার দাশ ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৩।
বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ❑ বরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৫।
বিদ্যাসাগর ❑ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ কলকাতা ❑ ১৪০৪ ব.।
বিদ্যাসাগরচরিত ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ❑ কলকাতা ❑ ১৩৬৫ ব.।
বেথুন সোসাইটি ❑ যোগেশচন্দ্র বাগল ❑ কলকাতা ❑ ১৪০২ ব.।
ভাষা দেশ কাল ❑ পবিত্র সরকার ❑ কলকাতা ❑ ১৪০৫ ব.।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ❑ যোগীন্দ্রনাথ বসু ❑ কলকাতা ❑ ১৯৮৩।
সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান ❑ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ❑ কলকাতা ❑ ১৯৯৮।
সুবর্ণবণিক ঃ কথা ও কীর্তি (২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড ১৯৪২) ❑ নরেন্দ্রনাথ লাহা ❑ কলকাতা।

Bengali literature in the Nineteenth Century (1757 - 1857) ❑ De, S. K. ❑ Calcutta ❑ 1962

Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar ❑ Das S. K. ❑ Calcutta ❑ 1966.

Voluntary Associations And the Urban Public Life In Bengal ❑ Sanyal, Rajat ❑ Calcutta ❑ 1980.

শব্দসূচি

ব্যক্তিনাম

বিদেশি

গ্রন্থনাম

পত্র-পত্রিকা

মুদ্রাযন্ত্র

বিবিধ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি

অন্যান্য